হেনরি রাইডার হ্যাগার্ডের

# চাইল্ড অভ্ স্টর্ম

রূপান্তর: কাজী মায়মুর হোসেন

BanglaBook.org

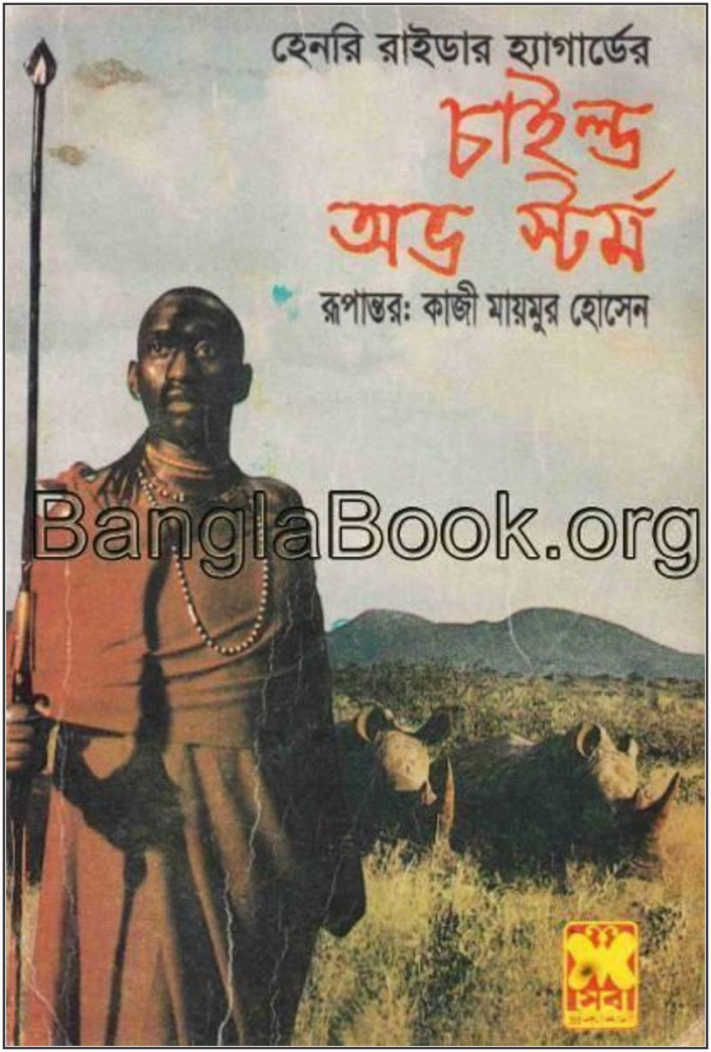

www.BanglaBook.org

# এক

## মামীনার পরিচয়

আমি অবশ্য কোয়ার্টারমেইন, লেখালেখির তেমন অভ্যেস নেই। তবুও আজকে কলম তুলে নিয়েছি এক লিলি ফুলের কথা লিখব বলে। হয়তো কেউ কখনও পড়বে না আমার ডায়রি, তবুও ঠিক করেছি লিখে রেখে যাব।

ওর নাম মামীনা। জুলুদের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে। জুলুতে মামীনার আরেকটা নাম আছে: ঝড়ের শিশু। ঝড়ের রাতে জন্ম হয়েছিল বলে এই নাম।

উমবেজির মেয়ে মামীনার কথা মনে এলেই গ্রীক কবি হোমারের লেখা হেলেন অভ ট্রয়ের কথা মনে পড়ে যায়। মামীনা যদিও কালো, তবু ট্রয়ের হেলেনের সঙ্গে অদ্ভুত মিল আছে ওর। দু'জনই সুন্দরী, অবিশ্বাসী, এবং শত শত পুরুষের মৃত্যুর কারণ। তবে ট্রয়ের হেলেনের সঙ্গে মিল এখানেই শেষ ওর। হেলেনের মতো অসহায় নয় মামীনা, বরং চাতুরি আর কৌশলে ভুখোড় এক বিপজ্জনক উচ্চাকাঙ্ক্ষী নারী।

আঠারো শো চুয়াল্ল সালে মামীনার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তারপর থেকে আঠারো শো ছাপ্পান্ন সালে টুগেলার ভয়াবহ যুদ্ধের আগে পর্যন্ত মাঝে মাঝেই দেখা হয়েছে। আমার বয়স তখন একেবারেই কম, যদিও ততোদিনে দ্বিতীয় স্ত্রীকে কবর দেয়া হয়ে গেছে আমার।

ডারবানে আত্মীয়স্বজনের কাছে ছেলেকে রেখে ইংল্যান্ড ছেড়ে আবার জুলুল্যান্ডে ফিরে এলাম আমি। এখানেই কেটেছে আমার কৈশোর। শিকার করেছি দিনের পর দিন, দিনে মাথার ওপর সূর্য আর রাতে তাঁবুর দড়ি ছাড়া আর কেউ ছিল না সঙ্গী। পিয়েছি অদ্ভুত সব অভিযানে। দেখা হয়েছে অজানা উপজাতির সঙ্গে। কাটিয়েছি উত্তেজনাময় চমৎকার একটা সময়। তাই অমোঘ আকর্ষণে আবারও ফিরে এসেছি জুলুল্যান্ডে, ব্যবসা আর শিকারের উদ্দেশ্যে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যতোদূর মনে পড়ে আঠারো শো ছয়ান্ন সালের মে মাসে আমি সাদা-কালো উমভোলোসি নদীর তীরে বুনো এলাকায় শিকার করতে গেলাম। জংলীরা আক্রমণ করবে সে ভয় নেই। জুলুদের রাজা পান্ডার অনুমতি নিয়েই এসেছি। কিছুদিন আগে ভাই ডিনগানকে খুন করে রাজা হয়েছে পান্ডা।

এটা জ্বরের অঞ্চল, তাই শীতকালে এসেছি। সঙ্গে ওয়্যাগন আনিনি। কোন পথ নেই এখানে। চারপাশে কাঁটা ঝোপের জঙ্গল। ঘাস নেই। ঘোড়াও বাঁচবে না এখানে। হেঁটেছি আমি। সঙ্গী বলতে সিকাউকি, এক কাফ্রি, সর্বক্ষণ ভ্রু কুঁচকে রাখা জুলু সর্দার সাডুকো আর আন্ডওয়েন্ডি জাতির সর্দার উমবেজি। উমবেজির ক্রালটা এখান থেকে তিরিশ মাইল দূরে উঁচু জমিতে। ওখানেই ওয়্যাগন রেখে এসেছি। আমার লোকজন মালপত্র আর হাতির দাঁত পাহারা দিচ্ছে ওখানে।

বছর ষাটেকের হাসিখুশি মোটাসোটা মানুষ উমবেজি। শিকার করতে খুব পছন্দ করে। ওকে কথা দিয়েছি কয়েকজন শিকারি নিয়ে আমার সঙ্গে এলে ওকে একটা রাইফেল দেব। রাইফেলটা অতি পুরনো, তাছাড়া অর্ধেক কক হওয়ার পরই গুলি ছুটে যায়, কিন্তু দোষগুলো ওকে জানানোর পরও আমার প্রস্তাবে লাফাতে লাফাতে রাজি হয়ে গেছে উমবেজি।

'ওহ্, মাকুমাজান,' বলেছে উমবেজি উচ্ছসিত হয়ে। 'আপনি না চাইলেও যে অস্ত্র থেকে গুলি বেরিয়ে যায় সেই অস্ত্রও একেবারে অস্ত্র না থাকার চেয়ে ভাল; বিরাট বড় হৃদয়ওয়ালা সর্দার আপনি, কারণ আপনি আমাকে কথা দিয়েছেন ওটা আমাকে দিয়ে দেবেন। আমি যখন সাদা মানুষের অস্ত্রের মালিক হব তখন সবাই আমাকে সম্মান করবে, দুই নদী এলাকার সবাই আমাকে ভয় পাবে।'

আমি যখন কথা বলছিলাম, অস্ত্রটা নাড়াচাড়া করছিল উমবেজি। ওটায় গুলি ভরা আছে দেখতে পেয়েই উমবেজির পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। যা ভেবেছিলাম তাই হলো। আপনা আপনি গুলি বেরিয়ে গেল রাইফেল থেকে। প্রচণ্ড ধাক্কা দেয় ওটা, জানা না থাকলে চমকে যাবে যে কেউ। ধাক্কা খেয়ে ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল উমবেজি। গুলিটা ওর বউদের একজনের কানের ওপরের অংশ নিয়ে বেরিয়ে গেল। চেঁচাতে চেঁচাতে পালিয়ে গেল উমবেজির বউ, পেছনে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রেখে গেল ছোট্ট একটুকরো মাংস।

কাঁধ ডলতে ডলতে উঠে দাঁড়াল হতভম্ব উমবেজি। তারপর বউয়ের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'দেখতো আসলে দুধ শেষ হওয়া বুড়ি গাভীর (ওর বউয়ের নাম)। সবসময়ে বানরের মতো আমার কাজে নাক গলায় ও। এখন কিছুদিনের জন্যে আমার কাজে নাক না গলিয়ে বকবক করতে পারবে। আমার পূর্বপুরুষদের আত্মাকে ধন্যবাদ যে গুলিটা মার্মীনাকে লাগেনি। লাগলে ওর সৌন্দর্য একেবারে মাটি হয়ে যেতো।'

'মার্মীনা কে,' জানতে চাইলাম আমি, 'তোমার নতুন বউ?'

'না, মাকুমাজান, তবে মার্মীনা আমার বউ হলে ভাল হতো। তাহলে দেশের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটাকে নিজের করে পেতে পারতাম। মার্মীনা আমার মেয়ে। দুধ শেষ হওয়া বুড়ি গাভীর মেয়ে নয় অবশ্য। জন্মের সময়েই ওর মা মারা যায়। সেরাতে খুব ঝড় হয়েছিল। তুমি সাডুকোকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো মার্মীনা কে।' রাইফেল থেকে মনোযোগ সরিয়ে হাসল উমবেজি। ওর চোখ ফিরে গেল খালি অস্ত্রটির ওপর। চেহারা দেখে মনে হলো ভয় পাচ্ছে ওটা আবার গর্জে উঠবে। তারপর তাকাল পেছনে, কাকে উদ্দেশ করে যেন মাথা দোলাল।

ঘুরে দাঁড়ালাম আমি, প্রথমবারের মতো দেখলাম সাডুকোকে। প্রথম দর্শনেই বুঝে ফেললাম এই লোক সাধারণ কালো মানুষ নয়.

সুদেহী, দীর্ঘ যুবক সাডুকো, বুকে অ্যাসেগাইয়ের (বল্লম) ক্ষতচিহ্ন। যোদ্ধা সে, কিন্তু মাথায় কোন ইসিকোকো দেখলাম না। মোম আর কাঁটার তৈরি এই সম্মানসূচক মুকুট জুলু নেতারা বিশেষ সাফল্যের জন্যে পরিয়ে দেয়। তবে সাডুকোর দীর্ঘদেহের ভার, শক্তি বা দৈহিক আকৃতির চেয়ে আমি বেশি চমকিত হলাম ওর চেহারা দেখে: সন্দেহ নেই চমৎকার চেহারা, দেখে মনে হয় না এই লোকের গায়ে নিগ্রো রক্ত আছে। যেন কালচে বর্ণের কোন আরব. বড় বড় চোখ, তাতে রহস্যময় দৃষ্টি, গম্ভীর, প্রশান্ত, বুদ্ধিমান।

'সিয়াকুবোনা, সাডুকো,' সুপ্রভাত জানালাম আমি। কৌতূহলী চোখে তাকালাম। 'মার্মীনা কে?'

'ইনকুসি,' আমাকে সালাম করার ভঙ্গিতে হাত তুলে বলল সাডুকো ওর গম্ভীর ভারী গলায়, 'ইনকুসি, ওর বাবা কি বলেনি যে মার্মীনা তার

www.BanglaBook.org

মেয়ে?'

'বলেছি,' বলল উমবেজি। 'কিন্তু একথা বলিনি যে তুমি তার প্রেমিক।' মোটা মোটা আঙুল তুলে নাড়ল উমবেজি। 'তুমি কি পাগল হয়েছ, সাডুকো? ভাবছ ওরকম একটা মেয়ে তোমার বউ হবে? একশোটা গরু এনে দাও, একটা কম হলেও চলবে না, তবেই তোমার সঙ্গে মামীনার বিয়ে দেয়ার কথা ভাবতে শুরু করব। বলে আর কি হবে, তোমার তো দশটা গরুও নেই। আর মামীনা আমার বড় মেয়ে, কাজেই বড়লোকের সঙ্গেই ওকে বিয়ে দিতে হবে আমার।'

'আমাকে ও ভালবাসে, উমবেজি,' মাটির দিকে তাকিয়ে বলল সাডুকো। 'ভালবাসার মূল্য গরুর চেয়ে বেশি।'

'তোমার কাছে হয়তো তাই, সাডুকো। তোমাকে আমি পছন্দ করি, সাডুকো। তুমি যদি গরীব না হতে, তোমার যদি একশো গরু দেয়ার ক্ষমতা থাকত, তাহলে নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে মামীনার বিয়ে দিতাম। কিন্তু যতো ভাল মানুষই তুমি হও, তুমি কি নিশ্চিত হতে পেরেছ যে মামীনা তোমাকে ভালবাসে? মামীনার চোখ যাই বলুক, ওর অন্তর সম্ভবত অন্য কথা বলে। চোখ তোমাকে ভালবাসলেও অন্তরটা শুধু ওর নিজের জন্যে ভালবাসায় ভরা। আমার ধারণা শেষ পর্যন্ত অন্তরের কথাই শুনবে ও, কোন গরীব লোকের বউ হয়ে সংসারের ঘানি টানতে চাইবে না' কিন্তু আমাকে তুমি একশো গরু এনে দাও, তখন ভেবে দেখব। বিশ্বাস করো, অন্তর থেকে বলছি, তুমি যদি বড় কোন সর্দার হতে, তাহলে তোমাকে ছাড়া আর কারও সঙ্গে ওর বিয়ে দেয়ার কথা ভাবতামই না।' কনুই দিয়ে আমার পাঁজরে খোঁচা দিল উমবেজি। 'অবশ্য এই মকুমাজান ছাড়া। মাকুমাজান মামীনাকে বিয়ে করলে আমার বাড়ির দায়দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেবে।'

উমবেজির কথা শেষ হতে অস্বস্তির সঙ্গে পায়ের ভর বদল করল সাডুকো। ভাব দেখে মনে হলো মামীনার চরিত্র সম্বন্ধে বলা উমবেজির কথাগুলোয় সত্যতা আছে তা সে নিজেও জানে। একটু পর বলল, 'গরু যোগাড় করা যাবে।'

'অথবা চুরি করা যাবে,' পরামর্শ দিল উমবেজি।

'অথবা যুদ্ধ জিতে কেড়ে নেয়া যাবে,' শুধরে দিল সাডুকো। 'আমার যখন একশো গরু হবে, তোমার দেয়া কথা ভুলে যেয়ো না, মামীনার বাবা।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আরে বোকা, খাবে পরবে কী, সবগুলো গরুই যদি আমাকে দিয়ে দাও? বাজে বকা ছাড়ো। তুমি যতোদিনে একশো গরুর মালিক হবে ততোদিনে মামীনা হয়ে যাবে ছয় বাচ্চার মা। তবে ওর বাচ্চারা তোমাকে বাবা বলে ডাকবে না। কি হলো, কথাটা পছন্দ হলো না? চলে যাচ্ছ যে?'

শান্ত চোখে আগুনের ঝিলিক নিয়ে তাকাল সাড়ুকো : 'হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি। তবে যেমন বললে তেমন যদি ঘটে তাহলে মামীনার বাচ্চারা যাকে বাবা বলবে ওকে জানিয়ে দিয়ো সাড়ুকোর কথা। বোলো তাকে সাবধানে থাকতে।'

'সাবধানে কথা বোলো, সাড়ুকো,' গম্ভীর গলায় বলল উমবেজি : 'তুমিও কি তোমার বাবার পথ ধরতে চাও? আমি তোমাকে পছন্দ করি তাই সতর্ক করছি। কিন্তু এধরনের হুমকি মানুষ ভোলে না।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গেল সাড়ুকো। ভাব দেখে মনে হলো উমবেজির কথা ওর কানেই যায়নি।

'কে ও?' জানতে চাইলাম আমি।

'ভাল বংশের ছেলে,' বলল উমবেজি। 'ওর বাবা যদি ষড়যন্ত্রকারী জাদুকর না হতো, তাহলে এতোদিনে সর্দার হয়ে যেতো ও। রাজা জিনগান ওর পরিবারের সবাইকে প্রায় মেরে ফেলেছে। সর্দার, তার বউ, বাচ্চারা—কেউ রেহাই পায়নি। জাদুকর বিকালি আশ্রয় দেয়ায় সাড়ুকো শুধু বেঁচে গেছে। থাক, ওসব অশুভ কথা থাক।' শিউরে উঠল উমবেজি। 'আসুন, সাদা মানুষ, আমার বুড়ি গরুটার চিকিৎসা করুন, নাহলে এক মাস শান্তিতে থাকতে দেবে না ও আমাকে।'

উমবেজির পেছন পেছন বাড়িতে ঢুকলাম। মনে আশা মামীনার কথা আরও শুনব। বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠেছি আমি মেয়েটা সম্বন্ধে।

ভেতরে বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা। মেঝেতে শুয়ে আছে দুধ শেষ হওয়া বুড়ি গাভী। ওর চারধারে অনেকগুলো মেয়েমানুষ আর বাচ্চা। কান থেকে রক্ত ঝরছে বুড়ি গাভীর, নিয়মিত বিরতি দিয়ে ঘোষণা করছে সে মরে যাবে সে। ঘোষণার পর পরই বিকট এক চিৎকার ছাড়ছে। আর ওই চিৎকার শুনলেই গলা ছেড়ে নাকি সুরে কেঁদে উঠছে অন্যরা।

উমবেজিকে ঘর খালি করতে বলে অষুধ আনতে বাইরে এলাম আমি। আমার চাকর কুওলকে ডেকে বললাম মহিলার ক্ষতস্থান পরিষ্কার করতে। হলদেটে রঙের হাসিখুশি মানুষ কুওল। গায়ে হটেনটট



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রক্ত আছে।

দশমিনিট পর ওয়্যাগন থেকে অষুধ নিয়ে ফিরে এসে দেখি চেঁচামেচি বেড়েছে আরও। স্থূলাঙ্গী কদর্য মহিলার এখন কুঁড়ের বাইরে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে। বিকট আওয়াজ; মাথা ঝিমঝিম করে। কুঁড়ের ভেতরে ঢুকে অবাক হয়ে গেলাম: ডাক্তার সেজে বসেছে রুওল। নখ কাটার ছোট একটা কাঁচি দিয়ে বুড়ি গাভীর ছেঁড়া কান সেলাই করার চেষ্টা করছে।

'ফাকুম জ্যন,' কর্কশ গলায় ফিসফিস করে বলল উইবেডি, 'ওর কাছ থেকে দূরে থাকা উচিত না? রক্তক্ষরণে যদি মরে যায় তাহলে অন্তত চেঁচাবে না!'

'তুমি কি মানুষ নাকি হায়েনা!' কড়া গলায় কথাটা বলে কাজ শুরু করলাম আমি; দুই হাঁটুর মাঝখানে বুড়ি গাভীর মাথা আটকে রাখল রুওল।

একটা প্যাডকে কসটিক মাখিয়ে ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলাম আমি। তৎক্ষণাৎ পায়ে জোরালো এক কামড় খেয়ে বাপ বাপ ডাক ছেড়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে পালিয়েছে রুওল। কাজ সেরে বললাম, 'চিন্তা কোরো না, মা, মরবে না তুমি।'

'না, জঘন্য সাদা মানুষ,' ফুঁপিয়ে বলল মহিলা, 'আমি মরব না। কিন্তু আমার সৌন্দর্যের কি হবে?'

'আগের চেয়েও সুন্দরী হয়ে যাবে তুমি,' জবাব দিলাম। 'আর কারও এরকম একটা ফুটোওয়ালা কান থাকবে না। সৌন্দর্যের কথা যখন উঠলই, মাসীনা কোথায়?'

'আমি জানি না ও কোথায়,' রাগের সঙ্গে বলল মহিলা, 'কিন্তু বলতে পারি আমার উপায় থাকলে ও এখন কোথায় থাকত।...' এবার মহিলা এমন সব গালাগাল শুরু করল যেগুলোর পুনরাবৃত্তি করার মতো রুচি হয় না। শেষে বলল, 'ওই বেটিই আমার ওপর দুর্ভাগ্য ডেকে এনেছে। সাদা মানুষ, গত কাল হারামজাদীর সঙ্গে সামান্য ঝগড়া হয়েছিল আমার, ও একটা ডাইনী, তাই আমাকে অভিশাপ দিয়ে বলেছিল খারাপ হবে। ওর কানে খামচি লেগে গিয়েছিল। ইচ্ছা করে খামচি দিইনি, তারপরও আমাকে বলল শিগগিরই নাকি আমার কানও জ্বলতে শুরু করবে। সত্যিই জ্বলছে এখন।'

জ্বলারই কথা। কসটিক কাজ শুরু করেছে কাটা মাংসের ওপর।

www.BanglaBook.org

'হায়, শয়তান সাদা মানুষ,' বকে চলল বুড়ি গাঙী, 'তুমি আমাকে জাদু করেছ; আমার মাথা ভরে দিয়েছ আগুন দিয়ে।'

এবার ডাক্তারের সম্মানী হিসেবে একটা মাটির হাঁড়ি আমার দিকে বাড়িয়ে দিল সে। বলল, 'এটা নিয়ে যাও। যাও, আর সবাই যেমন দেয় তেমনি হামাগুড়ি দাও গিয়ে মামীনার সামনে। ওর জাদুর কবলে গিয়ে পড়ো।'

ততোক্ষণে আমি দরজার কাছে চলে এসেছি। আমার চলার গতি আরও দ্রুত হলো। পেছনে ছরছর করে পড়ল পানি ছাড়ছে বুড়ি গাঙী।

'কি ব্যাপার, মাকুমাজানা?' বাইরে আসতেই উদ্বিগ্ন চেহারায় জানতে চাইল উমবেজি।

'কিছু না, বন্ধু,' মিষ্টি হেসে বললাম আমি। 'তবে তোমার বউ তোমাকে দেখতে চাইছে। খুব ব্যথা ওর, চাইছে তুমি গিয়ে ওকে সান্ত্বনা দাও। যাও, আর দেরি কোরো না।'

এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে ভেতরে ঢুকল উমবেজি। ঢুকল মানে শরীরের অর্ধেকটা ঢোকাল। পরক্ষণেই ফটাশ করে একটা আওয়াজ হলো। আবার বেরিয়ে এলো উমবেজি। চেহারা হয়ে গেছে উজবুকের মতো। গলায় একটা ভাঙা হাঁড়ির কানা। ঘন পদার্থ দেখে বুঝলাম হাঁড়িতে মধু ছিল।

'মামীনা কোথায়?' জানতে চাইলাম আমি।

মধু পরিষ্কার করতে করতে গম্ভীর গলায় উমবেজি বলল, 'যেখানে এখন আমি থাকতে পারলে সুখী হতাম। এখান থেকে পাঁচ ঘণ্টার হাঁটাপথ দূরে একটা ক্রালে(আফ্রিকান কুঁড়ে) আছে ও।'

সেরাতে বসে আছি ওয়্যাগনের কাছে একটা তাঁবুর নিচে। ঠোঁটে জ্বলছে পাইপ। দুধ শেষ হওয়া বুড়ি গাঙীর কথা ভেবে হাসছি আপন মনে। দুধ শেষ হওয়া এই নামটা ওকে দেয়া ঠিক হয়নি। এখনও সে পূর্ণ যৌবনা। ভাবছি উমবেজি তার চুল থেকে মধু দূর করতে পেরেছে কিনা। হঠাৎ নড়ে উঠল তাঁবুর ফ্ল্যাপ। ভেতরে ঢুকল গায়ে চাদর মোড়ানো একজন লোক।

'কে তুমি?' জানতে চাইলাম আমি। অন্ধকারে লোকটার চেহারা দেখতে পাচ্ছি না।

'ইনকুসি,' গম্ভীর গলায় বলল লোকটা, 'আমি সাদুকো।'

ওকে সামান্য নস্যি দিলাম আতিথেয়তার নিদর্শন হিসেবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ইনকৃসি,' জিনিসটার সদ্ব্যবহার শেষে চোখের পানি মুছে বলল ও, 'আপনার কাছে একটা উপকার চাইতে এসেছি। আপনি তো শুনেছেন উমবেজি বলেছে ওর মেয়েকে আমার কাছে বিয়ে দেবে না একশো গরু দিতে না পারলে। কিন্তু আমার একশো গরু নেই। কাজ করে গরু কিনতে গেলে বছর লাগবে তাতে মামীনাকে আমি পাব না। একটা মাত্র উপায় আছে আমার সামনে। অ্যামাকোবার লোকেরা এখন জুলুদের সঙ্গে লড়ছে, ওদের কাছ থেকে গরু কেড়ে নিতে হবে আমাকে। কাজটা পারব, যদি আমার কাছে একটা ভাল আগ্নেয়াস্ত্র থাকে। উমবেজিকে যেটা দিয়েছেন সেরকম অস্ত্র হলে চলবে না। এমন অস্ত্র চাই যেটা থেকে আমি চাইলেই শুধু গুলি বেরবে। একা পারব না, সঙ্গে লাগবে আরও কয়েকজন লোক। আমার পারিবারিক সুনাম আছে। বাবার আমলের চাকরবাকরদের কয়েকজন আমাকে সাহায্য করবে।'

'তুমি কি বলতে চাইছ তোমাকে আমি দুই নলা একটা বন্দুক দিয়ে সাহায্য করব?' ঠাণ্ডা গলায় জানতে চাইলাম আমি। 'ওই একটা অস্ত্রের দাম কমপক্ষে বারোটা ষাঁড়ের সমান। ভাবছ এমনি তোমাকে ওটা দিয়ে দেব, সাডুকো?'

'না, মাকুমাজান, আমি আপনাকে অত বোকা মনে করি না যে প্রতিদান ছাড়াই আগুনে অস্ত্র চাইব।' ফুটোয় আরেক নস্যি নিতে থামল সাডুকো। তারপর আবার কথা শুরু করল ধ্যানমগ্ন গলায়, 'যেখান থেকে আমি গরু নেব ওখানে আরও গরু আছে; সব মিলিয়ে এক হাজারের কম হবে না।' আমার দিকে তাকাল সাডুকো। 'ধরুন আপনি আপনার অস্ত্র নিয়ে আমার সঙ্গে এলেন। আপনার শিকারীদের নিলেন। তাহলে কাজ শেষে অর্ধেক গরু আপনি নিলে সেটা অন্যায্য হবে না।'

'তাহলে তুমি চাও আমাকে গরু চোর বানাতে? চাও যে দেশের শান্তি নষ্ট করার দায়ে পান্ডা আমার গলা কাটুক?'

'না, মাকুমাজান, আপনি ভুল ভাবছেন। আসলে ওগুলো আমারই গরু। শুনুন তবে।' ধীর গলায় বলে গেল সাডুকো। চুপ করে শুনলাম আমি।

আমাঙ্গওয়ানের সর্দার মাটিওয়ান ছিল স্বাধীন রাজার মতো। পরে জুলু রাজা ডিনগান আমোকোবা গোষ্ঠীর নেতা বাঙ্গুকে পাঠায় মাটিওয়ানকে হত্যা করার জন্যে। বাঙ্গু আতিথ্য গ্রহণ করে মাটিওয়ানের বাসায়। তারপর রাতে খাওয়াদাওয়ার পর সবাই ঘুমিয়ে পড়লে দলবল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিয়ে হামলা করে, সম্পত্তি দখল করে নেয়, পাইকারী ভাবে খুন করে মাটিওয়ানের কাছের লোকদের। পালাচ্ছিল মাটিওয়ানের বউ আর ছেলে, কিন্তু বাঙ্গুর লোকদের হাতে ধরা পড়ে যায়। সাড়ুকোই সেই ছেলে। মাকে চোখের সামনে মরতে দেখেছে ও। বর্শা ছুঁড়ে মহিলাকে খুন করা হয়। সেই বর্শা খুলে নিয়ে একজন যোদ্ধাকে মেরে ফেলে সাড়ুকো, ধরা পড়ে যায় বাঙ্গুর হাতে। ওকেও মেরে ফেলা হতো, কিন্তু এই সময় ওখানে এসে হাজির হয় খর্বকায় জাদুকর যিকালি। যিকালি ভয় দেখায় একদিন বড় হয়ে সাড়ুকো বাঙ্গুকে শেষ করে দেবে ঠিকই, কিন্তু সাড়ুকো বড় না হওয়া পর্যন্ত বাঙ্গু বাঁচবে। সাড়ুকোকে মেরে ফেললে বাঙ্গুর মৃত্যুও ত্বরান্বিত হবে। ভয় পেয়ে বাঙ্গু শেষ পর্যন্ত সাড়ুকোকে ছেড়ে দেয়।

'গল্পটা চমৎকার,' বললাম আমি। 'তারপর কি হলো?'

'যেমন যিকালি আমাকে নিয়ে গেল তার ক্রালে। সেখানে কয়েকজন চাকর, আমি আর যিকালি ছাড়া আর কেউ ছিল না। কোন মেয়েমানুষকে ক্রালের ধারেকাছে আসতে দিত না যিকালি। ওখানেই আমি বড় হয়েছি। গোপন অনেক কিছু আমাকে শিখিয়েছে যিকালি। আমি যদি চাইতাম তাহলে আমাকে জাদুও শেখাত, কিন্তু আমি জাদুকর হতে চাইনি। শেষে যিকালি আমাকে ডেকে বলল মন যা চায় তাই করো, যোদ্ধা হও। বলল একটা দরজা খুলে গেছে, আমি চাই বা না চাই আত্মা আমার কাছে আসবে যাবে।

"'তুমিই দরজাটা খুলে দিয়েছ, যিকালি," রেগে গিয়ে বললাম আমি।

'হাসল যিকালি, যেমন সবসময় হাসে। বলল, "যখন প্রয়োজন আমি দরজা খুলি, আবার যখন প্রয়োজন আমি বন্ধ করে দিই। সেরকম একটা দরজার দিয়ে তাকিয়ে তোমার ব্যাপারে কিছু জিনিস আমি দেখেছি মাটিওয়ানের পুত্র।"

"'কি দেখেছ?" জানতে চাইলাম আমি।

"'দুটো রাস্তা। একটা জাদুর, আত্মার রাস্তা, অন্যটা রক্তে রাঙা রাস্তা। তোমাকে বেছে নিতে হবে কোন্ পথে যেতে চাও তুমি। জাদুর রাস্তায় বুড়ো বয়স পর্যন্ত বাঁচবে তুমি, তারপর একদিন মিশে যাবে আর সব মৃত আত্মাদের সঙ্গে দূরে কোথাও। তবে থাকতে হবে একা, কারণ গোপন বিদ্যা কারও সঙ্গে ভাগ করা যায় না। কোন বন্ধু থাকবে না

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তোমার. কোন বউ থাকবে না। শাদা এবং কালো মানুষ তোমাকে ভয় পাবে, শ্রদ্ধা করবে। এবার আমি রক্তের রাস্তার দিকে তাকাই। ওটা বর্শার রাস্তা। আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, সাড়ুকো, হাঁটছ তুমি. দু'পায়ে লেগে আছে তাজা লাল রক্ত। মেয়েমানুষের দল তোমার আকর্ষণে কাছে আসছে। একে একে মরণশায়ী হচ্ছে তোমার শত্রুরা। পাপ করছ তুমি ভালবাসার খাতিরে। তোমার ভালবাসার মানুষ কাছে আসছে, দূরে চলে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে কাছে। ওই রাস্তাটা দীর্ঘ নয়, সাড়ুকো। রাস্তার শেষে আগুন আছে অনেকগুলো আত্মা। চোখ বন্ধ করলেও ওদের দেখবে তুমি। মাটি দিয়ে কান বন্ধ করলেও শুনবে! কারণ ওরা তোমার হাতে মৃত মানুষদের আত্মা। রাস্তার শেষ আমি দেখতে পাচ্ছি না। এবার বলো কোন পথে যেতে চাও তুমি, সাড়ুকো। তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নেবে, কারণ এই ব্যাপারে আর কোন কথা আমি বলব না।"

'আমি চিন্তা ভাবনা করে দেখলাম, রক্ত, হত্যা আর অজানা মৃত্যুর পথই আমার নিজের পথ। ওই পথে আমি ভালবাসার দেখা পাব। আমি সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলাম যিকালিকে।'

মন্তব্য না করে পারলাম না আমি। 'রাস্তার গল্পে যদি কোন সত্যতা থাকত তাহলে বলতাম ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছ তুমি, সাড়ুকো।'

'না, মাকুমাজান, আমি ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি,' বলল সাড়ুকো। 'তারপরই আমি মামীনাকে দেখলাম। এখন আমি জানি কেন এপথ বেছে নিয়েছি।'

'ও, মামীনা,' আমি বলে উঠলাম, 'ওর কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। কে জানে, হয়তো তোমার রাস্তার গল্পে কোন সত্যতা থাকতেও পারে। আমার মতামত তোমাকে জানাব আমি মামীনাকে দেখার পর।'

'মামীনাকে যখন দেখবেন বুঝতে পারবেন ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি। জাদুর রাজা যিকালি যখন মামীনার কথা শুনল তখন হেসেছিল। বলেছিল, "বুড়ো ষাঁড় খোঁজে ভাল ঘাসজমি, কিন্তু জোয়ান ষাঁড় যেতে চায় রুক্ষ পর্বতসারির কাছে, যেখানে নবযৌবনা গাভী চরে। বুড়ো ষাঁড়ের চেয়ে জোয়ান ষাঁড় ভাল। বেশ, মাটিওয়ানের পুত্র, নিজের রাস্তায় যাও তুমি। মাঝে মাঝে আমার এখানে এসে বলে যেয়ো কেমন চলছে দিনকাল। কথা দিচ্ছি তোমাকে, ঘটনার শেষ দেখার

www.BanglaBook.org

আগে মরে যাব না আমি।"

'তো, মাকুমাজান, আর কেউ যা জানত না আপনাকে তা বলেছি আমি। বাঙ্গুর সঙ্গে পাণ্ডার সম্পর্ক এখন ভাল যাচ্ছে না। বাঙ্গু তার পাহাড়ে পাণ্ডাকে রাজা বলে মানছে না। আমাকে কথা দেয়া হয়েছে, বাঙ্গুকে খুন করলে কোন শাস্তি পেতে হবে না। বাঙ্গুর গরুগুলোও নিয়ে নেয়া যাবে।' আমার দিকে তাকাল সাডুকো। 'এখন, মাকুমাজান, আপনি কি আমার সঙ্গে যাবেন? গরুগুলো ভাগ করে নেব আমরা।'

'আমি ঠিক এখনই বলতে পারছি না,' বললাম আমি। 'তোমার কাহিনী যদি সত্যি হয় তাহলে বাঙ্গুকে খুন করার ব্যাপারে সহযোগিতা করতে আমার কোন আপত্তির কারণ থাকবে না। তবে সিদ্ধান্ত নিতে সময় লাগবে আমার। আগামীকাল আমি উমবেজির সঙ্গে শিকারে যাচ্ছি, খুশি হব যদি তুমিও আমাদের সঙ্গে যাও। শিকারে যাবার পারিশ্রমিক হিসেবে হয়তো দোনলা রাইফেলটা তোমাকে দিয়ে দেব আমি।'

'আপনি প্রস্তাব দিয়ে আমাকে সম্মানিত করেছেন।' হাত তুলে সেল্যুটের ভঙ্গি করল সাডুকো। চকচক করছে ওর চোখ। বলল, 'খুবই খুশি হব আমি যেতে পারলে। তবে যেতে হলে আগে আমাকে যিকালির অনুমতি নিতে হবে। যিকালি আমার পালক বাবা।'

'তার মানে এখনও তুমি সেই জাদুকরের অধীনে, সাডুকো?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'না মাকুমাজান,' জবাব দিল গম্ভীর সাডুকো। 'তবে বেশিদিন হয়নি ওকে আমি কথা দিয়েছি ওর সঙ্গে আলাপ না করে কোন কাজে হাত দেব না।'

'যিকালি কতদূরে থাকে?' আমি জানতে চাইলাম।

'এক দিনের পথ। ভোরে সূর্য ওঠার পর পর রওয়ানা হলে সন্ধের সময় সেখানে পৌঁছে যাব আমি।'

'ঠিক আছে। ভাবছি তিনদিনের জন্যে শিকারটাকে পিছিয়ে দিয়ে তোমার সঙ্গে যাব আমি। অবশ্য তোমার জাদুকর যদি আমার উপস্থিতি পছন্দ করবে বলে মনে করো, তবেই।'

'আমার ধারণা পছন্দ করবে। যিকালি আমাকে বলেছে আপনার সঙ্গে দেখা হবে আমার। আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব হবে। আপনাকে ভালবেসে ফেলব আমি। আর...আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যাবেন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আপনি।'

'তাহলে এই কথাই রইল, কালকে রওয়ানা হব আমরা,' বললাম আমি। 'এখন তাড়াতাড়ি বিদেয় হও, ভোরে আমাদের রওয়ানা হতে হবে, তুমি কি চাও তোমার আজগুবি গল্প শুনে আমি ঘুম নষ্ট করি?'

'যাচ্ছি।' হাসল সাড়ুকো। 'আজগুবিই যদি হবে তাহলে আপনি কেন জাদুকর যিকালিকে দেখতে যেতে চাইছেন, মাকুমাজান?' বেরিয়ে গেল সাড়ুকো।

রাতে আমার ভাল ঘুম হলো না। সাড়ুকোর কথা চিন্তায় এলো। বারবার মনে আসতে লাগল ওর অদ্ভুত গল্প। সেজন্যেই আমি যিকালির ওখানে যাচ্ছি তা নয়, অনেক শুনেছি ওর নাম, ব্যক্তিগত কারণেই ওর সঙ্গে দেখা করব। জানতে চেষ্টা করব আসলেই তার কোন অতিলৌকিক ক্ষমতা আছে, নাকি আর সব ভণ্ড জাদুকরের মতোই ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে সে। তাছাড়া ওর কাছ থেকে বন্ধু সম্পর্কেও জানতে পারব। অহেতুক একটা দুশ্চিন্তা আছে আমার বন্ধু সম্পর্কে। তবে সবচেয়ে বড় কথা আমি মামীনাকে দেখতে চাই। জানতে চাই কেন ওর সৌন্দর্য আর বুদ্ধিমত্তার এতো প্রশংসা করে সবাই। যিকালির ওখান থেকে ফিরে এসে শিকারে রওয়ানা হয়ে যাবার আগেই হয়তো বাবার ক্রালে ফিরে আসবে সে। দেখা হয়ে যাবে মামীনার সঙ্গে।

এভাবেই অদ্ভুত একটা ঘটনা প্রবাহে জড়িয়ে গেলাম আমি। ভয়ঙ্কর, বেদনাময় একটা কাহিনীর অংশ হয়ে গেলাম। এই কাহিনী গ্রীকদের শোক গাথার চেয়ে কোন অংশে কম বিস্ময়কর নয়।

# দুই

## জাদুকর যিকালি

ভোরে আকাশটা ধূসর হতেই বরাবরের মতো ভেঙে গেল আমার ঘুম। বাইরে তাকালাম। নিভে যাওয়া আগুনের পাশে আমার দিকে পিঠ দিয়ে বসে আছে সাড়ুকো। হাতের বর্শার ফলায় আলো পড়ে চকচক করছে।

নিঃশব্দে গিয়ে ওর কাঁধে হাত রাখলাম। চমকে গেল সাড়ুকো,

www.BanglaBook.org

তারপর নরম আলোয় আমাকে চিনতে পেরে বলল, 'অনেক তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে পড়েছেন, মাকুমাজান।'

'চলো,' বললাম আমি, 'উমবেজিকে বলি গিয়ে যে তিনদিন পর শিকারে যাব আমরা।'

উমবেজি ওর নতুন বউয়ের সঙ্গে ঘুমাচ্ছিল। আমি তাকে বিরক্ত করতে চাইলাম না। তার দরকারও হলো না, কুটিরের সামনে আমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বুড়ি গাইকার। কাশের ব্যথায় ঘুমাতে না পেরে জেগে আছে; কি যেন প্রয়োজনে উমবেজিকে তার দরকার। নিয়ম নেই উমবেজির এখনও বউয়ের কাছে থাকা অবস্থায় কুটিরে ঢোকা, তাই সে বাইরে অপেক্ষা করছে কখন উমবেজি বাইরে আসবে।

বুড়ি গাইকাকে পরীক্ষা করে অয়েন্টমেন্ট লাগিয়ে উমবেজিকে কি বলতে হবে জানিয়ে সরে এলাম আমি। স্কাউলকে ডেকে তুললাম। বললাম আমি দু'একদিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছি, সে যেন মালপত্র পাহারা দেয়। সঙ্গে নিলাম এক টিন রাস্ক আর এক ব্যাগ বিলটং। শুকনো মাংস আর বিস্কুটের গুঁড়োর তৈরি এই খাবারটা খেতে খারাপ লাগে না আমার।

সঙ্গে এক ব্যারেলের একটা পার্ডি রাইফেল নিলাম। ঠিক করেছি হাঁটব আমরা। দুর্গম পথে ঘোড়া সঙ্গে নিয়ে জন্তুগুলোর বারোটা বাজানোর ঝুঁকি নিতে মনটা আমার সায় দেয়নি।

সত্যিই হাঁটাটা খুব কষ্টকর হলো। একের পর এক পার হতে হলো ঝোপে ভরা টিলা। সেই সব টিলার মাথা পাথরে ভরা। কোন ঘোড়া এই পথে চলতে পারত না। উপত্যকা বার বার থমকে গেছে পাহাড়গুলোর পায়ের কাছে। এমন এক পথ ধরে চলেছি যে-পথের কোন হদিস আমি জানি না। সারাদিন হাঁটলাম। শরীরটা হালকা পাতলা হওয়ায় হাঁটতে আমার কখনোই কোন অসুবিধে হয়নি অতীতে, কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই যে আমার সঙ্গী আমাকে সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে দিল। লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁটছে সাডুকো, তার সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে প্রায় দৌড়াতে হচ্ছে আমাকে, কিন্তু কিছু বলতে আমার বাধল। বিরাট একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম আমি, যখন শেষ পর্যন্ত একটা টিলার মাথায় উঠে পাথরের ওপর বসল সাডুকো। বলল, 'চলুন, মাকুমাজান, খাটো জাদুকরকে দেখবেন চলুন।' সমস্ত যাত্রাপথে বলতে গেলে এই কথা কটাই হয়েছে আমার সঙ্গী

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাভুকোর সঙ্গে।

এমন ভুতুড়ে জায়গা জীবনে কখনও দেখিনি আমি। বিরাট একটা পাহাড়ে বড় বড় সব গ্রানিটের চাকা একটার ওপর আরেকটা উঁচু উঁচু কলামের মত দাঁড়িয়ে আছে। কলামগুলোর ছায়াময় ধারে এখানে ওখানে জন্মেছে ঘন সবুজ পাতায় ছাওয়া বড় বড় গাছ। কোন প্রাচীন যুগে যেন পাহাড় থেকে নেমেছে একটা খরস্রোতা নদী। জলপ্রপাতের নিচেই সেই ছায়া ছায়া জায়গাটা, যদিও পশ্চিমমুখী, তবু শেষ বিকেলের ডুবন্ত রক্ত সূর্য অন্ধকার তাড়াতে পারছে না, বরং মাইল খানেক চওড়া পাহাড়ী উপত্যকার নিঃসঙ্গতাই যেন বাড়িয়ে তুলেছে।

এই বিষণ্ণ নির্জন উপত্যকার মুখের উদ্দেশে এগোলাম আমরা। বেদুনরা আমাদের ভেতরটা কাটল, বড় জোর এক ফুট চওড়া হবে পথটা, সেই পথ ধরে অনেক দূর হাঁটার পর আমরা পৌঁছুলাম বড় একটা কুঁড়েতে। ওটার পাশে আরও কয়েকটা ছোট ঘর আছে, সবগুলোই বেড়া দিয়ে ঘেরা। পেছনের পাহাড়ে বিরাট একটা পাথর এমন ভাবে ঝুঁকে আছে যে ভয় হয় যেকোন মুহূর্তে খসে পড়ে চাপা দিয়ে দেবে ঘরগুলোকে। আমি এগোতেই দরজার সামনে বসা দু'জন অপরিচিত উপজাতির লোক লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে আমার বুকে বল্লম ধরল।

তাদের একজন জিজ্ঞেস করল, 'কাকে নিয়ে এসেছ, সাভুকো?'

'আমি বিশ্বাস করি তেমন একজন সাদা মানুষকে,' জবাব দিল সাভুকো। 'যিকালিকে গিয়ে বলো আমরা তার অপেক্ষা করছি।'

'তাকে জানাবার কি দরকার, সে যখন আগেই জানে!' বল্লম সরিয়ে নিল প্রহরী, হাতের ইশারা করে বলল, 'তোমাদের খাবার ওই কুঁড়েতে রাখা হয়েছে। সাদা মানুষকে নিয়ে ভেতরে এসো।'

কুটিরে ঢুকলাম আমরা, হাত-মুখ ধুয়ে নিলাম, কুটিরের পরিচ্ছন্নতা লক্ষ্য করে, খেতে খেতে চোখ বুলালাম চারপাশে। কাঠের টুল, বাটি ইত্যাদিতে অত্যন্ত চমৎকার ভাবে কারুকাজ করা হয়েছে আইভরি কাঠ দিয়ে। সাভুকো জানাল এসব নিজের হাতেই করেছে যিকালি। খাওয়া শেষে একজন দূত এসে জানাল যিকালি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। লোকটাকে অনুসরণ করে খোলা খানিকটা জায়গা পেরিয়ে বেড়ার মাঝের একটা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। এতদিনে দেখা পেলাম সেই বিখ্যাত জাদুকরের, যাকে নিয়ে গড়ে উঠেছে অনেক

www.BanglaBook.org

অতিলৌকিক কাহিনী।

আমাদের সামনের উঠানের মেঝে কালো, পিঁপড়ের তোলা মাটি আর গোবর মিশিয়ে লেপা হয়েছে উঠান। উঠানের তিন ভাগের দুই ভাগই প্রাকৃতিক ভাবে আচ্ছাদিত বিরাট একটা পাথর দিয়ে। পাথরটা পাহাড়ের গা থেকে ঝুলে আছে; মাটি থেকে ওটার উচ্চতা হবে বড় জোর ষাট-সত্তর ফিট। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় পাথর, তার নিচের খড়ের কুটির আর চারপাশের সবকিছু রক্তলাল হয়ে উঠেছে। অদ্ভুত একটা দৃশ্য। আমার সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো বুড়ো জাদুকর ঠিক এখন, এসময়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে কারণ এই সময় জায়গাটা দেখতে অপূর্ব সুন্দর লাগে।

তারপর প্রাকৃতিক দৃশ্যের কথা আমি ভুলে গেলাম বুড়ো জাদুকরকে দেখে। কুটিরের সামনে বসে আছে একটা টুলে। ধারেকাছে কেউ নেই। লেপার্ডের চামড়ার একটা ক্লোক পরেছে জাদুকর, ক্লোকের সামনের দিকটা খোলা। এ দেখলাম ব্যতিক্রম, অন্য সব ডাইনী বা জাদুকরের মতো সাপের চামড়া, মানুষের হাড়, ব্লাডারে ভরা দুর্গন্ধযুক্ত তরল ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে বসে নেই।

অদ্ভুত এক মানুষ। বামন বলা চলে। শরীরটা দশ-বারো বছরের একটা ছেলের চেয়ে বড় হবে না, কিন্তু মাথাটা প্রকাণ্ড। মাথা ভরা সাদা চুল। সেই চুল কাঁধে এসে লুটিয়ে পড়েছে। চোখ দুটো কোটরাগত। মুখটা চওড়া; তাতে একরোখা একটা ভাব। সাদা চুলের কথা বাদ দিলে তাকে দেখে কোনমতেই বয়স্ক লোক মনে হয় না। গায়ের চামড়া মসৃণ, টানটান; কোথাও ঝুল খায়নি। মুখ আর গলার চামড়াতেও কোন ভাঁজ নেই। সব দেখে আমি বুঝলাম তার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আমাকে ভ্রান্ত ধারণা দেয়া হয়েছে; যার বয়স একশো ছাড়িয়ে গেছে তার ওরকম দু'পাটি চকচকে দাঁত থাকার কথা নয়। দূর থেকেও আমি দেখতে পেলাম তার দাঁতের ঝলক। আবার মানুষটিকে দেখে এটাও বোঝা যাচ্ছে মধ্যবয়স সে অনেক আগেই পার হয়ে গেছে। আসল বয়স যে কত তা আন্দাজ করার কোন উপায় দেখলাম না। জাদুকর বসে আছে সূর্যের লাল আলোয়; তাকেও লাল দেখাচ্ছে। যেন একটা পাথরের মূর্তি, একটুও নড়ছে না। ডুবন্ত সূর্যের আলোয় এখনও অনেক জোর। মানুষটা কি করে চোখের পলক না ফেলে একদৃষ্টিতে সূর্যের দিকে তাকিয়ে আছে এটা একটা বিস্ময়। শুনেছি ঈগল নাকি এভাবে

www.BanglaBook.org

সূর্যের দিকে তাকাতে পারে।

সাঙুকোর পেছনে পা বাড়ালাম আমি। তেমন একটা লম্বা বা স্বাস্থ্যবান লোক নই যে দেখলে আমাকে কর্তৃত্বপরায়ণ বলে মনে হবে, আমি নিজেকে তেমন ভাবিও না, কিন্তু অজ্ঞাতকের মতো করে নিজের ক্ষুদ্রতা আগে কখনও অনুভব করিনি। পাশের দীর্ঘ সবল কালো মানুষ আর চারপাশের এই গোধূলি লগ্নের ঘনিয়ে আসা আঁধার, এই রক্তলাল সূর্যের আভায় স্নান করতে করতে চলেছি, সামনে একাকী নিশ্চল বসে থাকা খুদে মানুষটা—সব মিলিয়ে অদ্ভুত একটা পরিবেশ। প্রতি মুহূর্তে আমি যেন ছোট থেকে আরও ছোট হয়ে যাচ্ছি! মানসিক ভাবে এবং শারীরিক ভাবে ক্ষুদ্রতর হচ্ছি। এখন আফসোস হলো, কৌতূহল দেখিয়ে এখানে এই বুড়ো জাদুকরের কাছে আসা আমার ঠিক হয়নি।

বড্ড দেরি হয়ে গেছে, এখন আর পিছাবার উপায় নেই। সাঙুকো বামন জাদুকরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, ডানহাত মাথার ওপর তুলে মাকোসির' সেল্যুট করল। মনে হলো আমারও কিছু করা দরকার, তাই মাথা থেকে পুরোনো কাপড়ের টুপিটা খুলে মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান জানিয়ে আবার পরে ফেললাম টুপি।

জাদুকরকে দেখে মনে হলো হঠাৎ করে সে আমাদের উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে। ডুবন্ত সূর্যের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আমাদের দেখল সে। অদ্ভুত, কোটরে বসা দুটো চিন্তিত চোখ।

'ভাল থেকো, বাছা সাঙুকো,' বলল সে গুরুগম্ভীর স্বরে। 'এতো তাড়াতাড়ি এখানে ফিরলে কেন, আর সঙ্গে কীটের সমান এই সাদা মানুষকেই বা কেন নিয়ে এসেছ?'

এটা বাড়াবাড়ি। সাঙুকো কিছু বলার আগেই তাই মুখ খুলতে হলো।

'তুমি আমাকে বাজে একটা নাম দিয়েছ, যিকালি। তোমার কেমন লাগবে, আমি যদি তোমাকে বলি গুবরে পোকার সমান এক জাদুকর?'

'আমি ভাবব তুমি চালাক লোক। আমাকে দেখতে নিশ্চই সাদা মাথাওয়ালা একটা গুবরে পোকার মতোই দেখায়। কিন্তু কীটের সঙ্গে তুলনা করায় রাগছ কেন, কীট রাতে কাজ করে, তুমিও তাই করো, মাকুমাজান। কীট কর্মতৎপর, তুমিও তাই। কীটকে ধরা বা মারা খুব

জুলু ভাষাভাষীদের দেয়া বিশেষ সালাম। এর মাধ্যমে জানানো হয় যে জাদুকর একা নয়, তার ভেতরে অনেকগুলো আত্মা বাস করছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কঠিন, তোমার বেলায়ও এটা সত্যি। আর শেষ কথা হচ্ছে, কীট তার ইচ্ছে মতো পান করে, মানুষ বা পশুর রক্ত: তুমিও তাই করেছ, করবে ভবিষ্যতে, মস্কুমাজন।' অট্টহাসি হাসল জাদুকর। মাথার ওপরে পাথরে চাঁড়ে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলল সে আওয়াজ।

অনেক বছর আগে এই হাসি আমি অনেকবার শুনেছিলাম। তখন আমি ছিলাম ডিনগণের ক্রীতে বন্দি। সেটা রেটিফ আর তার কোম্পানির দুর্ভাগ্যজনক পরাজয়ের সময়। আবার শুনেই সেই হাসির কথা মনে পড়ে গেল।

জাদুকরকে উপযুক্ত জবাব দেবার জন্যে যুক্তি খুঁজতে লাগলাম, কিন্তু মাথায় কিছু এলো না।

সিকাডি বলল, 'অপ্রাসঙ্গিক কথায় আমরা সময় নষ্ট করব না, কারণ সময়ের মূল্য সীমাহীন। আমাদের সামনে খুব বেশি সময় নেই আর।...কেন এসেছ, বাছা সাডুকো?'

'বাবা!' আমাকে দেখিয়ে বলল সাডুকো, 'তুমি তো জানো, এই ইনকুসি একজন বড় নেতা। এর রক্ত অভিজাত, অন্তরটাও মস্ত বড়। এ আমাকে শিকারে নিয়ে যেতে চায়। পারিশ্রমিক হিসেবে দু'মুখওয়ালা একটা ভাল বন্দুক দেবে বলেছে। কিন্তু আমি ওকে বলেছি তোমার অনুমতি ছাড়া আমি তার সঙ্গে যেতে পারব না। তাই এ আমার সঙ্গে এসেছে দেখতে যে তুমি অনুমতি দাও কিনা, বাবা।'

'আচ্ছা!' বড়সড় মাথাটা দোলাল বামন। 'এই চালাক সাদা মানুষ এতো কষ্ট করে প্রখর সূর্যের তাপ উপেক্ষা করে এতো দূরের পথ এসেছে, আবার দামি একটা বন্দুকও দেবে? ওই বন্দুকের জন্যে জুলুল্যান্ডে তোমার বয়সী যতো যুবক আছে শিকারে যেতে রাজি হয়ে যেতো, তবু আমার অনুমতি নিতে এসেছে বলছে? যুবকরা তার সঙ্গ পাবার লোভে বিনা পয়সাতেই যেতো।

'বাছা সাডুকো, আমার চোখ দুটো কোটরাগত হতে পারে, তাই বলে তুমি সে কোটর ধুলো দিয়ে ভরে দেবে? না, সাদা মানুষ এখানে এসেছে আমাকে দেখতে। আমার কাছে, কারণ আমিই পথ খুলে দেই। আমার কথা সে অনেক আগে থেকে জানে: এখন দেখতে এসেছে আমি সত্যি জ্ঞানী নাকি সাধারণ এক প্রতারক। আর তুমি, সাডুকো, তুমি এসেছ জানতে যে তোমার সঙ্গে সাদা মানুষের বন্ধুত্ব সুফল বয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আনবে কিনা। তুমি জানতে চাও তোমার ইচ্ছে পূরণে সাদা মানুষ সহায়ক হবে কিনা।'

'তুমি সত্যি কথাই বলেছ, থিকালি,' আমি বললাম। 'সেজন্যেই আমি এসেছি।'

সাজুকো চুপ করে থাকল।

থিকালি বলল, 'যেহেতু আজকে আমার মেজাজ ভাল তাই চেষ্টা করছি দু'জনেরই প্রশ্নের জবাব দিতে। এতোদূর কষ্ট করে এসেছ তারপরও যদি আমি প্রশ্নের জবাব না দিই তাহলে আমাকে বাজে নায়াঙ্গা* বলতে হবে।' আমার দিকে তাকাল থিকালি। 'আমি কোন ভেট নিই না। তোমার বাহু বহন করুক। পাহাড়ের ওপারের সেই তিন দেশে জলদাসত্বকে তারও আগে থেকে আমি অর্থ বা সম্পদের মায়া ত্যাগ [redacted] বুঝতেই পারছ, ফলে আমি তেমন একটা কাজ করি না।'

হাত তালি দিল থিকালি। কুঁড়ের পেছন থেকে বেরিয়ে এলো একজন চাকর। এও দেখতে ভয়ঙ্কর, দরজার কাছে আমাদের যারা আটকেছিল, তাদের মতো। খর্বকায় জাদুকরকে সালাম দিয়ে চুপ করে নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকল সে।

'দুটো আগুন জ্বালো,' নির্দেশ দিল থিকালি, 'আর আমার ওষুধ নিয়ে এসো।'

কাঠ নিয়ে এলো লোকটা, থিকালির সামনে দুটো ছোট ছোট স্তূপ করে রাখল। আগুন জ্বালানোর পর প্রভুর হাতে একটা বেড়ালের চামড়ার থলে দিল সে।

'চলে যাও,' থলেটা নিয়ে বলল থিকালি। 'আমি ডাকার আগে আর আসবে না। এখন আমি ভবিষ্যৎ বলব। যদি এরমধ্যে আমার মৃত্যু হয় তাহলে কোথায় কবর দিতে হবে সেটা তুমি জানো। কাল সেখানে আমার কবর দেবে।...আর সাদা মানুষকে নিরাপদে এখান থেকে যেতে দেবে।'

লোকটা আবার সালাম দিল, তারপর কোন কথা না বলে চলে গেল।

এবার থলের ভেতর থেকে গাছের শেকড় বের করল বামন জাদুকর। বেশ কয়েকটা নুড়ি পাথরও বের করল। সেগুলো থেকে বেছে

*কবিরাজ, জাদুকর।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুটো নুড়ি বেছে নিল। একটা সাদা অন্যটার রং কালো।

সূর্য ডুবে গেছে, অন্ধকার হয়ে আসছে। আগুনের পাশে সাদা পাথরটাকে ধরল জাদুকর। সাদা পাথরে আগুনের প্রতিফলন হলো। বলল, 'এই পাথরটাতে তোমার আত্মা ডেকে আনব, মাকুমাজান। আর এই পাথরটাতে,' কালো পাথরটা দেখাল যিকালি। 'এটাতে ডেকে আনব তোমার আত্মা, মাটিওয়ানের পুত্র সাডুকো।' আমার দিকে তাকাল জাদুকর। 'মনে মনে তুমি বলছ আমি কুৎসিত এক সাধারণ কাপুরুষ প্রতারক ছাড়া আর কিছুই নই। তাহলে ভয় পাচ্ছ কেন, সাদা মানুষ? তোমার আত্মা কি গলার কাছে চলে এসেছে? পাথরটা গিললে যেমন দম আটকে আসে তেমনি হচ্ছে নাকি!' প্রবল অট্টহাসিতে কেঁপে উঠল বুড়ো জাদুকর। হাসির আওয়াজটা অস্বাভাবিক। গা শিরশির করে ওঠে।

প্রতিবাদ করতে চাইলাম আমি, বলতে চাইলাম মোটেও ভয় পাইনি কিন্তু বলতে পারলাম না। মনে হলো যিকালির প্রভাবে বশীভূত হয়ে গেছি। মনে হলো গলায় আটকে গেছে পাথরটা। নিচে না নেমে ওপরে উঠছে। 'হিস্টিরিয়া,' ভাবলাম আমি। 'অতি পরিশ্রমের ফল।' কথা বলতে পারলাম না। চুপ করে বসে থাকলাম। যেন নিরব রাগ নিয়ে যিকালির কীর্তি দেখছি

'এবার,' বলল যিকালি। 'এবার আমাকে দেখে মনে হবে মারা গেছি যাই মনে হোক আমাকে তোমরা ছুঁবে না। অপেক্ষা করবে। আমি জেগে ওঠার পর বলব তোমাদের আত্মা কি বলেছে। আর সত্যি যদি আমি মারা যাই তাহলে ভবিষ্যৎ জানতে অন্য কোন জাদুকরের কাছে যেয়ো। তবে তার আগে আমার বুকে হাত রেখে দেখো শরীর শীতল হয়ে গেছে কিনা। তবে আগুনটা নেভার আগে ছুঁয়ো না আমাকে।'

কথা বলতে বলতে দু'হাতে বেশ কিছু শেকড় তুলল যিকালি। দুটো আগুনে ফেলল ওগুলো। লকলক করে আকাশ ছুঁতে চাইল আগুনের শিখা। সাদা ধোঁয়া উঠতে শুরু করল আগুন থেকে। শ্বাস রুদ্ধ করার মতো গন্ধ সে ধোঁয়ার। এমন গন্ধ আগে কখনও নাকে আসেনি আমার। ধোঁয়া যেন আমার ভেতরে ঢুকছে। মনে হলো গলার কাছে আটকে থাকা পাথরটা আপেলের সমান বড় হয়ে গেছে। কাঠি দিয়ে ওটাকে খোঁচা মারছে কেউ নিচ থেকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডানদিকের আগুনে সাদা নুড়ি পাথর ফেলল থিকালি। নিচু গলায় বলল, 'এসো, মাকুমাজান, এসো। তাকাও।' এবার বামদিকের আগুনে কালো নুড়ি পাথর ফেলে বলল, 'এসো, মাটিওয়ানের পুত্র। এসো! তাকাও। একটু পর দু'জনই ফিরে আসবে তোমরা। আমাকে জানাবে কি ঘটবে ভবিষ্যতে। আমি তোমাদের প্রভু।'

কথাগুলো শুনতে শুনতে সত্যি আমার মনে হলো গলা থেকে পাথরটা কেউ বের করে নিচ্ছে। অনুভূতির চাপাচাপিতে দাঁতে যেন ওটার স্পর্শও পেলাম। হাঁ করলাম আমি ওটাকে বের হবার পথ দিতে। গলা থেকে চাপটা দূর হয়ে গেল। মনে হলো শরীরটা হালকা হয়ে গেছে। বাতাসে ভাসছি যেন। শরীরটা যেন কোন খোলস, আসল আমি নই। নিঃস্ব লাগছে নিজেকে। বুঝতে পারছি অদ্ভুত এই অনুভূতির পেছনে কাজ করছে ওই শেকড় পোড়ানো কটুগন্ধী ধোঁয়া। এখনও আমার চেতনা আছে, তাকাতে পারছি আমি, স্পষ্ট বুঝতে পারছি কি ঘটছে। দেখলাম ডানদিকের আগুনের ওপর মাথা নিয়ে গেল থিকালি, তারপর সরিয়ে নিল। ওর নাক-মুখ দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া বের হচ্ছে। হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল থিকালি। খেয়াল করলাম কড়ে আঙুল সড়কোর আগুনের ভেতর। পুড়ে খসে যাবে মাংস। কিন্তু আমি বোধহয় ভুল দেখেছি, পরে দেখলাম থিকালির আঙুলে পোড়ার চিহ্ন নেই।

দীর্ঘ সময় নিথর পড়ে থাকল থিকালি। আমার মনে হলো মরে গেছে লোকটা। মৃতদেহ না হলে এতো সময় নড়াচড়া না করে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু সেরাতে থিকালি বা অন্য কোন বিষয়ে আমি মনস্থির করতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল আমি এখানে নেই। আমি আছি দূরের কোন অঞ্চলে। স্বপ্নের ঘোরে যেন ঘটছে এসব।

সূর্যটা ডুবে গেছে। শেষ রশ্মিটুকুও মিলিয়ে গেছে পশ্চিমাকাশ থেকে। আলোর বিকিরণ করছে শুধু সামনের আগুন দুটো; ওই সামান্য আলোয় থিকালিকে দেখা যাচ্ছে, এক দিকে কাত হয়ে শুয়ে আছে। জলহস্তীর বাচ্চার মতো লাগছে তাকে। যতটুকু সচেতনতা আমার রয়েছে, তাতে হঠাৎ করেই গোটা ব্যাপারটা আমার কাছে বালখিল্য মনে হলো। নিঃস্ব অনুভূতিটার দীর্ঘস্থায়িত্ব ক্লান্ত করে তুলল আমাকে।

অনেকক্ষণ পর নড়ে উঠল থিকালি। হাই তুলল, হাঁচি মারল। তারপর আড়মোড়া ভেঙে শরীরের জট ছাড়াল। নিভন্ত আগুনের ভেতর হাত দিয়ে নাড়াচাড়া দিল, খুঁজে বের করল সাদা পাথরটা। ওটা লাল

BanglaBook.org

টকটকে হয়ে আছে গরমে। অন্তত দেখে তাই মনে হচ্ছে। পাথরটা মুখে পুরে নিল যিকালি! এবার সাডুকোর আগুন থেকে কালো পাথরটা বের করে একই কাজ করল। চমক কাটতে না কাটতে খেয়াল করলাম, নিভন্ত আগুনটা আবার দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠেছে। মনে হলো কেরোসিন ঢেলেছে কেউ আগুনে।

কথা বলে উঠল যিকালি,

'তোমাদের আত্মা কি বলেছে সেটা জানি বলব তোমাদের। জেগে ওঠো, মকুমাজান আর মাপিওয়ানের পুত্র।'

আগুনের ধারে আরেকটু ঘেঁষে বসলাম আমরা। সাদা পাথরটা মুখ থেকে বের করে [illegible] হাতে নিল যিকালি। দেখলাম পাখির ডিমের মতো রং[illegible] পাথরটা।

আমার দিকে পাথরটা বাড়িয়ে দিল যিকালি। জিজ্ঞেস করল, 'পড়তে পারছ না?' আমি মাথা নাড়তেই বলল, 'তোমরা সাদা মানুষরা যেমন বই পড়ো, ঠিক তেমনি আমি পড়তে পারি এই পাথর। তোমার অতীত লেখা আছে এই পাথরে। কিন্তু সেটা তোমার আগেই জানা আছে। ভবিষ্যৎ? তোমার ভবিষ্যৎ বড় অদ্ভুত, মকুমাজান।' কৌতূহলী চোখে পাথরটা দেখল যিকালি। 'হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি আমি। চমৎকার একটা জীবন। মৃত্যু অনেক দূরে। মহান সেই মৃত্যু। তবে ওসব ব্যাপারে তুমি কিছু জানতে চাওনি। আমি জানাতে চাইলেও যে তুমি বিশ্বাস করবে তা নয়। তুমি জানতে চেয়েছ তোমার শিকারের অভিযান সম্বন্ধে। আমি শুধু এটুকুই বলব, যদি জানার আগ্রহ থাকে তাহলে শিকারে না যাওয়াই তোমার জন্যে ভাল হবে।...শুকনো নদীর মাঝে একটা ডোবা। শিঙের ডগা ভাঙা একটা মহিষ। তুমি আর মহিষ সেই ডোবার মাঝে। সাডুকোও সেই ডোবায়। দূরে এক বর্ণসংকর তীরে দাঁড়িয়ে বন্দুক হাতে লাফাচ্ছে।...মামিনার বাবা তোমার পাশে হাঁটছে।...একটা কুঁড়ের ভেতর তুমি। কুমারী মামীনা তোমার পাশে বসে আছে।

'মাকুমাজান, তোমার পাথরে লেখা আছে মামীনার কাছ থেকে সাবধান হতে হবে। মামীনা যেকোন মহিষের চেয়ে বিপজ্জনক। যদি তোমার বুদ্ধি থাকে তাহলে উমবেজির সঙ্গে শিকারে না যাওয়াই উচিত হবে। তবে শিকারে গেলে তুমি মারা যাবে তা নয়। এবার যাও, পাথর, তোমার সংকেত নিয়ে দূর হও!' হাত ঝাঁকি দিল যিকালি। আমি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনুভব করলাম মুখের পাশ দিয়ে বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল পাথরের খণ্ড।

এবার কালো পাথরটা মুখ থেকে বের করল ঝিকালি। গভীর মনোযোগে দেখল।

'তোমার অভিযান সফল হবে, মাটিওয়ালের পুত্র। মাকুমাজানকে সঙ্গে নিয়ে অনেক গরু জিতে নিতে পারবে। তবে প্রাণহানি হবে কয়েকজনের। তারপর কি হবে সেটা তুমি জানতে চাওনি আমার কাছে। ভবিষ্যৎ তো আগেও তোমাকে আমি বলেছি।' হাত ঝাঁকি দিল ঝিকালি। 'দূর হও, পাথর!' সাদা পাথরটার মতোই অন্ধকারে হারিয়ে গেল কালো পাথরটাও।

চুপ করে বসে থাকলাম আমরা। নীরবতা ভাঙল ঝিকালি, অট্টহাসি হেসে উঠল।

'আমার জাদুর কারিগরী শেষ। সাধারণ কিছু কথা বললাম, তাই না? সকালে পাথর দুটো কুড়িয়ে নিয়ে চেষ্টা করে দেখো কিছু উদ্ধার করতে পারো কিনা। কেন তুমি সময় থাকতে সব জানতে চাইলে না, সাদা মানুষ? জানলে আরও কৌতূহলী হতে। কিন্তু এখন পাথরের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের আত্মাও চলে গেছে আমাকে ছেড়ে। সাডুকো, যাও, শুয়ে পড়ো। মাকুমাজান, তুমি তো রাতের সতর্ক প্রহরী। এসো আমার সঙ্গে, আমার কুঁড়েতে এসো। কথা বলব আমি তোমার সঙ্গে। অন্য বিষয়ের কথা। তুমি তো ভাবছ পাথর পড়ার ব্যাপারটা কাফ্রিদের জারিজুরি। কিন্তু আসলেই কি তাই, মাকুমাজান? ভাব 'শিংওয়ালা মহিষ' যখন দেখবে শুকনো নদীর মাঝে ডোবাতে, তখন কিন্তু জারিজুরি মনে হবে না। এসো, মাকুমাজান, আমার সঙ্গে বীয়ার খাবে এসো। অনেক বিষয়ে আলাপ করব আমরা।'

নিজের কুঁড়েতে আমাকে নিয়ে গেল ঝিকালি। চমৎকার কুটির। আগুন জ্বলছে মাঝখানে। সে আলোয় সব কিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আমাকে কাফ্রিদের বীয়ার খেতে দিল জাদুকর। কৃতজ্ঞ হয়ে গেলাম। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল ভেতরটা জ্বলে গেছে।

কুটিরের দেয়ালে পিঠ দিয়ে আরাম করে একটা মোড়ায় বসলাম আমি। তারপর পাইপ ধরিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আসলে কে তুমি, বাবা?'

মাদুরে শুয়ে আছে ঝিকালি। আগুনের ওপাশ থেকে জ্বলজ্বলে চোখে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাকে দেখছে। বলল, 'আমার নাম যিকালি। যিকালি অর্থ অস্ত্র, সাদা মানুষ। এ তো তুমি জানোই, তাই না? আমার বাবা এতো আগে মারা গেছে যে তার নাম বলে কোন লাভ নেই। আমি বেঁটে কুৎসিত দেখতে, কিন্তু কিছু ব্যাপারে জ্ঞান আছে আমার। বয়স আমার অনেক। এছাড়া আর কি জানতে চাও, বলো?'

'আসলে কত বয়স তোমার?'

'তুমি তো জানোই, মাকুমাজান, আমরা কাফ্রিরা বয়সের হিসেব ঠিক মতো রাখি না। কত বয়স? আমি যখন তরুণ তখন বড় নদীর দিক থেকে এখানে আসি আমি। ওই নদীটাকে তোমরা বলো জামবেজি। তখন জুলুদের রাজা ছিল মহান ইনকুসি উমকুলু।'

'ইনকুসি-উমকুলু! সে তো এক শো বছর আগের কথা!'

'তুমি এখন যে টুলটাতে বসে আছ সেটা আমি তার জন্যে বানিয়েছিলাম। মরার আগে ওটা আমায় সে ফেরত দেয়।

'আমি তো আগেই বলেছি বছরের হিসেব আমরা কালোরা তোমাদের মতো রাখি না। মনে হয় এই সেদিন আগের কথা। তার মৃত্যুর পর জুলুদের সঙ্গে অন্য উপজাতিদের ঝগড়া শুরু হলো। আমাদের অপমান করতে শুরু করল তারা। জুলু রাজা চাকা আমার নাম দিল "সেই জিনিস যেটার জন্ম হওয়া উচিত হয়নি"। তার প্রতিফলও সে পেয়েছে। জ্ঞান চেয়েছে আমার কাছে। আমি তাকে তার মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছি। কিন্তু কেউ বলতে পারবে না এতে আমার হাত আছে। ভাইদের হাতে মরেছে সে। তার মৃতদেহ হেঁচড়ে বের করা হয়েছে তার ক্রাল থেকে।' তৃপ্তির ছাপ ফুটল যিকালির চেহারায়। 'আমি ওখানে গিয়েছিলাম। তিনবার হেসেছি আমি। একবার হেসেছি আমার বউদের জন্যে। ওদেরকে চাকা কেড়ে নিয়েছিল। একবার হেসেছি আমার বাচ্চাদের জন্যে, যাদের সে হত্যা করেছে। তৃতীয়বার হেসেছি আমাকে সে কি নাম দিয়েছিল মনে করে। তার পর ডিনগান রাজা হলো। চাকার চেয়েও তাকে আমি বেশি ঘৃণা করতাম। চাকার মধ্যে একটু মহত্ত্ব ছিল; ডিনগানের তাও ছিল না। তুমি তো জানো কিভাবে শেষ হয়ে গেছে ডিনগান। সে যুদ্ধে তুমি ছিলে। ওর ভাই উমলাঙ্গানাকে আমি পরামর্শ দিলাম ডিনগানকে খুন করাতে। তা-ই করল সে। কথাগুলো আমি বলিয়েছিলাম বুড়ি রাজকুমারী আমার মেয়ে মেনকাবাইকে দিয়ে। সে যখন বলল রক্তলাল বর্শার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধিকারী কখনোই জুলুদের রাজা হতে পারবে না, সবাই তার কথা শুনল। চাকাকে নষ্ট বিদ্ধ করেছিল উমলাঙ্গানা, কাজেই সে রাজা হতে পারল না। এবার শুরু হলো পান্ডার রাজত্ব। পান্ডার কোন ক্ষতি আমি করিনি কারণ চাকার হাত থেকে আমার একটা বাচ্চাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল সে। কিন্তু তার ছেলেরাও চাকার মতোই হলো। তাদের বিরোধিতা করলাম আমি।'

'কেন?' জানতে চাইলাম।

'পুরোটা শুনলে বুঝতে পারবে তুমি। কোনদিন হয়তো আমি বলব।'

পরে আমাকে সে বলেছে সে-ঘটনা। চমৎকার একটা কাহিনী। কিন্তু এই কাহিনীর সঙ্গে ওটার কোন সম্পর্ক না থাকায় এখানে সেসবের আর উল্লেখ করলাম না।

'ওরা সবাই খারাপ লোক ছিল,' বললাম আমি, 'কিন্তু আরেকটা প্রশ্ন, আমাকে এসব বলছ কেন তুমি? আমাদ দেশে বাচাল কাউকে বললে তো নতুন চাঁদ ওঠার আগেই স্রেফ খুন হয়ে যাবে।'

'তাই? খুন হয়ে যাব? কোথায়, এতো চাঁদ গেল খুন তো হলাম না: আমি চাই সব শেষ হবার আগেই তুমি জুলুদের ইতিহাস জানো। হয়তো লিখে রেখে যাবে তুমি। আমি জানি তোমার আত্মা এখনও সাদা, কাজেই বাচাল কারও কাছে তুমি মুখ খুলবে না।'

সামনে ঝুঁকে বসলাম আমি। তাকালাম যিকালির মুখে।

'সব শেষ বলতে কি বোঝাচ্ছ, যিকালি?'

'জুলু নেতাদের শেষ।' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে যিকালি। দীর্ঘ সাদা চুলগুলো দোলাচ্ছে উইচ ডক্টরদের মতো: 'তুমি হয়তো জানতে চাইবে, মাকুমাজান, সাডুকোর কি ভূমিকা এসবে। ওর অংশ ও পালন করবে। বড় কোন ভূমিকা নয় সেটা, কিন্তু অংশগ্রহণ করতে হবে তাকেও। সেজন্যেই ছোটবেলায় তাকে আমি জিনগানের লোক বাঙ্গুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলাম। কিন্তু সাডুকোকে আমি সাবধানও করেছি। মিথ্যে বলিনি। বলেছি বর্শার পথ ছেড়ে জ্ঞানের পথে আসতে। নিজের পথ জেনেশুনেই বেছে নিয়েছে ও। পান্ডার সঙ্গে বাঙ্গুর ঝগড়া লেগেছে। এই বাঙ্গুকে সাডুকো খুন করবে: এর পিছনে একটা মেয়ে থাকবে। ওর নাম মামীনা। ওই মেয়ের জন্যে পান্ডার ছেলেদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাবে। ওই যুদ্ধে শেষ হবে জুলুদের আধিপত্য। কারণ এরপর জুলু রাজা

www.BanglaBook.org

যে ধরে সে ভুল করবে, শক্তিশালী একটা জাতির শত্রুতা জুলুদের দুর্বল করে দেবে। এতে করে আমার প্রতি যে অবহেলা দেখিয়েছে জুলুরা, যে অবহেলা করেছে অন্য উপজাতিদের সেসবের শোধ হয়ে যাবে। আমার আত্মা আমাকে বলেছে এসব। এসবই সত্যি।'

'আর আমার বন্ধু সাদুকো'র কি হবে? সে তোমার পালক পুত্র।'

'ওর জন্যে নির্ধারিত পথে এগোবে সাদুকো। সেপথ দুষ্ট ওর জন্যে নির্ধারিত করেই রেখেছেন। নিজের ভূমিকা ওকে পালন করতেই হবে। তুমি আর আমিও আমাদের পথে চলব। এর বেশি কিছু জানতে চেয়ো না। ধৈর্য ধরো, কারণ সময়ে সবই জানবে। এখন যাও, মাকুমাজান, বিশ্রাম নাও। আমিও বিশ্রাম নেব এখন। বুড়ো আর দুর্বল হয়ে গেছি তো, বিশ্রাম খুবই দরকার হয়ে পড়ে। পরে তোমার যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করবে তখন আরও কিছু আলাপ করা যাবে। তার আগে পর্যন্ত মনে রেখো, আমি সাধারণ এক কাফ্রি প্রতারক ছাড়া আর কিছুই নই। আমি এমন এক প্রতারক যে বলে তার এমন জ্ঞান আছে যে জ্ঞান অন্য মানুষের নেই। কথাটা আরও ভাল ভাবে মনে রেখো যখন তোমার সঙ্গে দেখা হবে শিং ভাঙা ষাঁড়ের, শুকনো নদীর পানি ভরা গর্তে থাকবে তখন তুমি। পরে মামীনা নামের এক মেয়ে তোমাকে নির্দিষ্ট একটা প্রস্তাব দেবে। প্রস্তাবটা গ্রহণ করার লোভ হতে পারে তোমার।—আপাতত বিদায়, সাদা অন্তরের মালিক। অদ্ভুত জীবনের পরিণতি। শুভ রাত্রি। বুড়ো কাফ্রি ভণ্ডটাকে নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করতে যেয়ো না। আমার চাকর তোমাকে তোমার ঘর চিনিয়ে দেয়ার জন্যে অপেক্ষা করছে। কাল রাতের আগেই যদি উমবেজির ক্রালে হাজির হতে চাও তাহলে খুব ভোরে উঠে তোমাকে রওনা দিতে হবে। আসার সময় নিশ্চয়ই টের পেয়েছ, সাদুকো হয়তো বোকা, কিন্তু হাঁটতে পারে ভাল। আর তুমি তো পেছনে পড়ে থাকতে রাজি নও, মাকুমাজান। ঠিক কিনা?'

উঠে দাঁড়ালাম আমি, বিশ্রাম নিতে যাব। কিন্তু কি কারণে যেন আবার আমাকে ডেকে বসাল জিকালি। বলল, 'মাকুমাজান, আর একটা কথা বলব আমি তোমাকে। তোমার বয়স যখন একদম কম তখন তুমি রেটিফের সঙ্গে এই এলাকায় এসেছিলে, তাই না?'

'হ্যাঁ,' ধীর গলায় উত্তর দিলাম আমি, অস্বস্তি বোধ করলাম। সে অনেক আগের একটা দুঃখজনক ঘটনা। প্রায় কাউকেই আমি বলিনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এমনকি আমার বন্ধু স্যার হেনরি কার্টিস আর ক্যাপ্টেন গুডকে পর্যন্ত জানাইনি বিস্তারিত কিছু।

'কি জানো তুমি, যিকালি, ওই ঘটনা সম্বন্ধে?'

'যা কিছু জানার সবই জানি, মাকুমাজান। আমিও ওতে জড়িত ছিলাম। ডিনগান আমার উপদেশ শুনেই বোয়েরদের খুন করে। যেমন খুন করেছিল চাকা আর উমলাঙ্গানাকে।'

'তুমি তাহলে ঠাণ্ডা মাথার বুড়ো খুনী,' বলতে শুরু করেছিলাম আমি। কিন্তু যিকালি আমাকে থামিয়ে দিল।

'কেন আমাকে খারাপ উপাধিতে ডাকো, মাকুমাজান। আমি তো একটু আগেই তোমার ভাগ্য বলে দিয়েছি। এ অপরিবর্তনীয়। যাদের আমার উপদেশে মারা হয়েছে সেই ওয়েনড্রো সাদা মানুষ ঘটনাচক্রে তোমার বন্ধু হতে পারে। কিন্তু ওরা এসেছিল এদেশের কালোদের ঠকাতে।'

'সেকারণেই কি তুমি তাদের খুন করাবার ব্যবস্থা করো, যিকালি?' সরাসরি ওর মুখের দিকে তাকালাম। মনে হতে লাগল মিথ্যে বলছে লোকটা।

'শুধু সেজন্যে নয়, মাকুমাজান,' সূর্যের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকার ক্ষমতা সম্পন্ন চোখ দুটো আমার দৃষ্টির সামনে নামিয়ে নিল সে। 'আমি কি তোমাকে বলিনি আমি সেনযানগাকোনাদের ঘৃণা করি? আর রেটিফ যখন তার সঙ্গী সাথী নিয়ে খুন হলো, তখন কি জুলু আর সাদা মানুষদের যুদ্ধ বন্ধ হলো না? ডিনগান কি খুন হলো না তার হাজারো প্রজা নিয়ে? এটা ছিল মৃত্যুর শুরু মাত্র। এখন বুঝতে পারছ কি বলছি?'

'বুঝতে পারছি তুমি খুবই প্যাঁচালো এবং চতুর লোক,' রাগের সঙ্গে জবাব দিলাম আমি।

'তোমার অন্তত একথা আমাকে বলা উচিত নয়,' বলল যিকালি। বলার সুরটাই এমন যে বোঝা যায় সত্যি কথা বলছে।

'কেন?'

'কারণ সেদিন আমি তোমার জীবন বাঁচিয়েছিলাম। সাদা মানুষদের মধ্যে একমাত্র তুমিই পালাতে পেরেছিলে, তাই না? নিশ্চয়ই আজও বোঝোনি কেন পালাতে পেরেছিলে? কি, বুঝেছিলে?'

'না, যিকালি। ভেবে নিয়েছি স্রষ্টা চাননি আমার মৃত্যু।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ঠিক আছে, আমি তোমাকে খুলে বলছি। আমি তোমাকে বোয়েরদের সঙ্গে দেখেছিলাম। জানতাম তুমি আরেক জাতির লোক। ইংরেজ। হয়তো তুমি শুনেছ ওখানে আমি চিকিৎসা করতাম। আমি সরে থাকতাম তোমার কাছ থেকে। তুমি অন্তত আমাকে দেখোনি। কারণ জানো? তুমি ঘুমন্ত ছিলে। তাছাড়া আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, তোমার তারুণ্যের কারণে আমার মায়া হয়েছিল। যদিও তুমি বিশ্বাস করবে না, কিন্তু তখন আমার মধ্যে সামান্য পরিমাণে হলেও হৃদয়ানুভূতি ছিল। আমি জানতাম আবার আমাদের দেখা হবে, সেটা তো দেখলে সত্যি হলো, সব শেষ হওয়ার আগে পর্যন্ত ব্যাপারটা থাকবেই এখন থেকে তোমার আমার [illegible]। কাজেই ডিনগানকে আমি বলেছিলাম যে-ই মরুক, [illegible] না মারা হয়। কথা না শুনলে ইংরেজদের প্রতিশোধ নিতে আসবে সেটা বলেছিলাম। বলে দিয়েছিলাম যে তোমার অতৃপ্ত আত্মা ওর ওপর ভর করবে। অভিশপ্ত হয়ে যাবে সে। আমার কথা ও বিশ্বাস করল। ও জানত না যে ইতিমধ্যেই এতো বেশি অভিশাপ ওর বিরুদ্ধে জমা হয়েছে যে একটা দুটো কম বেশিতে কিছু যেত আসত না। তো তোমাকে বাঁচিয়ে রাখা হলো, মাকুমাজান। পরে তুমি ভূত না হয়েও ডিনগানের জন্যে অভিশাপ হয়ে দাঁড়ালে। একারণেই পান্ডা তোমাকে এতো পছন্দ করে। পান্ডা ওর ভাই ডিনগানের শত্রু। যে মহিলা তোমাকে সাহায্য করেছিল তার কথা মনে পড়ে? আমি তাকে সাহায্য করতে বাধ্য করেছিলাম। সেই কুমারী বোয়েরের মেয়েটাকে নিয়ে তো বাফেলো নদী পার হয়ে চলে গেলে। পরে কি হলো? তুমি তো মেয়েটাকে সেসময় ভালবাসতে।'

'পরে কি হয়েছিল সে নিয়ে আর কথা বোলো না,' তাড়াহুড়ি করে বললাম আমি। বুড়ো জাদুকর আমার ভেতরে তিক্ত স্মৃতি জাগিয়ে তুলছে। 'সেই সময় অতীত, যিকালি। মৃত সময়।'

'তাই কি, মাকুমাজান? তোমার চেহারা দেখে তো বলতে হয় সেসব এখনও প্রভাব ফেলে। কৈশোরে তোমার জীবনে যা ঘটেছে তা আজও জীবন্ত।' আমি বোধহয় ভুল বললাম। ডিনগান, রেটিফ আর তোমার অন্যান্য সঙ্গীদের মতো ওই সব ঘটনাও মৃত। যাই হোক, তুমি বিশ্বাস করো আর না করো, সেদিনের সেই রক্তাক্ত দিনে আমি তোমাকে বাঁচিয়েছিলাম। অবশ্যই তা নিজস্ব কারণে। এমন না যে একজন সাদা মানুষের জীবন অন্যদের তুলনায় আমার কাছে বেশি দামি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছিল।...এবার ঘুমাতে যাও, মাকুমাজান। যদিও আজকে বিকেলের স্মৃতিতে তোমার হৃদয় জেগেছে, তবে শপথ করে বলতে পারি রাতে তোমার ঘুমটা ভাল হবে।'

দীর্ঘ চুল চোখের ওপর থেকে সরিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে আমাকে দেখল বুড়ো জাদুকর। আস্তে আস্তে মাথা দোলাচ্ছে। তারপর হেসে উঠল গা শিরশিরে বিকট হাসি।

কুঁড়ের দিকে চললাম আমি। ফুঁপিয়ে কাঁদছি।

যারা সেই ঘটনা জানে তারা বুঝবে কেন কাঁদছি। কিন্তু সে অন্য কাহিনী, এখানে বলতে চাই না। সে ছিল আমার জীবনের প্রথম ভালবাসা। ডিংগানের সময়ের ভয়ঙ্কর সেই পরিণতি। ভাবতে গেলে সহ্য হয় না আজও। অন্যত্র লিখে রেখেছি সে ঘটনা। একদিন হয়তো কেউ পড়বে আমার সেই দুঃখময় অতীত।

## তিন

*কাটা শিংওয়ালা বাফেলো*

রাতে খুব গাঢ় ঘুম হলো আমার। সম্ভবত অতিরিক্ত ক্লান্ত ছিলাম বলেই। উমবেজির ক্রালের পথে ফেরার সময় দীর্ঘ যাত্রায় প্রচুর ভাবলাম আমি।

সন্দেহ নেই অতীত এবং বর্তমান সম্বন্ধে অদ্ভুত সব কথা শুনেছি। যা দেখেছি সেটাও স্বাভাবিক নয়। অন্তত আমার বোধ বুদ্ধিতে ধরে না এসব। জুলুদের উচু স্তরের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত সব ব্যাপার। সেই সঙ্গে আমার কৈশোর আর যাদের চিনি তাদের ব্যাপারে অনেক নতুন কিছু জানতে পেরেছি।

এখন দিনের আলোয় এসব বিবেচনা করে দেখার উপযুক্ত সময়। অত্যন্ত যৌক্তিক ভাবে আমার সাধ্য মতো যিকালির বলা কথাগুলো আমি ভেবে দেখলাম। এব্যাপারে সাড়ুকোর কাছ থেকে কোন সাহায্য পাওয়া গেল না। কোন প্রশ্ন করলে সে শুধু কাঁধ ঝাঁকায়, এড়িয়ে যায়।

আমাকে বলেছে, এসব প্রশ্ন ওর পছন্দ নয়। আমি যিকালির জাদু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখতে চেয়েছিলাম, যিকালি আমাকে খুশি মনে তার দারুণ জাদু দেখিয়েছে। সেটা প্রচেষ্টাই করেছে বুড়ো জাদুকর।

পরে একা আমার সঙ্গে আলাপ করেছে সমাজের উত্থানের সব বিষয় নিয়ে। ব্যাপারগুলো এতোটাই গোপনীয় যে সাড়ুকোকে আলাপে অংশ নিতে দেয়নি। যিকালি কারও সঙ্গে আলাপ করছে এটা সে লোকের জন্যে নাকি বিরাট একটা সম্মানের ব্যাপার। খুব কম মানুষকেই সে এই সুযোগ দেয়। দিনের আলোয় সাদা মানুষদের যৌক্তিক মন নিয়ে সমস্ত বিষয়টার ইতি টানলাম আমি। কেউ বলতে পারবে না সাদা মানুষরা জ্ঞানী নয়।

সাড়ুকো বেশ দুঃখ পেয়েছে যিকালি তাকে আলোচনায় অংশ নিতে না দিয়ে বন্ধুদের মতো দূরে পাঠিয়েছে। পালক পিতার কাছে সাড়ুকোর চেয়ে আমার ওপর বেশি এটা সাড়ুকোকে কষ্ট দিয়েছে। ওর কথা বলার ভঙ্গি পালটে গেছে। সাড়ুকোর একটা সমস্যা হলো নিজেকে সে খুব বড় মনে করে। ওর ধারণা ও অন্যদের চেয়ে উন্নত। প্রকৃতিপ্রদত্ত আরেকটা সমস্যা আছে ওর: সাংঘাতিক ওর হিংসা, হোক সে ছোট ছোট ব্যাপারে। এ কাহিনী যদি কেউ পড়ে তাহলে পরবর্তীতে আমার কথার সত্যতা সে অনুভব করতে পারবে।

কয়েক ঘণ্টা নিরবে হাঁটলাম আমি। মাঝে মাঝে কথা যে একেবারেই হয়নি তা নয়। তবে যা বলার সংক্ষেপে বলেছে সাড়ুকো

'ইনকুবি, আপনি কি এখনও উমবেজির সঙ্গে শিকারে যাবেন? নাকি ভয় পেয়ে গেছেন?'

'কিজন্যে ভয় পাব?' কড়া গলায় পালটা প্রশ্ন করলাম আমি।

'কাটা শিংওয়ালা বাফেলোকে ভয়। যিকালি তো আপনাকে বলেছে।'

একটু খারাপ ব্যবহারই করে ফেললাম সাড়ুকোর সঙ্গে। বললাম আমি কাটা শিংওয়ালা বাফেলো বা শুকনো নদীর মাঝে ডোবা—এসব বিশ্বাস করিনি এক ফোঁটাও।

শেষে বললাম, 'এসব হেঁয়ালি কথায় তুমি যদি ভয় পেয়ে থাকো তো যাত্রীদার কাল পর্যন্ত গিয়ে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে পারো।'

'কথায় ভয় পাব কেন, মাকুমাজান? যিকালি তো বলেনি যে শয়তান বাফেলো আমার কোন ক্ষতি করবে। ভয় যদি পাই তো সেটা

www.BanglaBook.org

পাব আপনার কথা চিন্তা করে। আপনি যদি আহত হন তাহলে আমার সঙ্গে বাজির শর্তের পাল্লা আনতে যেতে পারবেন না।'

'তুমি খুব স্বার্থপর, বন্ধু সাডুকো,' টিটকারি মারলাম আমি। 'আমি আহত হবো কিনা সেটা তোমার আসল চিন্তা না, তোমার চিন্তা শুধু নিজের উন্নতি।'

'যতোটা বলছেন আমি যদি ততোটা স্বার্থপর হতাম, ইনকুসি, তাহলে কি আপনাকে ওয়াগন নিয়ে এগোতে মানা করতাম। মানা করায় আপনি আমাকে যে কথা দিয়েছেন সেমতো বন্দুক দেবেন সেটা তো আমাকে দেবেন না। সত্যি কথা বলতে কি, আমি উমবেজির ক্রালে মামীনার কাছে থাকতেই বেশি পছন্দ করতাম। বিশেষ করে উমবেজি যখন বাইরে কাজে থাকে।'

মানুষের প্রেমের উপাখ্যান শোনার চেয়ে বিরক্তির কাজ বোধহয় আর দুনিয়াতে নেই। টের পেয়ে গেলাম আমার তরফ থেকে সামান্য উৎসাহ পেলেই মুখ ছুটিয়ে দেবে সাডুকো। কাজেই কথা বাড়ালাম না আমি। যাত্রাটা নিরবেই শেষ হলো অবশেষে। সন্ধে নামার সামান্য পরে উমবেজির ক্রালে পৌঁছোলাম আমরা। আমি আর সাডুকো, দু'জনই হতাশ হলাম। মামীনা এখনও ফেরেনি।

পরদিন সকালে শিকারের অভিযানে বের হলাম আমরা। আমরা বলতে আমি, আমার চাকর স্কাওল, সাডুকো, উমবেজি আর তার কিছু লোক। লোকগুলো কুলি আর বীটার হিসেবে কাজ করছে শিকারের গোটা সময়টা।

দারুণ সফল একটা শিকারের অভিযান বলতে হবে এটাকে। শিকারের কোন অভাব ছিল না আফ্রিকায় সেসময়। দ্বিতীয় সপ্তাহ ফুরোবার আগেই চারটে হাতিকে গুলি করে মারলাম আমি। দুটোর দাঁত ছিল দেখার মতো লম্বা। সাডুকোর বন্দুকের তাক খুব দ্রুত ভাল হয়ে গেছে। সে তার মতো শিকার করল। বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে উমবেজি তার হঠাৎ গুলি বেরিয়ে যাওয়া রাইফেল দিয়ে কি করে যেন একটা মেয়ে হাতি মেরে ফেলল। ওটার দাঁতও একেবারে ছোট ছিল না।

উমবেজির মতো খুশি হতে জীবনে কাউকে কখনও দেখিনি আমি। শিকার শেষে এক ঘণ্টা সে নাচল, গান গাইল, একটার পর সেলুট করল আর বারবার আমাকে বলতে লাগল কিভাবে সে শিকারটা

www.BanglaBook.org

করেছে। একেকবার একেক রকম ঘটনা বলে। কোনটার সঙ্গে কোনটার বিন্দুমাত্র মিল নেই। নিজের জন্যে নতুন একটা নামও নিল সে 'হাতি-খাদক'। নিজের লোকদের একজনকে ঠিক করল সে, সারাক্ষণ লোকটা তার সামনে তারই প্রশংসা করবে। তখন বিপদে পড়া গেছে আমাদের খুদের বুঝি বারোটা বেজে গেল। কিন্তু সব অত্যাচারেরই একটা শেষ থাকে। শেষ পর্যন্ত বর্ণনাকারী ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। প্রথম প্রথম শুনতে আমাদের খারাপ লাগছিল তা নয়, কিন্তু একটু পরই ব্যাপারটা একঘেয়ে হয়ে গেল।

আমরা যে শুধু হাতি মারলাম তা নয়, অন্যান্য শিকারও প্রচুর করলাম। দুটো সিংহ মেরেছি বন্দুকের দুই গুলিতে। মারা পড়েছে তিনটা সাদা গণ্ডার। তিন সপ্তাহের শেষে এসে আমাদের বোঝা ভারী হয়ে দাঁড়াল। এতো হাতির দাঁত, গণ্ডারের সিং আর চামড়া আর বিলটং জমেছে যে আরও শিকার করলে একটুকিছু নিয়ে ফিরে যাওয়া যাবে না। ঠিক করলাম কালকে উনবেজিত গ্রামের দিকে রওনা হয়ে যাব। আর থেকে লাভও নেই। আমাদের গুলি আর বারুদও প্রায় শেষের পথে।

সত্যি কথা বলতে কি, শিকারের সাফল্য আমার মনটাকে উৎফুল্ল করে তুলেছে। নিজের কাছে স্বীকার করতে না চাইলে হবে কি, মনের ভেতর সূক্ষ্ম একটা ভয় কাজ করছে মিকালির বলা কথাগুলোর কারণে। শিকার শেষ হওয়ার আগেই আমার সঙ্গে সেই কর্তা সিংওয়ালা বাফেলোর দেখা হয়ে যাওয়ার কথা। এই শিকারে তেমন একটা বাফেলো আমরা দেখিনি। আর এখন যে পথে এগোচ্ছি তা অনেকটা ফাঁকা জমি। এদিকে সচরাচর বাফেলো দেখা যায় না।

আস্তে আস্তে আমি বুঝলাম এপথে ফিরে যেতে যেতে, অতি দুর্বল প্রাণের কেউ না হলে কাফ্রিদের ওই সব বুজরুকি ভরা কথায় কেউ বিশ্বাস করে না। লোকগুলো মানুষ ঠকায় না নিজেরাই চোখ টিপে টিপতে বিশ্বাস করে বসে নিজেদের অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে সেটা একটা প্রশ্ন সাপেক্ষ ব্যাপার। গত রাতে শিকার শেষ করে ফেরার সময় একথাগুলোই আমি জোর দিয়ে সাড্ডুকোকে বললাম।

নিশ্চুপ শুনল সাড্ডুকো, একটা কথাও বলল না। আমার কথা শেষে শুধু জানাল, এখন আর আমাকেও জাগিয়ে রেখে বিরক্ত করতে চাইছে না ও, কারণ আমি নাকি খুব ক্লান্ত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার অভিজ্ঞতা বলে, হতোই যা হোক না কেন, গর্ব করাটা কখনোই সুফল বয়ে আনে না। বাড়ির নিরাপদ আশ্রয়ে ফেরা পর্যন্ত অন্তত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা উচিত। সেকথা আমি ভুলেছিলাম। তখনও জানতাম না আবার আমাকে পুরোনো ওই প্রবাদ মনে করিয়ে দেয়া হবে।

আমরা যেখানে তাঁবু করেছি সেই এলাকাটা ঝোপঝাড়ে, বুনো আগাছায় আর বাদামী ঘাসে ভরা। সন্দেহ নেই, বৃষ্টির মওসুমে এলাকাটা বিলে পরিণত হয়। আমাদের তাঁবুর উল্টোদিকে একটা সরু নদী আছে, সেটা থেকেও সেসময় পানি এসে ঢোকে এই নিচু এলাকায়।

রাতে হঠাৎ করেই আমার ঘুম ভাঙল। মনে হলো বড় কোন প্রাণীর চলাফেরার আওয়াজ পেয়েছি। কিন্তু এখন আর কোন আওয়াজ হলো না। একটু অপেক্ষা শেষে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম আমি।

ভোর হবার সামান্য পরে কার যেন ডাকে আমার ঘুম ভাঙল। আমার নাম ধরে ডাকছে। ঘুম ঘুম ভাব, একটু দেরিতে বুঝলাম গলাটা উমবেজি ছাড়া আর কারও নয়।

'মাকুমাজান,' উত্তেজিত স্বরে ফিসফিস করছে উমবেজি, 'নিচের ঝোপঝাড় ঘাসে অনেকগুলো বাফেলো! উঠে পড়ুন! উঠে পড়ুন!'

'কেন?' জানতে চাইলাম আমি। 'যেমন এসেছে তেমন চলেও যাবে ওরা। আমাদের তো মাংসের দরকার নেই।'

'না, মাকুমাজান, তা নেই। আমি আসলে ওদের চামড়াগুলো চাই। রাজা পান্ডা আমার কাছে পঞ্চাশটা চামড়া চেয়ে রেখেছে! আমার নিজের ষাঁড় মারা ছাড়া ওঁকে দেয়ার উপায় নেই চামড়া। আর পঞ্চাশটা ষাঁড় মারার মতো আর্থিক অবস্থা নেই আমার। এই বাফেলোগুলো এখন ফাঁদে পড়েছে। এই শুকনো বিলটা এক মুখ ওয়ালা একটা বাসনের মতো, বিলের পাশের উঁচু পাড় বেয়ে ওরা উঠতে পারবে না। আর যেপথে ওরা ঢুকেছে সেপথটাও বেশি সরু। একবারে সবগুলো বেরোতে পারবে না, হতেই ঠেলাঠেলি করুক। বিলের মুখের দু'পাশে যদি আমরা থাকি তাহলে প্রচুর বাফেলো মারতে পারব।'

উমবেজির বকবক শুনতে শুনতে আমি পূর্ণ জাগরিত হয়ে ব্ল্যাঙ্কেটের তলা থেকে বেরিয়ে এলাম, চলে এলাম তাঁবুর বাইরে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটা পাথুরে টিলার প্রান্তে দাঁড়িয়ে নিচের শুকনো জমির দিকে তাকালাম। ভোরের কুয়াশা এখনও একটা ধূসর চাদরের মতো ঝুলে আছে। তার নিচ থেকে বাফেলোর ঘোঁৎ-ঘোঁৎ আওয়াজ আসছে: ডাকছে শুগুলো। পা ঠুকছে। অনেকগুলো বাফেলো, আমার মতো পুরোনো শিকারির বুঝতে দেরি হলো না, অন্তত একশো থেকে দুশো তো হবেই।

আমার পাশে এসে দাঁড়াল কণ্ডল আর সাতুকো। দু'জনই উত্তেজনায় হাঁফাচ্ছে।

জানা গেল কণ্ডল বাফেলোদের নিচু বিলে ঢুকতে দেখেছে। সে দেখতেই পারে, কারণ স্বাভাবিক সময়ে সে কখনোই ঘুমায় না, ঘুমায় শুধু কাজের সময়। শুনেছে সে। অন্তত তিনশো বাফেলো হবে। বিল থেকে বের হবার মুখটা এতোই সরু আর ঢালু যে বাফেলোর দল যখন ছুটে বের হবার চেষ্টা করবে তখন যতো ইচ্ছে ওদের মারতে পারব আমরা।

'বুঝলাম,' বললাম আমি। 'আমার পরামর্শ যদি জানতে চাও তো বলব ওদের চলে যেতে দেয়াই উচিত হবে। আমরা মাত্র চারজন যারা অস্ত্র চালাতে জানি। বাফেলোর বিরুদ্ধে অ্যাসেগাই তেমন কোন কাজে আসবে না। আমি বলি কি, যেতে দাও ওদের।'

সস্তার ওপর দিয়ে রক্তের চাহিদা পূরণের সুযোগ পেয়ে জোরাল প্রতিবাদ করল উমবেজি। জানাল বাফেলোর চামড়ার ঢালের কোন তুলনা হয় না। সাতুকোও পক্ষ নিল তার। হাজার হলেও উমবেজিকে ও বন্ধু শ্বশুর ভাবছে। তবে শুধু সেজন্যে পক্ষ নিল তা নিশ্চিত হওয়া গেল না। এমনও হতে পারে যে শিকারের আনন্দের জন্যেই ও শিকার করতে চায়। হটেনটট রক্ত কণ্ডলকে চতুর আর ধৈর্যশীল করেছে। সে আমার পক্ষ নিল। বলল আমাদের বারুদের ঘাটতি আছে। আর বাফেলো মারতে হলে প্রচুর বারুদের দরকার হয়

এবার সাতুকো বলল, 'মাকুমাজান আমাদের নেতা। তাঁর কথা আমাদের শুনতে হবে। ঘিকালির কথাগুলো তাঁকে বিচলিত করেছে, কাজেই আমাদের আর কিছু বলার নেই।'

'ঘিকালি!' আশ্চর্য হয়ে বলল উমবেজি। 'ওই বেঁটে জাদুকরের সঙ্গে শিকারের কি সম্পর্ক?'

'তা তোমার না জানলেও চলবে,' বলে উঠলাম আমি। টিটকারির



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যতো করে হয়তো বললাম মাম্বুকে বিকালের কথা, কিন্তু তবুও আমার শরীরে ভূতের খোঁচা অনুভব করছি। বিশেষ করে যখন আমি জানি যে ওসব কথার কোন মূল্য বাস্তব দুনিয়ায় নেই। 'আমরা বাফেলো মারার চেষ্টা করে দেখব,' সিদ্ধান্ত পাল্টে বললাম আমি। 'যদি দলটা পাঁকে না পড়ে, এবং পড়ার সম্ভাবনা খুব কম, কারণ বিলটা এখন শুকনো; এসব বিবেচনা করে আমি মনে করি না দশ-বারোটার বেশি বাফেলো আমাদের পক্ষে মারা সম্ভব হবে। ওই [illegible] ল তেমন কোন উপকারে আসবে না উমবেজির। তার চেয়ে এসো আমরা একটা পরিকল্পনা করি। যাতে আমাদের বেশি সুবিধে হয়। আমার ধারণা একটু পরই ওরা সরতে শুরু করবে।'

আধঘণ্টা [illegible] আমরা চারজন, যাদের কাছে বন্দুক আছে, বিলের দু'ধারে [illegible] ড়া ঢালে পাথরের পেছনে অবস্থান নিলাম। ঢালটা তৈরি করেছে বর্ষার বহমান খরস্রোতা জলরাশি।

অন্যদের সঙ্গে তর্ক করে উমবেজি অবস্থান নিয়েছে আমার পাশে। তার ধারণা আমার পাশে থাকতে পারাটা একটা সম্মানের ব্যাপার। সত্যি কথা বলতে কি, ব্যাপারটা আমার মনোপুত হলো। উমবেজি যদি উল্টো পাড়ে থাকত তার ওই আপনা আপনি গুলি ছোটা রাইফেল নিয়ে তাহলে বিপদের কথা হতো। রাইফেলটা যদি নিজে নিজেই না ফোটে, তবুও উত্তেজিত উমবেজি কোথায় গুলি করবে তার কোন ঠিক নেই।

বাফেলোর দল শুকনো বিলে জন্মানো ঝোপ আর ঘাসের জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দু'পাশে আস্তানা গাড়ার পর উমবেজির তিনজন লোককে আমরা পাঠালাম বিলের মুখের কাছে। ওদের বলে দেয়া হলো চিৎকার করে বাফেলোগুলোকে উত্তেজিত করে তুলতে। বাকি রইল যে দশ-বারোজন জুলু, তারা বর্শা হাতে আমাদের সঙ্গেই থাকল।

উমবেজির পাঠানো তিন শয়তান আমাদের পরিকল্পনার গোড়ায় পানি ঢেলে দিল। বাফেলোর শিঙের গুঁতো খাবার ভয়ে চিৎকার করল না তারা, ধারে কাছেও গেল না। তিন-চার জায়গায় আগুন ধরিয়ে দিল শুকনো ঘাসে। বাতাস বইছে ওদিক থেকে আমাদের দিকে। ধেয়ে আসছে আগুনের দেয়াল! সাদা মেঘের মতো ঘন ধোঁয়া উঠছে ওখান থেকে। পটপট করে পুড়ছে ঘাস আর ঝোপঝাড়। এরই শুরু হলো ভয়াবহ তাণ্ডব।

ঘুমন্ত বাফেলোগুলো লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল, দু এক মুহূর্ত দ্বিধায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডাকার পরই দৌড়ে আসতে লাগল সরাসরি আমাদের দিকে। বিরাট তাদের পাল। শিং নেড়ে তেড়ে আসছে নাক দিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করছে। ডাক ছাড়ছে উন্মত্তের মত। ঘটনা কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে বিরাট একটা পাথরের আড়ালে পেছনে সরে এলাম আমি। ক্ওলল বিড়ালের দক্ষতা আর বাঁদরের ক্ষিপ্রতার মিশ্রণ দেখিয়ে চট করে একটা মিমোসা গাছের উপরে উঠে গেল কাঁটার খোঁচা বেমালুম তোয়াক্কা না করে। আশ্রয় নিয়েছে একটা ঈগলের বাসায়। ভুলুরা যে যেদিকে পারে ছুটেছে আশ্রয়ের সন্ধানে মাতুকোন কি হল আমি দেখলাম না। কিন্তু বুড়ো উমবেজি পাগলের মত উত্তেজিত হয়ে বাফেলো আসার রাস্তার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল : চেঁচাচ্ছে গলা ফাটিয়ে:

"আসছে ওরা! আসছে ওরা! আয় বাফেলো, আয়। "হাতি-খাদক" উমবেজি তোদের অপেক্ষায় আছে!"

"বুড়ো পাগল!" আমি চেঁচালাম। কিন্তু আর কিছু বলা বৃথা বলতে গেলাম না, কারণ ঠিক সেই সময় বাফেলোদের নেতা বিরাট একটা পুরুষ বাফেলো উমবেজির আমন্ত্রণ রাখতে ছুটে এলো। মাথা তাক করে রেখেছে গুঁতো দেয়ার জন্যে। উমবেজির রাইফেল গর্জে উঠল। পর মুহূর্তে উমবেজি শূন্যে উড়াল দিল। ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে আমি দেখলাম বাতাসে ভাসছে ওর কালো দেহ তারপর আমি যে পাথরটার পেছনে আছি সেটার মাথায় উড়ে এসে পড়ল সে

ষাঁড়টা আমাকে পাশ কাটানোর সময় গুলি করলাম। পাঁজরে পৌঁছেছে গুলি। দ্বিতীয় বার আর গুলি করলাম না। আমার অবস্থান ওদের বুঝতে দেয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক।

জীবনে অনেক বহুত শিকার করেছি, আজকে যে দৃশ্য দেখছি তেমনটি আগে আর কখনও দেখিনি। গায়ে গা লাগিয়ে ছুটছে বাফেলোগুলো, এক সঙ্গে দশ-বারোটা করে বেরিয়ে যাচ্ছে নিচু দিক থেকে। গলা ছেড়ে ডাকছে ওগুলো। বেরোনোর সরু পথে ধাক্কাধাক্কি করছে ওরা। একটা আরেকটার পেছনে শিং দিয়ে গুঁতো মারছে। রেগে উঠছে, খুর দাপাচ্ছে এবং গলা ছেড়ে চিৎকার করছে। আমি যে পাথরের আড়ালে আছি সেটাতেও গুঁতো মারছে এসে : পাথরটা থরথর করে কাঁপতে দেখলাম আমি। ক্ওললের মিমোসা গাছে ধাক্কা মেরে ভেঙে দিল ওরা। ঈগলের বাসা থেকে পড়ে যেতো ক্ওলল, কিন্তু গাছটা কাত হয়ে পড়ার সময় আরেকটা গাছের গায়ে আটকে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়েই

www.BanglaBook.org

থাকল। বাফেলোর দলের সঙ্গেই এলো ধোঁয়ার মেঘ, আর গরম বাতাস।

নারকীয় অভিজ্ঞতাটা শেষ হলো অবশেষে, বেরিয়ে চলে গেল বাফেলোর পাল। বিলের মধ্যে বাকি থাকল কেবল কয়েকটা বাছুর। বড় বাফেলোদের পায়ের তলায় চাপা পড়ে পিষে মারা গেছে ওরা। এতোক্ষণে সঙ্গীদের কি হলো সেটা খোঁজ নেয়ার কথা মনে এলো আমার।

'উমবেজি,' চিৎকার করে ডাকলাম আমি। বলা যায় ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে হাঁচির ফাঁকে ডাকলাম। 'তুমি কি মরে গেছ, উমবেজি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মাকুমাজান,' পাথরের ওপর থেকে ধোঁয়ায় ফ্যাসফ্যাসে একটা অস্পষ্ট গলা শুনতে পাওয়া গেল। 'আমি মরে গেছি। আসলেই বোধহয় মরে গেছি। ওই বুনো জন্তুটা আমাকে মেরে ফেলেছে। আহারে! কেন যে নিজেকে আমি শিকারি মনে করতাম! কেন যে ক্রালে থেকে আরাম করে গরু চরালাম না!'

'তা আমি জানি না, বুড়ো উন্মাদ কোথাকার!' জবাব দিলাম আমি। পাথরের মাথায় হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে এলাম ওকে শেষ বিদায় জানাতে।

পাথরের ওপরটা দু'দিকে ঢালু, দোচালার মতো। এক দিকের ঢালে খামচে ধরে ঝুলছে দেখলাম 'হাতি-খাদক' উমবেজি।

'কোথায় লেগেছে, উমবেজি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। ধোঁয়ার কারণে স্পষ্ট দেখছি না। কোথাও তার শরীরে আঘাতের চিহ্ন দেখলাম না।

'পাছা, মাকুমাজান, পাছা,' গুঙিয়ে উঠল উমবেজি। 'আমি উড়ে যাবার চেষ্টা করছিলাম তো! কিন্তু বড় দেরি হয়ে গেল। দুঃখজনক।'

'সেটাও তা নয়,' দ্বিমত পোষণ করলাম আমি। 'তুমি যে পরিমাণ মোটা লোক সে তুলনায় ভাল উড়েছ তুমি। প্রায় পাখিদের মতোই উড়েছ, উমবেজি।'

'দেখো শয়তান জানোয়ারটা আমার কি হাল করেছে, মাকুমাজান। দেখা সহজ হবে। আমার পাতলুন খসে গেছে।'

কাজেই আমাকে দেখতে হলো। বিরাট কালো পাছাটা আমি গভীর মনোযোগে দেখলাম। কিছু হয়নি। পাছার সঙ্গে খালি বিরাট এক তাল কাদা দেখতে পেলাম। মনে হলো সে যেন অর্ধেক শুকনো ডোবায় গিয়ে পাছা ঠেকিয়ে বসেছিল। এবার আমি আন্দাজ করতে পারলাম সত্যি কি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘটেছিল। বাফেলোর শিং লাগেনি উমবেজির পাছায়, স্রেফ কাদামাখা নাকের গুঁতো খেয়েছে সে! সামান্য ছড়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন ক্ষতি হয়নি। যখন বুঝলাম উমবেজি গুরুতর আহত হয়নি আর রাগ সামলাতে পারলাম না আমি। এমনিতেই রেগে ছিলাম। এবার সেই রাগ ঝেড়ে দিলাম। কষে এক চড় বসিয়ে দিলাম উমবেজির গালে। ছোটবেলার পর থেকে নির্ঘাত অমন চড় আর খায়নি উমবেজি।

'ওঠো, গাধা কোথাকার!' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি: 'অন্যদের কি অবস্থা কে জানে! ওঠো! ওদের খুঁজতে যেতে হবে। এই শেষ, আর কখনও তোমার কথা শুনে ঘাস জ্বেলে বাফেলো শিকার করতে চেষ্টা করব না আমি। উঠে দাঁড়াও। ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে মরার আগে পর্যন্ত কি আমাকে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে?'

কাতর গলায় জিজ্ঞেস করল উমবেজি। 'আপনি কি আমাকে বলতে চান যে আমার হৃদয়ে বিরাট একটা ক্ষত সৃষ্টি হয়নি, মাকুমাজান?' মেজাজ খোশ হয়ে আসছে উমবেজির। রাগ পুষে রাখার লোক সে নয়। চড়টার কথা বেমালুম ভুলে গেছে। বলল, 'আমি বাঁচব এটা জেনে ভাল লাগছে। আরও ভাল লাগছে কাপুরুষ যে ব্যাটারা ঘাসে আগুন ধরিয়েছিল তাদের বারোটা বাজাব বলে। আশা করি মরেনি ব্যাটারা। আর ওই ষাঁড়টাকেও শেষ করতে হবে। আমি ওর গায়ে গুলি লাগিয়েছি, মাকুমাজান। বিশ্বাস করুন আর না করুন, গুলি লাগিয়েছি।'

'জানি না তুমি ওকে লাগাতে পেরেছ কিনা,' বললাম আমি: 'তবে ও তোমাকে ঠিকই গুঁতো লাগিয়েছে।' কথার ফাঁকে টান দিয়ে উমবেজিকে পাথরের ওপর থেকে নামালাম। এবার চললাম স্কাউলকে যেখানে শেষ দেখেছিলাম, ক্ষত হওয়া গাছের মাথায়।

ওখানে গিয়ে দেখতে হলো অদ্ভুত এক দৃশ্য। এখনও ঈগলের বাসায় বসে আছে স্কাউল। তার সঙ্গে আছে প্রায় প্রাপ্তবয়স্ক দুটো ঈগলের বাচ্চা। ওদুটোর একটা আহত হয়েছে। ডাকছে তারস্বরে। না, বিপদে পড়ে কাঁদছে না। ওটার বাবা-মা ফিরে এসেছে। এই ঈগলগুলোর হিংস্র বলে সাংঘাতিক দুর্নাম আছে। বাসায় আপদ এসে জুটেছে দেখে তীব্র আক্রমণ হেনে বসল ঈগল দম্পতি। ধোঁয়ার কারণে স্পষ্ট দেখা যায় না, তবুও যা দেখলাম তা কহতব্য নয়। এতো আওয়াজ হচ্ছে যে কান ঝালাপালা। কার আওয়াজটা বেশি তা বোঝা গেল না। ঈগল আর স্কাউল কেউ কারও চেয়ে কম চেঁচাচ্ছে না।

www.BanglaBook.org

কওলের অবস্থা দেখে হাসিতে ফেটে পড়লাম আমি। আর ঠিক তখনই বুকের কাছে পুরুষ ঈগলটির পা চেপে ধরল কওল। এদিকে পাখিটা উড়ে যেতে চাইছে; বাসায় তাপমাত্রা বেশি হয়ে যাচ্ছে তার থাকার পক্ষে। ঝাপটা ঝাপটির এক পর্যায়ে পাখির বাসা থেকে পড়ে গেল কওল। তখনও ঈগলের পা ধরে আছে। পাখিটার বিরাট দুটো ডানা অনেকটা প্যারাসুটের কাজ করল। সোজা উমবেজির ওপরে এসে নামল কওল। তাতে করে আহত হলো উমবেজি। এখন তার সামনে পেছনে দু'পাশেই দুটো ক্ষত হলো। আঁচড়-খোঁচা খাওয়া কওল উঠে দাঁড়িয়েই শিকারের মতো ছুটে দৌড় দিল। গাছের নিচে সে ফেলে রেখে ওপরে উঠেছিল বন্দুকটা। সেটা আমি সংগ্রহ করলাম। দেখলাম বন্দুকের কোন ক্ষতি হয়নি। এই ঘটনার পর কাক্রিমা কওলকে একটা নতুন নাম দিল। 'পাখির শত্রু'। যে নাকি পাখির সঙ্গে লড়াইয়ে হেরে যায়।

যাই হোক, আমরা তিনজন অবশেষে সুস্থ দেহে ধোঁয়ার আওতার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলাম। আমাদের চেহারা অবশ্য বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। উমবেজির মাথার পালকের মুকুট ছাড়া সারা শরীরে কাপড় বলতে কিছুই নেই। চেঁচিয়ে নিজের লোকদের ডাকছে সে, জানতে চায় বাফেলোর পালের হাত থেকে কেউ তারা বেঁচে আছে কিনা।

প্রথমে এলো সাড়ুকো। দেখে তাকে শান্ত মনে হলো। মনে হলো না কোন ঝঞ্ঝা গেছে তার ওপর দিয়ে। দু'চোখে অবাক বিস্ময় নিয়ে আমাদের দিকে তাকাল সে। শীতল শান্ত গলায় জানতে চাইল আমাদের এই দুরবস্থা কেন। যতোটা সম্ভব সম্মান বাঁচিয়ে জবাব দিলাম আমি। তারপর প্রশ্ন করলাম, কিভাবে সে নিজের পোশাক এতো সুন্দর করে ধরে রাখতে পারল।

জবাব দিল না সাড়ুকো, কিন্তু আমার ধারণা ভালুক-পিঁপড়ের বড় একটা গর্তের ভেতর গিয়ে সেঁধিয়েছিল সে বাফেলোদের কবল থেকে রক্ষা পাবার জন্যে। সেজন্যে তাকে খুব একটা দোষ দেয়া যায় না।

একটু পর আমাদের সঙ্গী সাথীরা একে একে ফিরতে লাগল। তাদের কারও কারও চেহারা ধসে গেছে। হাঁপাচ্ছে এখনও। প্রচুর দৌড়েছে। সবাইকেই ফেরত পাওয়া গেল, শুধু পাওয়া গেল না যারা ঘাসের জঙ্গলে আগুন ধরিয়েছিল। তারা আপাততঃ বেশ কয়েক ঘণ্টা দূরে দূরে থাকাই মনস্থ করেছে। আমার বিশ্বাস পরে তারা আফসোস

BanglaBook.org

করেছে তারও বেশিক্ষণ পালিয়ে থাকেনি বলে। ওরা যখন এলো আমি তখন মজা দেখার তুলনায় অতিরিক্ত ক্লান্ত। জানলাম না লোকগুলোকে তাদের রাগান্বিত চীফ উমবেজি কিভাবে শাস্তি দিল। তবে এটুকু জানি, নিঃসন্দেহে অভিনব কোন পন্থায় শাস্তি দেবে সে।

সবাই এসে হাজির হবার পর কি করা হবে সেব্যাপারে আলোচনা শুরু হলো। আমি এই পচা জায়গা থেকে যতো দ্রুত সম্ভব ফিরতে চাইলাম। কিন্তু ষাঁড়ের শিঙের গুঁতো খেয়ে তীক্ষ্ণ পাথরের ওপর উড়ে গিয়ে পড়ায় উমবেজির ধারণা হয়েছে সে মারাত্মক ভাবে গুরুতর রকমের আহত হয়েছে। তার নেংটি (কৌপিন) নেই। আরেকজনের কাছ থেকে নিয়ে পরেছে একটা। সেটা ছোট। সর্বক্ষণ সামনে একটা হাত রেখে লজ্জাস্থান ঢেকে রেখেছে সে। পেছনেও একটা হাত রেখেছে, নাহলে সবাই দেখে ফেলবে যে আসলে কিছু হয়নি। তা সে হতে দিতে পারে না।

'আমি একজন শিকারি,' দুর্বল গলায় বলল সে। 'আমাকে ডাকা হয় "হাতি-খাদক" উপাধিতে।' সবার ওপর গরম চোখ বোলাল সে, কেউ দ্বিমত পোষণ করছে কিনা তা কড়া চোখে দেখল। কেউ প্রতিবাদ করল না। তার রুগ্ন রুক্ষ চেহারার নির্দেশপ্রাপ্ত প্রশংসাকারী দুর্বল কণ্ঠে উমবেজির কথাই আরেকবার আউড়ে শোনাল আমাদের।

'হাঁ,' বলল সে। 'আপনার নাম "হাতি-খাদক"। আপনার নাম "ষাঁড় যাকে উচ্চাসনে বসায়"।

'চুপ করো, গাধা,' ছোটখাটো একটা গর্জন ছাড়ল উমবেজি। 'যা বলছিলাম। আমি একজন শিকারি। আমাকে যে শয়তান প্রাণীটা আক্রমণ করেছিল সেটাকে আমি আহত করেছি। (আসলে আমি ওটাকে আহত করেছি, কিন্তু কিছু বললাম না।) ওটাকে আমি ধুলো খেতে বাধ্য করব। বেশিদূর যেতে পারেনি ওটা। চলো, আমরা ওটাকে অনুসরণ করি।'

চোখ গরম করে সঙ্গীদের দিকে তাকাল উমবেজি। সঙ্গে সঙ্গে তার এক চামচা সমর্থন জানাল।

'হাঁ, "হাতি-খাদক"। চালাক সাদা মানুষ মাকুমাজান পথ দেখিয়ে যে ষাঁড়কে সে ভয় পায় সেটার কাছে আমাদের নিয়ে যাবে।'

এরপর আর কথা থাকতে পারে না। ছড়ে যাওয়া শরীর নিয়ে কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে পর্যন্ত যেতে রাজি হয়ে গেল। ম্যাফেলোর পালকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনুসরণ করতে শুরু করলাম আমরা। কাজটা সহজ। প্রচুর চিহ্ন রেখে গেছে প্রাণীগুলো।

'চিন্তার কিছু নেই,' বলে সান্ত্বনা দেল কওল। 'এতোক্ষণে ওরা দুই ঘন্টার পথ এগিয়ে গেছে।'

'আমিও তা-ই আশা করছি,' বললাম আমি। তবে যা হয় কপাল মন্দ হলে। আধ মাইল পেরোনোর আগেই উমবেজির এক ছিংসুক চ্যাপ্টা রক্তের দাগ খুঁজে পেয়ে গেল।

বিশ মিনিট রক্ত অনুসরণ করে এগোলাম আমি, তারপর পৌঁছোলাম ঢালের গায়ে জন্মানো ঘন ঝোপের কাছে। ঢালটা নদীতে গিয়ে নেমেছে। নদীতে পানি নেই। নদী ধরে এগোলাম আমি। বেশ কিছুক্ষণ পর একটা পানি-ভরা ডোবার সামনে উপস্থিত হলাম। ওখানে দাঁড়িয়ে রক্তের দাগের দিকে তাকালাম। সাভুকোর সঙ্গে আলোচনা করলাম, জন্তুটা সাঁতরে ডোবা পার হয়ে গেছে কিনা দেখা'পারে। ডোবার তীরে ওটার খুরের দাগ এলোমেলো, অনিশ্চিত। হঠাৎ করেই আমাদের দ্বিধা কেটে গেল। ঘন একটা ঝোপের ভেতর ছিল উন্মত্ত ষাঁড়টা। একটা পা আহত হওয়ায় তিনটে পা ব্যবহার করছে ওটা। আমার বুলেট লেগে এক পায়ের হাড় ভেঙে গেছে। চালাকি করেছে ওটা। আমরা যে ঝোপ পার হয়ে এসেছি, সেটার ভেতরে লুকিয়ে ছিল এতোক্ষণ, এখন সুযোগ বুঝে পেছন থেকে আক্রমণ করতে আসছে। ওটার পরিচয় নিয়ে আমাদের মনে কোন সন্দেহ থাকল না। ওটার ডানদিকের শিঙের মাথাটা কাটা। সেটাতে ঝুলে আছে উমবেজির নেংটির অবশিষ্টাংশ।

'সাবধান, ইনকুসি,' ভীত স্বরে বলে উঠল সাভুকো। 'এটাই সেই শিং কাটা ষাঁড়!'

শুনেছি ওর কথা দেখলামও। মনে পড়ে গেল মিকালির বলা কথাগুলো। রাইফেলটা তুলেই তেড়ে আসা ষাঁড়টাকে গুলি করলাম আমি। বুঝতে দেরি হলো না যে গুলিটা ওটার মাথার হাড়ে লেগে পিছলে বেরিয়ে গেছে। রাইফেলটা আমি ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। ততোক্ষণে ষাঁড়টা প্রায় আমার গায়ের ওপর এসে পড়েছে। পাশে লাফ দিয়ে নিজেকে রক্ষার চেষ্টা করলাম।

প্রায় সরেই গিয়েছিলাম, কিন্তু উমবেজির নেংটি জড়ানো কাটা শিংটা শরীরে বেধে গেল। ধাক্কা খেয়ে প্রায় উড়ে গিয়ে ডোবার মধ্যে



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পড়লাম আমি। এরই মধ্যে দেখলাম সামলে বেড়েছে শাড়ুকো, গুলির আওয়াজ পেলাম। মুহূর্তের জন্যে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল ষাঁড়টা, তারপর ধীরে ধীরে কাত হলো, ডোবার মধ্যে পড়ল দেহটা।

এখন আমরা দু'জনই পাশাপাশি। কিন্তু দু'জনের তুলনায় ডোবাটা ছোট। জানে বাঁচার চেষ্টা করতে লাগলাম সরতে সরতে। হঠাৎ করে তলিয়ে গেলাম। মনে হলো যা যা একটা ষাঁড়ের পক্ষে ক্ষতি করা সম্ভব সবই করছে ক্ষ্যাপা বাফেলোটা। শিং দিয়ে গুঁতো মারার চেষ্টা করছে, সফল হচ্ছে সামান্য মাত্রে, কারণ আমি সরাসরি ওপরেই আছি। এবার ওটা নাক দিয়ে গুঁতো মারল, ঠেলে নামিয়ে দিল ডোবার গভীরে। ওটার ঠোঁট আঁকড়ে ধরলাম আমি, গায়ের জোরে মোচড় মারলাম। এবার ওটা শান্ত ভাবে আমার দেহে শরীরের ভর ছেড়ে দিল। ওজনের কারণে গভীর থেকে গভীর কাদায় ডেবে যাচ্ছি আমি। ওটার পেটে লাথি মারলাম, তারপর কি হলো আর মনে নেই। শুধু মনে আছে যা কিছু ঘটছে তা যেন নিখুঁত একটা স্বপ্নের মধ্যে ঘটছে। মনে হলো খিকালি যা যা ঘটবে বলেছিল সেগুলোই আবার ঘটতে দেখছি আমি। খিকালির কথাটা মনে পড়ল। ও বলেছিল, তখনো নদীর মধ্যে ডোবার ভেতরে আমি যখন শিং কাটা বাফেলোর সঙ্গে লড়াই করব তখন যেন মনে করি খিকালি বুড়ো এক সাধারণ ব্যক্তি ঠগ ছাড়া আর কিছুই নয়।

তারপর মাকে দেখলাম। ছোট্ট একটা শিশুর ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছেন। বাড়িটা অক্সফোর্ডশায়ারের সেই পুরোনো বাড়ি যেখানে আমার জন্ম হয়েছিল। এবার চোখে নামল অন্ধকার।

জ্ঞান ফিরতে দেখলাম মা নয়, এক পাশে দাঁড়িয়ে আমার ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে সাড়ুকোর দীর্ঘ শরীর; আরেক পাশে বর্ণসংকর হটেনটট কওল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে, চোখের পানিতে ভিজিয়ে দিচ্ছে আমার মুখ।

'তিনি আর নেই,' বলল কওল। 'ওই শিংকাটা জন্তুটা তাঁকে মেরে ফেলে দিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার সবচেয়ে ভাল সাদা মানুষটা আর নেই। তাঁকে আমি নিজের বাবার চেয়ে বেশি ভালবাসতাম। নিজের আত্মীয়দের চেয়েও বেশি ভালবাসতাম।'

'তা তোমার পক্ষে সম্ভব,' খোঁৎ করে উঠল সাড়ুকো। 'কে যে তোমার বাপ আর কারা যে তোমার আত্মীয় সেটা তুমি জানলে তবে তো! কিন্তু সে মারা যায়নি। রক্ত দেখানোর ব্যক্তি খিকালি বলেছে

www.BanglaBook.org

সে বাঁচবে। তাছাড়া হাতিটা আক্রমণ করার আগেই ওটার হৃৎপিণ্ডে বর্শা গেঁথে দিয়েছিলাম আমি। ধাক্কাটা ক্ষতি করতে পারত, কিন্তু মাকুমাজানের কপাল ভাল যে কাদা নরম ছিল। তারপরও ভয় হচ্ছে মাকুমাজানের পাঁজরের হাড় বোধহয় ভেঙে গেছে।' আঙুল দিয়ে আমার বুকে খোঁচা মেরে দেখল সাডুকো।

'তোমার ধুমসো হাতটা আমার ওপর থেকে সরাও,' শ্বাসের ফাঁকে বললাম আমি।

'ওই দেখো!' বলল সাডুকো। [redacted] করতেই টের পেয়েছেন। তোমাকে বলেছিলাম না [redacted]

এরপর যা কিছু আমার মনে আছে তা অত্যন্ত ঝাপসা। অনেকটা প্রায় ভুলে যাওয়া স্বপ্নের মত। আমার পূর্ণ চেতনা ফিরল বিরাট একটা ঘরে। পরে জানলাম এটাই উমবেজির নিজের বাড়ি। এখানেই উমবেজির বউ বুড়ি গাভীর চিকিৎসা করেছিলাম আমি।

# চার

*মামীনা*

দরজার ফাঁক আর ধোঁয়া বের হবার ফুটো দিয়ে যে সামান্য আলো আসছে তাতে ঘরের ছাদ আর দেয়ালগুলো দেখলাম আমি। ভাবলাম ঘরটা কার হতে পারে, আর আমিই বা এখানে এলাম কি করে!

উঠে বসার চেষ্টা করলাম। সঙ্গে সঙ্গে পাঁজরে যেন খচ করে ছুরি বিঁধল। দেখলাম নরম চামড়ার চওড়া ফালি দিয়ে আমার পাঁজর মুড়ে রাখা হয়েছে। নিশ্চিত হয়ে গেলাম পাঁজরের হাড় ভেঙেছে আমার।

কিন্তু ভাঙল কি করে? নিজেকে প্রশ্ন করলাম। এক মুহূর্তের মধ্যে সব মনে পড়ে গেল। বেঁটে যিকালির কথাই ঠিক হয়েছে, বেঁচে গেছি আমি। এখন বিশ্বাস হলো সত্যি সে সর্দারদের ভবিষ্যৎ বক্তা। আর এ ব্যাপারে যেহেতু সে সত্যি কথা বলেছে তার মানে বাকি কথাগুলো মিথ্যে হবার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নেই। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না অলৌকিক এই ব্যাপারগুলো। কি করে কালো এক অন্ধ বৃদ্ধ পরিষ্কার

বলে দিচ্ছে ভবিষ্যতে কি ঘটবে?

পরে আমি বিভিন্ন ঘটনায় শিক্ষা গ্রহণ করেছি। কাফ্রি জাদুকরদের আর অবহেলার চোখে দেখি না। পরে কোন একদিন হয়তো বলব মন্ডোজোর কথা। তার কথা শুনে আমি আমার সঙ্গী সাথী সহ প্রাণে বেঁচেছিলাম। পরবর্তী জীবনে অনেক বলেছি দেখেছি, ওদের অস্বাভাবিক এই ক্ষমতা কতখানি খাঁটি। সব কিছুর ব্যাখ্যা সভ্য পৃথিবী দিতে পারে না, এটা মেনে নিয়েছি।

খসখস একটা শব্দ পেলাম। কে যেন ঢুকছে ঘরে। আধবোজা চোখে তাকালাম, কথা বলার কোন ইচ্ছে নেই আমার। আলাপ জোড়ার সুযোগ দিতে চাইছি না। আমার সামনে এসে দাঁড়াল সে। দেখিনি, কিন্তু তবুও কেন যেন মনে হলো যে এসেছে সে পুরুষ নয়, মহিলা। আস্তে করে চোখের পাতা আরও খুললাম।

ধোঁয়া বের হবার গর্ত দিয়ে সোনালী আলো আসছে, ঘরের ভেতর তৈরি করছে আবছায়া। সেই ছায়ামণ্ডলে দাঁড়িয়ে আছে আমার জীবনে দেখা সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটা।

মাকারির উচ্চতার চেয়ে সামান্য বেশি দীর্ঘ হবে ও। শরীরটা ঠিক স্বর্গের দেবী হলে যা কল্পনা করতাম, তেমন। প্রায় গ্রীক মূর্তির মতোই পোশাক ওর পরনে। মুখটা দেখার মতো। একবার নয়, হাজারবার নয়, চিরজীবন শুধু চেয়ে থাকার মতো। কালো দুই সাগর-চোখে রাজ্যের গভীর রহস্যময়তা। চুলগুলো সামান্য কোঁকড়া, ওকে আরও সুন্দরী করে তুলেছে। হাত-পা, সারা দেহ বিচারকের দৃষ্টিতে দেখলাম আমি। মনে হলো সারাজীবন বিচারকের দায়িত্বটা পেলে জীবনে আর কিছু চাওয়ার কথা মনে থাকত না।

অপূর্ব সুন্দর, কিন্তু অপরূপ চেহারার কোথায় কি যেন আছে যেটা ঠিক পছন্দ করার মতো না—কি যেন অস্বাভাবিক। আমার মনে হলো ও এমন একটা প্রস্ফুটিত ফুল যে ফুল কখনও কৈশোরের নিষ্পাপ সময়টুকু কাটায়নি—একবারেই পরিণত হয়ে গেছে। বুঝলাম চালাক মেয়ে। অতিরিক্ত চালাক। চেহারায় তার সূক্ষ্ম ছাপ পড়েছে। এর জন্মই যেন হয়েছে মুগ্ধ দর্শকদের জন্য। পুরুষ মানুষের হাতের পুতুল নয়, বরং পুরুষদের নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত। ও যেন একাকী ক্ষমতাসীন রানী, সবাইকে বশ করে শাসন করা যার চিরকালের স্বভাব।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার দিকে চেয়ে রয়েছে সে একদৃষ্টিতে। অপূর্ব সুন্দর। কিন্তু চোখ বুজলাম আমি, খানিকটা ইচ্ছের বিরুদ্ধেই।

ও কিছু-টের পায়নি বুঝলাম, কারণ নিজের মনে কথা বলে উঠল ও। নরম গলার স্বর। মিষ্টি। মধুর মতোই।

'ছোটখাটো একজন মানুষ,' বলল মামীনা। 'ওর তিনটের সমান হবে সাড়ুকো। লোকটার চুলগুলোও সুন্দর নয়। চুল সবার ছোট করে কাটে। বিড়ালের পিঠের লোমের মতো খাড়া হয়ে আছে।' কণ্ঠস্বরের সঙ্গে বাতাসে হাতের ঝাপটা মারল সে। 'পাখির পালকের মতো হালকা একটা লোক। কিন্তু সাদা মানুষ। সাদা মানুষ শাসন করে। সবাই জানে এ সবার নেতা। ওরা একে ডাকে "সেই মানুষ যে কখনও ঘুমায় না"। ওরা বলে বাচ্চাসহ সিংহীর মতোই এই লোকের সাহস। কৌশলী, সাপের মতো। অন্য সাদা মানুষদের চেয়েও যোগ্য। বিয়েও করেনি। তবে শুনেছি দু'বার সে বিয়ে করেছিল। বউ মারা গেছে দু'বারই। এখন সে আর মেয়ে মানুষদের দিকে তাকায় না। এটা ঠিক স্বাভাবিক না। বুঝতে পারছি এই লোক অনেক ঝামেলা এড়াতে পারবে। অনেক উন্নতি করবে। জুলুদের দেশে তো সব কুৎসিত মেয়েছেলে ছাড়া আর কিছু নেই।'

খানিকক্ষণ সময়ের জন্যে থামল মামীনা। তারপর স্বপ্নীল মায়াময় অস্পষ্ট কণ্ঠে বলে চলল, 'কিন্তু এ যদি এমন কোন মেয়ের দেখা পায় যে গরুর মতো নয়, আবার ওর চেয়েও বুদ্ধিমতী? যদিও সে সাদা নয়, তাহলে কি...'

এবার আমি ভাবলাম এখন বোধহয় উঠে পড়া উচিত। মাথা ঘুরিয়ে নিয়ে হাই তুললাম বড় করে। চোখ খুলে অবাক দৃষ্টিতে তাকালাম মেয়েটির দিকে। মুহূর্তে ওর মুখভাব পাল্টে গেল, হয়ে উঠল সচেতন। চেহারায় ফুটে উঠল মেয়েলি উদ্বেগ। দারুণ দেখাল মেয়েটিকে দেখতে।

'তুমিই তো মামীনা,' বললাম আমি, 'তাই না?'

'হ্যাঁ, ইনকুসি,' জবাবে বলল মামীনা, 'এটাই এই হতভাগীর নাম। কিন্তু নামটা তুমি শুনলে কোথায়? আমাকে চিনলেই বা কেমন করে?'

'সাড়ুকোর কাছে শুনেছি,' বলতেই সামান্য ভ্রু কুঁচকে গেল ওর। 'অন্য অনেকের কাছেও শুনেছি। চিনেছি তোমার সৌন্দর্যের কারণে।' অসতর্কে প্রশংসা করে ফেলেছি, বুঝতে পারলাম খুশি করে দেয়ার

www.BanglaBook.org

ভঙ্গিতে তাকে হাসতে দেখে। হরিণের মতো সুন্দর গ্রীবা আর মাথা উঁচু করল সে তারুণ্যের সাবলীলতায়।

'আমি সুন্দর?' জিজ্ঞেস করল সে মোহনীয় ভঙ্গিতে। 'আমি তো এক সাধারণ জুলু নারী, যাকে মহান সাদা মানুষ প্রশংসা করছে; সেজন্যে তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।' এক হাঁটু সামান্য উঁচু করে তনকে সম্মান দেখাল সে। বলল, 'তবে আমি সুন্দর হই বা না হই, তোমার আহত স্থানের সুশ্রূষা করতে পারব না আমি। সে জ্ঞান আমার নেই। আমি যাব? আমার সবচেয়ে বয়স্ক মাকে ডেকে আনব?'

'কার কথা বলছ? যার নাম "দুধ শেষ হওয়া বুড়ি গাভী"? মনে, হয় কথা কাটা পড়েছে?'

'হ্যাঁ, ঠিকই বর্ণনা দিয়েছ,' হালকা হেসে বলল মামীনা। 'তবে বাবাকে শুনিনি কখনও তাকে এই নাম দিতে।'

'তুমি নিজে দিয়েছ হয়তো,' শুষ্ক গলায় বললাম আমি। 'এখন ভুলে গেছ। যাই হোক, তোমার প্রস্তাবের জন্যে ধন্যবাদ। তাকে কি দরকার, তুমি নিজেই তো একাজের জন্যে যথেষ্ট।...ওই হাঁড়িতে যদি দুধ থাকে তাহলে তুমিই তো দিতে পারো আমাকে।'

সোয়ালো পাখির দ্রুততায় হাঁড়িটার কাছে পৌঁছে গেল মামীনা, পরমুহূর্তে চলে এল আমার পাশে। এক হাতে হাঁড়ি কাত করে আমার ঠোঁটের সামনে ধরল। আরেক হাত আমার মাথার পেছনে রেখেছে পান করার সুবিধে হবে বলে।

'আমি সম্মানিত বোধ করছি,' বলল মামীনা। 'তুমি জেগে ওঠার ঠিক আগে আমি ঘরে এসেছি। জ্ঞান ফেরেনি দেখে আমি কেঁদেছি। দেখো একবার আমার চোখের দিকে তাকিয়ে, এখনও ভেজা। (সত্যি তাই : কি করে এতো দ্রুত চোখে পানি টেনে আনল তা বুঝতে পারলাম না।) ভয় হচ্ছিল এই ঘুমই না তোমার শেষ ঘুম হয়।'

বসল সে। কাফ্রি মহিলাদের মতোই একটু সামনে ঝুঁকে বসেছে, তবে এ বসেছে একটা টুলের ওপর।

'তোমাকে ক্রালে বয়ে আনা হয়েছে, ইনকুসি। যখন স্ট্রেচারে তোমাকে দেখলাম জানতে, আমার হৃৎপিণ্ড যেন থেমে গিয়েছিল। হৃদয় যেন হৃদয় ছিল না, শীতল লোহায় পরিণত হয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম আহত মানুষটা...' থেমে গেল সে

আমি জানতে চাইলাম, 'ভেবেছিলে সাডুকো?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'মোটেও না, ইনকুসি। বরং মনে করেছিলাম।'

'আহত হয়নি ওদের দু'জনের কেউ, কাজেই তুমি নিশ্চই খুশি?'

'খুশি! ইনকুসি, আমাদের বাড়ির অতিথি যখন আহত হলো, মারাও যেতে পারত, তখন আমি কি করে খুশি হই? তোমার কথা আমি অনেক শুনেছি। তুমি যখন এলে তখন অবশ্য আমি ছিলাম না বাড়িতে। এটা আমার দুর্ভাগ্য।'

'কি হয়েছিল? তোমার বড় মা'র সঙ্গে মতবিরোধ হয়েছিল বুঝি?'

'হ্যাঁ, ইনকুসি। আমার নিজের মা মারা গেছে। এখানে আমার উপস্থিতি ভাল চোখে দেখা হয় না। বড় মা আমাকে ডাইনী বলে।'

'তাই? শুনে অবাক হলাম। তোমার কাহিনী বলে যাও, শুনি।'

'কাহিনী নেই কোন। ওরা তোমাকে বয়ে আনল। আমাকে বলল ভয়ঙ্কর একটা ষাঁড় জলাশয়ের মধ্যে তোমাকে মেরেই ফেলেছিল প্রায়।'

'সেতো বুঝলাম, মামীনা। কিন্তু ওই ডোবা থেকে আমি বের হলাম কি করে?'

'যদ্দুর জানি তোমার চাকর মাযাশ সিকাউলি ডোবায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ষাঁড়টার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ষাঁড়টা তখন তোমাকে কাদার মধ্যে গেঁথে ফেলতে ব্যস্ত ছিল। সাডুকো তখন ওটার পিঠে চড়ে দু'কাঁধের মাঝখান দিয়ে হৃৎপিণ্ডে অ্যাসেগাই গেঁথে দেয়। এই আঘাতেই ষাঁড়টা মারা যায়। তারপর ওরা তোমাকে কাদা থেকে তোলে। পানিতে ডুবে প্রায় মৃত অবস্থা তখন তোমার। এক কথায় ওরা তোমাকে বাঁচিয়ে ফিরিয়ে এনেছে। কিন্তু পরে তুমি জ্ঞান হারালে। এই একটু আগে পর্যন্ত প্রলাপ বকছিলে।'

'সাডুকো খুব সাহসী লোক।'

'আর সবার মতই। কারও চেয়ে কমও নয়, আবার বেশিও নয়।' সুগঠিত গোল কাঁধ ঝাঁকাল মামীনা। 'ওর হাতে নিজেকে খুন হতে দিতে তুমি? আসল সাহসী হচ্ছে সেই লোক যে ষাঁড়ের নাক মুচড়ে ধরেছিল সামনে থেকে, যে পিঠে উঠে বর্শা গেঁথেছে সে নয়।'

এই পর্যায়ে আমি চেতনা হারালাম। একাকি সুন্দরী মামীনা সম্বন্ধেও অচেতন হয়ে পড়লাম। আবার জেগে উঠলাম, দেখি সে চলে গেছে। তার বদলে হাজির হয়েছে বুড়ো উমবেজি। খেয়াল করে দেখলাম দেয়াল থেকে একটা কার্পেট মত জিনিস নিয়ে সেটা টুলের ওপর পেতে তার ওপর বসেছে সে।

'প্রশংসিত মাকুমাজান,' বলল সে, আমাকে জেগে উঠতে দেখে, 'কেমন বোধ করছেন?'

'যতোটা ভাল বোধ করা সম্ভব,' জবাব দিলাম আমি। 'তুমি কেমন আছো, উমবেজি?'

'ওহ্, খারাপ, মাকুমাজান। এখন পর্যন্ত ঠিক করে বসতে পারছি না ; ষাঁড়ের মাথাটা খুব শক্ত ছিল। শরীরের সামনের দিকটাও ব্যথা। কওল গাছের ওপর থেকে লাফিয়ে প[illegible]আমার ওপর। তার ওপর আমার হৃদয় দু'টুকরো হয়ে গেছে ক্ষতির পরিমাণ দেখে।'

'কিসের ক্ষতি, উমবেজি?'

'ওহ্, মাকুমাজান, আমার নীচ শ্রেণীর লোক যারা আগুন লাগিয়েছিল, তাদের আগুনে আমাদের ক্যাম্পে রাখা প্রায় সব জিনিস পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। গোশ্‌ত, চামড়া, এমনকি হাতির দাঁত - ওগুলো এমন ভাবে ফেটেছে যে দাম নেই কোন আর। শিকারটা ছিল কপাল খারাপের শিকার অভিযান। অত সুন্দর করে শিকার শুরু হল, আর আমরা ফিরলাম প্রায় খালি হাতে, ন্যাংটো অবস্থায়। শুধু ফাটা শিংওয়ালা ষাঁড়ের মাথাটা সঙ্গে নিয়ে এসেছি। ভাবলাম আপনি হয়তো ওটা সংগ্রহে রাখতে চাইবেন।'

'আমরা যে বেঁচে ফিরেছি সেজন্যেই সবার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, উমবেজি।' একটু থেমে বললাম, 'অবশ্য আমি বাঁচলে তবেই একথা সত্যি হবে।'

'বাঁচবেন আপনি। আমাদের সেরা দু'জন ডাক্তার আপনাকে পরীক্ষা করে রায় দিয়েছে। ওদের একজনকে একটা ছাগল দিয়েছি আমি। কথা দিয়েছি আপনাকে সে বাঁচাতে পারলে তাকে আমি একটা বাছুরও দেব। তবে সে বলেছে আপনাকে এখানে মাস খানেক বিশ্রাম নিতে হবে। এদিকে পাডা আমার কাছে চমড়ার টাল চেয়ে পাঠিয়েছিল ; আমার নিজের আর অধীনস্থদের পঁচিশটা গরু মেরে তার দাবি মেটাতে হয়েছে আমাকে।'

ককিয়ে উঠলাম আমি। পাঁজরের হাড় কনকন করছে ব্যথায়। বললাম, 'সেক্ষেত্রে ষাঁড় শিকার করতে যাওয়ার আগেই তোমার একটু ভেবে দেখা উচিত ছিল। ... সাদুকো আর হুভাকে ডেকে আনো। আমার জীবন বাঁচানোর জন্যে ওদের ধন্যবাদ দেয়া দরকার।'

মনে হয় পরের দিন এলো ওরা দেখা করতে। ওদের আমি

www.BanglaBook.org

আন্তরিক ধন্যবাদ জানালাম।

আমি কোমা থেকে জ্ঞান ফিরে পেয়েছি এবং বহাল তবিয়তে(?) বেঁচে আছি দেখে বেঁচে ফেলল রুওল। মামীনার মতো সে কান্না নকল কান্না নয়; ওর বোঁচা নাক বেয়ে পানি গড়াতে দেখলাম। সে নাকে এখনও উপলের নখরের চিহ্ন। বিজড়িত গলায় বলল, 'আপনি মারা গেলে আমিও মরে যেতে চাইতাম, কি লাভ বেঁচে থেকে যদি আমার একটা হৃদয়ই না থাকে? সেকারণেই আমি ডোবার ভেতরে নেমেছিলাম, সাহসের কারণে নয়।'

ওর আন্তরিক কথা শুনে আমার চোখও ছলছল করে উঠল। কি হৃদয়বান মানুষ এই কালো মানুষগুলো, এখন আমার সাদা মানুষরা এদের মানুষ বলেই গণ্য করি না। লজ্জা লাগল ভাবতে।

'আর আমার কথা হলো, ইনকুসি,' বলল সাডুকো, 'যা আমার কর্তব্য ছিল তা-ই করেছি আমি। আমি যদি বেঁচে থাকতাম আর আপনি যদি মারা যেতেন তাহলে কিভাবে মাথা উঁচু করে হাঁটতাম আমি? মেয়েরা আমাকে টিটকারি দিত। সে যাই হোক, বাফেলোর চামড়াটা খুব শক্ত ছিল, মনে হচ্ছিল অ্যাসেগাইটা শেষপর্যন্ত চামড়া ভেদ করে ঢুকবেই না।'

লক্ষ করলাম দু'জনের চরিত্রগত পার্থক্য। রুওলকে কতই না বকেছি তার মাতলামির জন্যে। কখনও কখনও শাস্তিও দিয়েছি। কিন্তু সেসব ভুলে আমাকে ও ভালবেসে গেছে হৃদয় উজাড় করে। অন্য সাডুকো দেখেছে নিজের স্বার্থ। তবে একথা বলাটা বোধ হয় কঠোরতা হয়ে গেল। সাডুকো নিজের মানসম্মান এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছে। আর একটা কারণ ছিল মামীনা। শুরু থেকেই মামীনাকে ভালবাসে সাডুকো। শুধুই মামীনাকে ভালবাসে। জুলুদের মাঝে এমন মানসিকতা দেখা যায় না সাধারণত।

আমার জন্যে সুপ আনতে বাইরে গেল রুওল। সঙ্গে সঙ্গে মামীনার প্রসঙ্গে সরে এলো সাডুকো, ও বুঝতে পেরেছে যে মামীনাকে দেখছি আমি। ভাবছে আমি কি মামীনাকে অত্যন্ত সুন্দরী এবং আকর্ষণীয় মনে করছি না।

'হ্যাঁ, সুন্দরী,' জবাবে বললাম আমি। 'আমার দেখা জুলু মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী।'

'আর খুব চালাক? সাদা মানুষদের মতো?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ। অতিরিক্ত চালাক। বেশির ভাগ সাদা মানুষের চেয়েও চালাক।'

'আর কিছু?'

'খুবই বিপজ্জনক। সে বাতাসের মতো, যে বাতাস ক্ষণে ক্ষণে ঠাণ্ডা আবার গরম দমকা হাওয়ায় রূপান্তরিত হয়।'

একটু ভাবল ও, তারপর বলল, 'যতোক্ষণ অন্যদের প্রতি সে শীতল ভাবে রইছে ততোক্ষণ আমার কী! আমার প্রতি তার আচরণ উষ্ণ থাকলেই চলে।'

'ওর আচরণ উষ্ণ আছে?'

'না, মাকুমাজান। আমার ধারণা বড় একটা ঝড়ের আগে যেভাবে বাতাস বয় সেভাবে বাতাস বইছে। ঝড় আসন্ন।'

'হ্যাঁ, ঝড় আসছে।'

'ও তো আসবেই ইনকুসি। ঝড়ের রাতে ওর জন্ম। কিন্তু সেই ঝড় যদি আমরা দু'জন একসঙ্গে মোকাবিলা করি, তাহলে? আমি ওকে ভালবাসি। অন্য কোন মহিলার সঙ্গে বাঁচার চেয়ে আমি বরং ওর সঙ্গে মরতেই চাইব।'

'প্রশ্ন হচ্ছে, সাডুকো, মামীনার মনোভাবও কি এক? ও কিছু বলেছে?'

'ওর মনোভাব বোঝা কষ্টকর। তবে গতকাল যখন আমি ওকে বললাম কাঁটা শিংওয়ালা ষাঁড়টাকে আমি খুন করেছি তখন তো ওকে খুশি দেখলাম।

"'আমি কি তোমাকে ভালবাসি?" বলল ও। "সত্যি করে জানি না। কিভাবে বলি? আমাদের বিয়ে নয় যে কোন কুমারী বিয়ের আগে কাউকে ভালবাসবে। তা-ই যদি বাসত তাহলে বিয়েটা হতো হৃদয়ের ব্যাপার, তাতে কোন গরু-ভেড়া কেনাবেচার ব্যাপার জড়িত থাকত না। সেক্ষেত্রে জুলুল্যান্ডের অর্ধেক বাবা গরীব হয়ে যেতো। মেয়ে হলে দুঃখিত বোধ করত, কারণ মেয়ে জন্মালে ক্ষতি ছাড়া লাভ হতো না। তুমি তো সাহসী, সুদর্শন এবং ভাল বংশের সন্তান। অন্য কোন পুরুষের তুলনায় তোমার সঙ্গে ঘর করতেই আমার ভাল লাগার কথা। তুমি যদি বড়লোক হতে, ক্ষমতাবান হতে, সাডুকো, তাহলে আমি বলতে পারতাম যে আমি তোমাকে ভালবাসি।"

"'আমি বড়লোক হবো, মামীনা," আমি বললাম। "কিন্তু তোমাকে

www.BanglaBook.org

সেজন্যে অপেক্ষা করতে হবে। জুলুদের এই দেশ একদিনে গড়ে ওঠেনি। আগে অসতে হয়েছে চাকাকে।"

"চাকা," বিড়বিড় করে বলল ও "চাকা ছিল দারুণ এক মানুষ। চাকার মতোই হও তুমি, সাড়ুকো, তাহলে তোমাকে আমি আরও বেশি করে ভালবাসব। এতো ভালবাসব যে তুমি কল্পনাও স্বপ্নেও দেখোনি।" কথা শেষ করে দু'হাত প্রসারিত করল মামীনা, আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল ঠোঁটে। এমন চুমু জীবনে কোনদিন উপহার পাইনি আমি। জুলু দেশে এমনটা ঘটে না। তারপর আমাকে ঠেলে পিছিয়ে দিয়ে হেসে উঠল মামীনা, বলল, "এর পরেরকার ব্যাপারে কিছু বলার থাকলে সেটা আমার বাবাকে বোলো। বাবার কোন বাছুর নই আমি যে আমাকে বিক্রির ব্যাপারে তার মতামতই চূড়ান্ত হবে। কিন্তু এটাও সত্যি যে এর অবাধ্য আমি হতে চাই না।" কথা শেষ করে মামীনা চলে গেল।'

'তারপর? ওর বাবার সঙ্গে কথা বললে তুমি?'

'বললাম। কিন্তু সময়টা বাছতে ভুল হয়ে গিয়েছিল। মাত্র তখন পাত্রের চাওয়া বর্মের জন্যে নিজের গরু জবাই করেছে সে। খুব রুক্ষ ভাবে আমাকে বলল, "এই গরুগুলো দেখছ? এগুলোর চামড়া না দিলে রাজা আমাদের দেখে নেবে। কথা বলতে এসেছ তুমি মামীনার ব্যাপারে? ঠিক আছে, সাড়ুকো, এখানে যতো গরু খুন করেছি তার পাঁচগুণ তুমি এনে দাও আমাকে, তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেয়ার ব্যাপারে তখন আলোচনা করা যাবে।"

উমবেজিকে জানালাম যে আমি বুঝেছি, আপ্রাণ চেষ্টা করব তার কথা রাখতে। এতে করে সে একটু নরম হলো। মনটা ওর সত্যিই ভাল।'

"আচ্ছা," বলল উমবেজি, "তোমাকে আমি পছন্দ করি। আর মাতুমাজানকে যেভাবে বাঁচালে তা দেখে আগের চেয়েও বেশি পছন্দ করে ফেলেছি। কিন্তু আমার অবস্থা তো জানেই। নামধাম আছে আমার, তাছাড়া আমি একটা উপদলের নেতা। অনেকে আমার ওপর নির্ভর করে। কিন্তু মানুষটা আমি গরীব। আর আমার মেয়ে মামীনার দাম অনেক। এমন মেয়েমানুষের জন্য কম লোকই জগতে দিয়েছে। ওকে ব্যবহার করে যতোটা সম্ভব অর্জন করে নিতে হবে আমাকে। আমার জামাইকে এমন লোক হতে হবে যে আমার বুড়ো বয়সে

www.BanglaBook.org

মহাযাত্রা করতে পারে। আগে তুমি শঙ্খ নিয়ে এসো তারপর কথা বলো। মনে রেখো, আমি কারও কাছে দায়বদ্ধ নই। তোমার কাছেও না, অন্য কারও কাছেও না। আর একটা কথা, আমার ক্রালের কাছে বেশি ঘোরাঘুরি কোরো না। লোকে বলুক যে তুমিই আমার পছন্দের জামাই সেটা আমি চাই না। যাও, সাড়ুকো, পুরুষের মতো কাজ করো, ফিরে এসো শঙ্খ নিয়ে। আর না পারলে কখনও এদিকে এসো না।'"

'তা তোমার পরিকল্পনা কী?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। নিজেই আবার বললাম, 'তোমার কথায় তো পাগল মনে হচ্ছে, সাড়ুকো।'

'আমার পরিকল্পনা, মাকুমাজান,' বলল সাড়ুকো, 'যারা আমার অনুসারী, আমার উপদলের লোক, তাদের একসাথে জড়ো করব। আশা করি এক চাঁদ পরে আমি ফিরে আসব। ততোদিনে আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন। তখন আমরা বাম্বুর ওপর হামলা করব। আগেই তো বলেছি, আমাকে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে, শঙ্খ যদি আমি দখল করতে পারি তাহলে সমস্ত শঙ্খ আমার হয়ে যাবে।'

'আমি তর্ক কথায় যাব না, সাড়ুকো,' আমি বললাম। 'রাজা যা-ই বলুক তোমাকে, আমি তোমাকে কথা দিইনি যে বাম্বুর সঙ্গে তোমার পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করব।'

'না, আপনি কথা দেননি। কিন্তু বামণ জাদুকর সর্বজ্ঞ যিকালি বলেছে আপনি আমার সঙ্গী হবেন। যিকালি কি মিথ্যে বলতে পারে? নিজেকেই প্রশ্ন করুন। তার কথাই কি সত্যি হয়নি? আমি সকালে রওনা হয়ে যাব, মাকুমাজান। আপনার দায়িত্বে মামীনাকে রেখে যাচ্ছি।'

'তুমি বলতে চাইছ মামীনার দায়িত্বে আমাকে রেখে যাচ্ছ,' বললাম আমি। ততোক্ষণে দরজার কাছে চলে গেছে সাড়ুকো, হামাগুড়ি দিয়ে কুটিরটা থেকে বের হচ্ছে।

যাই হোক, মামীনা আমার যথেষ্ট যত্ন করেছে। দুধ শেষ হওয়া বুড়ি গাভীকে আমি দেখতে পারি না বুঝেছে মেয়েটা, কাজেই সে নিজেই আমার ব্যান্ডেজ বদলে দেয়া থেকে শুরু করে রান্নাবান্নার দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছে। এ নিয়ে আমার চাকর বদমাশ স্কওলের সঙ্গে তার বেশ ঝগড়াও হয়েছে। স্কওল মামীনাকে মোটেই পছন্দ করতে পারেনি, কারণ মামীনা ওকে কখনোই পাত্তা দেয় না। আরেকটা কারণ হচ্ছে, আমি যতোই সুস্থ হয়ে উঠছি, মামীনা ততোই বেশি সময় কাটাচ্ছে আমার



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সঙ্গে। গল্প করছে, অবসর কাটাচ্ছে।

আর সব কাফ্রি মেয়েরা যখন খাটতে খাটতে জান দিয়ে দিচ্ছে, তখন মামীনা আরাম করে বসে আছে। ওর বাবার ক্রালের বিজ্ঞাপন ও। একটা মূল্যবান গহনার মতো। অন্যরা কাজ করছে কিনা সেটা সে দেখে কড়া নজরে, কিন্তু নিজে কোন কাজই করে না।

নানা প্রসঙ্গে আমাদের মধ্যে আলাপ হলো। ধর্ম থেকে রাজনীতি–কিছুই বাদ গেল না অদ্ভুত তীব্র মামীনার জানার ইচ্ছে। তবে ওর আসল আগ্রহ জুলুল্যান্ডের রাজনীতিতে। ও বুঝে ফেলেছে আমি এব্যাপারে মোটামুটি ভাল জ্ঞান রাখি। নাটালের গভর্নরের সঙ্গেও যে আমার খাতির আছে সেটাও তার অজানা নয়। তাছাড়া ওদের রাজাও যে আমাকে সমঝে চলে সেটাও সে জানে। ফলে নানা প্রশ্ন করে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করে মামীনা। আমি আমার সাধ্য মতো জানাতে চেষ্টা করি।

বুড়ো রাজা পান্ডা যদি হঠাৎ মারা যায় তাহলে তার কোন ছেলে উত্তরসূরি হবে, জানতে চায় ও। উমবেলাজি, ক্যাটাওয়্যায়ো নাকি অন্যজন? আর রাজা যদি না-ই মরে, তাহলে কাকে সে উত্তরসূরি ঘোষণা করবে?

আমি ওকে জানালাম যে আমি নবী নই যে এসব জানব। বললাম তার উচিত বিকোশাকে এসব প্রশ্ন করা।

'চমৎকার বুদ্ধি,' বলল মামীনা। 'কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমাকে কেউ ওখানে নিয়ে যাবে তেমন কেউ নেই। বাবা আমাকে সাজুকের সঙ্গে যেতে দেবে না।' হাত তালি দিয়ে উঠল মামীনা, তারপর বলল, 'মাকুমাজান, তুমি আমাকে নিয়ে যাবে? বাবা তোমাকে বিশ্বাস করে আমাকে যেতে দেবে তোমার সঙ্গে।'

'তা দেবে,' বললাম আমি। 'কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তোমার সঙ্গে যে যাব, নিজেকে আমি বিশ্বাস করতে পারব?'

'কি বোঝাতে চাইছ?' জিজ্ঞেস করল মামীনা। নিজেই বলল, 'ও, বুঝেছি। আমি তো ভেবেছিলাম আমার কোন দামই নেই। তাহলে কালো একটা পাথরের চেয়ে খেলনা হিসেবে আমি বেশি দামী তোমার কাছে'

পরে বুঝলাম কৌতুক করে একথা মামীনাকে বলা উচিত হয়নি। আমার প্রতি মামীনার আগ্রহ একেবারে বদলে গেল। আমার কথা

www.BanglaBook.org

এমন ভঙ্গিতে তাকাতে শুরু করল যেন যা বলি সবই ঐশ্বরিক বাণী। ওকে তাকাতে দেখেছি আমি কোমল দৃষ্টিতে, যেন আমি একটা প্রশংসার জিনিস। নিজের সমস্যা আমাকে জানাতে শুরু করল মামীনা, নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা জানাতে শুরু করল, পরামর্শ চাইতে লাগল, কি করবে সাডুকোর ব্যাপারে এই পর্যায়ে আমি জানিয়ে দিলাম যে সত্যি যদি মামীনা সাডুকোকে ভালবাসে, আর ওর বাবা বিয়েতে রাজি থাকে, তো সাডুকোকে বিয়ে করলেই সে ভাল করবে।

'আমি ওকে পছন্দ করি, মাকুমাজান,' বলল মামীনা, 'কিন্তু মাঝে মাঝে খুব দুশ্চিন্তা হয় ওর কথা ভেবে ভালবাসা? ভালবাসা কি বলো তো, মাকুমাজান?' হাত দুটো এক করে আমার দিকে তাকাল মামীনা, ভঙ্গি দেখে মনে হলো ভীত হরিণ শাবক।

'এব্যাপারে আমার ধারণা তুমিই আমাকে শেখাতে পারবে চাইলে,' বললাম আমি।

প্রস্ফুটনের শেষ পর্যায়ের লিলি ফুলের মতো মাথা ঝুঁকিয়ে ও বলল ফিসফিস করে, 'আমাকে তো বলার সুযোগ দাওনি তুমি? বলো, দিয়েছ?' হাসল মামীনা। অত্যন্ত আকর্ষণীয়া লাগল দেখতে।

'কি বলছ, মামীনা!' রীতিমতো আতঙ্কিত বোধ করলাম আমি।

'কি বলছি আমি নিজেও জানি না,' মোহনীয় ভঙ্গিতে বলল মামীনা। 'কিন্তু তুমি কি ভাবো সেটা আমি বুঝতে পারি। তুমি তুষারের মতো সুন্দর সাদা আর আমি ছাইয়ের মতো কুৎসিত কালো। সাদা আর কালোয় মিলন হয় না।'

'তুষার আর ছাই দুটোই দেখতে সুন্দর, তবে দুটো মিললে খুব বাজে রং হয়ে যায়। তবে তুমি ছাইয়ের মতো মোটেই নও,' মামীনা যাতে মনে কষ্ট না পায় তাই তাড়াহুড়ো করে বললাম আমি, 'তুমি সুন্দর, মামীনা। খুবই সুন্দর।'

'সুন্দর?' ফুঁপিয়ে উঠল মামীনা। খুব খারাপ লাগল আমার। আর যাই হোক, মেয়েমানুষের কান্না আমি সহ্য করতে পারি না। 'আমার মতো গরীব এক জুলু মেয়ে সুন্দর হয় কি করে? ঈশ্বর আমার সঙ্গে নিষ্ঠুরতা করেছেন: অন্তরটা দিয়েছেন তোমাদের মতো আর গায়ের চামড়া দিয়েছেন কালো। যদি আমি সাদা হতাম তাহলে তুমি কি আমার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হতে না? বলো, মাকুমাজান, তুমি কি বুঝতে পারো না...'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি বললাম, বুঝতে পারি না। পরমুহূর্তে খারাপ লেগে উঠল। মেয়েটা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে শুরু করেছে। আমার হাঁটুতে মাথা রেখেছে মামীনা, ফোঁপানোর ফাঁকে অস্ফুট স্বরে কথা বলে চলেছে। আমরা ছাড়া আর কেউ নেই ধারেকাছে। সবাই যার যার কাজে ব্যস্ত। মামীনার দায়িত্ব পড়েছে আমার দেখাশোনা করার।

'আমি জানি পরে তুমি আমাকে ঘৃণার চোখে দেখবে, কিন্তু, মাকুমাজান, আমি সত্যি শেখালে [redacted] আমাকে ভালবাসা কাকে বলে। তুমি নিশ্চই জানো, আমি ভালবাসি তোমাকে। না, মাকুমাজান, আমার কথা তোমাকে শুনতেই হবে,' আমার পা আঁকড়ে ধরল মামীনা। এমন ভাবেই ধরেছে ও। আমি নড়তে পারছি না। 'যখন আমি প্রথম দেখলাম তোমাকে, আমার মনে হলো হৃদয়ে তুষার পড়ছে, ক্ষণিকের জন্যে বন্ধ হয়ে গেল হৃৎস্পন্দন। তারপর থেকে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলেছি আমি।' ফোঁপানি বেড়ে গেল। 'আগে আমি সাডুকোকে পছন্দ করতাম, কিন্তু এখন আমি ওকে দেখতে পারি না। একদম দেখতে পারি না। মোসাপোকেও দেখতে পারি না। মোসাপোকে তো তুমি চেনো। পাহাড়ের ওপারে থাকে। বিরাট সর্দার। যেমন অর্থশালী তেমনি ক্ষমতাও আছে তার প্রচুর। সে আমাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু আমি তোমার সেবা করতে গিয়ে ভালবেসে ফেলেছি। আমার হৃদয় শুধু বড় হচ্ছিল, এখন তো দেখছ, ফেটে গেছে আমার হৃদয়।' আবার ফোঁপাল কিছুক্ষণ মামীনা, তারপর বলল, 'না, মাকুমাজান, নোড়ো না, কথা বোলো না। আগে আমার কথা শোনো। আমার জন্যে এটুকু অন্তত করো। তুমি তো জানো তোমার জন্যে কত কষ্ট হচ্ছে আমার। তুমি যদি চাও আমি তোমাকে ভাল না বাসি তাহলে কেন আমাকে গালাগাল করছ না, কেন আমাকে মারছ না? আমি তো শুনেছি কাফ্রি মেয়েদের পেটায় সাদা মানুষরা।'

পা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মামীনা। 'শোনো, মাকুমাজান, জুলুল্যাণ্ডে আমাদের চেয়ে অভিজাত আর কোন বংশ নেই। আমার গায়ের রঙও অত কালো না। আমাকে বিয়ে করো, মাকুমাজান, আমি কথা দিচ্ছি আগামী দশ বছরের মধ্যে তোমাকে আমি জুলুল্যাণ্ডের রাজা বানিয়ে দেব। তুমি ইচ্ছে করলে আরও বিয়ে করতে পারবে, আমি হিংসা করব না। আমি জানি তোমার মনে আমি আলাদা একটা জায়গা করে নিতে পারব।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কিন্তু, মামীনা,' এতোক্ষণে একটু ফুরসত পেয়ে বললাম আমি, 'আমি তো জুলুদের রাজা হতে চাই না।'

'নিশ্চই চাও। সাদাদের মাঝে কেউ না হওয়ার চেয়ে হাজার হাজার কালো মানুষের রাজা হওয়া কি ভাল না? ভাল করে ভেবে দেখো, মাকুমাজান। ঢাকার রাজা আমাদের রাজ্যের তুলনায় কিছুই থাকবে না। আমাদের সম্পদ আছে। বন্দুক দিয়ে সাজাবে তুমি সেনাবাহিনী। কামান থাকবে। ইচ্ছে হলে নাটালেও আক্রমণ করতে পারবে তুমি, পারবে সাদাদেরও রাজা হতে। অবশ্য ঝামেলা না ঘটানোই বোধহয় ভাল হবে।'

'মামীনা, তুমি কি পাগল হলে!' মেয়েটার মাত্রাছাড়া উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখে চমকে গেলাম আমি। 'এসব এতো কিছু কিভাবে করবে তুমি?'

'না, মাকুমাজান, আমি পাগল নই। সত্যি আমরা পারব, তুমি যদি আমাকে সাহায্য করো। আমার একটা পরিকল্পনা আছে। কোনমতেই হারব না আমরা।' গলা নিচু করল মামীনা। 'তবে, মাকুমাজান, তুমি যদি আমাকে বিয়ে না করো তাহলে তোমাকেও কিছুই বলব না আমি।'

'যা বলেছ সেটা তো আমি এখনও বলে বেড়াতে পারি।'

'না, মাকুমাজান, কোন মেয়ের কল্পনা বলে বেড়ানোর মতো মানুষ নও তুমি। তবে যদি আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু হয় আর রাজা বা রাজপুত্ররা মরতে শুরু করে তখন তুমি জানবে কে আছে এসবের পেছনে।'

'মামীনা,' বললাম আমি, 'আর কিছু শুনতে চাই না। সাড়ুকোর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সাড়ুকো দিনরাত তোমার কথা বলে সেটা জানো?'

'সাড়ুকো! থুহ্!'

সাড়ুকোর কথায় কাজ হচ্ছে না দেখে বললাম, 'আর তোমার বাবা উমবেজির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা কি ঠিক হবে? সে আমার বন্ধু।'

'বাবা?' হাসল মামীনা। 'বাবা তোমার ছায়ায় বড় হবার সুযোগ পেলে খুশি হবে। কালকেই বলছিল যদি পারি তাহলে যেন আমি তোমাকে বিয়ে করি। তাহলে দাঁড়ানোর মতো একটা খুঁটি পাবে বাবা, সাড়ুকোকে নিয়ে আর চিন্তা করতে হবে না।'

এ দেখছি আরও বিপদের কথা! এবার আমি অন্য কৌশল করলাম। 'রক্তের নদী বয়ে যাবে তেমন একটা পথে ঠেলে দেয়া কি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উচিত কাউকে, মামীনা?'

'কেন উচিত না?' জিজ্ঞেস করল মামীনা। 'তফাৎ শুধু এটুকুই যে তুমি সঙ্গে থাকলে আমি জিতব, আর তুমি সঙ্গে না থাকলে হয়তো মৃত্যু হবে আমার, লাশ খাবে শেয়াল শকুনে। আর রক্ত? কত রক্ত বয়ে গেছে জুলুল্যান্ডে তার হিসেব কে রাখে!'

বিরক্ত হলাম। মেয়েটাকে কিছুতেই থামানো যাচ্ছে না। বললাম, 'সম্মান আর নিরাপত্তা হোক বা না হোক, মামীনা, এসবে আমি জড়িত থাকতে চাই না। ঈশ্বরের দোহাই, তোমার এসব উদ্ভট কল্পনা ঝেড়ে ফেলো মন থেকে।'

চট করে আমাকে চুমু খেল মামীনা, তারপর সরে দাঁড়িয়ে বলল, 'বেশ, মাকুমাজান, তোমার পথে তুমি যাও। আমি যাব আমার পথে। তোমাকে আর বিরক্ত করব না আমি। তবে একটা কথা জেনো, আমি তোমাকে যতোটা ভালবেসেছি ততোটা ভাল আর কোন মহিলা বাসবে না তোমাকে কখনও আর।...আর একটা কথা। যখন চাইব আমাকে একবার চুমু খাবে তুমি। কথা দিচ্ছ?'

কথা দিলাম আমি।

কুটির ছেড়ে বেরিয়ে গেল মামীনা। নিজেকে কেমন যেন ক্ষুদ্র মনে হলো আমার।

# পাঁচ

## *দুই পুরুষ হরিণ আর এক মেয়ে হরিণ*

পরদিন সকালে আবার মামীনার সঙ্গে দেখা হলো। সহজ আচরণ করল মেয়েটা, সেবা করল আমার আহত স্থানের। প্রায় সেরে উঠেছি এখন। কৌতুক করল মামীনা, নাটাল থেকে যে চিঠি আর খবরের কাগজ পেয়েছি তাতে কি লেখা আছে জানতে চাইল, গতদিনের কোন কথাই আর নতুন করে তুলল না। কিন্তু ওর চোখ দেখে বুঝলাম, সত্যি আমাকে সে পছন্দ করে।

দু'সপ্তাহ লাগল আমার পুরোপুরি সেরে উঠতে। ততোদিনে নাটাল



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যাত্রার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছি আমি। এদিকে সাডুকোর কোন খবর নেই। ঠিক করলাম নাটালে বাড়িতে ফিরে যাব। তবে তার আগে একটা ঠিকানা রেখে যাব। যদি সাডুকো যোগাযোগ করতে চায় তাহলে আমাকে ওই ঠিকানায় পাবে। সত্যি বলতে কি, বাঙ্গুর সঙ্গে ওর ব্যক্তিগত লড়াইয়ে নিজেকে জড়ানোর তেমন কোন ইচ্ছে নেই আমার। গোটা ব্যাপারটা ভুলে যাওয়াই ভাল মনে হলো। মামীনা আর ওর হরিণী চোখ দুটোও ভুলে যাওয়া দরকার।

আমার ষাঁড়গুলো এখানে নিয়ে আসা হয়েছে, স্কাওলকে আমি বললাম যাত্রার জন্য প্রস্তুতি নিতে। খুব খুশি হলো ও। এদিকে উমবেজি খবর পাঠাল যাতে আমি দুপুর পর্যন্ত অন্তত অপেক্ষা করি। তার কাছে কোন এক বড় সর্দার আসবে, সেসময় আমি থাকলে পরিচয় করিয়ে দিয়ে নিজের গুরুত্ব বাড়াবে সে। একবার ভাবলাম মানা করে দিয়ে রওনা হয়ে যাই, কিন্তু পরে মনে হলো যে লোক আমার এতো সেবাযত্ন করেছে তাকে ফেরানো ঠিক হবে না। ষাঁড়গুলোকে আপাতত খুলে রাখতে নির্দেশ দিলাম আমি স্কাওলকে। অস্বস্তি লাগছে, এবার আধ মাইল হেঁটে উমবেজির ক্রালে যেতে হবে আমাকে। একটু সুস্থ হতেই নিজের ওয়াগনে ফিরে এসেছিলাম আমি।

অস্বস্তি লাগার তেমন কোন কারণ নেই, সকালে না বিকেলে রওনা হব তাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু যিকালির কথা আমি মন থেকে মুছে ফেলতে পারলাম না। সে বলেছিল সাডুকোর সঙ্গে যাব আমি বাঙ্গুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে। যাকগে, ওর মামীনার ব্যাপারে ঠিকই বলেছে যিকালি, আমি চেষ্টা করব যাতে তার পরবর্তী ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে হয়।

এই এলাকা ছেড়ে যদি চলে যাই তাহলে বাঙ্গুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কোন প্রশ্নই আসে না। কিন্তু যতোক্ষণ আছি, যেকোন সময় ফিরে আসতে পারে সাডুকো, সেক্ষেত্রে তাকে এড়ানো আমার জন্যে কঠিন হবে। প্রায় কথা দিয়ে বসেছিলাম ওকে আমি

ক্রালের কাছে পৌঁছে বুঝলাম একটা উৎসব মতো চলছে। একটা ষাঁড় জবাই করে কিছুটা রান্না আর কিছুটা রোস্ট করা হচ্ছে। বেশ কয়েকজন অপরিচিত লোককে দেখলাম। ক্রালের বেড়ার ভেতরে ছায়ায় বসে আছে উমবেজি আর তার কয়েকজন নেতা গোছের লোক। তাদের সঙ্গে আছে আরও একজন বাদামী লোক। পদমর্যাদা বোঝাতে পারলে



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তার বর্মের চামড়া। তারও কয়েকজন মোড়ল কিসিমের লোক আছে ওখানে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে মামীনা, পরনে তার সেরা পোশাক, হাতে কাফ্রিদের বীয়ার একটু আগেই নিশ্চই বীয়ার দিয়ে মেহমানদের আপ্যায়িত করা হয়েছে

'আমার কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই পালিয়ে যেতে তুমি, মাকুমাজান?' পাশ কাটানোর সময় ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল মামীনা। 'তাহলে খুব কষ্ট পেয়ে কাঁদতাম আমি।'

'ষাঁড় বাঁধার পর খোঁজ করে এসে বিদায় নিয়ে যেতাম আমি,' বললাম, 'কিন্তু এই লোকটা কে?'

'শীঘ্রি তার পরিচয় জানবে তুমি, মাকুমাজান, দেখো তোমাকে দেখাচ্ছে বাবা।'

আমি সামনে বাড়তেই উঠে আমার হাত ধরল উমবেজি, বিশালদেহী লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'এ হচ্ছে মাসাপো, আমানসোমির শাসনকর্তা, কয়্যাব জাতির নেতা। আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে চায়।'

'শুনে খুশি হলাম,' শীতল স্বরে বললাম আমি। নজর বোলালাম। বিশালদেহী মানুষ মাসাপো, বয়স পঞ্চাশের কম হবে না। চুলে পাক ধরেছে। সত্যি কথা বলতে কি, লোকটাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে অপছন্দের একটা অনুভূতি হলো আমার। চেহারায় কি যেন আছে লোকটার, গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। চুপ করে থাকলাম আমি। জুলুদের নিয়ম অনুযায়ী দু'জন যখন মুখোমুখি হয় যে আগে কথা বলে তাকে ধরে নেয়া হয় নিচু পদমর্যাদার লোক বলে।

মাসাপোও আমাকে দেখছে। সঙ্গীদের একজনকে কি যেন বলল, হেসে উঠল লোকটা।

'মাসাপো শুনেছে আপনি বিরাট এক শিকারী,' বলল উমবেজি। বুঝতে পারছে পরিস্থিতি ক্রমেই আরও অস্বস্তিকর হচ্ছে, কাজেই কিছু একটা বলে পরিবেশ হালকা করা দরকার।

'তাই শুনেছে? তাহলে ওকে আমার চেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান বলতে হয়। আমি ও কে বা কি সে সম্বন্ধে কোনদিন কিছু শুনিনি।' বলতে দ্বিধা নেই, মিথ্যে বলেছি আমি। মামীনা আমাকে বলেছে লোকটার ওর পাণিপ্রার্থী, কিন্তু আমাকে তো এই জংলীদের মাঝে নিজের সম্মান বজায় রাখতে হবে। একটু থামলাম আমি উমবেজিকে



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কথা হজম করতে দেয়ার জন্যে, তারপর বললাম, 'আমি এসেছি তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে, উনবেজি। তারবানে ফিরে যাচ্ছি আমি।'

আমার কথা শুনে বিরাট লম্বা একটা হাত সামনে বাড়াল মাসাপো, উঠে না দাঁড়িয়ে বলল, 'সিয়াকুবোনা, (বিদায়) সাদামানুষ।'

'সিয়াকুবোনা, কালোমানুষ,' জবাব দিলাম আমি, আস্তে করে ছুঁলাম তার আঙুল। দেখলাম মামীনার চেহারায় টিটকারির হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়াব এমন সময়ে পেছন থেকে কথা বলে উঠল মাসাপো কর্কশ গলায়।

'মাকুমাজান, যাওয়ার আগে একটা কথা ছিল। আমার পাশে কিছু সময়ের জন্যে বসবে?'

'নিশ্চই মাসাপো,' বললাম আমি।

আমাকে নিয়ে একটু দূরে সরে গেল সে, যাতে আর কেউ কথা শুনতে না পায়। যা বলল ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে, তা আমি সংক্ষেপে সেরে দিচ্ছি।

'মাকুমাজান, আমার অস্ত্র দরকার। শুনলাম তুমি ব্যবসায়ী, ইচ্ছে করলে আমাকে অস্ত্র জোগাড় করে দিতে পারো।'

'তা পারি,' বললাম। 'যদিও জুলুল্যান্ডে অস্ত্র স্মাগলিং করা ঝুঁকিপূর্ণ। জানতে পারি কেন তোমার অস্ত্র দরকার? হাতি মারার জন্যে?'

'হ্যাঁ। মাকুমাজান, আমি শুনেছি তুমি সৎ লোক। শুনেছি পেটের কথা পেটেই রাখো। আশা করি আমার কথাও তুমি গোপন রাখবে।' একটু থামল সে, তারপর বলল, 'আমাদের দেশে গোলযোগ চলছে। তুমি হয়তো জানো আমার জাতি চাকার হাতে নির্যাতিত হয়েছে। পান্ডাও তাই করছে। আমরা আশা করছি আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব, কারণ পান্ডা রাজা হিসেবে এখনও সামলে উঠতে পারেনি। তাছাড়া ওর ছেলেরা পরস্পরকে ঘৃণার চোখে দেখে, এটাও একটা বড় সুবিধে হিসেবে দেখা দেবে। ওদের একজন আমাদের বর্শার সাহায্য চাইছে। কি বলছি বুঝতে পারছ?'

'বুঝতে পারছি তোমার অস্ত্র দরকার,' শুকনো গলায় বললাম আমি। 'দাম আর কোথায় অস্ত্র পৌঁছাতে হবে সেব্যাপারে বলো।'

স্পষ্টতই মাসাপো পান্ডার ওপর একহাত নেবার মতলব করছে।

www.BanglaBook.org

ব্যবসায়ীক বিষয়ে বিস্তারিত আর কিছু লিখলাম না, তাতে পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করা হবে।

ঠিক হলো অস্ত্রে বদলে আমি গরু পাব। উমবেজির ক্রালে নির্দিষ্ট সময়ে অস্ত্র সরবরাহ করতে হবে। কথা সেরে আবার আমরা ফিরে এলাম যেখানে উমবেজি আর তার শাস্ত্রীরা বসে আছে। ভেবেছিলাম বিদায় নেব, কিন্তু ইতোমধ্যে মাংস আনা হয়েছে। সকালে হালকা নাস্তা করেছি, তাই ঠিক করলাম খেয়েদেয়ে তারপর বিদায় নেব। খাওয়া সেরে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে চলে আসছি এমন সময় দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল সাদুকো।

মামীনা আমার কাছেই দাঁড়িয়ে। শুধু আমি শুনতে পাই এমন নিচু স্বরে বলল, 'যখন দুটো পুরুষ হরিণের দেখা হয় তখন কি ঘটে, মাকুমাজান?'

'কখনও লড়াই করে, কখনও একটা পালিয়ে যায়,' নিচু স্বরে জবাব দিলাম আমি, 'নির্ভর করে মেয়ে হরিণের ওপর।'

বুকের কাছে দু'হাত ভাঁজ করে রেখেছে মামীনা, সাদুকো পাশ কাটানোর সময় আস্তে করে মাথা নিচু করে অভিবাদন জানাল, তারপর আয়েস করে হেলান দিয়ে দাঁড়াল বেড়ার গায়ে। দেখতে চায় কি ঘটে।

'শুভদিন, উমবেজি,' স্বভাবজাত গর্বিত স্বরে বলল সাদুকো। 'খাচ্ছ দেখছি। আমি কি আমন্ত্রিত?'

'অবশ্যই। তুমি সবসময়েই আমন্ত্রিত, সাদুকো,' অস্বস্তি মাখা গলায় বলল উমবেজি। 'অবশ্য আজকে আমি মহান এক মানুষকে সময় দিচ্ছি।' মাসাপোর দিকে তাকাল সে।

'আচ্ছা!' অভ্যাগতদের দেখল সাদুকো। 'তা এদের মধ্যে মহান মানুষটি কে? জানতে চাইছি তাকে সম্মান জানানোর জন্যে।'

'আমি কে তা তুমি ভাল করেই জানো, নীচ বংশীয়,' রাগী গলায় ঘড়ঘড় করল মাসাপো।

'এটা জানি যে তুমি যদি বেড়ার ওপাশে থাকতে তাহলে বর্শার এক গুঁতোয় তোমার কথা তোমারই গলা দিয়ে ভেতরে ভরে দিতাম আমি,' ক্ষিপ্ত হয়ে বলল সাদুকো। 'বুঝতে পারছি কেন তুমি এখানে এসেছ। তোমারও অজানা নেই কেন আমি এসেছি এখানে।' মামীনাকে একপলক দেখল সে, তারপর বলল, 'উমবেজি, আমানসোমির এই ছোটখাটো সর্দার কি তোমার মেয়ের স্বামী হবে বলে ভাবছ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'না, কারও কথাই এখনও ভাবছি না আমি,' বলল উমবেজি। 'খেতে বসবে না আমাদের সঙ্গে? বলো কোথায় ছিলে, কোত্থেকে এলে হঠাৎ—আমন্ত্রণ ছাড়া।'

'কোথায় ছিলাম সেটা তোমার বা মাসাপোর ব্যাপার নয়,' বলল সাঙ্কো, 'আমি এসেছি সাদা সর্দার মাকুমাজানের সঙ্গে কথা বলতে।'

'আমি এই ক্রালের মালিক হলে,' বলল মাসাপো, 'তাড়া করে বের করতাম এই হায়েনাকে। এ তোমার মাংস খাবে, আবার তোমার সন্তানকে চুরি করেও নিয়ে যেতে পারে।'

আমার কানের কাছে ফিসফিস করল মামীনা, 'বলেছিলাম না দুই পুরুষ হরিণ মুখোমুখি হলে লড়াই বাধবে?'

'বলোনি। আমি বলেছিলাম। তুমি যেটা বলোনি সেটা হচ্ছে মেয়ে হরিণটা কি করবে।'

'মেয়ে হরিণটা চুপচাপ দেখবে কি ঘটে, মাকুমাজান। সেটাই নিয়ম।' মৃদু মৃদু হাসছে মামীনা, উপভোগ করছে পরিস্থিতিটা।

'সাহস থাকলে বাইরে আসো, মাসাপো,' গম্ভীর গলায় আহ্বান করল সাঙ্কো। 'আরও এক দুইশো হায়েনা বাইরে অপেক্ষা করছে। ওরা বিশেষ কাজে আমার অধীনে জড়ো হয়েছে। পাণ্ডার অনুমতিও পেয়েছে। মাসাপো, আমি জানি পাণ্ডাকে তুমি দেখতে পারো না। সাহস থাকলে বের হও এই ক্রাল থেকে, এসো লড়াই করো সাধ্য থাকলে।'

চুপ করে বসে থাকল মাসাপো। বুঝতে পারছে যাকে বেকুব মনে করেছিল সে আসলে বাঘ।

'কথা বলছ না কেন, আমানসেমিগ ক্ষুদ্র সর্দার?' আবার বলল সাঙ্কো। রাগ আর হিংসায় অন্তরটা জ্বলছে তার। 'খাবার ফেলে শিকার করবে না? আমি তো নাকি ছোটলোক। এসো, লড়াই করে দেখি তুমি কি।' সামনে বেড়ে বর্শাটা ডানহাতে নিল সাঙ্কো, বামহাতে প্রতিদ্বন্দ্বীর দাড়ি খামচে ধরল। বলল, 'শোনো, মাসাপো, তুমি আর আমি শত্রু। আমি যে মেয়েকে চাই তুমিও তাকে চাও। তোমার পয়সা আছে, হয়তো তুমি মেয়েটাকে কিনে নিতে পারবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে একটা কথা মনে রেখো, তোমাকে তো আমি খুন করবই, তোমার বংশের একটাকেও ছাড়ব না। কি বলছি বুঝতে পারছ বর্ণসংকর, কুকুর?'

www.BanglaBook.org

মাসাপোর মুখে থুতু ছিটাল সাডুকো, ধাক্কা মেরে লোকটাকে পেছনে ফেলে দিল, তারপর কেউ কিছু বলার আগেই গটগট করে হেঁটে বেরিয়ে গেল উঠানের দরজা দিয়ে। আমাকে পাশ কাটানোর আগে বলল, 'ইনকুসি, কথা আছে আপনার সঙ্গে। অবসর হলে তখন বলব।'

'তোমাকে এর জন্যে পস্তাতে হবে,' রাগে প্রায় সবুজ হয়ে বলল উমবেজি। মাসাপো এখনও চিৎ হয়ে পড়ে আছে। 'আমার ঘরে এসে আমারই অতিথিকে অপমান করে কাজটা ভাল করলে না তুমি, সাডুকো।'

'কাউকে না কাউকে পস্তাতেই হবে,' দরজার কাছ থেকে বলল সাডুকো, 'কে পস্তাবে সেটা একমাত্র ভবিষ্যৎই বলতে পারে।'

'মানীলা,' সাডুকোর পেছনে পা বাড়িয়ে বললাম আমি, 'ঘাসে তুমি আগুন লাগিয়ে দিয়েছ। সে আগুনে পুরুষরা পুড়ে মরবে।'

দরজার কাছে পৌঁছে ভদ্রতা করে বিদায় চাইলাম আমি। ততোক্ষণে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে মাসাপো, গর্জন করছে ক্ষিপ্ত ষাঁড়ের মতো।

'খুন করো! ওই হারামজাদাটাকে খুন করো, উমবেজি। বসে বসে কি দেখছ—তোমার অতিথিকে তোমারই বাড়িতে তোমার সামনে অপমান করেছে ও। যাও, খুন করো ওকে!'

'তুমি নিজে কেন ওকে খুন করতে যাচ্ছ না, মাসাপো?' বিদ্রুপ উমবেজি জিজ্ঞেস করল 'তোমার লোকদের বলো কাজটা করতে। তোমার মতো বড় একটা সর্দারের লড়াইয়ের ব্যাপারে নাক গলানোর আমি কে?' আমার দিকে তাকাল উমবেজি। 'আমি যদি তোমার প্রতি ঠিক মতো সম্মান দেখিয়ে থাকি, মাকুমাজান, তাহলে আবার এসো, তোমার পরামর্শ লাভে ধন্য করো আমাকে।'

'আমি আসব, হাডিখেকো,' জবাবে বললাম আমি। 'কি পরামর্শ চাও?'

'দু'জনই ওরা আমার বন্ধু স্থানীয়। একজন বলছে আরেকজনকে খুন করতে। আমি যদি সাডুকোকে মারি তাহলে রক্তের ঋণ বয়ে যাবে। সাডুকো গরীব হতে পারে, কিন্তু অনেক মানুষ আছে যারা ওকে ভালবাসে।'

'সাডুকোকে মারার চেষ্টা করলে তোমার নিজেরই রক্তও ঝরবে,' বললাম আমি। 'তুমি ওর গলা কাটবে আর সাডুকো বসে থাকবে চুপ

www.BanglaBook.org

করে তেমন মানুষ ও নয়। তাছাড়া একা নয় ও। আমার পরামর্শ যদি চাও, উমবেজি, তাহলে আমি বলব মাসাপোর ঝামেলা মাসাপোকেই সামলাতে দাও। পারলে সাডুকোকে ও খুন করুক।'

'ভাল পরামর্শ!' অতিথির দিকে তাকাল উমবেজি। 'মাসাপো, তুমি যদি লড়তে চাও তাহলে আমাকে লড়াই থেকে বাদ দিয়ে রাখো। আমি কিছু দেখব না, কিছু শুনব না, কিন্তু কথা দিচ্ছি, যে-ই মরুক তাকে আমি সম্মানের সঙ্গে কবর দেয়ার ব্যবস্থা করব। কিছু করতে হলে তোমাকে তাড়াতাড়ি করতে হবে, সাডুকো এতোক্ষণে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। যাও তাহলে, তোমার লোকদের কাছে বর্শা আছে, তোমার কাছেও আছে, আমার উঠানের দরজাও খোলা।'

'খাবার ছেড়ে উঠে যাব এই হায়েনাকে মারতে?' রুক্ষ গলায় বলল মাসাপো। মাথা নাড়ল। 'না, আমার সময় মতো ওকে শেষ করব।' নিজের লোকদের উদ্দেশে বলল, 'বসো তোমরা।' আমাকে বলল, 'মাকুমাজান, ওকে খুঁজে নিয়ে আমি ওর জীবন কেড়ে নেব। আর তুমিও ওর কাছ থেকে তখন দূরে থেকো, নইলে তোমার শরীরেও ফুটো দেখা দেবে।'

'বলব আমি,' জানালাম: 'তবে আমাকে তোমার সংবাদবাহক পাওনি। শোনো বড়-বড় কথা বলা কাজ-না-করা সর্দার, ফুটোর কথা যখন উঠলই, যদি আমার বিরুদ্ধে একটা আঙুল তোলার সাহসও তুমি দেখাও, তাহলে ফুটো কাকে বলে টের পাইয়ে ছেড়ে দেব। একটা নয়, অনেকগুলো ফুটো হবে তোমার বিরাট শরীরে।'

লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে চোখে চোখ রাখলাম আমি, বিরাট দোনলা পিস্তলটার বাঁটে হালকা টোকা দিলাম।

গুটিয়ে গেল লোকটা, বিড়বিড় করে বলল কি যেন।

'মাপ চেয়ো না,' বললাম আমি, 'ভবিষ্যতে সাবধান থেকো। খাও-দাও, সর্দার, দুশ্চিন্তা কোরো না, এখনই আমি কিছু করব না।' উমবেজির উদ্দেশে বললাম, 'তোমার ক্রালে শান্তি বর্ষিত হোক, বন্ধু।'

গোমড়া মুখে বসে আছে মাসাপো। মামীনার হালকা হাসির আওয়াজ শুনতে পেলাম। ওয়্যাগনের দিকে পা বাড়িয়ে নিজের মনে ভাবলাম, দু'জনের কাকে মামীনা বিয়ে করবে।

ক্যাম্পে ফিরে দেখি স্কাওল যাত্রার জন্যে প্রস্তুতি নিয়ে বসে আছে। ষাঁড় জোতা হয়ে গেছে ওয়্যাগনে। মনে করেছিলাম একে গোলমালের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খবর পেয়ে কেটে পড়ার জন্যে তৈরি হয়েছে কুওল, কিন্তু ভুল ধারণা ভেঙে গেল, ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে সাড়ুকো বলল, 'আমি আপনার লোকদের বলেছি রওনার জন্যে তৈরি হতে।'

'তাই?' জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?'

'কারণ সন্ধের আগেই আমাদের উত্তরের পথে অনেকদূর এগিয়ে যেতে হবে, ইনকুর্নি।'

'আচ্ছা! আমি তো ভেবেছিলাম দক্ষিণ-পূব দিকে যাব।'

'বাস্তু দক্ষিণ বা পুবে থাকে না,' ধীর গলায় বলল সাড়ুকো।

'ও, আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম বাস্তুর কথা,' মুখ রক্ষা করতে বললাম।

'তাই?' গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করল সাড়ুকো। 'আমি কখনও শুনিনি মাকুমাজান কখনও বন্ধুদের কথা দিয়ে বরখেলাপ করেন।'

'একটু ব্যাখ্যা করে বলো তো, সাড়ুকো, কি বলতে চাইছ।'

'তার কি কোন দরকার আছে?' কাঁধ ঝাঁকাল সাড়ুকো। 'আমার কান যদি ভুল না শুনে থাকে তাহলে আপনি বলেছেন বাস্তুর বিরুদ্ধে আমার সঙ্গে লড়াইয়ে অংশ নেবেন। প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক আমি জোগাড় করেছি। রাজার অনুমতি সাপেক্ষে তারা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।' বর্শা দিয়ে মাইল খানেক দূরের এক সারি ঘন ঝোপ দেখাল ও। 'ওখানে। তবে আপনি যদি মত পরিবর্তন করে থাকেন তাহলে আমি একাই যাব। সেক্ষেত্রে আমাদের বোধহয় এখানেই এখন বিদায় নিয়ে নেয়া উচিত; যে বন্ধু যুদ্ধের মতো গুরুতর বিষয়ে কথা দিয়ে কথা পাল্টে নেয় সে বন্ধুকে আমি পছন্দ করি না।'

ওর কথা শুনে গর্বে আঘাত লাগল আমার। জানি না কি লাভ হবে ওর সঙ্গে গেলে, কিন্তু মনস্থির করে ফেললাম।

'আমি যাব তোমার সঙ্গে,' বললাম শান্ত গলায়। 'আশা করি প্রয়োজনের সময় তোমার কথার মতোই ক্ষুরধার থাকবে তোমার বর্শা। ভবিষ্যতে আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলতে চেষ্টা কোরো না, কারণ তাহলে আমাদের মাঝে ঝগড়া বাধবে।'

দেখলাম আমার কথা শুনে সাড়ুকোর চেহারায় স্বস্তির চিহ্ন ফুটে উঠেছে। আমি যাচ্ছি এটা ওর জন্যে বিরাট একটা পাওনা সেটা বুঝতে পারলাম।

আমার হাত ধরল সাড়ুকো, বলল, 'ওভাবে কথা বলেছি বলে আমি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পুরস্কৃত, মাকুমাজান। আসলে আমার হৃদয় যেন ফুটো হয়ে গেছে। মামীনা বুঝি আমার সঙ্গে প্রতারণা করল। আজকে ওই কুকুরটার সঙ্গে যা হয়ে গেল তাতে মামীনার বাবা আমাকে ঘৃণার চোখে দেখবে।'

'আমার উপদেশ যদি শোনো, সাডুকো,' বললাম আমি, 'ওকে তোমার ভুলে যাওয়া উচিত। ও যে ধরনের মেয়ে তাতে ওর নামটাও তোমার মনে রাখা ঠিক না। কেন একথা বলছি তা আমার কাছে জানতে চেয়ো না।'

'জানতে চাইতে হবে না আমাকে, মাকুমাজান। হয়তো ও আপনাকে প্রেম নিবেদন করেছে। আপনি নিশ্চই ওকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আপনি যে আমার বন্ধু মানুষ।'

এব্যাপারে আমি আর একটা কথাও বললাম না।

সাডুকো বলে চলেছে, 'হয়তো এসবই হয়েছে, হয়তো কিছুই হয়নি। আমি আপনার কাছে কিছু জানতে চাই না। হয়তো মামীনাই ওই মাসাপো ওয়োরটাকে ডেকে এনেছে, আপনি জানলেও বলবেন না। মাসাপো এসেছে তাতে কিছু যায় আসে না। যতোদিন আমার হৃদয় আছে, ততোদিন মামীনাও সেখানে থাকবে। যতোদিন আমার স্মৃতিতে নাম থাকবে ততোদিন মামীনার নাম মুছে যাবে না। আমি ওকে বউ হিসেবে পেতে চাই। এখন আমার প্রথম কাজ হবে কয়েকজন লোক নিয়ে মাসাপোকে খতম করে দেয়া, যাতে সে আর আমার পথের কাঁটা হতে না পারে।'

'সেক্ষেত্রে আমি তোমার সঙ্গে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ব না, সাডুকো,' জানিয়ে দিলাম আমি। 'মেয়েঘটিত ঝুটঝামেলার মধ্যে আমি নেই।'

'ঠিক আছে, মাকুমাজান, থাকুক ওয়োরটা বেঁচে। কিন্তু ও যদি আমাকে মারতে আসে তাহলে শেষ করে দেব ওকে। বসে বসে মোটা হোক হারামজাদা। মাকুমাজান, আপনি তাহলে ওয়্যাগন নিয়ে রওনা হওয়ার নির্দেশ দিয়ে দিন, আমি রাস্তা দেখাচ্ছি। আজকে রাতে আমরা আমার লোকদের ওখানে ঝোপের মধ্যে ক্যাম্প করব। সেখানেই আপনাকে আমার পরিকল্পনা জানাব। একলোক আপনার জন্যে খবর নিয়ে এসেছে, তার সঙ্গে ওখানে আপনার দেখা হবে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

# ছয়

*চোরা হামলা*

ছয় ঘণ্টা ঢাল বেয়ে নেমে ঝোপঝাড়ের মধ্যে পৌঁছলাম আমরা। সমতল একটা জায়গা, ছাড়া ছাড়া ভাবে গাছ জন্মেছে, মাঝে ঘন ঝোপ, সবুজ বরইয়ের গাছ, রুপোলি পাতার একধরনের কাঁকড়া ঝোপ। জায়গাটা আমি চিনি। ছোট একটা নদীও বয়ে যাচ্ছে এঁকেবেঁকে, যদিও বছরের এসময়ে ওটার অবস্থা এখন ঝর্নাধারার মতো। দু'তীরে জন্মেছে ঝোপ, তাতে বসবাস করে অসংখ্য গায়না ফাউল আর অন্যান্য পাখি। চমৎকার একটা জায়গা, প্রচুর শিকার আছে। শীতের শুকনো ঘাসের খোঁজে এসে হাজির হয়েছে অনেক জন্তু। যেদিকে তাকানো যায় শুধু গাছের সারি, যেন সবুজের একটা সাগর।

রান্না সারার পর খাওয়ার সময় আমি খেয়াল করলাম, আস্তে আস্তে জুলু যোদ্ধারা জড় হচ্ছে। একেক দলে ছয় থেকে দশজন করে আসছে ওরা, যেন ভূত, হঠাৎ করে ঝোপের ভেতর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসছে। সবাই তাদের বর্শা উঁচু করে ধরে সালাম জানাচ্ছে। আমাকে নাকি সাডুকোকে তা বুঝতে পারলাম না। আমাদের আর নদীর মাঝখানের ফাঁকা একটা জায়গায় বসছে তারা। আমি তেমন একটা মনোযোগ দিলাম না ওদিকে। বুঝতে পারছি এদের আগমন আগেই ঠিক করা আছে।

'কারা ওরা?' ফিসফিস করে স্কাওেনের কাছে জানতে চাইলাম।

'সাডুকোর বুনো লোক,' একই রকম নিচু স্বরে জানাল ওডল। 'ওর জাতির বহিষ্কৃত লোক। এরা পাথুরে অঞ্চলে বাস করে।'

পাইপ ধরানোর ফাঁকে আড়চোখে ওদের দেখলাম। সত্যি জংলীদের মধ্যেও এরা আরও বেশি জংলী বলে মনে হলো। ঢাল, বর্শা, শেয়াল চামড়ার আর সামান্য পোশাক ছাড়া কারও কাছে আর কিছু দেখলাম না। ওদের বসে থাকার ভঙ্গি দেখে লাশের চারপাশে অপেক্ষমাণ শকুনের কথা মনে পড়ে গেল আমার।



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাইপ টানছি আমি ; এমন একটা ভাব দেখাচ্ছি যে কিছুই খেয়াল করছি না।

আমি চুপ করে আছি দেখে শেষ পর্যন্ত সাড়ুকো মুখ খুলল।

'এরা আমাংওয়্যান জাতির লোক, মাকুমাজান। তিনশো জন। বাম্বুর হাত থেকে এ ক'জনই মাত্র রক্ষা পেয়েছি আমরা। বাম্বু যখন আক্রমণ করল তখন মহিলারা তাদের বাচ্চা নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। এরাই ওরা। এদের আমি জড় করেছি বাম্বুর ওপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে। রক্তের অধিকারে আমিই এদের নেতা।'

'জড় তো করেছ,' বললাম আমি, 'কিন্তু ওরা কি প্রতিশোধ নিতে গিয়ে নিজেদের জীবনের ওপর ঝুঁকি নেবে?'

'নেব আমরা, সাদা ইনকুসি,' একযোগে গম্ভীর স্বরে জানাল তিনশো যোদ্ধা।

'তাহলে ওরা তোমাকে নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছে, সাড়ুকো?'

'নিয়েছি,' আবার জবাব এলো। এবার একজন বার্তাবাহক এগিয়ে এলো। সামান্য যে ক'জনের চুল পাকা, এ তাদের মধ্যে একজন। অন্যদের বেশিরভাগেরই বয়স সাড়ুকোর চেয়ে কম।

'আমি সোমা,' নিজের পরিচয় দিল বার্তাবাহক, 'মাটিওয়ানের ভাই, সাড়ুকোর চাচা। আমিই মাটিওয়ানের একমাত্র ভাই যে বেঁচে গিয়েছি। ঠিক কি না?'

'ঠিক।' পেছন থেকে সমবেত কণ্ঠে জবাব এলো।

'আমি সাড়ুকোকে নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছি, আর সবাইও মেনে নিয়েছে। মাটিওয়ানের মৃত্যুর পর বেবুনের মতো পাথরের ফাঁকফোকরে বাস করতে হচ্ছে আমাদের। কোন গবাদি পশু নেই আমাদের, কোন ক্রাল নেই থাকার, তবুও আমরা টিকে আছি। অপেক্ষায় আছি কবে প্রতিশোধ নেব। যিকালি আমাদের রক্তের লোক। সে কথা দিয়েছে বাম্বুর ওপর প্রতিশোধ নেয়ার সময় আসবে। আজকে তাই সাড়ুকোর আহ্বানে নানা জায়গা থেকে এসে জড় হয়েছি আমরা। সাড়ুকোর নেতৃত্বে আমরা বাম্বুকে শেষ করে দেব, অথবা নিজেরা মারা যাব। কি, ঠিক বলেছি, আমাংওয়্যান জাতির মানুষরা?'

সমবেত কণ্ঠ গর্জে উঠল, 'ঠিক বলেছেন! ঠিক বলেছেন!'

'সোমা, মাটিওয়ানের ভাই, সাড়ুকোর চাচা, শুনেছি বাম্বু খুব নিরাপদ জায়গায় বাস করে,' বললাম আমি। 'সেকথা নাহয় বাদ



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিলাম। তোমাদের হারানোর কিছু নেই। হয় জিতবে নয় মারা যাবে। কিন্তু খরো যদি জেতো, তাহলে তোমাদের বা আমাকে রাজা পাস্তা কি বলবে, তার এলাকায় লড়াই বাধানোয়?'

পেছন ফিরে তাকাল সবাই। সাড়ুকো চিৎকার করে বলল, 'এগিয়ে এসো, রাজা পান্তার বার্তাবাহক!'

সাড়ুকোর কথার প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যাবার আগেই ক্ষুদ্রকায় এক বয়স্ক লোক এগিয়ে এলো, থামল আমার সামনে।

'মাকুমাজান, আমাকে চিনতে পেরেছেন?'

'হ্যাঁ,' বললাম আমি। 'মাপুটা। রাজা পান্তার বিশ্বস্ত পরামর্শদাতাদের একজন।'

'জ্বী। তাঁর সেনাবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন। রাজার ভাইয়ের নাম আমি বলব না, কিন্তু আমি তাঁরও বিশ্বস্ত লোক ছিলাম। সে যাই হোক, সাড়ুকোর অনুরোধে রাজা পান্তা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে একটা খবর দিয়ে।'

'কি করে জানব তুমি সত্যিকারের বার্তাবাহক?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'কোন প্রমাণ সঙ্গে নিয়ে এসেছ?'

'এনেছি।' চুলের ভাঁজ থেকে শুকনো পাতায় মোড়া একটা জিনিস বের করে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল সে। 'মাকুমাজান, রাজা পান্তা এটা প্রমাণ হিসেবে পাঠিয়েছেন আপনার কাছে। আমাকে বলে দিয়েছেন দেখলেই আপনি এগুলো চিনতে পারবেন। দুটো রাজা খেয়েছিলেন, তাতে তিনি এতোই অসুস্থ হয়ে পড়েন যে বাকিগুলোর আর দরকার পড়েনি।'

প্রমাণ হাতে নিলাম, চিনতে পারলাম সঙ্গে সঙ্গে। কার্ডবোর্ডের একটা বাক্স, ভেতরে শক্তিশালী ক্যালোমেল ট্যাবলেট আছে। বাক্সের ওপরে লেখা: অ্যালান কোয়াটারমেইন, নির্দেশ মতো প্রতিবার একটা করে ট্যাবলেট খেতে হবে। আমি একটা খেয়েই বাক্সটা রাজাকে দিয়ে দিয়েছিলাম। সাদামানুষদের অসুধ খাবার জন্যে রাজা খুব বেশি উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল।

'প্রমাণ চিনতে পেরেছেন, মাকুমাজান?' জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্টেন।

'হ্যাঁ,' গম্ভীর স্বরে জবাব দিলাম আমি। 'রাজাকে জানিয়ো তার ভাগ্য ভাল যে দুটোর বদলে তিনটে গিলে ফেলেনি, তিনটে গিললে জুলুল্যান্ডের জন্যে নতুন রাজা খুঁজতে হতো।...তোমার কি বক্তব্য আছে



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পালাতে পারো এবার।' মনে মনে ভাবছি কেলে ব্যাটাদের আক্কেল কেমন! প্রমাণ হিসেবে পাঠিয়েছে কয়েকটা ট্যাবলেট। অবশ্য উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মাপুটা একা কথা বলতে চায়। তাকে নিয়ে একটু দূরে সরে গেলাম আমি।

সে যা বলল তার সংক্ষেপ করলে দাঁড়ায়, সাড়ুকোর বাবা পান্ডার বন্ধু ছিল। চাকা তখন রাজা ছিল, কাউন্টা বাঙ্গুর অবস্থান সুদৃঢ়, সেজন্যেই সে প্রতিশোধ নিতে পারেনি। পান্ডার কোন আপত্তি নেই সাড়ুকো প্রতিশোধ নিলে; উপরন্তু, লড়াই জিতলে যে গরু পাওয়া যাবে তাতেও রাজা কোন দাবি রাখবে না। তবে বারবার করে একটা কথা বলেছে পান্ডা, লড়াইয়ে সাড়ুকো যদি হেরে যায় তাহলে কোনমতেই যাতে প্রকাশ না পায় যে রাজার এ লড়াইয়ে সম্মতি ছিল। বাঙ্গুর বিরুদ্ধে সে যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছে তা যেন ফাঁস না হয়।

'বুঝলাম,' বললাম আমি, 'যাই ঘটুক, পান্ডা কোন দায় দায়িত্ব নেবে না।'

'ঠিক ধরেছেন, মাকুমাজান,' স্বীকার করল মাপুটা। 'তো, মাকুমাজান, আপনি সাড়ুকোর সঙ্গে যাচ্ছেন?'

'যাচ্ছি। রাজাকে বোলো যাচ্ছি তার কারণ ওর কাহিনী শুনে আমি কথা দিয়ে ফেলেছিলাম যাব। বোলো যাচ্ছি গরু পাবার লোভে নয়। জানিয়ো, যাই ঘটুক রাজার নাম কোন ভাবেই প্রকাশিত হবে না। খারাপ কিছু যদি ঘটে তাহলে সে আমাকে যেন দোষ না দেয় পরে। কি বলেছি বুঝতে পেরেছ?'

'প্রার্থনা করি সফল হন,' বলল মাপুটা, 'আপনার জায়গায় আমি হলে ওই দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় ভোরে আক্রমণ করতাম। অ্যামাকোবার ওরা প্রচুর বীয়ার খায়, ঘুমও খুব গাঢ়।'

কথা শেষে চলে গেল মাপুটা। সে যাবে নডেঙ্গুতে, পান্ডার প্রাসাদে।

চোদ্দো দিন পর হয়ে গেল। এক সকালে আমি আর সাড়ুকো সারারাত হাঁটার পর বিশ্রাম নিতে বসলাম; আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছে অমাংওয়ানা জাতির যোদ্ধারা। এখন আমরা পাহাড়ী এলাকায় আছি; সামনেই বিস্তৃত একটা উপত্যকা, ছড়া ছাড়া ভাবে গাছ জন্মেছে ওখানে, দেখলে ইংলিশ পার্কের কথা মনে পড়ে যায়।



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাছেই পাহাড়ে বাঙ্গুর ক্রাল। গন্তব্যে এসে গিয়েছি আমরা।

পাহাড়টা অত্যন্ত দুর্গম, ওঠার পথটা সরু, দু'দিকে পাথরের উঁচু দেয়াল আছে। ও পথে একধারে মাত্র একটা ষাঁড় যেতে আসতে পারবে। কিছুদিন আগে দেয়ালটি আরও মজবুত করা হয়েছে। সম্ভবত পাল্টা আক্রমণ করতে পারে সে আশঙ্কা করছে বাঙ্গু।

ঘন ঝোপের আড়ালে আছি আমরা। আলোচনা করে যুদ্ধের রণকৌশল ঠিক করছি। যতদূর জানি এখনও আমাদের উপস্থিতি ফাঁস হয়নি। তিরিশ মাইল দূরে ওয়্যাগনটা রেখে এসেছি। স্থানীয় লোকরা জানে আমি এখানে এসেছি শিকার করতে। সঙ্গে আছে হুগুন আর চারজন দক্ষ শিকারী। আমাহওয়াজেদের তিনশো যোদ্ধা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে এসেছে, ভান দেখিয়েছে ওরা কাফ্রি, যাচ্ছে ডেলাগোয়া উপসাগরের দিকে। এখানে এসে জড় হয়েছি আমরা। আমাদের সঙ্গে তিনজন আমাহওয়াজের যোদ্ধা আছে যাদের মা বাঙ্গুর আক্রমণের সময় পালিয়েছিল। ওরা বাঙ্গুর লোকদের মাঝেই মানুষ হয়েছে। তক্ক পেতেই সাডুকোর সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছে ওরা। ওরা এলাকাটি চেনে, কাজেই ওদের ওপর বেশ নির্ভর করতে হচ্ছে আমাদের। বিস্তারিত ভাবে এলাকার বর্ণনা দিয়েছে ওরা, তারপর বলেছে বাঙ্গুর ক্রালে ঢোকার কয়েকটা পথ আছে।

'শহরে লোকসংখ্যা কত?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'বর্শা আছে তেমন মানুষ আছে সাতশো,' বলল ওরা। 'আশপাশের ক্রালে আরও মানুষ আছে। দেয়ালের মাথায় দরজার কাছে সর্বক্ষণ পাহারাদারও থাকে।'

'আর গরুগুলো কোথায়?' আবার জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'নিচের উপত্যকায়, মাকুমাজান,' জানাল একজন। 'কান পাতলে ওদের ডাক শুনতে পাবেন। রাতে পঞ্চাশজন লোক ওগুলো পাহারা দেয়। দু'হাজার বা তার চেয়েও বেশি গরু।'

'তাহলে ওগুলো নিয়ে সরে পড়া তো কঠিন হওয়ার কথা নয়। বাঙ্গু পরে আবার গরু সংগ্রহ করতে পারবে।'

'কঠিন হয়তো নয়,' কথা বলল সাডুকো, 'কিন্তু আমি এখানে এসেছি বাঙ্গুকে খুন করতে, শুধু গরু নেবার জন্যে নয়। আমাকে রক্তের ঋণ শোধ করতে হবে।'

'বুঝলাম,' বললাম আমি, 'কিন্তু ওই পাহাড়ে দুর্গের মতো করে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্রাল তৈরি করেছে বাঙ্গু, মাত্র তিনশো লোক নিয়ে আক্রমণ করে জেতা যাবে না। ওদের ক্রালের কাছে পৌঁছানোর আগেই খতম হয়ে যাবে আমাদের লোক। পাহারাদার থাকায় ওদের আমরা চমকে দিয়ে পারব না তড়িৎ আক্রমণ করে। তাছাড়া কুকুরের কথা ভুলে গেছ তুমি। আর এসব কথা বাদই দেই, যুদ্ধ শুরু হলে মহিলা আর বাচ্চারা মারা পড়বেই। ওদের খুনের সঙ্গে আমি কোনমতেই নিজেকে জড়াব না।' একটু ভেবে নিলাম আমি, তারপর বললাম, 'সাডুকো, আমার কথা শুনে দেখো : পঞ্চাশজন লোক আমাদের পথপ্রদর্শকের নেতৃত্বে নিচের উপত্যকায় যাবে : চাঁদ উঠলে গরু সরিয়ে নিতে শুরু করবে ওরা। কেউ যদি বাধা দেয় তাহলে তাদের মেরে ফেলবে। বাঙ্গু আর বাঙ্গুর লোকরা মনে করবে সাধারণ চোর আমরা, ওর গরুর পাল উদ্ধার করার জন্যে ধাওয়া করবে। তখন, সাডুকো, তখন উপত্যকায় ঢোকার সবচেয়ে সরু অংশটায় ফাঁদ পেতে বসে থাকব বাকিদের নিয়ে। ওখানে ঘাস অনেক উঁচু, আর ইউফোরিয়া গাছের জঙ্গলও ঘন, ওখানে যখন ওরা পৌঁছাবে তখন অন্ধ হতে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব আমরা : তুমি কি বলো, সাডুকো?'

সাডুকো জানাল সে বরং ক্রাল আক্রমণ করতেই বেশি পছন্দ করবে। ক্রালটা পুড়িয়ে দেয়ার ইচ্ছে আছে তার। মাটিওয়ালের ভাই সোবা বলল, 'না, সাডুকো, মাকুমাজান ঠিকই বলছে। খামোকা ঝুঁকি কেন নেব আমরা? ওরা আমাদের কয়োটি দেয়ালের গায়ে সাঁজিয়ে রাখবে : তারচেয়ে ওরা বেরিয়ে আসুক পাহাড় থেকে, ওখানে কোন দেয়াল নেই ওদের রক্ষা করার জন্যে! উপত্যকায় ঢোকার সরু মুখে ওদের সঙ্গে লড়ব আমরা। পুরুষের বিরুদ্ধে পুরুষ। আর মহিলা বা বাচ্চারা বাস থাকুক, মাকুমাজান, বলা যায় না যুদ্ধে জেতার পর হয়তো আমরা ওদের দখল করে নেব।'

'সাদামানুষের পরিকল্পনা পাকা পরিকল্পনা,' মত দিল অ্যাংওয়ানরা। 'আমরা মাকুমাজানের কথা মতোই কাজ করব।'

সবাই একমত দেখে সাডুকো আর কথা বাড়াল না. স্থির হলো আমার পরিকল্পনা মতোই কাজ হবে।

সারাদিন আমরা ঘন ঝোপের ভেতর বিশ্রাম নিলাম। কোন নড়চড়া নেই। রান্নার জন্যে আগুনও জ্বালানো হলো না। উত্তেজনার মধ্যে দিন কাটল। যদিও এদিকের জঙ্গল নির্জন এলাকায় লোকজন নেই, কিন্তু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সব সময়েই ভয়ের মধ্যে থাকতে হলো কখন কে আমাদের দেখে ফেলে . যদিও আমরা বেশিরভাগ সময় রাতে পথ চলেছি এবং ক্রাল এড়িয়ে গিয়েছি, তারপরও নিশ্চিত হবার কোন উপায় নেই যে আমাদের উপস্থিতি সম্বন্ধে কোন খবর বান্টুর কাছে পৌঁছে গিয়েছে কিনা। যেকোন সময়ে কোন সময় হারানো গরু খুঁজতে হাজির হতে পারে কোন শিকারী :

দুপুরে যা আশঙ্কা করছিলাম তাই হলো। এক লোক কিছু বুঝে ওঠার আগেই হাজির হলো আমাদের মাঝে। তার মাথার মুকুট দেখে বুঝলাম অ্যামাকোবা গোত্রের লোক। পালানোর জন্যে ঘুরে দাঁড়াল সে। ওখানেই মারা গেল। তিনজন অ্যাসেগয়্যান একসঙ্গে নিঃশব্দে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর চিতা বাঘের মতো।

আমাদের ভাগ্য ভাল, গাছে উঠে যারা উপত্যকায় লক্ষ্য রেখেছে, তারা ফিরে এসে জানাল, পালের পর পাল গরু উপত্যকার গরু রাখার ক্রালে ঢোকানোর কাজ চলছে। বান্টু বোধহয় গরু গোনার কাজ শুরু করবে দু'একদিনের মধ্যে. সেজন্যেই এই আয়োজন।

ধীরে-ধীরে কাটল দিনটা, সাঁঝ ঘনাল তার ছায়া নিয়ে। আমরা তৈরি হলাম, জানি একটু ভুলে সবাই আমরা মারা পড়তে পারি। যে পঞ্চাশজনকে উপত্যকায় পাঠানো হবে, পেটপুরে খেয়ে নিল তারা। সোফার অধীনে উপত্যকায় আক্রমণ চালাবে ওরা। সঙ্গে তিন পথ প্রদর্শকও থাকবে। ছোট-ছোট দলে ভাগ হয়ে ক্রালগুলোতে হামলা চালানো হবে। পাহারাদারদের বন্দি করা হবে যদি সম্ভব হয়, নয়তো খুন করা হবে। কাজ সেরে গরু নিয়ে উপত্যকার মুখের দিকে রওনা হবে ওরা, ওখানে সাডুকোর নেতৃত্বে থাকবে আরও পঞ্চাশজন যোদ্ধা, তারা সাহায্য করবে ওদের, তারপর ফিরে আসবে আমাদের কাছে, দুই মাইল দূরে, ফাঁদের কাছে। ফাঁদে ফেলে আক্রমণ চালিয়ে অ্যামাকোবাদের ঠেকিয়ে রাখা আমার দায়িত্ব।

মাঝরাতের আগে চাঁদ উঠবে না। তার দু'ঘণ্টা আগেই প্রস্তুতি শুরু করে নিলাম আমরা। গরু নিয়ে আগেই সরে পড়তে হবে, যাতে ধাওয়াকারীরা রাতেই ফাঁদে পড়ে। নাহলে ওরা দিনের আলোয় বুঝে যাবে শত্রুর সংখ্যা কত কম। আতঙ্ক, অনিশ্চয়তা আর দ্বিধা হচ্ছে আমাদের বন্ধু এ বিপজ্জনক অভিযানে।

মাঝরাত চলে এল। আমরা তিন নেতা পুবপারের কাছ থেকে



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিদায় নিলাম। ঠিক হলো যুদ্ধের সময় কোন কারণে যদি আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি তাহলে আমার ওয়্যাগনের কাছে মিলিত হবো।

ভূতের মতো নিঃশব্দে উপত্যকার আঁধারে মিলিয়ে গেল সোনা আর তার পঞ্চাশজন যোদ্ধা। নিজের পঞ্চাশজন নিয়ে সাডুকোও রওনা হয়ে গেল। আমার দেয়া ডাবল ব্যারেল বন্দুকটা সঙ্গে নিয়েছে ও। সঙ্গে আমার এক শিকারীও আছে। ওর কাছে শুধু বোর একটা ভারী বন্দুক রয়েছে। নাটালের অধিবাসী ও, দক্ষ শিকারী। আমরা আশা করছি এই বন্দুকগুলোর হুঙ্কারে ভয় পাবে শত্রুর দল, ধারণা করবে ডাচ বোয়াররা হামলা চালিয়েছে। আদিবাসীরা আগ্নেয়াস্ত্রকে অত্যন্ত ভয়ের চোখে দেখে।

এবার আমি আমার অনুসারীদের নিয়ে রওনা হলাম। একটা খাদ ধরে চলেছি। বর্ষার সময় পানি যায় এটা দিয়ে। মাঝে মাঝে পড়ে আছে বড় বড় পাথরের চাঁই। অন্ধকারে কোনমতে হোঁচট খা খেয়ে পথ চলেছি। চাঁদ ওঠার একটু পরে পৌঁছে গেলাম যে জায়গাটা আমি হামলা করার জন্য বেছে রেখেছি সেখানে।

আচমকা হামলার জন্যে জায়গাটা চমৎকার। খাদটা এখানে চওড়ায় একশো ফুটের বেশি হবে না। দু'পাশে পাথুরে খাড়া পাড়, সেখানে জন্মেছে ঘন ঝোপঝাড়। পাথর আর ঝোপের আড়ালে অবস্থান নিলাম আমরা। একেক ধারে একশোজন করে। আমি নিজে আর আমার তিন শিকারী খাদের ভেতর বিরাট একটা পাথরের খণ্ডের পেছনে অস্ত্র হাতে তৈরি হয়ে থাকলাম। এপথেই শত্রু আসবে বলে আশা করছি আমি। দুটো কারণে এজায়গা আমি বাছাই করেছি: এক, দুদিকের দুটো দলের সঙ্গেই যোগাযোগ রক্ষা করতে পারব এখান থেকে। দুই, ধাওয়াকারী শত্রুদের ওপর সরাসরি গুলি চালাতে পারব এখান থেকে।

ভাল মতো নির্দেশ বুঝিয়ে দিয়েছি আমি আমাখোয়ানদের। বলে দিয়েছি আমার কথার অবাধ্য কেউ হলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। আমি আদেশ দেবার আগে পর্যন্ত কেউ তাদের জায়গা ছেড়ে নড়বে না। আর আমি যদি মারা যাই তাহলে আমার শিকারীদের একজন গুলি করার আগে পর্যন্ত আক্রমণ পরিচালিত হবে না। আমার ভয় হচ্ছে উত্তেজিত হয়ে সময়ের আগেই না ওরা হামলা করে বসে; সেক্ষেত্রে নিজেদের লোকদের মেরে ফেলার সম্ভাবনা রয়েছে ওদের, কারণ

www.BanglaBook.org

আমাকোবাদের প্রথম দলের সঙ্গে আমাদের কিছু লোকও থাকতে পারে। পশু পার হয়ে যাবার পর হামলা শুরু হবে, খাদের দু'তীর থেকে নেমে আসবে আমাদের যোদ্ধারা, ফলে ওপারে অবস্থিত শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে আমাকোবাদের। একটা কথা ওদের সবাইকে বারবার করে আমি বলে দিয়েছি, হয় জিততে হবে নয়তো মরতে হবে শত্রুর হাতে, এর কোন ব্যত্যয় নেই। হয় জয় নয় মৃত্যু!'

ওরা বার্তাবাহকের মাধ্যমে কথা বলতে অভ্যস্ত। আমাকে ওদের বার্তাবাহক সবার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ দিল; জানাল ওরা আমার নির্দেশ বুঝতে পেরেছে, সাধ্যমতো চেষ্টা করবে লড়াইয়ে জেতার। প্রত্যেকে তাদের বর্শা ওপরে তুলে আমাকে সম্মান জানাল, তারপর অবস্থান নিল খাদের দু'পাশের পাড়ে।

দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হলো। অস্বীকার করব না, শেষদিকে উত্তেজনায় টানটান হয়ে গেল আমার স্নায়ু। নানা চিন্তা আসছে মাথায়। কাল ভোরে সূর্যোদয় দেখতে বেঁচে থাকব? কি অধিকার আছে আমার এদের লড়াইয়ে নাক গলানোর? কেন এলাম, বেশ কিছু গরু পাব সেজন্যে? না। আমরা গরু সরাতে পারলেও আমি আমার অংশ নেব তার কোন ঠিক নেই। সাঙুকের বেশি দরকার ওগুলো। আমি প্রভাবিত হয়েছি সাঙুকের পরিবারের ওপর যা ঘটেছে তা শুনে; বাঙ্গুর প্রতি একটা ঘৃণা জন্মে গেছে আমার। সেজন্যেই ও যাতে নৃশংস খুনীদের ওপর প্রতিশোধ নিতে পারে সে ব্যাপারে আমি সাহায্য করব। যারা ওই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল তারা এখন বুড়ো অথবা মারা গেছে। শোধ নেয়া হবে তাদের সন্তানদের ওপর। এটাই এই বুনো এলাকার নিয়ম। অলিখিত আইন—রক্তের বদলে রক্ত!

পূর্বসূরিদের পাপের ফল বহন করবে পরবর্তী প্রজন্ম, এটা আমার পছন্দ না হলেও মনকে সান্ত্বনা দিলাম, জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছি আমি। ভাল হোক মন্দ হোক, যেকাজ করছি, তাতে আমার প্রাণ যেতে পারে। কাপুরুষতা অন্তত করছি না।

সময় বয়ে যাচ্ছে ধীরে, কিছুই ঘটছে না। ক্ষয়া চাঁদটা পরিষ্কার আকাশে বেশ ভাল আলো ছড়াচ্ছে। চারপাশ নিরব, মাঝে মাঝে শুধু ডেকে উঠছে দু'একটা হায়েনা, কাশছে দূরবর্তী সিংহ। ঘুমাচ্ছে পৃথিবী, আকাশে টুকরো টুকরো মেঘ, ভেসে যাচ্ছে ম্লান তারাগুলোর নিচ দিয়ে।

বেশ অনেকক্ষণ পর মনে হলো হালকা একটা আওয়াজ শুনতে

www.BanglaBook.org

পেলাম, ফিসফিস করছে যেন কেউ। ক্রমেই বাড়ছে আওয়াজটা, কাছে চলে আসছে। মনে হলো শক্ত কিছুতে হাজার হাজার কাঠি ঠুকছে কারা যেন। আস্তে আস্তে বাড়ছে আওয়াজটা। চিনতে ভুল হলো না আমার, ছুটন্ত গরুর খুরের শব্দ। অস্পষ্ট চিৎকার চেঁচামেচি শুনলাম, তারপর দূর থেকে ভেসে এলো বন্দুকের গর্জন। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু হয়ে গেছে! গরু সরানো হচ্ছে। সাভুকো আর আমার শিকারী গুলি করছে। এখন অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের আর কিছু করার নেই।

একটু পরেই খুরের আওয়াজ বজ্রপাতের মতো গুরুগম্ভীর হয়ে উঠল। সঙ্গে আরও একটা আওয়াজ ভেসে আসছে। গলা ছেড়ে ডাকছে ভীত প্রাণীগুলো। রাতের নিরবতা খানখান হয়ে গেছে। মানুষজনের গলার আওয়াজ পেলাম। হঠাৎ করে একা একটা প্রাণী ছুটতে ছুটতে আমাদের পার হয়ে গেল। একটা কুড়ু হরিণ, কোন ভাবে গরুর পালের সঙ্গে মিশে পড়েছিল। এক মিনিট পর এলো একটা তরুণ ষাঁড়।

ওটার পেছনে আসছে গরুর পাল। দেখে মনে হলো ওদের বুঝি শেষ নেই। ডাক ছাড়ছে ওগুলো দৌড়াতে দৌড়াতে। চাঁদের আলোয় ওগুলোর শিং দেখে মনে হলো হাতির দাঁতের তৈরি। দেখতে দেখতে গরুর পাল আমাদের পাশ কাটাল। এতোই গা ঘেঁষাঘেঁষি করে ছুটছে ওগুলো যে ওদের পিঠের ওপর দিয়ে হাঁটতে পারবে মানুষ। ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলাম ওদের পথের সামনে নেই আমি। মাংসের একটা চলন্ত দেয়ালের মতো ওরা, অপ্রতিরোধ্য। সামনে যেকটা গাছ পড়ল, মাটিতে মিশে গেল সেগুলো।

গরুর ডাক ছাপিয়ে মানুষের গলা পেলাম। উত্তেজিত স্বরে চেঁচাচ্ছে। সোয়ার দল আসছে গরুর পালের পেছনে। ক্লান্ত ওরা, কিন্তু বিজয়ী। বর্শা মাথার ওপর তুলে জয়ের আনন্দ প্রকাশ করছে। পাথরের ওপরে উঠে দাঁড়ালাম আমি, সোয়ার নাম ধরে ডাকলাম। শুনতে পেয়েছে, আমার পাশে এসে থামল, হাঁপাচ্ছে।

'সবগুলো নিয়ে এসেছি,' ঘন-ঘন শ্বাস নেবার ফাঁকে বলল। 'খবর ভাল। একটা গরুও বাদ পড়েনি। কয়েকজন মারা গেছে আমাদের। ওরা সবাই প্রায় শেষ, কয়েকটা পালিয়েছে। সাভুকোও তৈরি। অ্যামাকোবার ওরা টের পেয়েছে। সবাই মিলে আসছে ওরা আমাদের পেছনে। সাভুকো বাধা দিয়ে দেরি করিয়ে দেবে ওদের, যাতে গরুর পাল এগিয়ে যেতে পারে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ভাল,' বললাম আমি। 'খুবই ভাল। এবার তোমার লোকদের নিয়ে আমাদের সঙ্গে অপেক্ষা করো। একটু দম নিয়ে নিতে দাও। একটু পরেই যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে।'

দলের লোকদের জড় করে ঝোপের আড়ালে অবস্থান নিল সোথা। শেষ লোকটি মাত্র ঝোপের আড়ালে গেছে, এমন সময়ে সম্মিলিত চিৎকার শুনতে পেলাম। একটা বন্দুক গর্জে উঠল। বুঝতে পারলাম সাঙ্গুকোর দল আর অ্যামাকোবার লোকেরা বেশি দূরে নেই। অ্যামাংওয়ানদের দেখতে পেলাম। এখন আর লড়ছে না ওরা, প্রাণ হাতে করে ছুটছে। এবং জানে সামনেই ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করছি আমরা, এখানে আছে নিরাপদ আশ্রয়। ওরা চাইছে অ্যামাকোবানদের আগেই ফাঁদটা পার হয়ে যেতে, যাতে করে মাঝখানে না পড়ে যায়। ওদের পার হয়ে যেতে দিলাম আমরা। শেষ দিকে দেখলাম সাঙ্গুকোকে। আহত হয়েছে সে, শরীরের একপাশ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। আমার এক শিকারীকে ধরে ধরে আনছে ও। আমার শিকারী গুরুতর আহত হয়েছে বলে আশঙ্কা করলাম। ডাক দিলাম আমি।

'সাঙ্গুকো, চড়াইয়ের মাথায় উঠে অপেক্ষা করো, যাতে প্রয়োজনে আমাদের সাহায্য করতে পারো।'

এতোই হাঁপিয়ে গেছে যে কথা বলল না সাঙ্গুকো, কথা বুঝেছে সেটা বোঝাতে হাতের অস্ত্রটা নাড়ল শুধু। দলের অবশিষ্ট তিরিশজন নিয়ে ঢালের মাথায় থামল সে। সাঙ্গুকো আমাদের পার হয়ে যাওয়ার পরপরই দেখা দিল অ্যামাকোবার যোদ্ধারা। পাঁচ থেকে ছয়শো লোক হবে, গাদাগাদি করে আসছে, দলে কোন শৃঙ্খলা নেই। গরু হারানোয় মাথা গরম হয়ে গেছে সবার, সতর্কতা বোধ হারিয়েছে। ভাবছে না গরুচোরেরা লড়াই করবে। তাদের অনেকের কাছে ঢাল আছে, অনেকের নেই। বর্শা ছুঁড়ছে ওরা সাঙ্গুকোর দলকে লক্ষ্য করে। দূরত্ব বেশি, একটাও লক্ষ্যে পৌঁছাচ্ছে না। দেখলাম তাদের অনেকেই উলঙ্গ। রাগে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে অ্যামাকোবানরা, গালাগাল দিচ্ছে।

লড়াইয়ের সময় উপস্থিত। কেমন যেন লেগে উঠল আমার, হাজার হলেও ওদের গরু চুরি করে নিয়ে যাচ্ছি আমরা। এখন যোদ্ধাদলকে সমূলে ধ্বংস করে দিতে হবে। হামলা করার নির্দেশ দেয়ার আগে সাঙ্গুকোর পরিবারের ওপরে কি হয়েছিল সেটা একবার মনে করে নিতে হলো আমাকে, তারপর নির্দেশ দিলাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাথরের ওপরে উঠে দাঁড়ালাম আমি, তারপর বন্দুকের দুটো নলই খালি করলাম আওয়ান শত্রুর দলের ওপরে। পর মুহূর্তে খাদের দু'পাশ থেকে গর্জন করে উঠল আমাংওয়্যানরা, ছুটে বের হলো বর্শা হাতে, হুঙ্কার ছাড়ছে বুনো পশুর মতো। শত্রুর জন্যে লড়ছে না ওরা, লড়ছে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য। আমাকোবানিরা ওদের বাবা-মাকে খুন করেছে যুদ্ধের ভেতর, ওদের এতিম করেছে, আশ্রয় ছাড়া করেছে—এখন ওরা শোধ নেবে। রক্তের বদলে রক্ত চাই ওদের।

অবাক হলাম ওদের লড়াইয়ের ভঙ্গী দেখে। যেন মানুষ নয়, সাক্ষাৎ শয়তান! একবার শুধু সম্মিলিত চিৎকার শোনা গেল 'সাড়ুকো', তারপরই নিরবে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা আমাকোবার লোকদের ওপর। সংখ্যায় কম হলেও ওদের প্রথম আক্রমণে পিছিয়ে গেল অ্যামাকোবার যোদ্ধারা। কিন্তু ওরাও সাহসী মানুষ, সামলে উঠল দ্রুত, পাল্টা আক্রমণ শুরু করল। সংখ্যার তফাৎটা পরিস্থিতি বিপজ্জনক করে তুলল। প্রথম আক্রমণে ওদের বিশ-তিরিশজন নিহত হলেও পাল্টা আক্রমণ শুরু হতে আমাংওয়্যানের যোদ্ধারা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলো। পায়ে পায়ে পিছিয়ে যেতে হচ্ছে, প্রায় খাদের পাড়ের কাছে পিছিয়ে আসতে হলো আমাদের যোদ্ধারা। লড়াইয়ে আমি প্রায় অংশ নিলাম না বললেই চলে, শুধু নিজের প্রাণ বাঁচাতে গুলি চালালাম মাঝে মাঝে।

আরেকবার হুঙ্কার উঠল, 'সাড়ুকো!'

স্বয়ং সাড়ুকো এবার তার তিরিশজন যোদ্ধা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল অ্যামাকোবার যোদ্ধাদের ওপর, এই একটা হামলাই লড়াইয়ের পরিণতি স্থির করে দিল। সাড়ুকোর দলের পেছনে আরও কতজন আছে ভেবে দিশেহারা হয়ে পালাতে শুরু করল অ্যামাকোবার যোদ্ধারা। বেশিদূর ওদের ধাওয়া করে গেলাম না আমরা।

পাহাড়ের মাথায় একত্র হলাম সবাই। এখন সবমিলিয়ে দুশোজন। বাকিরা হয় মারা গেছে, নয়তো গুরুতর আহত। সাড়ুকোর সঙ্গে আমার যে শিকারী ছিল সে-ও মারা গেছে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করেছে সে, তারপর মাটিতে পড়ে গেছে, মারা যাবার আগে চিৎকার করে আমার কাছে জানতে চেয়েছে, 'সর্দার, ঠিক মতো লড়েছি তো আমি?'

হাঁপাচ্ছি আমি। মনে হচ্ছে স্বপ্নের ঘোরে আছি। হঠাৎ দেখলাম কয়েকজন মিলে বুড়ো এক জংলীকে পাকড়ে ধরে আনছে। একজন চিৎকার করে জানাল, 'এই যে এখানে বাসু, কসাইয়ের বাচ্চা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হারামজাদাকে জীবিত ধরা গেছে।'

তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সাড়ুকো। 'বাঙ্গু,' বলল সে, 'কেন তোমাকে আমি খুন করব না বলতে পারো? যিকালি না বাঁচলে অনেক আগে বাচ্চা সাড়ুকোকে তুমি হত্যা করতে। এই দেখো তোমার বর্শার দাগ।'

'খুন করো আমাকে,' বলল বাঙ্গু। 'এটাই আমার নিয়তি। যিকালি তো আগেই বলেছে।'

'না,' মাথা নাড়ল সাড়ুকো। 'তুমিও জাহত, আমিও জাহত। একটা বর্শা নাও, বাঙ্গু, লড়াই করো।'

চাঁদের আলোয় লড়ল দু'জন জীবন-মৃত্যু নির্ধারণের লড়াই। আমরা দেখলাম নিরবে। হঠাৎই বাঙ্গুর বুকে ঢুকে গেল সাড়ুকোর বর্শা। দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে দিল বাঙ্গু, তারপর পড়ে গেল চিৎ হয়ে।

আমার ভাল লাগল সাড়ুকোর আচরণ: ইচ্ছে করলে কোন সুযোগ না দিয়ে বাঙ্গুকে শেষ করে দিতে পারত ও, কিন্তু তা না করে সমান সুযোগ দিয়েছে। সত্যিকার পুরুষমানুষের ধর্ম পালন করেছে সাড়ুকো।

## সাত

*বিয়ের উপহার*

সকাল হতে আহতদের নিয়ে আমার ওয়্যাগনের কাছে চলে এলাম আমরা। সর্বক্ষণ সতর্ক থাকতে হলো। যেকোন সময়ে অবশিষ্ট অ্যামকোবানরা সংগঠিত হয়ে আক্রমণ করে বসতে পারে। আক্রমণ অবশ্য এলো না। ওদের বেশিরভাগই মারা গেছে অথবা গুরুতর আহত। যারা বেঁচে আছে তাদের সাহস নেই অজানা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে। পাহাড়ে ফিরে গেছে তারা। এখন লজ্জিত এক জাতি। ওদের সবার পক্ষ মিলে পঞ্চাশটিও হবে কিনা সন্দেহ। পক্ষ না থাকলে কাফ্রিদের মানুষ বলেই গণ্য করা হয় না। তবে না খেয়ে মরতে হবে না ওদের। প্রচুর মেয়েমানুষ আছে যারা খেতে কাজ করবে। আমরা ওদের ফসলের কোন ক্ষতি করিনি। জানি কিছুদিনের মধ্যেই রাজা পাড়া

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অ্যাসাকোবাদের সাড়ুকোর অধীনে থাকতে নির্দেশ দেবে।

আমরা যখন ওয়্যাগনের কাছে বিশ্রাম নিচ্ছি তখন বেশ কয়েকজন ব্যস্ত হয়ে তাড়া খাওয়া গরুগুলোকে শৃঙ্খলায় ফিরিয়ে আনল। গোলাগুলি শেষ হলো। বারোশোর সামান্য বেশি গরু আমরা নিয়ে এসেছি। যেগুলো আহত হয়েছিল সেগুলো জবাই করে খাওয়ার বন্দোবস্ত করা হলো। সাড়ুকো উরুতে বর্শার খোঁচা খেয়েছে। বেশ খারাপ ক্ষত; আহত স্থান শক্ত হয়ে উঠছে শুরু করায় কষ্ট পাচ্ছে বেশ। কিন্তু গরুর পালের ওপর নজর বুলিয়ে চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর।

গরীব এক সাধারণ যোদ্ধা থেকে মুহূর্তে বিরাট বড়লোক এক সর্দারে পরিণত হয়েছে সাড়ুকো। এখন ওর মনে কোন দ্বিধা নেই। উমবেজি মামীনাকে বিয়ে দেয়ার বদলে যে ক'টা গরু দাবি করে করুক, তারপরও প্রচুর গরু থাকবে ওর। তাছাড়া বর্শার জোরে পারিবারিক মর্যাদা ফিরে পেয়েছে ও। উমবেজি আর মামীনা দু'জনই এখন ওকে পছন্দের চোখে দেখবে। জুলুল্যান্ডে এখন এমন যোদ্ধার খোঁজ কমই পাওয়া যাবে যে তার ক্রালের দরজা সাড়ুকোর মুখের ওপর বন্ধ করবে।

আমার মাথায় এলো চিন্তাটা, সাড়ুকো মনে রেখেছে আমার সঙ্গে কি কথা হয়েছিল? গরুগুলোর মধ্যে ছয়শো গরু আমার হবার কথা। ছয়শো গরুর দাম তিন হাজার পাউন্ডেরও বেশি। জীবনে কোনদিন এতো টাকার মালিক ছিলাম না আমি কখনও। সাড়ুকো মনে রেখেছে বলে মনে হয় না। কাফ্রিরা গরু কারও সঙ্গে ভাগাভাগি করে না।

আমি ভুল ধারণা করেছি, কারণ একটু পরই আমার দিকে ফিরল সাড়ুকো, খানিকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল, 'মাকুমাজান, গরুগুলোর অর্ধেক আপনার। আপনি অর্ধেক অর্জন করেছেন। আপনার চালাকি বুদ্ধি না পেলে জিততে পারতাম না আমরা লড়াইয়ে। এবার আমরা ভাগাভাগি করে নেব আমাদের সম্পদ।'

আমি একটা চমৎকার ষাঁড় বাছাই করলাম, তারপর সাড়ুকো একটা বাছাই করল। এভাবে চলল ভাগাভাগি। আটটা ষাঁড় বাছাই করার পর সাড়ুকোকে আমি বললাম, 'পথে আমার যেকটা ষাঁড় মরেছে সেগুলোর বদলে এগুলো নিলাম আমি। বাকি গরুর একটাও আমি চাই না।'

সাড়ুকো অবাক হয়ে গেল। তার সঙ্গীরাও বিস্ময় ধ্বনি উচ্চারণ

www.BanglaBook.org

করল। সোমা বলল, 'ওর ছয়শো গরু উনি নিচ্ছেন না! উনি বোধহয় পাগল হয়ে গেছেন!'

'না, বন্ধু,' জবাব দিলাম আমি, 'আমি পাগল হইনি। আমি সাড়ুকোর সঙ্গে এসেছিলাম ওকে পছন্দ করি বলে, গরুর জন্যে নয়। তাছাড়া বিপদের সময় সাড়ুকো আমাকে সঙ্গ দিয়েছিল সেটাও আমি ভুলিনি। রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এই সম্পদ আমি নেব না। যাদের সঙ্গে শত্রুতা নেই তাদের 'হত্যা' করা আমি পছন্দ করি না।'

সাড়ুকো এতোই বিস্মিত যে কথা বলতে পারছে না। সোমা বলল, 'আপনি মানুষ নন, ইনকুসি, আপনি বোধহয় দেবতা।'

'আমি তা নই,' বললাম। 'আমার শিকারীদের আমি আমার ভাগ থেকে দশটা করে গরু দেব। যে শিকারী মারা গেছে তার আত্মীয়রা পাবে পনেরোটা গরু। বাকি গরু পাবে সোমা আর আমাংওয়ানা জাতির যোদ্ধারা, যারা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লড়াই করেছে। ভাগাভাগি নিয়ে যদি কোন মনমালিন্য হয় তাহলে আমি বিচারকের ভূমিকা নেব।'

'ইনকুসি!' বিকট গর্জন ছাড়ল আমাংওয়ানরা। দৌড়ে এসে আমার হাতে চুমু খেল সোমা, বলল, 'আপনার হৃদয়টা সত্যি বিরাট, মাকুমাজান! যদিও আপনি ছোটখাটো মানুষ, কিন্তু আপনার ভেতরে রাজার আত্মা বসবাস করে। আপনার জ্ঞান বোধহয় স্বর্গীয়।'

সবাই মিলে আমার প্রশংসায় মত্ত হয়ে আছে। সাড়ুকোকে খুব একটা সুখী দেখাল না। বোধহয় ওর খারাপ লাগছে ওর লোকদের কাছে আমি ওর চেয়েও জনপ্রিয় হয়ে যাওয়ায়। সাড়ুকোর খারাপ লাগার কারণ আছে। আমাংওয়ানদের ভেতরে আর এমন একজন যোদ্ধাও নেই যে আমার জন্যে নিজের জীবন দিতে দ্বিধা করবে। আমার নাম অমর হয়ে রইল। বংশ পরম্পরায় ওরা আমার গল্প করবে। আমি মরে গেলে কারও কাছে যদি আমার জিনিস থাকে তাহলে সে সমাজে সম্মানিত হবে।

অতি সহজেই আমি জয় করে নিলাম সহজ সরল মানুষগুলোর মন। সত্যি বলতে কি, ওই গরুগুলো আমি নিতে পারতাম না। আমার মন বলল ওগুলো নিলে আমাকে দুর্ভাগ্য পেয়ে বসবে। কাল রাতের লড়াইয়ের কথা আমি ভুলে যেতে চাই।

উমবেজির ক্রালের দিকে রওনা দিলাম আমরা। আমাদের গতি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অত্যন্ত ধীর। আহতদের নিয়ে যেতে হচ্ছে, তাছাড়া তাড়িয়ে নিতে হচ্ছে গরুর বিশাল পাল। আমার শিকারীদের গরুগুলো আলাদা করা হলো। সাড়ুকো তার বিয়ের উপহার হিসেবে একশোটা চমৎকার গরু রাখল। বাকি গরুগুলো পাঠিয়ে দেয়া হলো সাড়ুকোর নির্দিষ্ট করা জায়গায়। সাড়ুকোর অর্ধেক যোদ্ধা ওর চাচা তেলার পেছনে রইল এই গরুগুলোর সঙ্গে। সাড়ুকোর জন্যে ওখানেই অপেক্ষা করবে যোদ্ধা।

এক মাসের বেশি লেগে গেল উমবেজির ক্রালের কাছে আমাদের পৌঁছাতে। এখন আমাংওয়ানদের দেখে যেদিন প্রথম দেখেছিলাম তেমন মনে করার কোন উপায় নেই। ওরা এখন বিজয়ী, গর্বিত এক জাতি। পথে ওদের জন্যে নতুন পোশাক কিনেছে সাড়ুকো, ওদের মাথায় এখন সাদাকালো ঝুঁটিওয়ালা পালক দিয়ে তৈরি মুকুট। পথে ভাল খাবার খেয়ে সবার স্বাস্থ্য ফিরে এসেছে। মোটাতাজা একদল দক্ষ যোদ্ধা ওরা এখন।

সাড়ুকো ঠিক করল সে সন্ধ্যেতে ঝোপের ভেতরই বিশ্রাম নেবে, সকালে রওনা হবে রাজকীয় ক্রালের দিকে। যোদ্ধারা তো যাবেই, সঙ্গে নেবে ও একশো গরু, আনুষ্ঠানিক ভাবে উমবেজির কাছে মামীনার পাণি প্রার্থনা করবে।

সূর্য ওঠার বেশ পরে বড় সর্দাররা যা করে সেভাবে দু'জন বার্তাবাহক পাঠাল সাড়ুকো উমবেজির কাছে। ওর আগমন বার্তা ঘোষণা করবে তারা। তাদের পেছনে গেল আরও দু'জন। এরা গান গাইবে। গানের কথা দিয়ে জানাবে সাড়ুকোর প্রশংসাসূচক বিজয়ের গাঁথা। গানে আমার কথা জানাতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে।

চারজন চলে যাবার বেশ অনেকক্ষণ পরে আমরা রওনা দিলাম। আগে আগে চলল সাড়ুকো, হাতে ছোট একটা বর্শা। তাকে ঘিরে রেখেছে সুদর্শন ছয়জন যোদ্ধা। ওদের পেছনে চলেছি আমি, ধুলোমাখা ছোটখাটো এক মানুষ। আমার সঙ্গে চলেছে খাবড়া নাকের কুওল। তার পরনে ইউরোপীয় পুরানো একটা প্যান্ট, পায়ে বুট জুতো। জুতোর গোড়ালি ফাঁটা, দেখা যাচ্ছে ওর গোড়ালির ডিম। আমার তিন শিকারীর পোশাক আশাক আরও করুণ। আমাদের পেছনে আসছে বত্রিশ জন আমাংওয়ান যোদ্ধা। তাদের পরে আসছে একশো গরু, ওগুলোকে তাড়িয়ে আনছে কয়েকজন দক্ষ রাখাল।

উমবেজির ক্রালের কাছে পৌঁছে গেলাম আমরা। দেখলাম দরজার

www.BanglaBook.org

বাইরে দাঁড়িয়ে গলা ছেড়ে প্রশংসাসূচক গান গাইছে গায়করা। লাফাচ্ছে, ঝাঁপাচ্ছে, নাচছে, কুঁদছে।

'উমবেজির সঙ্গে দেখা হয়েছে?' তাদের জিজ্ঞেস করল সাড়ুকো।

'না,' জানাল ওরা। 'আমরা এসে শুনেছি সে ঘুমাচ্ছে। অবশ্য তার লোকরা বলল এখনই বের হয়ে আসবে সে।'

'ওর লোকদের বলো সে যাতে তাড়াতাড়ি আসে,' বলল সাড়ুকো, 'নইলে ওকে আমি বের করে আনব।'

সাড়ুকোর কথা শেষ হতেই দরজায় দেখা দিল উমবেজি। মোটা দেখাচ্ছে তাকে, চেহারাটা বোকা বোকা। চেহারায় ভয়ের ছাপও আছে, যদিও সেটা সে গোপন করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। ঘুম ঘুম চোখে বলে উঠল, 'কে···কে এলো এতো আনুষ্ঠানিকতা করে!' হাতের লাঠিটা বাতাসে নাচাল। 'সাড়ুকো দেখছি।' আপাদমস্তক নজর বোলাল। 'দারুণ লাগছে তো তোমাকে! কার সবকিছু ডাকাতি করে নিয়ে এলে! আরে, মাকুমাজান যে! তোমাকে তো দেখতে বিশেষ সুবিধের লাগছে না। মনে হচ্ছে এখনে একটা গরু যেটা শীতের ঘাস ছাড়া সময়ে দুটো বাচ্চাকে দুধ খাইয়েছে। বলো দেখি, এতো যোদ্ধা কিসের জন্যে? জানতে চাইছি কারণ এতোজনের খাবার নেই আমার ঘরে।'

'ভয় পেয়ো না, উমবেজি,' রাজকীয় গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল সাড়ুকো, 'আমার লোকদের জন্যে খাবার নিয়েই এসেছি আমি। এসেছি যে কারণে সেটা তোমার জানা। তুমি একশো গরু চেয়েছিলে মামীনার বিয়ের উপহার হিসেবে। আমি গরু নিয়ে এসেছি। তোমার লোকদের বলো গরু গুনে নিতে।'

'নিশ্চই!' পেছনে দাঁড়ানো কয়েকজনকে নির্দেশ দিল উমবেজি, তারপর বলল, 'ভাল লাগছে ভেবে যে হঠাৎ করেই তুমি বড়লোক হয়ে গেছ। যদিও জানি না কিভাবে বড়লোক হলে।'

'সেটা তোমার না জানলেও চলবে,' জবাব দিল সাড়ুকো। 'আমি বড়লোক এটা জানাই তোমার জন্যে যথেষ্ট। মামীনাকে পাঠিয়ে দাও, আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'নিশ্চই, নিশ্চই, সাড়ুকো! নিশ্চই তুমি মামীনার সঙ্গে কথা বলবে।' চেহারায় অস্বস্তি ফুটল উমবেজির। 'কিন্তু ও এখনও ঘুমিয়ে আছে। তুমি তো জানো মামীনা সবসময় দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে। ঘুম ভাঙালে খুব বিরক্ত হয়। তুমি কালকে এলে হয় না? ততোক্ষণে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিশ্চই মামীনার ঘুম ভাঙবে। নাহয় কালকের পরেরদিন আসো।'

'কোন্ ক্রালে আছে মামীনা?' কড়া গলায় জানতে চাইল সাড়ুকো। কোথাও কোন গণ্ডগোল আছে, স্পষ্ট বুঝতে পারছি আমি, নিঃশব্দে হাসছি।

'আমি জানি না, সাড়ুকো,' বলল উমবেজি, 'কখনও এক ক্রালে ঘুমায় ও, কখনও আরেক ক্রালে। মাঝে মাঝে কয়েক ঘন্টার পথ দূরে ওর খালার ক্রালে গিয়েও ঘুমায়। কাজেই যদি ও খালার ক্রালে গিয়ে থাকে তাহলে আমি একটুও বিস্মিত হবো না। মামীনার ওপর আমার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই।'

সাড়ুকো কিছু বলার আগেই তীক্ষ্ণ একটা কণ্ঠস্বর আমাদের কানে এলো। তাকিয়ে দেখি উমবেজির কান কাটা বউ, দুধ শেষ হওয়া বুড়ি গাভী।

'মিথ্যে বলছে ও,' চেঁচাল গাভী, 'স্রষ্টার কাছে হাজারো শুকরিয়া যে মামীনা প্রেত আমাদের ক্রাল থেকে চিরতরে দূর হয়েছে। কাল রাতে ও খালার সঙ্গে ঘুমায়নি, ঘুমিয়েছে ওর স্বামী মাসাপোর সঙ্গে। দু'দিন আগে উমবেজি মাসাপোর সঙ্গে মামীনার বিয়ে দিয়েছে। মাসাপোর কাছ থেকে একশো বিশটা গরু নিয়েছে ও বিয়ে দেয়ার জন্যে। তোমার চেয়ে মাসাপো বিশটা গরু বেশি দিয়ে মামীনাকে নিয়ে গেছে।'

আমি ভেবেছিলাম সাড়ুকো বিস্ফোরিত হবে, পাগল হয়ে যাবে রাগে। তাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল ওর চেহারা। ঝড়ের দাপটে বাঁশ পাতা যেমন থরথর করে কাঁপে তেমনি করে কাঁপতে শুরু করেছে ওর দেহ। মনে হলো মাটিতে পড়ে যাবে ও। তারপরই ঝাঁপিয়ে পড়ল ও, যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে সিংহ। উমবেজির গলা ধরে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল। বর্শা তুলল বুকে গাঁথার জন্যে।

'কুকুরের বাচ্চা!' ভয়ঙ্কর শোনাল সাড়ুকোর গলা। 'সত্যি কথা বল্, নইলে হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে ফেলব তোর। মামীনা কোথায়?'

'উহ্!' কাতর গলায় কোঁকাল উমবেজি, 'মামীনা বিয়ে করবে ঠিক করেছিল। আমার কিছু করার ছিল না। যা হয়েছে ওর ইচ্ছেয় হয়েছে।'

আর কিছু বলতে পারল না উমবেজি। আমি যদি সময়ে বেড়ে সাড়ুকোকে জড়িয়ে ধরে পেছনে না নিয়ে আসতাম, তাহলে ওই মুহূর্তটাই হতো উমবেজির জীবনের শেষ মুহূর্ত। আরেকটু হলেই বর্শা দিয়ে তাকে মাটিতে গেঁথে ফেলত সাড়ুকো। হতবিহ্বল মতো হয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেছে সাড়ুকে, নইলে ওকে আমি ধরে রাখতে পারতাম না। হুঁস ফিরে আসতে হাত থেকে বর্শাটা ফেলে দিল সাড়ুকো। বুঝতে পারলাম বর্শাটা হাতে রাখলে উমবেজিকে মেরে ফেলবে বুঝেই কাজটা করেছে ও। ওর সেই ভয়ঙ্কর গম্ভীর গলায় বলল সাড়ুকো, 'সব খুলে বলো, উমবেজি; কিছু করার আগে আমি সব জানতে চাই।'

'আর সব বাদ' যা করত তার বেশি আমি কিছু করিনি,' উঠে দাঁড়িয়েছে উমবেজি, বাঁশ পাতার মতো কাঁপছে ভয়ে, 'মাসাপো খুব বড় সর্দার' বুড়ো বয়সে ও আমাকে সাহায্য করবে। মামীনা নিজেও ওকে বিয়ে করতে চায়, তাই...'

'মিথ্যে কথা,' চেঁচিয়ে উঠল বুড়ি গাভী, 'মামীনা বলেছিল কোন বুনুকে বিয়ের ব্যাপারে ওর মত নেই। ওর কথা শুনে বুঝেছিলাম ও কোন সাদামানুষকে বিয়ে করতে চায়।' আমাকে চট করে একপলক দেখল বুড়ি গাভী 'মামীনা বলেছিল যদি ওর বাবা মাসাপোর সঙ্গে ওর বিয়ে দেয় তাহলে ভাল মেয়েদের মতো মেনে নেবে ও। এটাও বলেছিল যদি এই বিয়েতে রক্তপাতের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় তাহলে সে রক্ত যেন ওর না হয়, যেন উমবেজির, ওর বাবার হয়।'

'তুই আমার সর্বনাশ চাস, হারামজাদী?' হাতের লাঠিটা এখনও ফেলেনি উমবেজি, ওটা দিয়ে চড়াৎ করে এক বাড়ি বসাল বুড়ি গাভীর পিঠে। চেঁচাতে চেঁচাতে গাল দিতে দিতে পালাল দুধ শেষ হওয়া বুড়ি গাভী।

'ওর কথায় কান দিয়ো না, সাড়ুকো,' কিছুটা সামলে নিয়ে বলল উমবেজি। 'মাসাপোকে মামীনা বিয়ে করতে রাজি হতেই পাহাড়ের ওপাশ থেকে একশো বিশটা সুন্দর গরু নিয়ে এলো মাসাপোর লোকেরা। আমি কি করে ওদের ফেরাতাম? বিয়ের উপহার হিসেবে এর বেশি আর কি আশা করতে পারি আমি? ঠোঁটকাটা একটা মেয়ের বদলে একশো বিশটা গরু। মনে রেখো, সাড়ুকো, যদিও তোমাকে বলেছিলাম একশো গরু হলে মামীনার সঙ্গে বিয়েতে আপত্তি করব না তাও তোমার চেয়ে মাসাপো বিশটা গরু বেশি দিয়েছে।' উমবেজি বুঝতে পারছে তার কথা কোন প্রভাব ফেলছে না সাড়ুকোর মনে। যেকোন সময়ে সাড়ুকো খুন করে ফেলবে তাকে। শেষ চেষ্টা হিসেবে বলল উমবেজি, 'তাছাড়া কয়েকজন আগন্তুক এসেছিল, তাদের মুখে শুনলাম মাকুমাজান আর তুমি বন্ধুর আবাসের কাছে পাহাড়ে মারা

www.BanglaBook.org

গেছ। তোমার তো এখন গরু আছে, সাড়ুকো। আমার কথা শুনে দেখো। আমার আরও একটা মেয়ে আছে। মাখীনা'র মতো অত সুন্দরী হয়তো নয়, কিন্তু মাঠের কাজে মাখীনার চেয়ে ঢের ভাল। এসো, আমার সঙ্গে বসে বীয়ার খাও, আমি মেয়েটাকে আসতে বলি।'

'তোমার আরেক মেয়ে আর বীয়ারের কথা রাখো,' ধমকে উঠল সাড়ুকো; 'আমার কথা শুনে রাখো।' চকচকে চোখে মাটিতে ফেলে দেয়া বর্শাটার দিকে তাকাল সাড়ুকো। 'আমি চট করে ওটা পায়ের নিচে চেপে রাখলাম। বলা যায় না কি করে বসে সাড়ুকো'. 'মাসাপোর চেয়ে আমি এখন ঢের বড় সর্দার। আমার প্রহরীদের মতো প্রহরী আছে মাসাপোর?' আঙুল পেছনে ঠেলে হিংস্র চেহারায় সর্দারের কথা শোনা যোদ্ধাদের দেখাল সাড়ুকো। 'আমার সমান গরু আছে ওর? আমি সামান্য কিছু অংশ নিয়ে এসেছি বিয়ের উপহার হিসেবে। তুমি কথা দিয়েছিলে একশো গরু দিলে মাখীনাকে বিয়ে দেবে। মাসাপো কি পাহাড় নড়ু? আমি তো অন্য কথা শুনেছি। মাসাপো আমার মতো গোটা একটা জাতিকে যুদ্ধে হারিয়েছে? আমার সমান সাহস আছে ওর? ও কি আমার মতো যুবক? ওর রক্তে কি আমার মতো আভিজাত্য? এক নীচ রক্তের সাধারণ পাহাড়ী বুড়ো লোক সে।

'জবাব দাও, উমবেজি। না, থাক; তোমার কোন কথা না বলাই ভাল। মন দিয়ে শোনো, মাকুমাজান যদি এখানে উপস্থিত না থাকতেন, আর তাঁর সঙ্গে বিরোধে যদি আমার অসম্মতি না থাকত, তাহলে আমি আমার লোকদের বলতাম বর্শার হাতল দিয়ে পিটিয়ে তোমাকে মেরে ফেলতে। তোমাকে মেরে মাসাপোকেও ওর এলাকায় গিয়ে একই ভাবে মারতাম। তবে সেকাজ আপাতত স্থগিত রাখছি; এখন আমাকে অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে। তবে তোমার আর ওদের পরিণতি নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। শোনো ঠগ উমবেজি, মাসাপোর কাছে লোক পাঠাও, ওকে জানিয়ে দাও আমি আসব। মাখীনাকে বলবে বর্শার জোরে ওকে আমি কেড়ে নেব। বুঝতে পেরেছ? ...বুঝেছ সেটা আমি বুঝতে পারছি। বুঝতে পারছি কারণ মেয়েমানুষের মতো ভয়ে কাঁপছ তুমি। মিথ্যাবাদী ঠগ উমবেজি, তৈরি থেকো সেদিনের জন্যে যেদিন আমি ফিরে আসব তোমাকে দেখা দিতে।' ঘুরে দাঁড়াল সাড়ুকো, গটগট করে হাঁটতে শুরু করল। একবারও পেছন ফিরে তাকাল না।

আমি ওর পেছনে পা বাড়াচ্ছিলাম, কিন্তু উমবেজি আমার হাত



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আঁকড়ে ধরল। 'মাকুমাজান,' বলল ভীত কাঁপা গলায়, 'মাকুমাজান, আমাকে বাঁচাও। আমার মেয়ে মাখীনা একটা ডাইনী। ওর জন্যই হয়েছে পুরুষমানুষদের সর্বনাশ করতে। আমার জায়গায় নিজেকে কল্পনা করে দেখো একশো বিশটা গরু নিয়ে শক্তিশালী কোন সর্দার যদি তোমার কাছে আসত—হোক সে মিশ্র রক্তের আর আধ বুড়ো—তুমি কি তোমার মেয়েকে বিয়ে দিতে না? ওই মেয়ে বয়স চেহারা কিছু দেখে না, ওর শুধু চাই আরাম আর ধনদৌলত।'

'মনে হয় মেয়ে বিয়ে দিতাম না,' বললাম বিরক্ত আমি। 'তোমাদের মতো মেয়ে বিক্রি করা আমাদের নিয়ম না।'

'মাকুমাজান, আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে এসব ব্যাপারে তোমরা সাদামানুষরা পাগলের মতো আচরণ করো। সত্যি কথা বলতে কি, আমার বিশ্বাস মাখীনা তোমাকে চাইত দু'একবার মাখীনা আমাকে বলেছেও। আমার অজান্তে তুমি কেন ওকে নিয়ে পালিয়ে গেলে না? পরে আমরা সমঝোতা করে নিতে পারতাম। তাহলে আজকে আমার এই দুরবস্থা হয় না। কি করব আমি, মাকুমাজান? তুমি না বাঁচালে পিটিয়ে আমাকে মেরে ফেলবে সাদুকো। হায় হায়, কি হবে আমার, মাকুমাজান?'

'তা মারবে বলেই মনে হয়,' সত্যি কথাই বললাম আমি। 'কিন্তু আমি তাকে ঠেকাব কিভাবে তা বুঝতে পারছি না এব্যাপারে তুমি বোধহয় আমার ওপর ভরসা না করলেই ভাল করবে। একটা কথা মনে রেখো, মাখীনাকে পাবে সে আশা সাদুকোকে দিয়েছিলে তুমি, পরে ওর সঙ্গে ভদ্রলোকের মতো আচরণ করোনি। কথা দিয়ে কথা রাখোনি।'

'আমি ওকে কোন কথা দিইনি, মাকুমাজান,' প্রায় হাহাকার করে উঠল উমবেজি। 'আমি বলেছিলাম ও একশো গরু নিয়ে আসুক, আমি ভেবে দেখব কথা দেয়া যায় কিনা।'

'আমি কোন ঝামেলায় নেই, উমবেজি,' সরাসরি জানিয়ে দিলাম। 'সাদুকো ওর জাতির শত্রুকে খতম করেছে। অনেক গরু আছে ওর। কিন্তু তোমার কোন অংশ নেই তাতে সে উপায় রাখোনি তুমি এখন আমার মত হচ্ছে, চুপ করে বসে থেকে দেখো কি হয়। জুলুল্যান্ডের সমস্ত গরু আমাকে দিলেও আমি এই গোলমালে নিজেকে জড়াতাম না।'

'বিপদের দিনে সান্ত্বনা পাওয়া যায় তেমন মানুষ তুমি নও,

মাকুমাজান,' গুঙিয়ে উঠল উমবেজি। হঠাৎই তার চেহারায় ঔজ্জ্বল্য ফিরে এলো। 'হয়তো পান্ডা ওকে মেরে ফেলবে শান্তির সময়ে বাম্বুকে ও মেরেছে বলে। মাকুমাজান, পান্ডাকে তুমি বলবে ওকে যাতে মেরে ফেলে? আমার মতো দরকার তার চেয়ে বেশি গরু আছে। আমি তোমাকে...'

'অসম্ভব,' বললাম আমি। 'পান্ডা সাড়ুকোর বন্ধু। শুধু তোমাকে বলছি, উমবেজি, রাজার ইচ্ছে ছিল বাম্বুকে খতম করা। রাজা যখন বাম্বু মরেছে শুনবে তখন সাড়ুকোকে ডেকে নেবে অভিনন্দন করার জন্যে। সম্ভবত ওকে এরকম ক্ষমতা দেয়া হবে যে ইচ্ছে করলে ও কারও কাছে কৈফিয়ত না দিয়েই তোমাদের মতো ছোট সর্দারদের খুন করতে পারবে।'

'আমি তাহলে শেষ,' হতাশ গলায় বলল উমবেজি। 'আমি এবং তাহলে পুরুষমানুষের মতোই মরার চেষ্টা করব।' দাঁতে দাঁত চাপল উমবেজি, ক্রোধের সঙ্গে বলল, 'একবার যদি মামীনা হারামজাদীকে হাতের নাগালে পেতাম! এক টানে মাথা থেকে ওর সুন্দর চুলগুলো টেনে ছিঁড়ে আনতাম, হাত বেঁধে বুড়ি গাভীর সঙ্গে এক ঘরে আটকে রাখতাম। বুড়ি গাভী ওকে দু'চোখ দেখতে পারে না। আমিও পারি না এখন। না, আমি ওকে খুন করে ফেলতাম। মাকুমাজান, তুমি যদি কিছু একটা না করো তাহলে আমি মামীনাকে খুনই করব। তোমার নিশ্চই কাজটা পছন্দ হবে না? আমি জানি যদিও তুমি মামীনাকে নিয়ে কিছুতেই পালাবে না, কিন্তু মামীনার প্রতি তোমার দুর্বলতা আছে।'

'মামীনার কোন ক্ষতি করেছ কি পান্ডাকে দিয়ে তোমাকে ধরিয়ে নিয়ে যাব আমি। অবশ্য তার আগেই যদি তুমি সাড়ুকোর হাতে মারা না পড়ো। তারচেয়ে আমি যা বলছি তা করো। সাড়ুকো মামীনাকে এতোই ভালবাসে যে ওকে যদি ফিরে পায় তাহলে আগে ওর বিয়ে হয়েছে সেটা হয়তো গায়ে মাখবে না। যেভাবে পারো মামীনাকে ফিরিয়ে আনো। মাসাপোর কাছ থেকে ওকে আবার কিনে নাও। দরকার হলে লড়াই করো। তাহলে সাড়ুকো তোমাকে চাবকে মারার আগে সামান্য হলেও ভাববে।'

'চেষ্টা করব আমি, মাকুমাজান,' বলল উমবেজি। 'গোঁয়াড় একটা শুয়োর ওই মাসাপো, কিন্তু ও যদি টের পায় ওর জীবনের ওপর ঝুঁকি আসছে তাহলে হয়তো বুদ্ধি খেলাতেও পারে। তাছাড়া মামীনা যখন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শুনবে সাডুকো এতো বড়লোক হয়ে গেছে আর ওর এতো ক্ষমতা, তখন হয়তো মামীনাও আমাকে সাহায্য করবে। ওহ্, মাকুমাজান, আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। সত্যি তোমার বুদ্ধির কোন তুলনা হয় না। আমার যা কিছু আছে সবই তোমার, মাকুমাজান।...বিদায়, বিদায়; যদি যেতেই হয় তোমাকে কিন্তু, মাকুমাজান, পালাও না কেন তুমি মামীনাকে নিয়ে? তাহলে সব ঝামেলা থেকে বেঁচে যাই আমি।'

আমি জবাব না দেয়ায় কোনমতে বিদায় নিয়েই ক্রালের ভেতরে ছুটল উমবেজি; জীবনে মাত্র একবারই আমি দেখেছি ওকে এতো অপদস্ত হতে। সেকথায় পরে আসছি।

## আট

*রাজার কন্যা*

ওয়াগনের কাছে ফিরে এসে দেখি সাডুকো তার যোদ্ধাদের নিয়ে রাজার ক্রালের উদ্দেশে রওনা হয়ে গিয়েছে। আমার জন্যে একটা ঘোড়া রেখে গেছে ও। অনুরোধ করা হয়েছে আমিও যাতে রাজার ওখানে যাই, খুলে বলি কি ঘটেছিল অ্যামাকোবানদের পাহাড়ে। যাব, ঠিক করে ফেললাম আমি কৌতূহল জাগছে ঘটনার শেষটা দেখার জন্যে।

এই কৌতূহল বারবার আমাকে বিপদে ফেলেছে, কিন্তু প্রয়োজনের সময় নিজেকে সামলাতে পারি না আমি। রওনা হয়ে গেলাম নডওয়েংগুর উদ্দেশে, ওখানেই রাজা পান্ডার ক্রাল। পথে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটল না। শহরের কাছে পৌঁছে দেখলাম রাজার এক ক্যাপ্টেন আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। তাকে আগেই জানানো হয়েছে আমি আসতে পারি। সে ক্যাম্পের জায়গা বেছে দিল শহর থেকে সামান্য দূরে। দু'তিন দিন ওখানেই বিশ্রাম নিলাম। অপেক্ষা করছি কখন আমার ডাক আসে। বেশি দেরি হলে নাটালে চলে যাব ঠিক করেছি।

রওনা হয়ে যাব ঠিক করেছি এমন সময়ে এলো লোকটা। ও-ই অ্যামাকোবায় আক্রমণের আগে রাজার সংবাদ নিতে গিয়েছিল। কি

BanglaBook.org

খবর অ্যামাকোবানদের?' এসেই জিজ্ঞেস করল। 'আপনি দেখছি মরেননি ওদের হাতে।'

'এসেছ কেন সেকথা বলো,' আমিও সরাসরি কাজের কথায় এলাম।

'রাজা পাঠাল। জানতে চেয়েছেন ওই ট্যাবলেটগুলো আর আছে কিনা আপনার কাছে। থাকলে এই খবরে একটা খাবে রাজা।'

রাজাটা ওকে দিয়ে দিচ্ছিলাম প্রায়, ও নিল না। বলল রাজা চায় আমি নিজে গিয়ে হাতে তাকে দিই। বুঝলাম আমারই মুখ থেকে গল্প শোনার ইচ্ছে আছে পান্ডার। জিজ্ঞেস করলাম কখন পান্ডা আমাকে সময় দিতে পারবে। মাপুটা বলল এখনই, কাজেই ওর সঙ্গে রওনা হলাম আমি। এক ঘণ্টা পর বসলাম আমি রাজা পান্ডার উঠানে।

পরিবারের আর সবার মতোই পান্ডাও বিশালদেহী মানুষ। তবে চাকা বা তার আর সব ভাইদের মতো পান্ডা নিষ্ঠুর নয়। আমি তাকে সালাম জানালাম মাথা থেকে ক্যাপটা সামান্য উঁচু করে, তারপর উঠানের ছায়ায় আমার জন্যে নির্দিষ্ট একটা কাঠের টুলে বসে পড়লাম। এটা রাজার ব্যক্তিগত আস্তানা। এখানেই ঘনিষ্ঠ লোকজন দেখা করে।

'ভাল আছেন দেখে ভাল লাগল, মাকুমাজান,' বলল পান্ডা। 'আমাদের শেষ দেখা হবার পর শুনলাম বিপজ্জনক এক অভিযানে গিয়েছিলেন। খুলে বলবেন আমাকে কি ঘটেছিল?'

একা আমি বসে আছি রাজার সামনে, আর সবাইকে রাজা আপাতত ছুটি দিয়ে দিয়েছে। ধীরেসুস্থে খুলে বললাম কি ঘটেছিল অ্যামাকোবাৎ পাহাড়ে।

আমার কথা শেষ হতে রাজা বলল, 'আপনি, মাকুমাজান, বেবুনের মতোই চালাক। দারুণ বুদ্ধি হয়েছিল বান্টুর গরুগুলোর পিছনে বান্টু আর তার দলবলকে ডেকে নিয়ে এসে ফাঁদে ফেলাটা। শুনলাম আপনার ভাগের গরুগুলো আপনি নেননি। কেন, মাকুমাজান?'

জানালাম নিলে আমার ক্ষতি হবে বলে মনে করেছি।

'শুধু সম্মানটাই থাকল আপনার এতো বড় অভিযানে গিয়ে,' মন্তব্য করল রাজা। 'সম্মান ভাঙিয়ে খাওয়া যায় না।'

'আর কিছু আমার দরকার নেই,' জানালাম।

'আপনাকে আমরা খুলুরা বিশ্বাস করি,' বলল রাজা। 'খুব কম সাদামানুষকেই আমরা বিশ্বাস করি। আপনার হৃদয় আর মুখ একই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কথা বলে, 'আপনি ভাল চিন্তা করেন সবসময়। আপনার উপাধি রাত জাগরিত সতর্ক মানুষ হতে পারে, কিন্তু আপনি আসলে আলো ভালবাসেন।'

প্রশংসায় লজ্জা পেয়ে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালাম আমি। টের পাচ্ছি গালে রক্ত জমে গেছে। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটল, তারপর বার্তাবাহককে ডাক দিল পান্ডা, জানাল রাজপুত্র কেটেওয়্যায়ো আর উমবেলাজিকে আসতে বলতে হবে। সাডুকোকে ডেকে পাঠানো হলো। সাডুকোকে অপেক্ষা করতে হবে, রাজার ইচ্ছে হলে তিনি কথা বলবেন তার সঙ্গে।

কয়েক মিনিট পর দুই রাজপুত্র এসে হাজির হলো। কৌতূহল নিয়ে ওদের আগমন দেখলাম আমি। জুলুল্যান্ডে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুই মানুষ এরা। এখনই সারা রাজ্যে তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে দু'জনের কে রাজা হবে সেটা নিয়ে। আমি সংক্ষেপে দুই রাজপুত্রের বর্ণনা দিচ্ছি।

ওদের দু'জনের বয়সই প্রায় সমান। জুলুদের বয়স কত তা আন্দাজ করা মুশকিল তাই বয়স উল্লেখ করতে পারছি না। দু'জনই তারা যুবক। কেটেওয়্যায়ো দু'জনের মধ্যে শক্তিশালী বেশি বলে মনে হলো। বলা হয় চাচা চাকার মতোই ভয়ানক জেদী আর রাগী। প্রচণ্ড একটা শক্তি দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। তার মাঝে আমি তার আরেক চাচা ডিনগানের ছায়াও দেখতে পেলাম। রাগলে ডিনগানের ঠোঁটের ওপর ঠোঁট চেপে বসত। এরও তাই হয়।

উমবেলাজির কথা বলতে গিয়ে প্রশংসা এড়ানো মুশকিল। মামীনা যেমন সুন্দরী, এ তেমনি সুন্দর। রাজ্যে ওর নাম হয়েছে সুদর্শন উমবেলাজি। জুলুরা লম্বা হয়। এ তাদের চেয়েও তিন ইঞ্চি লম্বা। সুনেই নরম, অনেকটা সাডুকোর মতো। গভীর, গাঢ় কালো চোখ দুটো হাসছে সর্বক্ষণ।

ওরা ভেতরে ঢোকার ছোট বেড়া পার হবার সময়ে সহজেই বুঝতে পারলাম, দু'জনের মাঝে সুসম্পর্ক নেই। দু'জনই চেষ্টা করল আগে ঢোকার। ফলাফলটা হলো হাস্যকর, দু'জনই গায়ে গা সাটিয়ে আটকে গেল দরজায়। উমবেলাজি ওজনে ভারী হওয়ায় তার সুবিধে হয়ে গেল। ভাইকে বেড়ার গায়ে ঠেলা দিয়ে এক পা আগে ভেতরে ঢুকল সে।

'তুমি বেশি মোটা হয়ে গেছ,' শুনলাম কেটেওয়্যায়ো বলল হেসে উঠে। 'তবে অস্ত্র হাতে রাজার সামনে আসার অনুমতি থাকলে

www.BanglaBook.org

তোমাকে আমি আগেই খেতে দিতাম।'

ভাইকে সে বিশ্বাস করে না সেটা জানিয়ে দিল কেটেওয়ায়োর মুখের ওপর। দেখলাম অস্বস্তি নিয়ে চেয়ারে নড়েচড়ে বসল পান্ডা। রাজপুত্র দু'জন তাদের হাত উঁচু করে সালাম জানাল। সম্বোধন করল, 'বাবা!'

'এসো আমার ছেলেরা,' বলল পান্ডা। তার ডানপাশের সম্মানসূচক আসন নিয়ে দু'ভাইয়ের লেগে যেতে পারে বুঝে তাড়াহুড়ো করে বলল, 'দু'জনই তোমরা আমার সামনে বসো। মাকুমাজান, তুমি আমার বাম পাশে বসো। আমাকে যেন কানে কম শুনছি আমি।'

বসার আগে দুই ভাই আমার সঙ্গে করমর্দন করল। এদের আমি ভাল করে চিনি না। করমর্দন করার সময়েও অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হলো কে আগে করমর্দন করবে তা নিয়ে। কেটেওয়ায়োই জিতল এ দফা।

প্রাথমিক এসব ঝামেলা শেষ হতে পান্ডা ছেলেদের উদ্দেশে বলল, 'ছেলেরা, একটা ব্যাপারে পরামর্শ চাওয়ার জন্যে তোমাদের ডেকে পাঠিয়েছি আমি। খুব বড় কিছু না, কিন্তু ভবিষ্যতে বড় হতে পারে ব্যাপারটা। আমাংওয়ানদের সর্দার সাড়ুকোর ব্যাপারে কথা বলব। আমাকোবা জাতির সর্দার বাম্বু তাকে বাড়িছাড়া করেছিল; তার জাতি বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়াত। এই বাম্বু আমার পায়ের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, ওর সঙ্গে যুদ্ধে যেতে চাইছিলাম না আমি। ফলে সাড়ুকোর কানে কথা তুলে দিই। বলে দিই ও তোমার, যদি ওকে তুমি খুন করতে পারো। ওর গরুগুলোও সাড়ুকো পাবে সেটা জানিয়ে দিই। সাড়ুকো কাজের লোক। আমাদের সামনে বসা এই মাকুমাজানের সাহায্য নিয়ে বাম্বুকে সে খতম করে দিয়েছে।'

'শুনেছি আমরা,' বলল কেটেওয়ায়ো।

'বিরাট একটা সাফল্য,' মন্তব্য করল উমবেলাজি।

'হ্যাঁ,' সায় দিল পান্ডা। 'আমিও মনে করি এটা একটা বিরাট সাফল্য। তবে সাড়ুকোর ইঁদুরগুলোর জন্যে নয়, মাকুমাজানের বুদ্ধির জোরে এটা সম্ভব হয়েছে।'

'মাকুমাজানের বুদ্ধি কোন কাজে লাগত না, সাড়ুকোর ইঁদুরগুলো না লড়লে আর সাড়ুকোর সাহস না থাকলে,' বলল উমবেলাজি। বুঝতে পারলাম আর সব ব্যাপারের মতোই সাড়ুকোর ব্যাপারেও দুই ভাই ভিন্ন

www.BanglaBook.org

মত পোষণ করে। বিষয়টা কি সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, বিরোধিতা করতে হবে এটাই তাদের কাছে আসল।

'ঠিকই বলেছ,' বলে চলল রাজা, 'তোমাদের দু'জনের সঙ্গেই আমি একমত। এখন ব্যাপার হলো, সাভুকো এক কথার লোক। আমি তাকে সম্মান দেখাতে চাই, যাতে তার আমাদের প্রতি ভালবাসা জন্মে। উপযুক্ত কারণ ছাড়াই ওর পরিবারের ওপর অন্যায় করা হয়েছিল, সাভুকো তার প্রতিশোধ নিয়েছে। প্রচুর গরুও দখল করেছে সে। এখন আমি চাই তাকে তার বাবার জমি ফিরিয়ে দিতে। সেই সঙ্গে আমাংওয়্যানদের সর্দার হিসেবেও তাকে ঘোষণা করতে চাই। তার অ্যাম্যাকোবার মহিলা, বাচ্চা আর পুরুষ যে-কজন আছে তাদের সর্দারও হবে সে।'

'রাজা যা ভাল মনে করেন,' হাই তুলে বলল উমবেলাজি। সাভুকোর ইতিহাস শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে গেছে সে।

'আরেকটা ব্যাপার,' বলে চলল পাণ্ডা। 'আমি ভাবছি ওকে আমাদের পরিবারের একজন করে নিতে। সেজন্যে আমাদের কোন মেয়েকে বিয়ে দিতে চাই ওর সঙ্গে।'

'আমাংওয়্যানদের ছোটখাটো এক সর্দারকে কেন রাজ পরিবারের জামাই করা দরকার?' জিজ্ঞেস করল সেটিওয়েয়ো। রাজার দিকে তাকাল। 'তাকে বিশ্বস্ত মনে করলে বড়র করে দিলেই হয়।'

'কারণ সামনে জুলুল্যান্ডে গোলমাল বাধবে। আমি চাই না যারা সেসময়ে আমাদের সাহায্য করতে পারে তারা মারা যাক বা আমাদের শত্রু হয়ে যাক। যে বীজ থেকে গাছ হবে সেটার গোড়ায় পানি না দিয়ে প্রতিবেশীর বাগানে পুঁতে রাখা ঠিক নয়। আমার ধারণা সাভুকো তেমনই একটা বীজ।'

'বাবা যা বলার বলেছেন,' বলল উমবেলাজি। 'আমি সাভুকোকে পছন্দ করি। ভাল বংশের ছেলে সে। জানতে পারি কি, বাবা আমাদের কোন বোনকে ওর সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইছেন?'

'তোমার আপন মার পেটের বোন, ন্যান্ডির (মিষ্টি) সঙ্গে বিয়ে দেব ঠিক করেছি।'

'ভাল। ন্যান্ডি বুদ্ধিমতী মেয়ে। সৎও। ও কি ভাবছে এব্যাপারে?'

'ও সাভুকোকে দেখেছে। সাভুকোকে ওর পছন্দ ও বলেছে আর কোন স্বামী ওর পছন্দ নয়।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তাই। রাজা যদি বিয়ে চান আর রাজার মেয়ে যদি রাজি থাকে তাহলে আর কার কি বলার থাকতে পারে।'

'অনেকের অনেক কিছু বলার আছে,' বলে উঠল কেটেওয়্যায়ো। 'আমি মনে করি না তার মতো একটা ছোট সর্দার রাজার সেরা সুন্দরী মেয়েটির স্বামী হবার উপযুক্ত।' তিক্ত হাসি হাসল সে। 'যদিও উমবেলাজি পাশ কাটালে, একটা কুকুরকে যেভাবে হাড় ছুঁড়ে দেয়া হয় সেভাবে নিজের বোনকে বিয়ে দিতে চাইছে, তবে আমার তাতে আপত্তি আছে।'

'হাড় কে ছুঁড়ছে, কেটেওয়্যায়ো?' নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল উমবেলাজি. 'আমি না রাজা? আমি তো একটু আগে পর্যন্ত কিছুই জানতাম না; আর রাজার মতামতের বিরোধিতা করার আমরা কে? আমাদের দায়িত্ব কি রাজার মতামতকে বিচার করে দেখা না মেনে নেয়া?'

'সাডুকো চুরি করা গরু থেকে কোন গরু উপহার হিসেবে দিয়েছে, উমবেলাজি?' জিজ্ঞেস করল কেটেওয়্যায়ো। 'রাজা যখন উপহার দাবি করছেন না তখন তুমি নিশ্চই উপহার নিয়েছ?'

'উপহার হিসেবে ওর আনুগত্য নিয়েছি আমি,' রাগ চেপে বলল উমবেলাজি। 'সাডুকো আমার বন্ধু। আর আমার অন্য সব বন্ধুর মতোই তাকে তুমি ঘৃণার চোখে দেখো।'

'যেকটা কুকুর তোমার হাত চাটে সেগুলোর সবগুলোকেই ভালবাসতে হবে আমার, উমবেলাজি? জানি সাডুকো তোমার বন্ধু। তুমিই বাবার কানে কুমন্তর দিয়ে বাঙ্গুকে খুন করবার অনুমতি আদায় করে দিয়েছিলে। আমি মনে করি বাঙ্গুর প্রতি অন্যায় করা হয়েছে। তার গরু চুরি করা ঠিক হয়নি। আমি আর তুমি রাজপুত্র। রাজার মেয়েকে বিয়ে করার পর সাডুকোও নিজেকে রাজপুত্র ভাববে না কেন? সত্যি, উমবেলাজি, মাকুমাজান যে গরুগুলো নেয়নি সেগুলো তুমি নিতে পারো। তুমি ওগুলো অর্জন করেছ।'

সটান উঠে দাঁড়াল উমবেলাজি, রাগে মুখটা থমথম করছে: বলল, 'রাজা, আমি যাওয়ার জন্যে আপনার অনুমতি প্রার্থনা করছি। এখানে থাকলে বারবার আমার মনে হবে কেন আমি বর্শাটা সঙ্গে নিয়ে আসিনি। তবে যাওয়ার আগে একটা সত্যি কথা বলে যাব আমি। কেটেওয়্যায়ো সাডুকোকে দেখতে পারে না কারণ সে জানে একদিন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাড়ুকো বিদ্রোট সর্দার হবে। ওকে সে নিজের দলে টানতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে। সাড়ুকে আমার প্রতি অনুরক্ত, সেটা ওর সহ্য হয় না। সাহস থাকলে আমার কথা ও অস্বীকার করুক দেখি।'

'অস্বীকার করার প্রয়োজন নেই আমার,' ভ্রূ কুঁচকে বলল কেটেওয়্যায়ো। 'আমার কাজকর্মের ওপর গোপনে নজর রাখার তুমি কে! একগাদা মিথ্যে বলছ তুমি রাজার সামনে! তোমার এধরনের আর কোন কথা শুনতে চাই না আমি। রাজা যখন তাঁর মেয়েকে কথা দিয়েই ফেলেছেন তখন আমার আর কিছু বলার নেই। কিন্তু তোমার কুকুর সাড়ুকোকে সামলে রেখো, ওর জন্যে একটা লাঠি রাখব আমি। দাঁত খিচাতে এলে পিটিয়ে ছাল ছাড়িয়ে দেব।' বাবার দিকে তাকাল। 'আমি আমার এলাকা শিকাগিতে যাচ্ছি, বাবা। প্রয়োজন পড়লে আমাকে ওখানেই পাবেন। আশা করি এই বিয়ে হয়ে যাওয়ার আগে আমার কোন দরকার পড়বে না। আমি এই বিয়েতে উপস্থিত থাকতে চাই না।'

বাবাকে সালাম জানিয়ে ভাইয়ের দিকে একবারও না তাকিয়ে ঝড়ের বেগে চলে গেল কেটেওয়্যায়ো। তবে যাওয়ার আগে আমার সঙ্গে হাত মিলিয়ে গেল। কেটেওয়্যায়ো আমার সঙ্গে সবসময়ই ভাল ব্যবহার করে এসেছে। বোধহয় তার ধারণা বিপদের সময় আমার সাহায্য পাবে। তাছাড়া এখন সে আমার ওপর খুশি এক, আমি সাড়ুকোর কাছ থেকে গরু নিইনি। দ্বিতীয়, এই বিয়েতে আমার কোন ভূমিকা নেই।

'বাবা,' কেটেওয়্যায়ো চলে যাবার পর বলল উমবেলাজি, 'যা ঘটেছে তাতে আমার কোন দোষ ছিল? আপনি তো সবই দেখেছেন। জবাব দিন, বাবা।'

'এবার তোমার কোন দোষ ছিল না, উমবেলাজি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল রাজা। 'ভাবি কবে তোমাদের ঝগড়া থামবে। রক্তের নদী বয়ে যাবে তোমাদের ভেতরের আগুন নেভাতে গিয়ে। ভাবনা হয় তোমাদের মধ্যে কোন্‌জন সেই নদীর তীরে উঠতে পারবে।'

মুহূর্ত খানেক উমবেলাজির দিকে তাকিয়ে রইল রাজা। চোখে ভালবাসা, ভয় আর অনিশ্চয়তা। ছেলেদের মধ্যে উমবেলাজিকেই রাজা বেশি পছন্দ করে।

'খারাপ ব্যবহার করেছে কেটেওয়্যায়ো,' বলল রাজা, 'সাদামানুষের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শাসনে কাজটা ভাল করেনি। সাদামানুষ তার লোকদের বলবে ওর অবাধ্যতার কথা: আমি আমার মেয়ে কার সঙ্গে বিয়ে দেব সেব্যাপারে তার কিছু বলার থাকতে পারে না। সবাই জানে আমি কথা পালটাই না। কি, মাকুমাজান, আপনি জানেন না?'

হ্যাঁ সূচক জবাব দিলাম। সত্যি পান্ডা বেশিরভাগ দুর্বল মানুষের মতোই সৎ।

হাতের কাপটা দিয়ে পান্ডা বুঝিয়ে দিল এব্যাপারে আর কোন কথা হবে না আর। এবার সে বার্তাবাহক পাঠাল মাটিওয়ানের পুত্র সাডুকোকে ডেকে আনতে।

সাডুকো এলো, ডান হাত সামনে তুলে সম্মান দেখাল রাজাকে। চমৎকার লাগছে তাকে দেখতে।

'বসো,' নির্দেশ দিল পান্ডা। 'তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

বসল সাডুকো। অপেক্ষা করছে।

'মাটিওয়ানের পুত্র,' বলল পান্ডা, 'শুনলাম কিভাবে ছোট একটা দল নিয়ে আক্রমণ করে বাঙ্গুর দলকে হারিয়েছ তুমি। এটাও শুনেছি বাঙ্গুর সমস্ত গরু তুমি নিয়ে গিয়েছ।'

'আমি কিছুই করিনি,' বিনয় করে বলল সাডুকো। আমাকে দেখাল। 'যা করা হয়েছে সব করা হয়েছে মাকুমাজানের বুদ্ধিতে।'

'শুনে ভাল লাগল যে তুমি গর্বিত লোক নও, সাডুকো,' বলল রাজা। 'আর সব ইন্দুনারাও যদি তোমার মতো হতো তাহলে ছোট ছোট ব্যাপারে তাদের বিরাট কীর্তিকাহিনী শুনতে হতো না আমাকে। যাই হোক, বাঙ্গু মরেছে ভাল হয়েছে। আরও ভাল হয়েছে যে আমাকে একটা আঙুলও নাড়াতে হয়নি। আমার পরিবারে বেশ কয়েকজন আছে যারা বাঙ্গুকে পছন্দ করত। কিন্তু আমি তোমার বাবাকে পছন্দ করতাম। একসঙ্গে বড় হয়েছি আমরা। একসঙ্গে চাকার সেনাবাহিনীর একই রেজিমেন্টে ছিলাম। বাঙ্গু শাস্তি পেয়েছে সেজন্যে আমি খুশি। উপযুক্ত সাজা হয়েছে তার।'

একটু থামল রাজা, তারপর বলল, 'সাডুকো, যেহেতু তুমি মাটিওয়ানের পুত্র এবং সাহসী একজন পুরুষমানুষ, আমি ঠিক করেছি তোমাকে পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করব। সেজন্যে তোমাকে আমি সর্দার করছি আমাকোবোর সবার। এছাড়া তুমি এখন থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে আমাংওয়ানেদেরও সর্দার হলে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"রাজা যা চান তাই হবে।'

'তোমাকে আমি কেহেল' করছি। এখন থেকে মাথায় মুকুট পরবে তুমি। যদিও তোমার বয়স কম, তবুও তুমি এখন থেকে আমার মন্ত্রীদের একজন হলে।'

'রাজা যা ভাল মনে করেন।' দেখে মনে হলো এতো সম্মান পেয়ে প্রভাবিত হয়েছে সাড়ুকো।

'আর মাটিওয়ানের পুত্র,' বলে চলল পান্ডা, 'তুমি তো অবিবাহিত, তাই না?'

এই প্রথম সাড়ুকোর চেহারার পরিবর্তন দেখলাম। 'জ্বী,' দ্রুত বলল ও, 'কিন্তু...'

আমার চোখে নিরব নিসেধ দেখতে পেয়ে চুপ হয়ে গেল সাড়ুকো।

'কিন্তু,' সাড়ুকোর কথার সূত্র ধরেই বলল পান্ডা, 'নিশ্চই তুমি বিয়ে করতে চাও যুবকরা বিয়ে করতে চায় ভাল কোন ঘরে। আমি সেজন্যে তোমাকে বিয়ের অনুমতি দিচ্ছি।'

'ধন্যবাদ, রাজা, কিন্তু...'

বেকায়দা জোরে আমি হেঁচে উঠলাম। থেমে গেল সাড়ুকো।

'কিন্তু,' আবার সাড়ুকোর কথার সূত্র ধরল রাজা, 'তুমি জানো না কোথায় ভাল মেয়ে পাবে। ভাল হয়েছে তুমি আগে বিয়ে করোনি। কারণ আমি যাকে তোমার সঙ্গে বিয়ে দেব সে তোমার দ্বিতীয় ক্রালে থাকতে রাজি হতো না।' ছেলের দিকে তাকাল। 'উমবেলাজি, যাও, সাড়ুকোর বউ হিসেবে যাকে আমরা ভেবে রেখেছি তাকে নিয়ে এসো।'

উমবেলাজি উঠে দাঁড়াল, মুখে চওড়া হাসি চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসল পান্ডা। মোটা মানুষ, গরমে ঘামছে দরদর করে। অনেক বকবক করতে হয়েছে তাকে, হাঁপিয়ে গেছে

'আমার কিছু কথা ছিল, রাজা,' বলল সাড়ুকো। চেহারা দেখে মনে হলো মনের মাঝে ঝড় বয়ে যাচ্ছে ওর।

'নিশ্চই নিশ্চই,' ঘুম ঘুম চোখে বলল রাজা, চোখ বুজল। কথা তো থাকবেই। তবে ওকে দেখার আগে পর্যন্ত তোমার ধন্যবাদ তুলিয়ে রাখো, নাহলে পরে তার দেবার মতো ধন্যবাদ খুঁজে পাবে না।

বুঝলাম এবার আমার নাক গলাতে হবে, নাহলে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনবে সাড়ুকো : কেন কাজটা করলাম তা আজও জানি না। মামীলার ব্যাপারে সাড়ুকোকে কোনমতেই বিচক্ষণ বলা যায় না। আমি

www.BanglaBook.org

যদি মাঝখানে পড়ে সাড়ুকোকে অপমান থেকে না বাঁচাতাম তাহলে জুলুল্যান্ডের ইতিহাস অন্যদিকে মোড় নিত। হাজার হাজার লোক যারা মারা গেছে তারা হয়তো আজও বেঁচে থাকত। ভাগ্য আমাদের পরিচালিত করে। ভাগ্যের লিখন ছিল এমন হবে। হ্যাঁ, আমি যেন কথা বলিনি, বলেছে নিয়তি–অদৃষ্ট।

রাজার চোখ বন্ধ দেখে আস্তে করে আমি সাড়ুকোর পেছনে চলে এলাম, ফিসফিস করে বললাম, 'তুমি পাগল হলে সাড়ুকো? কপাল তো খারাপ করবেই সেই সঙ্গে নিজের জীবনটাও খারাপে চাও?'

'কিন্তু মামীনা,' ফিসফিস করল সাড়ুকো, 'ওকে ছাড়া আর কাউকে আমি বিয়ে করব না।'

'বোকা,' আমি জবাব দিলাম, 'মামীনা তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, থুতু দিয়ে গেছে তোমার মুখে। কপালে যা আছে সেটার জন্যে স্রষ্টাকে ধন্যবাদ জানাও। তুমি কি মাসাপোর ব্যবহার করা পুরনো কম্বল ব্যবহার করতে চাও নাকি?'

'মাকুমাজান,' ফাঁপা গলায় বলল সাড়ুকো, 'তোমার কথাই শুনব আমি, হৃদয়ের কথা না।' এমন ভাবে আমার দিকে তাকাল সাড়ুকো যে ভেতরটা শিরশির করে উঠল আমার। চাহনিটা এমনই যে মনে হলো থাকুক সাড়ুকো, মামীনা আর ন্যান্ডি; নিজের পথে চলে যাওয়া উচিত আমার। সাড়ুকোর কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যাওয়া উচিত।

আজ এতদিন পর পুরনো সেই স্মৃতি ঘাঁটতে গিয়ে মনে হচ্ছে তখন আমি অন্ধ ছিলাম। সতর্ক হইনি। যা শুনেছি তা থেকে শিক্ষা নেইনি।

উমবেলাজি বোনকে নিয়ে রাজার সামনে উপস্থিত হলো। সাড়ুকো সম্মান দেখিয়ে মাথা নিচু করল। সহজ, সাধারণ, মিষ্টি একটা মেয়ে ন্যান্ডি, উচ্চবংশীয়া এবং ভদ্র। বুকের কাছে দু'হাত ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে থাকল সে, অপেক্ষা করছে জানার জন্যে যে কেন তাকে ডাকা হয়েছে।

'ওই যে তোমার স্বামী,' সরাসরি বুড়ো আঙুল দিয়ে সাড়ুকোকে দেখিয়ে বলল পান্ডা। 'যুবক ছেলে সাহসী যোদ্ধা, এবং অবিবাহিত। আমাদের ছায়ায় ভবিষ্যতে বিরাট গড় হবে ও। ও তোমার ভাইয়ের বন্ধু। জানি তুমি তাকে আগেও দেখেছ এবং পছন্দ করো, কাজেই তোমার যদি কিছু বলার থাকে তো বলতে পারো, আমি শুনব। এই বিয়েতে আমি উপহার হিসেবে কোন কিছু নিশ্চিত না।' মেয়েকে কথা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলার সুযোগ না দিয়েই মুচকি হাসল পান্ডা। 'আমি প্রস্তাব করছি আগামীকাল বিয়ে অনুষ্ঠিত হবে। এবার বলো, ন্যাডি, তোমার কিছু বলার আছে? যা বলার তাড়াতাড়ি বলবে, আমি খুব ক্লান্ত। তোমার ভাই উমবেলাজি আর কেটেওয়্যায়োর ঝগড়াই দেখতে দেখতে শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে আমার।'

কথা বলার আগে আমাদের একবার দেখে নিল ন্যাডি, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'জানতে পারি কি কে এই বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে? রাজা নিজে, সর্দার সাডুকো, উমবেলাজি, নাকি ম্যাকুমাজান?'

বিরাট একটা হাই তুলল পান্ডা। 'সেই সকাল থেকে কথা বলছি। আর ভাল লাগে না। আমি কথা দিয়েছি সাডুকোর সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব। সাডুকোকে আমাদের দেশের বড় একজন মানুষে পরিণত করব। বিয়েতে তোমার কোন আপত্তি আছে, ন্যাডি?'

'আমার কিছু বলার নেই, বাবা,' বলল ন্যাডি। 'তবে সাডুকো কি আমাকে পছন্দ করে?'

'জানি না,' সত্যি কথাই বলল পান্ডা। একটু অপেক্ষা করল। কেউ কোন কথা বলছে না। 'কেউ যখন কিছু বলছে না তাহলে আগামীকাল বিয়ে হবে ঠিক করলাম আমি। নতুন তৈরি করা বড় ক্রালটাতে আপাতত থাকবে তোমরা। কনেকে সাডুকো তোমাকে একটা ষাঁড় দিয়ে বিয়ে করবে। ওর কাছে যদি এমন ষাঁড় না থাকে তো একটা ষাঁড় দেব আমি। তাহলে এই কথাই রইল। তোমরা চাইলে নাচের অনুষ্ঠান হবে। তবে আমার আপাতত তেমন কোন ইচ্ছে নেই অনুষ্ঠানের, রাজ্যের বড়বড় সমস্যা নিয়ে আমি ব্যস্ত। এবার তোমরা যেতে পারো, আমি এখন ঘুমাব।'

কথা শেষ করে টুল থেকে নেমে হামাগুড়ি দিয়ে ক্রালের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল পান্ডা।

আমি আর উমবেলাজিও বেরিয়ে এলাম বেড়ার দরজা দিয়ে। সাডুকো আর ন্যাডি একাই রইল। ওদের চোখে চোখে রাখার কেউ নেই।

পরদিন স্ত্রীর ষাঁড়টা জবাই করা হলো। বড় কোন অনুষ্ঠান হলো না, কিন্তু সাডুকো হয়ে গেল রাজা পান্ডার জামাই।

ভাগ্যের বিরাট এক পরিবর্তনই বলতে হয়। কয়েক মাস আগেও নিজের একটা বাড়ি ছিল না সাডুকোর, আর এখন সে ক্ষমতাশালীদের

অন্যতম একজন।

ফিরে এলাম আমি নাটালে। পরবর্তী এক বছর সাড়ুকো, ন্যান্ডি আর মামীনার কোন খবরই পেলাম না। মাঝেই মাঝেই মনে পড়ত ওদের কথা। বিশেষ করে মামীনা। অদ্ভুত একটা মেয়ে। কাঁটা যেমন কোটের ভেতর ঢুকে গেলে বের হতে চায় না, মামীনাও তেমনি মন থেকে সহজে সরার নয়।

## নয়

*জুলুল্যান্ডে ফিরলাম আমি*

দেখতে দেখতে কেটে গেল একটা বছর। এর মধ্যে নানা কাজ করেছি আমি, যার সঙ্গে এ কাহিনীর কোন সম্পর্ক নেই। এক বছর পর আমি ফিরলাম জুলুল্যান্ডে, হাজির হলাম উমবেজির ক্রালে। হাতির দাঁত আর অস্ত্র বিনিময়ে কথা হলো ওর সঙ্গে। এক ড্রাম কয়্যারকেসের (মদ) বিনিময়ে প্রচুর হাতির দাঁত পেলাম। আমার খাস চাকর কবেল ওগুলো নিয়ে গেল ওয়াগনের কাছে।

'তো, উমবেজি?' কাজের কথা সেরে জিজ্ঞেস করলাম, 'গত এক বছর কেমন কাটল? সাড়ুকোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল? শেষবার তোমার ওপর রাগ নিয়ে বিদায় হয়েছিল ও।'

'স্রষ্টাকে ধন্যবাদ যে ওই দুষ্ট লোকটার সঙ্গে দেখা হয়নি আমার,' অস্বস্তি ভরে মাথা নেড়ে জবাব দিল উমবেজি, 'তবে ওর খবর জানি। গতকাল লোক পাঠিয়েছে সে। বলেছে আমার কাছে কি পাওনা আছে, সেটা ভোলেনি সে।'

'পিটিয়ে মেরে ফেলবে বলেছিল,' নিরীহ ভঙ্গিতে বললাম আমি। 'সে ব্যাপারে কোন কথা বলেছে?'

'আমারও মনে হয় পেটাবার ব্যাপারই হবে। দুঃখের কথা কি বলব, রাজা পান্ডার ক্রালে ও যেভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে, একেবারে গোবরে যেমন লালকুমড়ো বাড়ে, তেমন।'

'কাজেই ইচ্ছে করলে ও যা খুশি তা-ই করতে পারে।'

www.BanglaBook.org

'পারে,' প্রতিধ্বনি তুলল উমবেজি। 'সেজন্যেই আমি---মানে মাসাপে বন্দুক কেনার জন্যে এতো ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। ওগুলো শিকার বা যুদ্ধের জন্যে দরকার নয়, দরকার নিজেদের রক্ষা করার জন্যে। সাভুকো আক্রমণ করলে আমরা এখন ঠেকাতে পারব।'

'তার আগে তোমাদের লোকজনের বন্দুক চালানো শেখাতে হবে। সে যাই হোক, আমার ধারণা সাভুকো রাজকন্যাকে পেয়ে তোমাদের কথা ভুলে গেছে।---মামীনার খবর কি?'

'ভাল আছে, মাকুমাজান, আমাসোমীদের নেতার বউ সে, ভাল থাকবে না কেন। তবে এখনও ওর বাচ্চা হয়নি, আর---'

'আর কি?' উমবেজি থেমে যেতে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'স্বামীকে দু'চোখে দেখতে পারে না ও। বলে মাসাপের বদলে একটা বেবুনের সঙ্গে বিয়ে হলেও খুশি হতো ও; এতো গরু দেয়ার পরও একথা শুনতে হওয়ায় মাসাপের ভাল লাগার কথা না।' দার্শনিক হয়ে উঠল উমবেজি। 'তবে, মাকুমাজান, দুনিয়ায় কিছুই নিখুঁত না। সেরা ভুট্টার মাথাতেও দু'একটা দানা থাকে না। মামীনা যদি স্বামীকে ভালবাসতে না শেখে---' কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করে গেল উমবেজি, চুমুক দিল কয়ারফেসের ভাঁড়ে।

'ঠিক হয়ে যাবে,' সান্ত্বনা দিলাম। 'সাভুকো এখন রাজকন্যার স্বামী, কাজেই মামীনা ঠিকই মাসাপেকে ভালবাসতে শিখবে।'

'আমিও তাই আশা করি, মাকুমাজান। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, খুশি হতাম তুমি আরও অনেক অস্ত্র নিয়ে এলে। সাংঘাতিক একদল লোকের মাঝে আমাকে বাস করতে হয়। মাসাপে আমাকে দেখতে পারে না মামীনা তাকে দেখতে পারে না বলে। আর মামীনা আমাকে দেখতে পারে না ওর বিয়ে আমি মাসাপের সঙ্গে দিয়েছি বলে। আর সাভুকো দেখতে পারে না আমাকে মামীনার ভাল বিয়ে দিয়েছিলাম বলে।' ওঙিয়ে উঠল উমবেজি। 'ওহ্, মাকুমাজান, আরও মদ দাও। মদ খেলে আমি সব ভুলে যাই। ভুলে যাই যে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তুমি মামীনাকে নিয়ে পালাওনি। ওহ্, মাকুমাজান, কেন পালালে না তুমি? তাহলে হয়তো মামীনা আজকে অন্য পুরুষমানুষদের কথা ভাবত না।'

'যথেষ্ট খেয়েছ একদিনের জন্যে,' উঠে পড়লাম আমি। 'বোতলটা আমি নিয়ে যাচ্ছি। শুভরাত্রি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভোরে রওনা হয়ে গেলাম আমি উমবেজির ক্রাল থেকে। আমার গন্তব্য পাণ্ডার ক্রাল, ওখানে সামান্য খাবার হতে পারে। তবে তাড়া নেই আমার, ঠিক করেছি যাবার পথে একটু ঘুরে মাসাপোর ওখান থেকে হয়ে যাব। নিজের চোখে দেখতে চাই মামীনা আর মাসাপোর কি অবস্থা। বিকেলে আমাসোমিদের এলাকায় পৌঁছালাম আমি, ওখানেই ক্যাম্প করলাম।

রাতে উপলব্ধি করলাম মামীনার সঙ্গে দেখা না হওয়াই ভাল। মত পালটে ফেললাম, সকালে উঠে রওনা দিলাম সোজা পাণ্ডার ক্রালের উদ্দেশে। ঘুর পথে যেতে হচ্ছে, দূরত্ব অনেক বেড়ে গেছে। দেরি হবে আমার ওখানে পৌঁছাতে।

রাস্তা নেই বললেই চলে। তার ওপর পথে একটা ওয়্যাগন দুর্ঘটনার কবলে পড়ায় সারাদিনে মাত্র পনেরো মাইল এগোতে পারলাম আমরা। রাত নামতে বেশি দেরি নেই। পানি আছে এমন একটা জায়গা বেছে ক্যাম্প করা হলো। এলাকাটা পরিচিত লাগল। একটু খেয়াল করতেই বুঝতে পারলাম ফিকালির আস্তানার কাছাকাছি চলে এসেছি।

সামনের ওয়্যাগনে বসে বিলটং আর বিস্কুট দিয়ে খাওয়া সেরে নিলাম আমি। দিনে গরম পড়েছিল খুব। সারাদিন শিকার করিনি, কাজেই এছাড়া খাবার বলতে আর কিছু নেই। মনে এলো ফিকালির কথা। বুড়ো এখনও বেঁচে আছে? একবার ভাবলাম গিয়ে দেখে আসি, পরমুহূর্তে ভাবনাটা দূর করে দিলাম। জায়গাটা আমার পছন্দ হয়নি। তাছাড়া ফিকালির ভবিষ্যদ্বাণী শোনার কোন ইচ্ছে নেই আমার।

সূর্যের শেষ রশ্মি আলোয় দেখলাম ফিকালির পাহাড়ী আস্তানার দিক থেকে সরু আঁকাবাঁকা পথটা ধরে কে যেন আসছে আমাদের দিকে। মেয়ে না পুরুষ বুঝতে পারলাম না। আস্তে আস্তে কাছে আসছে মানুষটা। পরনে একটা বোরখা, মুখ ঢেকে রেখেছে। দেহের গড়ন দেখে বুঝলাম যথেষ্ট লম্বা। আমার তিন গজের মধ্যে এসে থেমে দাঁড়াল মূর্তিটা।

'কে তুমি?' জানতে চাইলাম। 'এখানে কি করছ?'

'আমাকে চেনেন না আপনি, মাকুমজান?' নরম একটা স্বর জিজ্ঞেস করল।

'মুখ ঢেকে রাখলে চিনব কেমন করে! কিন্তু গলাটা স্বরটা...গলার স্বরটা...'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ, আমি মামীনা। গলার আওয়াজ চিনতে পেরেছেন বলে খুব ভাল লাগল।' ঝটকা দিয়ে বোরখার মুখটা খুলে ফেলল মামীনা। দেখলাম ওর অপরূপ চেহারা। অজান্তেই ওয়্যাগন থেকে লাফ দিয়ে নেমে ওর হাত ধরলাম আমি।

শক্ত করে আমার হাত ধরে থাকল মামীনা। দেখলাম ওর চোখে টলটল করছে অশ্রু।

'সত্যিকারের একজন বন্ধুর দেখা পেয়ে আমি সত্যিই আনন্দিত,' অস্ফুট স্বরে বলল মামীনা।

'কেন,' বললাম, 'এখন তুমি তো বিরাট নেতার স্ত্রী। বন্ধুর নিশ্চই কোন অভাব নেই?'

'বন্ধু নেই আমার, মাকুমাজান,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল মামীনা, 'আছে শুধু সমস্যার পাহাড়। আমার স্বামী এতেই হিংসা করে যে আমার কোন বন্ধু থাকার উপায় নেই।'

'তবু তোমার স্বামী তো আছে। এতোদিনে নিশ্চই...'

হাত ঝাপটা মারল মামীনা বাতাসে। 'স্বামী! ও না থাকলেই ভাল হতো। তুমি তো জানো একজন মাত্র পুরুষমানুষ ছাড়া আর কারুর প্রতি কোন আকর্ষণ ছিল না আমার।'

'নিশ্চই সাড়ুকোর কথা বলতে চাইছ?'

'বলো তো, মাকুমাজান, সাদা মানুষরা কি বোকা হয়?' আমার চোখে তাকাল মামীনা। সেই দৃষ্টি চোখে, যে দৃষ্টি দেখেছিলাম অনেকদিন আগে উমবেজির তীরে।

তাড়াহুড়ো করে বললাম, 'পছন্দ যদি নাই করো তাহলে তোমার ওকে বিয়ে করাই উচিত হয়নি। ইচ্ছের বিরুদ্ধে তো বিয়ে দেয়া হয়নি তোমাকে।'

'কাউকে যদি দুটো ঝোপের মধ্যে যেকোন একটাতে বসতে বলা হয় তাহলে যে ঝোপে কাঁটা কম সে সেটাতেই বসবে। যদিও পরে হয়তো বোঝা যায় দেখা যায়নি এমন কাঁটা শতশত আছে সে ঝোপে। মানুষ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, মাকুমাজান।'

'একা এখানে কি করছ, মামীনা?'

'শুনলাম তুমি এদিক দিয়েই যাবে। সেজন্যে এসেছি, সত্যি বলছি। মিথ্যে বলব না, যিকালির সঙ্গে দেখা করাটাও আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল। জানতে চেয়েছি স্বামীকে ঘৃণা করে এমন স্ত্রীদের কি করা

www.BanglaBook.org

উচিত।'

'তো কি বলল সে?'

'বলল জুলুল্যান্ডের লোক নয় এমন কাউকে যদি আমি ঘৃণা না করি তাহলে যাতে তার সঙ্গে পালিয়ে যাই।' আমার ওপর থেকে চোখ সরাল মামীনা, ওয়াগন আর ঘোড়াগুলো দেখল।

'আর কিছু বলেনি সিকালি, মামীনা?'

'বলেছে যদি না পালাই তাহলে যেন অপেক্ষা করি। একদিন নতুন কেউ আসবে আমার জীবনে।'

'আর কিছু?'

'তোমার কাছে মিথ্যে বলব না আমি, মাকুমাজান, বলেছে যারা আমার কাছে আসবে তাদের পরিণতি ভাল হবে না।'

ঝরঝর করে কাঁদছে মামীনা। এবার সত্যিকারের কান্না। উমবেজির ক্রালের সেই নকল কান্না নয়।

'তোমার কাছে মিথ্যে বলব না আমি, মাকুমাজান, যারা আসবে তারা দুর্ভাগ্যের শিকার হবে। সেজন্যেই, মাকুমাজান, তোমাকে আমি পালিয়ে যেতে বলি না আমাকে নিয়ে। তুমি একমাত্র পুরুষ যাকে আমি সত্যি পছন্দ করেছি। আমি যদি চাইতাম তাহলে তোমাকে পালাতে রাজি করিয়ে ফেলতে পারতাম। যদিও আমি কালো আর তুমি সাদা, কিন্তু তুমি রাজি হতে। কিন্তু তোমাকে আমি প্রভাবিত করব না। আমার জালে জড়িয়ে তোমার কোন ক্ষতি হোক তা আমি চাই না। নিজের নিজের পথে চলব আমরা। ভাগ্য আমাকে যেখানে নিয়ে যায় সেখানেই যাব। এক কাপ পানি খেয়ে, মাকুমাজান, খেয়ে রওনা হয়ে যাব আমি। মাত্র এক কাপ পানি চাইছি, মাকুমাজান, আর কিছু নয়। চিন্তা কোরো না, আমার কোন ক্ষতি হবে না। সামনের পাহাড়ে আমার জন্যে একজন প্রহরী অপেক্ষা করছে, সে আমাকে নিয়ে যাবে।' পানিতে চুমুক দিয়ে কাপটা ফেরত দিল মামীনা, বলল, 'পানির জন্যে ধন্যবাদ, মাকুমাজান। এবার আমি আসি। পরে আবার অবশ্যই দেখা হবে।—ও আরেকটা কথা, সিকালি বলেছে সে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। মাকুমাজান, আমার বাবা তার স্বামীর সঙ্গে তোমার ব্যবসা নিশ্চই ভাল হয়েছে?' ওয়াগনের পাশে আমার চুল আঁচড়ানোর ঝুলন্ত আয়নাটা ঝুলছে। ওটা দেখাল মামীনা। 'ওটা আমাকে দাও, মাকুমাজান! ওটাতে আমি যখন নিজেকে দেখব তখন তোমাকেও দেখতে পাব। তুমি জানো

www.BanglaBook.org

না কত ভাল লাগবে আমার।'

আয়নাটা দিলাম। ওটা নিয়ে চওড়া হাসি ফুটিয়ে রওনা হয়ে গেল মাহীনা। পেছন থেকে চেয়ে রইলাম আমি; একাকী, নিঃসঙ্গ একজন মানুষ, এমন এক জায়গায় তাকে যেতে হচ্ছে যেখানে সে যেতে চায় না। আবার বোরখা পরে নিয়েছে মাহীনা, একটু পরই ঢালের মাথায় উঠে ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল। গলার কাছে একটা কি যেন আটকে গেছে বলে মনে হলো আমার। মাহীনা কৌশলী, চতুর, নিষ্ঠুর, কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু কি যেন এক অজানা আকর্ষণ আছে ওর, যেটা এড়ানো যায় না।

অনেকক্ষণ পর আমি ভাবলাম কতটা সত্যি বলে গেছে মাহীনা! একবার করে সত্যি বলছে সেটি বলেছে যে আমার ধারণা হলো আরও কিছু সে গোপন করেছে। যিকালি দেখা করতে চেয়েছে সেটাও মনে পড়ল। যেতে হবে ওই ভুতুড়ে খাদের ভেতর দিয়ে। এমনকি কওলাও আমার সঙ্গী হতে রাজি নয় - ও ঘোষণা দিল, মৃত মানুষরা ঘুরে বেড়ায় ওখানে।

দীর্ঘ একটা হাঁটা হাঁটতে হলো আমাকে। নিজেকে খুব পরিশ্রান্ত আর ক্ষুদ্র মনে হলো বিশাল দুই টিলার মাঝ দিয়ে যেতে গিয়ে। মাঝে মাঝে চাঁদের আলোয় পথ দেখতে পাচ্ছি, মাঝে মাঝে শুধুই নিকষ কালো অন্ধকার : ঝোপ আর পাথরের কলাম এড়িয়ে এঁকেবেঁকে যেতে হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত গন্তব্যে পৌঁছালাম।

ক্রালের বেড়ার কাছে যেতেই এক বিশালদেহী পাহারাদার পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে পথ রুদ্ধ করে দাঁড়াল। এ যিকালির প্রহরীদের একজন। আমাকে হাতের ইশারা করে আবার হাঁটতে শুরু করল সে, যেন আমার জন্যে এতক্ষণ প্রতীক্ষা করা হচ্ছিল। এক মিনিট পর যিকালির মুখোমুখি হলাম : তার কুটিরের বাইরে বসেছি দু'জন। আগের মতোই একটা ছুরি দিয়ে কাঠের টুকরো চাঁছছে যিকালি। কিছুক্ষণ পার হয়ে গেল, আমার দিকে যিকালির কোন মনোযোগই নেই। হঠাৎ করে তাকাল চুল ঝাঁকি দিয়ে, তারপর অট্টহাসি হেসে উঠল।

'এ যে মাকুমাজান দেখছি! আমি জানতাম তুমি এদিক দিয়ে যাচ্ছ জানতাম মাহীনা তোমাকে এখানে পাঠাবে। বলো তো শুনি সেই শিং ফাটা বাস্কেভোর সঙ্গে কেমন মোলাকাত হয়েছিল?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'যা তুমি আগেই জানো তা নিয়ে আর কি কথা বলব। মামীনা বলল তুমি দেখা করতে চেয়েছ, তাই এসেছি।'

'তাহলে মামীন মিথ্যে বলেছে,' বলল যিকালি। 'প্রতি পাঁচটা কথার মধ্যে মাত্র একটা সত্যি বলে সে। সে যাই হোক, মাকুমাজান, বসো তুমি। টুলের পাশে হাঁয়ার রাখা আছে, খাও। আমাকে একটু নস্যি দিয়ো।'

'মামীনা এখানে কেন এসেছিল?' কাজের কথায় এলাম আমি।

'তোমার ওয়্যাগনের কাছে কি করছিল?' জিজ্ঞেস করল যিকালি।

'বলতে হবে না তোমাকে। আমি জানি কেন গিয়েছিল। সেনযাংগাকোনার ছেলের ক্রালে যাবে তুমি। ওখানে মজা হবে। মামীনা থাকবে। তার স্বামী সেই মাসাপো কুকুরটাও থাকবে: শুনে রাখো, মাকুমাজান, শীঘ্রি ওই কুকুরটাকে শেয়ালের দল ছিঁড়ে খাবে।'

'আমাকে বলছ কেন?'

'কারণ মামীনা আমাকে বলেছে।'

'তুমি মামীনার মাথাটা খাচ্ছ যিকালি,' বামণের কথা চিন্তা করতে করতে বললাম আমি।

'হয়তো,' হাসল যিকালি, 'হয়তো, মাকুমাজান। তবে আমি বলব ভাল কথা বলেছি। নিজের জীবনের ইতি রাস্তায় চলেছি আমি, যদি এমন হয় যে কাঁটাকে ব্যবহার করে পথের কাঁটা কিছুটা দূর করতে পারি, তাহলে করব না কেন? মামীনাও তার প্রাপ্য বুঝে পাবে। আমানসোমিতে জীবনটা ম্যাড়মেড়ে লাগছে ওর। স্বামীকে পছন্দ করতে পারছে না। যাও তুমি, মাকুমাজান। পরে সময় করতে পারলে আমাকে এসে বোলো কি ঘটেছিল। অবশ্য আমি নিজেও ওখানে হাজির হতে পারি।'

'সাডুকো ভাল আছে?' প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে জিজ্ঞেস করলাম।

'শুনলাম বিরাট এক মহীরূহে পরিণত হয়েছে সাডুকো। মামীনা ওর ছায়ায় শুতে চাইবে।...আমি ক্লান্ত মাকুমাজান, তুমিও তাই। এবার এসো। ওয়্যাগনে ফিরে যাও, মাকুমাজান, তোমাকে আমার আর কিছু বলার নেই। তবে পান্ডার ক্রালে কি ঘটল সেটা আমাকে এসে জানাতে ভুলো না: হয়তো আমিও যাব ওখানে, বলেছি তো। কে জানে? হয়তো সত্যি যাব।'

আমাদের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ কোন কথা হয়নি, পাঠকের মনে প্রশ্ন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জাগতে পারে কেন আমি অগুরুত্বপূর্ণ এই আলাপটা ডায়রিতে লিখে রাখছি। আমার জবাব হচ্ছে, আমি চরম ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলাম। বৃদ্ধ জাদুকর যিকালি আর মামীনা নিশ্চই এখন কিছু নিয়ে আলাপ করেছে যেটা ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনবে। তখনও আমি জানি না সেটা কি, কিন্তু কিছু একটা ঘটবে তা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। যিকালি যেই বুঝেছে মামীনা আমাকে কিছু বলেনি, আমি পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াব না, অমনি আমাকে বিদায় করতে ব্যস্ত হয়ে গেছে।

ওয়্যাগনে যাবার জন্যে রওনা দিলাম। খাদের ভেতর বাতাস ভারী। কেন যেন মনে হলো বাতাসে রক্তের স্বাদ আর গন্ধ পাচ্ছি। গাছপালার সোঁদা গন্ধটাও কেমন যেন লাগছে। মাঝে মাঝে বাতাস বইছে, সে বাতাসে দুলছে গাছগুলো, গোঙাচ্ছে, মনে হচ্ছে জীবন ফিরে পাওয়া মৃতরা অমন আওয়াজ করছে। অদ্ভুত একটা প্রভাব পড়ল আমার ওপর। ওয়্যাগনে যখন ফিরে এলাম, কাঁপছি বাঁশ পাতার মতো, সারা শরীর নেয়ে গেছে শীতল ঘামে।

কয়েক পেগ মদ গিলে নিজেকে একটু সুস্থির করে নিলাম, তারপর ঘুম দিলাম নিশ্চিন্ত মনে। ভোরের আগেই ঘুম ভাঙল। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। বাইরে উঁকি দিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। স্কওল আর শিকারিদের এখন অঘোরে ঘুমাবার কথা, অথচ ওয়্যাগনের কাছে জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে তারা, ভীত স্বরে ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। স্কওলকে ডাক দিয়ে কি ব্যাপার জানতে চাইলাম।

'কিছু না, বস্,' বলল স্কওল, 'তবে এখানে এতো অতৃপ্ত আত্মা আছে, রাতে ঘোরাফেরা করে যে...'

'কচু, গাধা,' ধমক দিলাম। 'রাতে নিশ্চই জাদুকর যিকালির সঙ্গে দেখা করতে লোক এসেছিল, আর কিছু না।'

'তাহলে, বস্, আমরা জানি না কেন তাদের দেখতে মরা মানুষের মতো দেখিয়েছে। তাদের কেউ কেউ ছিল খুবই পুত্র, পোশাক দেখে তাই মনে হয়েছে। আকাশে হাঁটছিল তারা, অন্তত ছয় ফিট ওপর দিয়ে।'

'দূর,' ওর কথা উড়িয়ে দিলাম, 'কুয়াশার মাঝে পেঁচা আর রাজার তফাৎ বোঝো না? তৈরি হয়ে নাও এখন, আমরা একটু পরই রওনা হবো। এখানের বাতাসে জ্বরের প্রকোপ আছে।'

'নিশ্চই, বস্!' লাফিয়ে নির্দেশ পালন করতে ছুটল স্কওল। আমি জীবনে কোনদিন দেখিনি এতো দ্রুত যাত্রার জন্যে ওয়্যাগন প্রস্তুত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হতে।

পথে কোন দুর্ঘটনা ছাড়াই রাজা পান্ডার শহরে হাজির হলাম। একজন শিকারিকে আগে পাঠিয়ে দিলাম, সে রাজার কাছে আমার আগমনী বার্তা পৌঁছে দেবে। এখানের কাছে পৌঁছে দেখি অপেক্ষা করছে আমার বন্ধু মাপুটা।

'শুভেচ্ছা জানবেন, মাকুমাজান,' বলল সে, 'রাজা আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাকে জানাতে যে আপনি আমন্ত্রিত। তাছাড়া ক্যাম্প করার ভাল একটা জায়গাও দেখাতে এসেছি আমি, আর আপনাকে এশহরে ব্যবসা করার অনুমতিও দেয়া হয়েছে। রাজা জানেন আপনার লেনদেন সবসময় ন্যায্য হয়।'

ধন্যবাদ জানালাম, তারপর বললাম রাজার জন্যে উপহার নিয়ে এসেছি, রাজা দেখা করার অনুমতি দিলে সঙ্গে নিয়ে যাব। জানিয়ে দিলাম মাপুটাকে; খুব খুশি হলো সে। আমার সঙ্গে ওয়্যাগনে চেপে ক্যাম্প করার নির্ধারিত জায়গায় নিয়ে এলো আমাদের।

সত্যি জায়গাটা চমৎকার। ছোট একটা উপত্যকা। গরুর জন্যে পর্যাপ্ত সবুজ ঘাস রয়েছে। রাজার নিষেধ থাকায় এখানে গরু চরানো হয় না। উপত্যকার মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে ছোট্ট একটি ঝর্না। সামনে তাকালে দেখা যায় শহরে ঢোকার দরজাটা; কে আসছে কে যাচ্ছে তা এখানে বসেই দেখতে পাব আমি।

'সময়টা এখানে আপনার ভাল কাটবে, মাকুমাজান,' বলল মাপুটা। 'যদিও শহরে প্রচুর লোক আসার কথা, কিন্তু রাজা নির্দেশ দিয়েছেন এই উপত্যকায় আপনার লোক ছাড়া আর কেউ থাকতে পারবে না।'

'রাজাকে আমার ধন্যবাদ জানিয়ো। কিন্তু প্রচুর লোক আসার কারণটা কি, বলো তো?'

'সব জুলুরা আসবে রাজাকে দেখা দিতে,' বলল মাপুটা। 'কেউ বলছে এই আয়োজন কেটিওয়ায়ো করেছে, কেউ বলছে উমবেলাজি। তবে আমি জানি আয়োজনটা করেছে সাডুকো, আপনার পুরনো বন্ধু। কি তার উদ্দেশ্য তা অবশ্য জানি না।' চেহারায় অস্বস্তি ফুটল মাপুটার। 'আমি শুধু আশা করছি দুই রাজপুত্রের মধ্যে রক্তারক্তি হবে না।'

'সাডুকো তাহলে বড় এক শক্তি হয়ে উঠেছে, মাপুটা?'

'হুঁ। রাজার কানের কাছে সে ফিসফিস করলে যতটা কাজ হয় অন্যে চিৎকার করলেও তা হয় না। নিজেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে। আপনাকে ওর জন্যে অপেক্ষা করতে হবে, মাকুমাজান, সে আপনার জন্যে অপেক্ষা করবে না।'

'তাই? বড় গাছও অনেক সময় ঝড়ের প্রকোপে পড়ে যায়।'

আস্তে করে মাথা দোলাল মাপুটা। 'ঠিকই বলেছেন, মাকুমাজান। আমার জীবনে আমি অনেককে বড় হতে দেখেছি। তাদের অনেককে পড়ে যেতেও দেখেছি সে যাই হোক, আপনার ব্যবসা এখানে ভাল হবে বলে মনে হয়। যাই ঘটুক, আপনার কোন ক্ষতি হবে না। আপনাকে সবাই পছন্দ করে।' বিদায় নিল মাপুটা, যাবার আগে বলল, 'আপনার বার্তা রাজার কাছে পৌঁছে দেব; আর রাজা আপনার জন্যে একটা ষাঁড় পাঠিয়েছেন, যাতে আপনি তাঁর বাড়িতে এসে অভুক্ত না থাকেন।'

বিকেলে রাজার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। উপহার দিলাম কয়েকটা ইংলিশ টেবিল নাইফ। খুব খুশি হলো পান্ডা, যদিও সে জানে না ওগুলো কিভাবে ব্যবহার করতে হয়। সঙ্গে কাঁটাচামচ নেই ওগুলোর, কাজেই জিনিসগুলো আসলে অকেজো। তবে সেটা পান্ডা জানে না।

রাজাকে একই সঙ্গে খুব ক্লান্ত আর উত্তেজিত মনে হলো। তাকে ঘিরে রেখেছে সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেনরা, রাজা ব্যস্ত; কাজেই ব্যক্তিগত কোন আলাপ হলো না। দেরি না করে বিদায় নিলাম আমি। হেঁটে চলে আসছি, এমন সময়ে দেখা হলো সাদুকোর সঙ্গে।

সাদুকো বেশ দূরে থাকতেই ওকে দেখলাম আমি। ওর পেছনে আসছে অনুচররা। বুঝলাম আমাকে সে দেখেছে। কি করব এক মুহূর্তে স্থির করে ফেললাম। সোজা হাঁটলাম ওর আসার পথে, মুখোমুখি হলাম ওর। আমাকে পথ ছেড়ে দিতে হবে, অথচ সাদুকো এতো লোকের সামনে তা করতে রাজি নয়। আমি যেন তাকে চিনিই না এমন ভঙ্গিতে গায়ে ধাক্কা দিয়ে পাশ কাটিয়ে এগোলাম। যা ভেবেছিলাম, আমি পার হয়ে যেতেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে সাদুকো, বলল, 'আমাকে কি আপনি চেনেন না, মাকুমাজান?'

'কে?' জিজ্ঞেস করলাম। 'বন্ধু, তোমার চেহারাটা পরিচিত লাগছে। নামটা যেন কি তোমার?'

'সাদুকোকে আপনি ভুলে গেছেন?' দুঃখিত সুরে প্রশ্ন করল সাদুকো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'না, ভুলিনি,' জবাব দিলাম আমি, 'চিনতে পেরেছি এখন তোমাকে। তবে তুমি অনেক বদলে গেছ, মোটা হয়েছ বলেই হয়তো। ভাল আছো তো, সাড়ুকো? এবার আমাকে যেতে হয়। বিদায়। ওয়্যাগনে যেতে হবে আমাকে; তুমি যদি কথা বলতে চাও তাহলে ওখানেই পারো আসতে।'

জবাব যোগাল না হতভম্ব সাড়ুকোর ঠোঁটে। মপুটা আর কয়েকজন আছে আমার সাথে, ওরা জোরেই হেসে [illegible] লোককে বড় হতে এমন কাউকে অপদস্থ হতে দেখলে [illegible] খুশি হয় ততটা আর কোন জাতের লোক বোধহয়...

কয়েক ঘণ্টা পর সাঁঝ যখন ওর সাথে তখন দেখা করতে এলো সাড়ুকো। সঙ্গে তার স্ত্রী সুন্দরী নাডিও রয়েছে। নাডির কোলে সুন্দর একটা বাচ্চা। উঠে দাঁড়িয়ে নাডিকে সম্মান দেখালাম আমি, ক্যাম্প টুলটা দিলাম বসার জন্য। ওটাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখল নাডি, বসল মাটিতে। টুলটা নিয়ে নিজেই বসলাম আমি, সাড়ুকোর দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিলাম। যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে সাড়ুকোর, বিনয়ী এবং বন্ধু বৎসল হয়ে উঠেছে আবার।

ওর উত্থানের কথা ভাবতে গেলে অবাক লাগে। মুহূর্তে গরীব একজন মানুষ থেকে বিরাট ক্ষমতাশালী ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে সাড়ুকো। কতটা ক্ষমতা সেটা ধীরেসুস্থে আমাকে জানাল সাড়ুকো, তারপর অপেক্ষায় থাকল আমি ওর সৌভাগ্যে বিস্ময় প্রকাশ করে সম্মান জানাব।

আমি শুধু বললাম, 'আমি সত্যি তোমার জন্যে দুঃখিত বোধ করছি, সাড়ুকো। অনেক শত্রু তৈরি করেছ তুমি। যদি তোমার পতন হয় তাহলে সেটা হবে আকাশ থেকে পাতালে পড়ে যাওয়ার সমান।'

আমার কথায় হেসে উঠল নাডি। হাসিটা সাড়ুকোকে আমার উক্তির চাইতেও বিরক্ত করে তুলল। আমি বলে চললাম, 'বাচ্চা হয়েছে তোমার দেখছি। ভাল। সমস্ত উপাধির চেয়ে একটা বাচ্চা থাকা বেশি ভাল।' নাডির দিকে তাকালাম। 'বাচ্চাটাকে একটু দেখতে পারি?'

খুব খুশি হলো নাডি। বাচ্চাটাকে আমি দুলিয়ে দোলাচ্ছি, সাড়ুকো গোমড়া মুখে বসে আছে মাটিতে, নাডি মায়ের গর্বে উচ্ছ্বসিত, এমন সময়ে ওখানে হাজির হলো মামীনা। [illegible]
[illegible]

www.BanglaBook.org

'মাকুমাজান!' মামীনাকে দেখে মনে হলো অন্য কেউ আছে সেব্যাপারে সে মোটেই সচেতন নয়। 'কতদিন পর দেখা! এক বছর! খুব ভাল লাগছে তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায়।'

বিস্ময়ে মুখটা হাঁ হয়ে গেল আমার। মনে মনে ভাবলাম বছরের বদলে সপ্তাহ বলতে গিয়ে ভুল করে বলেছে মামীনা।

'বারে' চাঁদ,' বলে চলেছে মামীনা, 'এমন একটা চাঁদও যায়নি যখন আমি তোমার কথা ভাবিনি। বারবার মনে হয়েছে আবার আমাদের দেখা হবে কিনা। ছিলে কোথায় এতদিন?'

'নানা জায়গায়,' জবাব দিলাম, 'একবার যিকালির ওখানেও গিয়েছিলাম। সেখানে আমার আয়নাটা হারাই।'

'জাদুকর যিকালি! কতোবার ভেবেছি আমি তার সঙ্গে দেখা করব। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। যিকালি কোন মেয়েকে দেখা দেবে না।'

'তোমার বেলায় হয়তো নিয়মের ব্যতিক্রম করবে সে,' বললাম আমি।

'হয়তো আমি দেখা করার চেষ্টা করব,' বিড়বিড় করে বলল মামীনা। আমি আর এব্যাপারে কথা বাড়ালাম না। বিরক্ত বোধ করছি ওর আচরণে।

এবার সাডুকোকে নিয়ে পড়ল মামীনা। অনর্গল কথায় সাডুকোর উত্থানের প্রশংসা করছে। বলল সাডুকো জীবনে উন্নতি করবে এটা সে আগেই জানত। একথায় সাডুকো পর্যন্ত বিরক্ত হলো। কোন জবাব দিল না সাডুকো। যদিও আমি খেয়াল করলাম মামীনার চেহারা থেকে নজর সরাচ্ছে না সে এক পলকের জন্যেও। তারপরই মাসাপোর উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল সাডুকো, ওর চেহারা আর আচরণ বদলে গেল, গর্বিত হয়ে উঠল সে। মাসাপো ওকে শুভেচ্ছা জানাল। তার দিকে তাকাল সাডুকো, বলল, 'আমাহোমিদের সর্দার, নীচ বংশীয় একজন মানুষকে হঠাৎ এতো শুভেচ্ছা জানাচ্ছ যে? কারণটা কি এই যে সে সম্মানিত হয়েছে? আধাপেটা খাওয়া সেই হায়েনা এখন বাঘের চামড়া গায়ে জড়িয়েছে বলে এই শুভেচ্ছা?' ক্ষুধার্ত হিংস্র বাঘের দৃষ্টিতে মাসাপোকে দেখল সাডুকো।

কোন জবাব দিল না মাসাপো। বিড়বিড় করে আপন মনে কি যেন বলে চলে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল। ইচ্ছে করে না, কিন্তু দুর্ঘটনাবশত ন্যান্ডির সঙ্গে তার ধাক্কা লেগে গেল। উল্টে চিৎ হয়ে পড়ে

www.BanglaBook.org

গেল ন্যান্ডি, বাচ্চাটা ওর হাত থেকে মাটিতে পড়ল। মাটিতে মাথা দিয়ে পড়েছে বাচ্চাটা, মাথায় ছোট একটা পাথরের গুঁতো লাগায় রক্ত বের হয়ে গেল।

বাঘের মতো সামনে বাড়ল সাড়ুকো, তারপর হাতের লাঠিটা দিয়ে মাসাপোর কাঁধে চড়াৎ করে মেরে বসল। মুহূর্তের জন্যে থমকাল মাসাপো, আমি ভাবলাম লড়বে সে। কিন্তু না, মত পাল্টে কোন কথা না বলে দৌড় দিল সে পিছে। একটু পরই গাছের ছায়ায় হারিয়ে গেল মাসাপো। মামীনা এতক্ষণ নীরবে দেখছিল, এবার হেসে উঠে বলল, 'আমার স্বামী বিশালদেহী হতে পারে, কিন্তু সাহসী নয়।' ন্যান্ডির দিকে তাকাল। 'মেয়েমানুষ, আমি মনে করি না আমার স্বামী তোমার কোন ক্ষতি করেছে।'

'তুমি কি আমার সঙ্গে কথা বলছ, মাসাপোর বউ?' শান্ত, মার্জিত অভিজাত গলায় জিজ্ঞেস করল ন্যান্ডি। মাটি ছেড়ে উঠেছে সে, হতভম্ব বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিয়েছে। 'যদি তাই হয় তাহলে তোমার জেনে রাখা ভাল, আমি রাজা পান্ডার মেয়ে রাজকন্যা ন্যান্ডি, সর্দার সাড়ুকোর স্ত্রী।'

'ক্ষমা করবেন,' বিনীত স্বরে বলল অপদস্থ মামীনা, 'আমি জানতাম না আপনি কে, রাজকন্যা।'

'বেশ, ক্ষমা করলাম।' আমার দিকে তাকাল ন্যান্ডি। 'একটু পানি দেবেন? বাচ্চাটির মাথা ধুইয়ে দিতে চাই।'

পানি আনা হলো। পরীক্ষা করে দেখা গেল সামান্য আঁচড় লেগেছে বাচ্চার মাথায়, তেমন কিছু নয়। ন্যান্ডি আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে নিজের ক্রালের দিকে চলে গেল। যাওয়ার আগে হাসিমুখে স্বামীকে বলে গেল ওর সঙ্গে যাওয়ার দরকার নেই, ক্রালের দরজার কাছে সঙ্গীরা অপেক্ষা করছে। সাড়ুকো আমার সঙ্গেই রইল। মামীনাও গেল না। অনেকক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বলল সাড়ুকো। বহু কিছু বলার ছিল তার। প্রতিটা মুহূর্ত আমি উপলব্ধি করলাম কথায় পূর্ণ মনোযোগ নেই ওর, মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে মামীনা। সর্বক্ষণ রহস্যময় হাসি হাসছে মামীনা আমাদের সামনে বসে। মাঝে মাঝে দু'একটা কথা বলছে।

রাতের আঁধার নামার পর উঠল মামীনা, বিদায় নিয়ে যাবার আগে বলে গেল আমানসেমিরা যেখানে ক্যাম্প করেছে সেখানে থাকবে সে। মাসাপোর জন্যে রাতের খাবার দিতে হবে সেজন্যে যেতে হচ্ছে, সেটাও

www.BanglaBook.org

জানাল। আকাশে মেঘ করেছে, মাঝে মধ্যেই ঝিলিক দিচ্ছে বিজলি। ঝড় আসবে, তার আগাম প্রস্তুতি চলছে আকাশ জুড়ে। যা ভেবেছিলাম, মামীনা উঠতেই সাড়ুকোও উঠে পড়ল, যাবার আগে বলল আগামীকাল দেখা হবে আবার। দেখলাম মামীনার পাশে হাঁটছে সে, মনে হলো স্বপ্নের ঘোরে আছে।

আমার একটা ঘোড়া অসুস্থ হয়ে পড়েছে। একটু পর ওটাকে দেখতে গেলাম আমি। মাঠের এক ধারে [illegible] ওটা। ওটার কাছে গিয়েছি, এমন সময়ে ঝিলমিল [illegible]। স্পষ্ট দেখলাম, একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে [illegible]কে আলিঙ্গন করছে সাড়ুকো, গভীর আবেগে চুমু দি[illegible] ঝিলিকে দেখতে পেলাম, মামীনাও সাড়া দিচ্ছে।

[illegible]নিঃশব্দে ঘোড়ার কাছে গিয়েছি আমি, তারচেয়েও নিঃশব্দে ফিরে এলাম ওয়াগনের কাছে।

## দশ

### রহস্য উদ্ঘাটন

চুমোচুমি জঙ্গলের সেই ঘটনার পর ঘটনা আর এগোয়নি। এরমধ্যে একবার সাড়ুকোর ক্রালে গেলাম। চমৎকার একটা ক্রাল। দরজার কাছে বসে আছে সাড়ুকোর জাতির কিছু লোক, আমাকে দেখে খুশি হলো তারা। ন্যাডির কাছে জানলাম বাচ্চা ভাল আছে। চলে আসব, তার আগে এলো সাড়ুকো। ওকে ঘিরে রেখেছে একদল উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তাদের মধ্যে রাজপুত্রের মতো লাগছে সাড়ুকোকে। সে জানাল, মাসাপো যে ইচ্ছে করে বাচ্চার মাকে ঠেলে ফেলেনি সেটা বুঝে মাসাপোর সঙ্গে মিটমাট করে নিয়েছে। মাসাপোর জন্যে এটা একটা আশীর্বাদ, কারণ রাজা তাকে পছন্দ করে না। মিটমাট হওয়ায় ওকে ভাল লাগল। বিদায় নিয়ে আমি গেলাম মাসাপোর এখানে। মাসাপো উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল। মামীনাকেও দেখলাম খুব খুশি হয়েছে আমি যাওয়ায়।



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দু'জনকে দেখে সুখী মনে হলো। দু'বার ম্যামীকে আদর করে ডাকল মামীনা। মাসাপো আর সাড়ুকোর সঙ্গে সমস্ত গোলযোগ মিটে গেছে। পরস্পরকে উপহার দিয়ে সবকিছু ভুলে যাবার অঙ্গীকার করেছে তারা।

মাসাপোর খুশি হওয়ার কারণ আছে। সাড়ুকো এখন জুলুল্যাণ্ডের গুটিকয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তিত্বের একজন। ইচ্ছে করলে সাড়ুকো মাসাপোর চরম সর্বনাশ করে দিতে [illegible]রাজা মাসাপোকে দেখতে পারে না। গুজব আছে মাসাপো [illegible] চায়, সেজন্যে জাদুবিদ্যার চর্চাও করে। সাড়ুকোর [illegible] হওয়ায় সে খুশি, কারণ যারা এসব গুজব রটিয়েছে [illegible] পড়ে তাহলে এখন শাস্তি পাবে।

[illegible] আমি। শান্ত দেখাতে পারলাম, এ শান্ত ভাব একটা [illegible]বেশের আড়ালে আছে প্রচণ্ড একটা ঝড়। পানি এতো শান্ত হলেও যেকোন মুহূর্তে পাহাড় প্রমাণ ঢেউ আছড়ে পড়তে পারে।

আমার কি করার আছে? আমি কি বলতে যাব নাকি যে মাসাপোর বউ আরেকজনের আদর পেয়ে ধন্য বোধ করছে? আমার কি, মাসাপোর সমস্যা মাসাপো বুঝবে, পারলে নিজের বউকে সামলাক সে। বললে সাড়ুকো আর মামীনা দু'জনই অস্বীকার করবে। এঘটনার আমি ছাড়া আর কোন সাক্ষী নেই। বলা উচিত ছিল মাসাপোকে যে মিটমাট করাটা সাড়ুকোর উদ্দেশ্য নয়, নিজের নিরাপত্তার দিকে মাসাপোর খেয়াল রাখা উচিত? সাড়ুকোর উদ্দেশ্য ভিন্ন সেটা আমি নিশ্চিত হলো কি করে। কিছু বলা আমার উচিত নয়। তাতে শত্রুতা সৃষ্টি হবে। আমাকে বলা হবে মিথ্যেবাদী, গোপন কোন উদ্দেশ্যে অশান্তি সৃষ্টি করছি।

পাণ্ডার কাছে গিয়ে নিজের সন্দেহের কথা বলব? পাণ্ডা নানা কাজে এতোই ব্যস্ত যে আমার কথা শোনার ধৈর্য তার হবে না। শুনলেও হয়তো হেসেই উড়িয়ে দেবে। দেখতে পাচ্ছি চুপচাপ বসে কি ঘটে দেখা ছাড়া আসলে আমার এখন কিছুই করার নেই। হয়তো অযথাই বিপদের আশঙ্কা করছি আমি।

পরবর্তী দু'সপ্তাহে এতো লোক শহরে এলো যে আমার দু'ওয়াগন ভর্তি মালপত্র, ছুরি, কাঁচ, কাপড় ইত্যাদি সব বিক্রি হয়ে গেল। ভাল দাম পেলাম ক্রেতাদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতার কারণে। প্রচুর গরু আর হাতির দাঁত হাতে এসে গেল আমার। এক ওয়াগনে সব ভাঁজ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করে নাটাংগে পাঠিয়ে দিলাম, পেছনে রয়ে গেলাম আমি। একটা কারণ, পান্ডা আমার পরামর্শ চাইছে কিছু ব্যাপারে। দ্বিতীয় কারণ, আমি বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠেছি কি ঘটে দেখতে।

কৌতূহলী হওয়ার মতোই এখন পরিস্থিতি শহরে। কখন যে দুই রাজপুত্র কেটেওয়ায়ো আর উমবেলাজির মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায় তা কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারে না।

তবে যুদ্ধ লাগল না। উমবেলাজি ভিড় থেকে দূরে রইল অসুখের কথা বলে। সাডুকো আর কয়েকজন অনুচরের ওপর দায়িত্ব বর্তাল তার স্বার্থ দেখার। তাছাড়া 'বৃদ্ধ পাঞ্জে' রেজিমেন্টটাকে শহরে আসতে নিষেধ করে দেয়া হলো। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সবাই, বিশেষ করে রাজা পান্ডা।

[redacted]টা কাল উৎসবের লোকদের সাক্ষাৎ দিয়ে বিদায় করে দিল রাজা। সবাইকে একসাথে রেখে খাওয়াবার সামর্থ্য এমনকি রাজারও নেই। আমানসেঙ্গিরা প্রথম দিকে এসেছিল, কাজেই দ্রুত বিদায় দেয়া হলো তাদের। কিন্তু কেন যে মাসাপো, মামীনা, মাসাপোর কয়েকজন ছেলে আর মোড়লদের কয়েকজনকে থাকতে বলা হলো তা বুঝলাম না। আমার মন বলল মামীনা ইচ্ছে করলে এই ব্যতিক্রমের কারণটা ব্যাখ্যা করতে পারে।

ঘটনা ঘটতে শুরু করল। মাসাপোর পরিবারের আশেপাশে যারা অবস্থান নিয়েছিল তারা অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগল। সাডুকোও অসুস্থ হয়ে পড়ল। তিনদিন তাকে দেখা গেল না, তারপর চতুর্থ দিন ক্রাল থেকে বের হলো সে, চেহারা শুকনো। যদিও আমার মনে হলো না শারীরিক ভাবে সে মোটেও দুর্বল হয়ে পড়েছে। অসুস্থতা কেটে গেল, কিন্তু এবার এমন একটা ঘটনা ঘটল যেটা ভবিষ্যতে পরিস্থিতি পালটে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

তথাকথিত অসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার পর স্রষ্টার কাছে ভাল প্রার্থনা করে একটা ভোজের আয়োজন করল সাডুকো। কয়েকটা ষাঁড় জবাই করা হলো এ উপলক্ষ্যে। অনুষ্ঠানের শেষ দিকে আমি অংশ নিলাম। আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়ে এসেছে এমন সময়ে সাডুকো নান্ডিকে ডেকে পাঠাল প্রথমে নান্ডি আসতে চায়নি কারণ অনুষ্ঠানে কোন মেয়ে ছিল না। আমার ধারণা সাডুকো তার বন্ধুদের দেখাতে চাইছিল যে রাজার মেয়েকে বিয়ে করেছে সে, একটা সন্তানও হয়েছে,

www.BanglaBook.org

যে সন্তান একদিন বিরাট পদমর্যাদার অধিকারী হবে। অত্যন্ত গর্বিত মানুষে পরিণত হয়েছে সাড়ুকো। বীয়ার খাওয়ায় এবং সঙ্গীদের সাহচর্যে তার গর্ব এখন আরও বেড়ে গেছে।

কিছুটা দেরি করে এলো ন্যান্ডি, কোলে বাচ্চা। ছেলেটাকে ন্যান্ডি এতোই ভালবাসে যে কখনও কাছ ছাড়া করে না। শান্ত মার্জিত ভঙ্গিতে প্রথমে আমাকে অভ্যর্থনা জানাল ন্যান্ডি, তারপর অন্যান্যদের। মাসাপো বসে বসে রাক্ষসের মতো খাচ্ছে। ওর সামনে অন্যান্যদের চেয়ে বেশি সময় দিল ন্যান্ডি, বেশ কিছুক্ষণ কথা বলল। জিজ্ঞেস করল তার বড় মাসীমা কেমন আছে। অন্যান্যদের কুশলও জানতে চাইল। আমি বুঝলাম মাসাপোকে নিশ্চিন্ত করতেই সময় বেশি দিল ন্যান্ডি, বুঝিয়ে দিল কয়েক দিন আগের সেই বাচ্চা সংক্রান্ত দুর্ঘটনা সে মনে রাখেনি।

জবাবে উঠে দাঁড়াল মাসাপো। বীয়ার খাওয়ায় টলছে সামনে পেছনে। ন্যান্ডিকে ধন্যবাদ জানাল চমৎকার এই ভোজের জন্যে, তারপর বাচ্চাটার প্রশংসা শুরু করল। থামছেই না সে। আর সবার মাঝে অসন্তোষের গুঞ্জন উঠল। জুলুদের মতে বাচ্চাদের দৈহিক সৌন্দর্যের প্রশংসা করা বাচ্চার জন্যে ক্ষতিকর। যে তা করে সে বাচ্চার ক্ষতি করার ইচ্ছে নিয়েই প্রশংসা করে। মাসাপো বাচ্চাটাকে প্রায় কেড়ে নিয়ে দেখল কোথায় আঘাত লেগেছিল। কোন চিহ্ন না দেখতে পেয়ে পুরু ঠোঁট দিয়ে সে চুমু খেল বাচ্চাটাকে।

ন্যান্ডি বাচ্চাটাকে নিয়ে নিল, তারপর বলল, 'আমাসেমির সর্দার, তুমি কি চাও আমার বাচ্চা মারা যাক?'

কথা শেষ করে খাওয়ারত লোকদের কাছ থেকে সরে গেল রাজকন্যা। চারপাশে অস্বস্তিকর নিরবতা নামল।

আমি দেখলাম সাড়ুকো দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরেছে, চেহারায় আশঙ্কার ছাপ। মাসাপোর নামে গুজব আছে সে জাদুকর। পরিস্থিতি খারাপ দিকে মোড় নিতে পারে। আমি সাড়ুকোর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে এলাম।

আমি আসার পর কি ঘটেছে জানি না, কিন্তু ভোর বেলায় আমার চাকর স্কওল ডাক দিয়ে ঘুম থেকে তুলল, জানাল সাড়ুকোর কাছ থেকে একজন বার্তাবাহক এসেছে, সে অনুরোধ করছে আমি যেন এক্ষুণি দেরি না করে সাড়ুকোর ক্রালে যাই, সঙ্গে যেন সাদামানুষদের ওষুধও নিই। সাড়ুকোর বাচ্চা নাকি গুরুতর অসুস্থ। ওষুধের বাক্স নিয়ে রওনা

www.BanglaBook.org

হলাম আমি।

সূর্য মাত্র উঠেছে, সাড়ুকোর ক্রালের কাছে যেতে সাড়ুকো স্বয়ং আমাকে অভ্যর্থনা জানাল, চেহারায় দুশ্চিন্তার স্পষ্ট ছাপ

'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'ওই মাসাপো হারামজাদি আমার ছেলেকে জাদু করেছে,' বলল সাড়ুকো, 'আপনি বাঁচাতে না পারলে ছেলেটা আমার মরে যাবে।'

'[illegible] মারাত্মক [illegible],' আমি বললাম, 'অসুস্থ হয়ে থাকলে ওর নিশ্চই কোন কারণ থাকবে।'

'আগে ওকে দেখে যান,' বলল সাড়ুকো।

বড় কুটিরে ভেতরে ঢুকলাম। দু'জন জুলু কাফির চিকিৎসক উপস্থিত আছে, পাশে মাটিতে বসে আছে পাথরের মূর্তির মতো। তাকে সঙ্গ দিচ্ছে কয়েকজন মহিলা। আমাকে দেখে কোন কথা বলল না নার্ডি, শুধু আঙুল তুলে পাশেই শুয়ে থাকা বাচ্চাটাকে দেখাল।

এক নজর দেখেই বুঝতে পারলাম আমি জানি তেমন কোন অসুখ নয় এটা। বাচ্চাটার সারা গা লাল লাল দাগড়া দাগড়া দাগে ভরে গেছে। চেহারা বিকৃত করে রেখেছে বাচ্চাটি। পানি গরম করতে নির্দেশ দিলাম আমি; ভাবছি গরম পানিতে ওকে গোসল করালে সেরে যেতে পারে। কিন্তু পানি গরম হওয়ার আগেই বাচ্চাটা একবার গুঙিয়ে উঠে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

বাচ্চা মারা গেছে বুঝে প্রথমবারের মতো কথা বলল নার্ডি। 'জাদুকর তার কাজ ঠিক মতোই করেছে,' বলে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

কি করব বুঝতে না পেরে সাড়ুকোর পেছন পেছন বাইরে বেরিয়ে এলাম আমি।

'কি কারণে মারা গেল আমার বাচ্চা, মাকুমাজান?' কাঁদছে সাড়ুকো, সুদর্শন চেহারা চোখের পানিতে ভিজে গেছে। প্রথম সন্তানকে সত্যি ভালবাসত সাড়ুকো।

'আমি জানি না,' বললাম। 'বয়স যদি ওর আরও বেশি হতো তাহলে ভাবতাম বিষাক্ত কিছু খেয়েছে; কিন্তু এতো ছোট শিশুর পক্ষে তা সম্ভব নয়।'

'কাল রাতে তো দেখলে মাসাপো ওকে চুমু খেয়েছিল,' বলল সাড়ুকো। 'ও জাদুকর। আমার ছেলের জীবনের দাম চুকাতে হবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাকে।'

'সাড়কো, কোন অন্যায় করে বোসো না। আমি ডাক্তার নই, আমার জানা নেই কি অসুখে তোমার শিশু মারা গেছে। কিন্তু ওর মৃত্যুর কারণ হাজারো অসুখ হতে পারে।'

'না, মাকুমাজান, কোন অন্যায় আমি করব না। বাচ্চা মারা গেছে জাদুবিদ্যার প্রভাবে। এরকম ভাবে আরও বাচ্চা মারা গেছে গত কয়েকদিনে। হয়তো যে কাজটা করছে, আর যাকে আমি সন্দেহ করছি সে এক লোক নয়। সেটা নির্ধারণ করা পণ্ডিতদের কাজ।' আর কোন কথা না বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাকে পেছনে রেখে চলে গেল সাড়কো।

পরদিন মাসাপোকে বিচারের মুখোমুখি দাঁড়াতে হলো। বিচারকের আসনে বসল স্বয়ং পাণ্ডা। স্বভাবতঃ বিষয়টাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে পাণ্ডা।

কোর্টে আমাকে ডাকা হলো সাক্ষী দিতে। নানা প্রশ্নের জবাব দিতে হলো। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হিসেবে উত্থাপন করা হলো দুটো প্রশ্ন। এক, বাচ্চাটাকে যখন ফেলে দিয়েছিল মাসাপো এবং সাড়কো যখন তাকে লাঠি দিয়ে বাড়ি মেরেছিল তখন কিরকম পরিস্থিতি ছিল; দুই, সাড়কোর ডেরায় বাচ্চাকে মাসাপোর চুমু খাওয়ার সময় আমি কি দেখেছি। যতো কম কথায় সম্ভব খুলে বললাম আমি দুটো ঘটনা। মাসাপো আমাকে জিজ্ঞেস করল কয়েকটা প্রশ্ন। আমি কোর্টকে জানালাম লাঠির সঙ্গে ধাক্কা লাগাটা একটা দুর্ঘটনা। আর সাড়কোর ডেরায় মাসাপো অতিথি ছিল। এব্যাপারে সাক্ষী দেয়ার পর বিদায় নিতে যাব এমন সময়ে রাজা পাণ্ডা আমাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করল যখন আমি সাড়কোর ক্রালে গেলাম তখন বাচ্চার কি অবস্থা দেখেছি।

যতোটা সম্ভব নিখুঁত বর্ণনা দিলাম। দেখলাম আমার কথায় গভীর ভাবে প্রভাবিত হচ্ছে সব বিচারকরা। এবার পাণ্ডা জিজ্ঞেস করল এরকম অসুখ আগে কখনও দেখেছি কিনা। জানালাম, না, দেখিনি।

এবার কাউন্সেলররা গোপনে আলাপ করল। আমাদের যখন আবার ডাকা হলো, রাজা খুবই সংক্ষেপে তার বিচারের ফলাফল ঘোষণা করল। যদিও সাড়কো মাসাপোকে লাঠির বাড়ি দেয়ার পর মিটমাট হয়ে গেছে, তারপরও মাসাপোর প্রতিশোধ নেয়ার একটা ব্যাপার রয়ে যায়। কিন্তু মাসাপো যদি বাচ্চাটাকে খুন করেও থাকে, কোন প্রমাণ নেই তার। তাছাড়া শিশু চেনাজানা কোন অসুখে মারা যায়নি। তবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাসাপোর সঙ্গে দেখা হয়েছে এমন বাচ্চারা যে অসুখে মরেছে সে-ও ওই একই অসুখে মরেছে। সাডুকো নিজেও অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, যেটা মাসাপোর বিরুদ্ধে শক্ত একটা প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করানো যায়। তবে রাজা এবং কাউন্সেলররা পুরোপুরি প্রমাণ ছাড়া মাসাপোকে দায়ী করতে রাজি নয়। এ কারণে এমন একজন নামকরা জাদুকরকে ডাকা হবে যে এব্যাপারে কিছুই জানে না। সেই জাদুকর কে হবে তা এখনও নির্ধারণ করা হয়নি। নির্ধারণ হলে এবং সে উপস্থিত হওয়ার পর এই কেস আবারও কোর্টে উঠবে। ততোদিন মাসাপোকে বন্দি হয়ে থাকতে হবে কড়া পাহারায়। কথা শেষ করল পান্ডা এই বলে যে মাকুমাজানকে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে যাতে সে এই ঘটনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখানে অবস্থান করে।

হতাশ, ভীত মাসাপোকে ধরে নিয়ে যাওয়া হলে রাজাকে সম্মান দেখানোর পর আমরা সবাই বিদায় নিলাম।

বুঝলাম চাকা বা ডিনগানের তুলনায় পান্ডার বিচার ক্ষমতা অনেক বেশি। যে সিদ্ধান্তে সে পৌঁছেছে তাতে জাদুকরের বিষয়টা বাদ দিলে এপর্যন্ত ন্যায্য বিচারই বলা চলে। চাকা বা ডিনগান হলে এতোক্ষণে মাসাপো এবং তার পরিবারের ঘাড়ের ওপর রাজকীয় খড়্গ নেমে আসত।

পরবর্তী আটদিন বিচারের ব্যাপারে আর কোন কথা হলো না। আটদিন পর আমাকে ডাকা হলো জাদুকরের সামনে উপস্থিত হতে। রক্তাক্ত বর্বর অনুষ্ঠান কোন জাদুকর পরিচালনা করবে ভাবছি মনে মনে, হাজির হলাম ওখানে। আমি যেখানে ক্যাম্প করেছি সেই উপত্যকার মুখে বিস্তৃত সমতল ভূমিতে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনেক দর্শক। তাদের ভেতরের সারিতে আছে সম্মানীয় সর্দার। সাডুকো, মাসাপো, মামীনা আরও অন্যান্যদের দেখলাম দর্শকদের মাঝে। সৈনিকরা কড়া পাহারা দিচ্ছে, যাতে কোন অঘটন না ঘটে।

কুণ্ডলের অন্য একটা ক্যাম্প টুলে মাত্র বসেছি, এমন সময়ে ক্রালের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এগিয়ে এলো রাজা পান্ডা এবং তার মন্ত্রীবর্গ। তাদেরকে রাজকীয় সালাম জানানো হলো। নিচু একটা গুঞ্জন উঠল ভিড়ের মাঝে। নিরবতা নামতে মুখ খুলল পান্ডা। 'জাদুকরকে নিয়ে এসো। অনুসন্ধান শুরু হোক!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যে লোক বেরিয়ে এলো শহরের দরজা দিয়ে তাকে মানুষ বলে মনে হলো না। বিরাট একটা মাথা, দীর্ঘ সাদা জটা পাকানো চুল, ছোটখাটো দেহ। সে আর কেউ নয়, যিকালি!

গোল হয়ে দাঁড়ানো দর্শকদের পার হয়ে কোটরে বসা চোখ দুটো দিয়ে সবাইকে এক পলক দেখল সে, নজর স্থির হলো রাজার ওপর।

'কেন ডেকেছ আমাকে সেনয়াংগাকোনার ছেলে?' জিজ্ঞেস করল। 'আমাদের শেষ দেখার পর বহুদিন গড়িয়ে গেছে।' নিরবতায় থমথম করে উঠল যিকালির কণ্ঠস্বর। শ্রোতারা রাজার জবাবের আশায় অপেক্ষা করছে। অস্বস্তি বোধ করছে সবাই। রাজা পান্ডাও। প্রত্যেকে ভয় পায় যিকালিকে।

টুলে নড়েচড়ে বসে অস্বস্তি দূর করতে চেষ্টা করল পান্ডা। 'তুমি তো সবই জানো, তোমার জ্ঞান অসীম, তোমাকে বলার ধৃষ্টতা আমাদের নেই।'

রাজার কথায় মৃদুহাসি হেসে উঠল যিকালি। 'সেনয়াংগাকোনার ছেলে তাহলে স্বীকার করছে আমি জ্ঞানী? তাহলে ঘটনার শেষ যখন হবে তাহলে সবাই মনে করবে আমি আসলেই জ্ঞানী।'

আবার হেসে উঠল যিকালি, দ্রুত কথা বলল, যেন ভয় পাচ্ছে তার কথার অর্থ জানতে চাইবে কেউ।

'আমার সম্মানী কই? রাজা কি এতোই গরীব হয়ে গেল যে জাদুকরকে বিনা সম্মানীতে ডেকেছে, যেন সে কোনও পঙ্গু মানুষ?'

হাতের ইশারা করল পান্ডা। দশটা চমরকের বান্ডুর নিয়ে আসা হলো।

'আমার ক্রালে পৌঁছে দাও গুলো,' বলল যিকালি, 'একটা ষাঁড়ও দিয়ো, আমার কোন ষাঁড় নেই।'

পশুগুলো সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। মাটিতে বসল যিকালি, জন্তুর দিকে তাকাল একদৃষ্টিতে। বিরাট একটা ব্যাঙের মতো লাগছে তাকে দেখতে। দশ মিনিট পেরিয়ে গেল, এখনও তাকিয়েই আছে যিকালি। আমি গভীর মনোযোগে তাকে লক্ষ করছি। মনে হলো আমি যেন বিবশ হয়ে গেছি।

'হ্যাঁ, আমি দেখতে পাচ্ছি,' বলে উঠল যিকালি অবশেষে, 'আমি দেখতে পাচ্ছি। বান্ডুতে অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছি। বান্ডু আমাকে অনেক কথা বলছে: বন্ডু জীবন্ত। বন্ডু, তুমি দেখাও যে তুমি জীবন্ত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এলাম আমি।

সূর্য মাত্র উঠেছে, সাড়ুকোর ক্রালের কাছে যেতে সাড়ুকো স্বয়ং আমাকে অভ্যর্থনা জানাল, চেহারায় দুশ্চিন্তার স্পষ্ট ছাপ।

'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'ওই মাসাপো হারামজাদি আমার ছেলেকে জাদু করেছে,' বলল সাড়ুকো। 'আপনি বাঁচাতে না পারলে ছেলেটা আমার মরে যাবে।'

'জাদুকাদু যা-তা সব [illegible] বললাম। 'অসুস্থ হয়ে থাকলে তার নিশ্চই কোন [illegible]'

'আগে ওকে দেখে নিন,' বলল সাড়ুকো।

বড় ঘরটার ভেতরে ঢুকলাম। দুজন কাফ্রি চিকিৎসক উপস্থিত আছে। নান্ডি মাটিতে বসে আছে পাথরের মূর্তির মতো। তাকে সঙ্গ দিচ্ছে কয়েকজন মহিলা। আমাকে দেখে কোন কথা বলল না গাবি, শুধু [illegible] শুয়ে থাকা বাচ্চাটাকে দেখাল।

এক নজর দেখেই বুঝতে পারলাম আমি জানি তেমন কোন অসুখ নয় এটা। বাচ্চাটার সারা গা লাল লাল দাগড়া দাগড়া দাগে ভরে গেছে। চেহারা বিকৃত করে রেখেছে বাচ্চাটা। পানি গরম করতে নির্দেশ দিলাম আমি, ভাবছি গরম পানিতে ওকে গোসল করালে সেরে যেতে পারে। কিন্তু পানি গরম হওয়ার আগেই বাচ্চাটা একবার ফুঁপিয়ে উঠে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

বাচ্চা মারা গেছে বুঝে প্রথমবারের মতো কথা বলল নান্ডি। 'জাদুকর তার কাজ ঠিক মতোই করেছে,' বলে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

কি করব বুঝতে না পেরে সাড়ুকোর পেছন পেছন বাইরে বেরিয়ে এলাম আমি।

'কি কারণে মারা গেল আমার বাচ্চা, মাকুমাজান?' কাঁদছে সাড়ুকো, সুদর্শন চেহারা চোখের পানিতে ভিজে গেছে। প্রথম সন্তানকে সত্যি ভালবাসত সাড়ুকো।

'আমি জানি না,' বললাম। 'বয়স যদি ওর আরও বেশি হতো তাহলে ভাবতাম বিষাক্ত কিছু খেয়েছে। কিন্তু এতো ছোট শিশুর পক্ষে তা সম্ভব না।'

'কাল রাতে তো দেখলে মাসাপো ওকে চুমু খেয়েছিল,' বলল সাড়ুকো। 'ও জাদুকর। আমার ছেলের জীবনের বদলা চুকাতে হবে


BanglaBook.org

তাকে।'

'সাডুকো, কোন অন্যায় করে বোসো না। আমি ডাক্তার নই, আমার জানা নেই কি অসুখে তোমার শিশু মারা গেছে। কিন্তু ওর মৃত্যুর কারণ হাজারো অসুখ হতে পারে।'

'না, মাকুমাজান, কোন অন্যায় আমি করব না। বাচ্চা মারা গেছে জাদুবিদ্যার প্রভাবে। একই ভাবে আরও বাচ্চা মারা গেছে গত কয়েকদিনে। হয়তো যে কাজটা করছে [illegible]তাকে আমি সন্দেহ করছি সে এক লোক নয়। সেটা নির্মম [illegible]দের কাজ।' আর কোন কথা না বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাকে ছেড়ে চলে গেল সাডুকো।

পরদিন মাসাপোকে বিচারকের মুখোমুখি দাঁড়াতে হলো। বিচারকের আসনে এসেছেন স্বয়ং রাজা পান্ডা, এখানেই বিষয়টাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে সবাই।

কোর্ট আমাকে ডেকে নিল সাক্ষী দিতে। নানা প্রশ্নের জবাব দিতে হলো। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হিসেবে উত্থাপন করা হলো দুটো প্রশ্ন: এক, ন্যাড়াকে যখন ঠেলে দিয়েছিল মাসাপো এবং সাডুকো যখন তাকে লাঠি দিয়ে বাড়ি মেরেছিল তখন কিরকম পরিস্থিতি ছিল; দুই, সাডুকোর কোলে বাচ্চাকে মাসাপোর চুমু খাওয়ার সময় আমি কি দেখেছি। যতো কম কথায় সম্ভব খুলে বললাম আমি দুটো ঘটনা। মাসাপো আমাকে জিজ্ঞেস করল কয়েকটা প্রশ্ন। আমি কোর্টকে জানালাম ন্যাড়ার সঙ্গে ধাক্কা লাগাটা একটা দুর্ঘটনা। আর সাডুকোর কোলে মাসাপো মাতাল ছিল। এখানেই সাক্ষ্য দেয়ার পর বিদায় নিতে যাব এমন সময়ে রাজা পান্ডা আমাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করল যখন আমি সাডুকোর ক্রালে গেলাম তখন বাচ্চার কি অবস্থা দেখেছি।

যতোটা সম্ভব নিখুঁত বর্ণনা দিলাম। দেখলাম আমার কথায় গভীর ভাবে প্রভাবিত হচ্ছে সব বিচারকরা। এবার পান্ডা জিজ্ঞেস করল এরকম অসুখ আগে কখনও দেখেছি কিনা। জানালাম, না, দেখিনি।

এবার কাউন্সিলররা গোপনে আলাপ করল। আমাদের যখন আবার ডাকা হলো, রাজা খুবই সংক্ষেপে তার বিচারের ফলাফল ঘোষণা করল। যদিও সাডুকো মাসাপোকে লাঠির বাড়ি দেয়ার পর মিটমাট হয়ে গেছে, তারপরও মাসাপোর প্রতিশোধ নেয়ার একটা ব্যাপার রয়ে যায়। কিন্তু মাসাপো যদি বাচ্চাটাকে খুন করেও থাকে, কোন প্রমাণ নেই তার। তাছাড়া শিশু চেনাজানা কোন অসুখে মারা যায়নি। তবে



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফেলল সে, তারপর বলল, 'ছেলেটা মারা যাওয়ার আগে কষ্ট পেয়েছে। একটা দাগ আমি খুঁজছি। সেটা দেখছি লাল হয়ে উঠেছে! রাজকীয় কোন মহিলার বাচ্চা!' মহিলাদের কাছে চলে গেল ঘিকালি। ন্যান্ডি ওখানে সাধারণ পোশাকে বসে আছে মহিলাদের সঙ্গে। ঘিকালি সবার ওপর নজর বুলাল, 'না, এখানে তো রাজকীয় কাউকে দেখছি না! অথচ যাকে আমি সেনাপতিকোনার রক্তের গন্ধ পাচ্ছি।' নাক কুঁচকে কুকুরের মতো বাতাসে গন্ধ শুঁকল ঘিকালি। ন্যান্ডির কাছে চলে গেল, তারপর হেসে উঠল: 'তোমার ছেলে, রাজকন্যা,' আঙুলটা ন্যান্ডির দিকে তাক করে বলল, 'তোমার প্রথম ছেলে, যাকে তুমি নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালবাসতে। জাদু দিয়ে মারা হয়েছে তাকে, মারা হয়েছে বিষ দিয়ে।'

উঠে দাঁড়াল ন্যান্ডি। 'হ্যাঁ, ও আমার প্রথম সন্তান। নিজের জীবনের চেয়েও ওকে বেশি ভালবাসতাম আমি।'

'খুলে বলো তো কে মারল বাচ্চাটাকে?' গোল ফাঁকা জায়গাটায় ঘুরতে শুরু করল ঘিকালি। আমাকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিয়ে আমার সামনে থামল। ন্যান্ডির সামনে যেমন গন্ধ শুঁকেছে ঠিক তেমনি করে আমার সামনেও গন্ধ শুঁকল। 'ও, মাকুমাজান, তোমার সম্পর্ক আছে ঘটনার সঙ্গে।'

জনগণের কান খাড়া হয়ে গেছে। আমি রেগে গিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বুঝতে পারছি মাথার ওপর বিপদ ঘনাচ্ছে। জোর গলায় বলে উঠলাম, 'নিজেকে তুমি যাই বলো, যদি তুমি বুঝিয়ে থাকো ন্যান্ডির সন্তানকে আমি হত্যা করেছি তাহলে তুমি একটা মিথ্যেবাদী।'

'না, মাকুমাজান,' বলল ঘিকালি, 'তুমি বাচ্চাটাকে বাঁচাতে চেয়েছিলে। আমি কি মিথ্যে বলছি? ঘটনার সঙ্গে তুমি জড়িত নও? তুমি তো আমার মতো জ্ঞানী, মাকুমাজান, আমার ধারণা তুমি জানো কে ওকে খুন করেছে! জানো না? বেশ, তাহলে আমিই বের করে নেব। শান্ত হও, মাকুমাজান, সবাই জানে তোমার হাতের মতো হৃদয়টাও ফর্সা।'

ঘিকালি এগিয়ে যেতে বিরাট একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম আমি। বিড়বিড় করে আমার স্বপক্ষে মতামত দিচ্ছে জুলুরা। ওদের মাঝে আমি বেশ জনপ্রিয়। অবাক হলাম, মামীনা আর মাসাপোর সামনে দিয়ে চলে গেল ঘিকালি, বিশেষ মনোযোগ দিল না, একবার

www.BanglaBook.org

তাকাল শুধু। মনে হলো দেখলাম মামীনা আর থিকালি দু'জন দু'জনকে চিনতে পেরেছে। যাদের সামনেই যাচ্ছে থিকালি, তারাই অজান্তে পিছিয়ে যাচ্ছে, যেন বাতাসে দোলা ভুট্টার গাছ। থিকালি পার হয়ে যেতেই সোজা হচ্ছে তারা, যেমন ভুট্টার গাছ সোজা হয়ে যায় বাতাস থেমে গেলে।

আবার আগের জায়গায় গিয়ে থামল থিকালি, উদভ্রান্ত দেখাচ্ছে তাকে। বলল, 'এতো জাদুকর তোমার এলাকা, রাজা, বলা মুশকিল তাদের কোন জন একাজ করেছে। তবে সম্রাট যখন নির্দেশ দিয়েছেন আমাকে সত্যি কথা জানাতেই হবে।' কুঁচকে ধুলোর দিকে তাকাল সে। 'ধুলো, তুমি বোঝো। দেখি আমার আত্মা আমাকে কিছু বলে কিনা।' বাম কানটা আকাশের দিকে তাক করল সে, তারপর রহস্যময় স্বরে বলতে শুরু করল, 'আচ্ছা! রাজা, তোমার নাতি মারা গেছে মাসাপোর পরিবারের হাতে; মাসাপো, তোমার পরিবারের শত্রু, আমাদুসামিদের সর্দার।'

গুঞ্জন উঠল জনতার মাঝে। সবাই থিকালির এক কথায় ধরে নিয়েছে মাসাপো দোষী।

গুঞ্জন থামার পর পান্ডা বলল, 'মাসাপোর পরিবার অনেক বড়। অনেক বউ আর বাচ্চা আছে ওর। ওর পরিবার দায়ী সেটা বলাই যথেষ্ট নয়। আগের রাজাদের মতো আমি নির্দোষকেও শাস্তি দেব না দোষীর সঙ্গে। আমাকে জানাও আসলে কে দায়ী ওর পরিবারের।'

'সেটাই তো প্রভু,' গম্ভীর নিচু স্বরে বলল থিকালি। 'আমি শুধু জানি কাজটা করা হয়েছে বিষ দিয়ে। সে বিষের গন্ধ পাচ্ছি আমি এখানে। এখানেই রয়েছে দোষী।'

মামীনার কাছে হেঁটে গেল থিকালি, তারপর তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, 'এই মহিলাকে ধরো! এর চুলের ভেতর খোঁজো।'

কর্তৃপক্ষ যারা এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। মামীনা হাতের ইশারায় তাদের থামিয়ে দিয়ে রিঙের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। এক এক করে সমস্ত পোশাক খুলে ফেলল সে, চুল ঝাঁকিয়ে দেখাল। উলঙ্গ মামীনা সবার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। অস্বাভাবিক সুন্দর একটা দেহ; অপরূপ চেহারা। মনোমুগ্ধকর একটা দৃশ্য।

'এবার মহিলাদের আসতে বলো আমাকে তল্লাশি করতে। আমার কাপড় খুঁজে দেখুক ওরা কোন বিষ আছে কিনা।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নির্দেশ পেয়ে দু'জন বয়স্কা মহিলা এসে ভাল করে মারীনাকে খুঁজে দেখল। কিন্তু সেই জানাল তল্লাশি শেষে : পোশাক পরে নিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে গেল মারীনা।

দেখে মনে হলো খিকালি রেগে গেছে। মাটিতে প্রচণ্ড পা ঠুকল সে, চিৎকার করে বলল, 'আমার জ্ঞান কি এই ছোট ব্যাপারে ব্যর্থ হয়ে যাবে? তোমাদের মধ্যে একজন এদিকে এসো, চোখ বেঁধে দাও আমার।'

মাপুটা খিকালির নির্দেশ পালন [redacted] চোখ বেঁধে দিল। আঁধারের শক্ত করে বেঁধেছে দেখলাম। দু'হাত সামনে বাড়িয়ে অন্ধের মত এগোল খিকালি, এ[redacted] চলেছে। চিৎকার করে বলল, 'আমাকে পথ দেখাও, আমার [redacted] গেলাম। ঠিক মাসাপোর সামনে থামল খিকালি, হাত বাড়িয়ে মাসাপোর পোশাক ধরল, তারপর টান দিয়ে ছিঁড়ে নিল পোশাক। চেঁচিয়ে বলল, 'খুঁজে দেখো এটা।' কাপড়টা ছুঁড়ে ফেলল মাটিতে

এক মহিলা কাপড়টা তল্লাশি করল। মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা আওয়াজ বের হলো তার। পোশাকের ভেতর থেকে ছোট্ট একটা থলে বের হয়েছে। দেখে মনে হলো ওটা মাছের পাকস্থলি দিয়ে তৈরি। জিনিসটা খিকালির হাতে দিল মহিলা। খিকালির চোখের সামনে থেকে কাপড় সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

জিনিসটা একবার দেখল খিকালি, তারপর মাপুটার হাতে ধরিয়ে দিল। 'এই যে বিষ। কার কাছ থেকে পেয়েছি আমি জানি না। আমি ক্লান্ত। এবার আমাকে যেতে দাও।'

কেউ থামাল না, ধীর পায়ে বৃত্ত থেকে বেরিয়ে চলে গেল খিকালি। একদল সেনা ছুটে ধরল মাসাপোকে। জনতার মাঝ থেকে চিৎকার উঠল, 'খুন করো জাদুকরটাকে!'

ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে দৌড় দিয়ে রাজার সামনে গিয়ে হাঁটু জাপটে ধরল মাসাপো, চিৎকার করে নিজেকে নির্দোষ দাবি করছে, সেই সঙ্গে প্রাণের ক্ষমা প্রার্থনা করছে। এতোক্ষণ যা ঘটেছে তাতে আমার মনেও সন্দেহ আছে এসবের সত্যতা নিয়ে। উঠে দাঁড়ালাম আমি, রাজাকে উদ্দেশ করে বললাম, 'রাজা, আমি মাসাপোকে চিনি বলে আপনার কাছে ওর হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমি জানি না উনি ছিলেন

www.BanglaBook.org

ওর কাপড়ে কোত্থেকে এলো, তবে সম্ভবত ওগুলো বিষ নয়, সাধারণ নির্দোষ গুঁড়ো।'

'হ্যাঁ,' চেঁচিয়ে উঠল মাসাপো, 'ওগুলো কাঠের গুঁড়ো। ওগুলো দিয়ে নখ পরিষ্কার করি আমি।' মাসাপো এতোই আতঙ্কিত যে কি বলছে বুঝে উঠতে পারেনি।

'তাহলে ওগুলোর উপস্থিতি তুমি স্বীকার করছ যে জানতো?' জিজ্ঞেস করল রাজা স্থিমশীতল কণ্ঠে। 'সেজন্যেই কি শত্রুতা করে পোশাকের মধ্যে ওগুলো রেখেছিলে?'

ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করল মাসাপো, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর হারিয়ে গেল, জনতার 'এই জাদুকরটাকে খুন করো' চিৎকারে।

হাত উঁচু করল পান্ডা : চিৎকার চেঁচামেচি থেমে গেল।

'একটা পাত্রে করে দুধ নিয়ে এসো,' নির্দেশ দিল রাজা।

দুধ আনার পর সেটার সঙ্গে খানিকটা গুঁড়ো মেশানো হলো। আমার দিকে তাকাল পান্ডা। 'মাকুমাজান, তুমি যদি এখনও মনে করো মাসাপো নির্দোষ, তাহলে কি তুমি এই দুধ খাবে?'

'আমি দুধ পছন্দ করি না,' মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলাম। যারা শুনল, হাসল তারা।

'তাহলে মামীনা, ওর স্ত্রী, সে খাবে?' জিজ্ঞেস করল পান্ডা।

মামীনাও মাথা নাড়ল, বলল, 'গুঁড়ো মেশানো দুধ আমি খাই না।'

বৃত্তের ভেতর একটা সাদা রঙের কুকুর ঢুকে পড়েছে। কারও নয় ওটা। এখানে ওখানে যা পায় তা-ই খেয়ে বাঁচে। পান্ডার ইশারা পেয়ে একজন চাকর দুধের বাটিটা ক্ষুধার্ত কুকুরটার সামনে রাখল। সামনে খাবার পেয়ে খুশি হয়ে দুধ চাটতে শুরু করল কুকুরটা। ওটার দুধ খাওয়া শেষ হতেই চাকরটা চামড়ার একটা ফিতে গলায় পরিয়ে কুকুরটাকে আটকে রাখল।

সবার চোখ সেঁটে আছে কুকুরটার ওপর। ঘাউ-উ করে ডেকে উঠল কুকুরটা, তারপর মাটি খামচাতে শুরু করল। মুখ দিয়ে ফেনা উঠে গেছে ওটার। আমি বুঝে গেলাম, মাসাপোর মৃত্যুর পরোয়ানা সই করা হয়ে গেল। পরে কি ঘটবে তা অনুমান করতে পারছি, উঠে দাঁড়ালাম আমি, রাজার উদ্দেশে মাথা নুইয়ে সম্মান দেখিয়ে ফিরে এলাম ক্যাম্পে। কুকুরটার প্রতি সবার মনোযোগ এতোই বেশি যে কেউ আমার চলে আসা লক্ষ করল না। কৌতূহলী হয়ে গিয়েছিল। পরে ওর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মুখে শুনলাম দশ মিনিট পর মারা যায় কুকুরটা। মারা যাবার আগে ওটার গায়ে লাল চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। ওই একই চিহ্ন আমি দেখেছিলাম সাড়ুকোর ছেলের গায়ে।

ক্যাম্পে ফিরে মনোযোগ অন্যদিকে সরানোর জন্যে ব্যবসায়ীক লেনদেন নোট খাতায় তুলে রাখতে শুরু করলাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম একটা সম্মিলিত চিৎকার। তাকিয়ে দেখি আমার ক্যাম্পের দিকে ছুটে আসছে মাসাপো। আমার কোন ধারণাই ছিল না এতো মোটা লোক এতো দ্রুত ছুটতে পারে। তার পেছনে আসছে শাস্তিদাতাদের একটা দল। তাদের পেছনে ছুটছে ভিড়ের লোকজন।

'খুন করো শয়তান জাদুকরটাকে!' চিৎকার করছে জনগণ।

আমার সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসল মাসাপো, হাঁপাচ্ছে। কোনরকমে বলল, 'আমাকে বাঁচান, মাকুমাজান! আমি নির্দোষ। ওই মামীনা! ও-ই ডাইনী। এসব ওর কীর্তি।'

আর কিছু মাসাপো বলতে পারল না, জল্লাদরা পৌঁছে গেছে, ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা মাসাপোর ওপর, টেনে হিঁচড়ে আমার সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল তাকে।

ঘুরে অন্যদিকে তাকালাম আমি!

পরদিন কারও কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই শহর ছাড়লাম। কওল খাড় আমার একজন শিকারী রয়ে গেল যে কাটা গরু এখনও পাইনি সেগুলো সংগ্রহ করতে।

একমাস পর ওরা নাটালে এসে আমার সঙ্গে দেখা করল! ওদের মুখে শুনলাম মাসাপোর স্ত্রী মামীনা সাড়ুকোর দ্বিতীয় স্ত্রীর মর্যাদা পেয়েছে। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম রাজকন্যা ন্যান্ডি এই বিয়েকে ভাল চোখে দেখছে না। তার ধারণা এই বিয়ে সাড়ুকোর জন্যে ভাল ফলাফল বয়ে আনবে না। প্রতিবাদ জানানোয় রাজা ন্যান্ডিকে জিজ্ঞেস করেছিল কেন তার অপছন্দ মামীনাকে। ন্যান্ডি জবাব দিয়েছে অন্য কাউকে সাড়ুকো বিয়ে করলে ভাল হতো, কিন্তু সাড়ুকো যদি একান্তই মামীনাকে বিয়ে করতে চায়, তাহলে মামীনাকে বোন হিসেবে নিতে তার কোন আপত্তি নেই। মামীনাকে তার উপযুক্ত জায়গাতেই রাখবে সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

# এগারো

## উমবেলাজির পাপ

আঠারো মাস পর অস্ত্র নামের একগাদা জঞ্জাল নিয়ে বাবসার উদ্দেশ্যে আবার উমবেজির ক্রালের কাছে হাজির হলাম আমি।

গত আঠারো মাসে অনেক কিছুই আমি ভুলে গিয়েছিলাম, কিন্তু সবই মনে পড়ে গেল মামীনাকে দেখে। একটা ফিগ গাছের নিচে ছায়ায় বসে আছে সে, বাতাস করছে গাছের কয়েকটা পাতা দিয়ে। তাকে দেখে লাফ দিয়ে ওয়্যাগন থেকে নামলাম আমি।

'সিয়াকুবোনা, (শুভদিন) মাকুমাজান,' বলল মামীনা। 'তোমাকে দেখে হৃদয়টা খুশি হয়ে গেল আমার।'

'সিয়াকুবোনা, মামীনা,' জবাব দিলাম আমি। নিজের হৃদয়ের অনুভূতির কথা চেপে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তাহলে সত্যি আরেকজনকে স্বামী হিসেবে বেছে নিয়েছ তুমি?'

'হ্যাঁ, মাকুমাজান, পুরানো এক প্রেমিক আমার নতুন স্বামী হয়েছে। তুমি তো জনো সে কে; সাডুকো। শয়তান সেই জাদুকর মরার পর সাডুকো এতো করে ধরল যে ফেলাতে পারলাম না। দেখে মনে হয় বেশ ভালই মানিয়েছে তাকে আমার স্বামী হিসেবে অন্তত আমার তা-ই ধারণা।'

পাশাপাশি হাঁটছি আমরা। ওয়্যাগন সামনে চলে গেছে। থেমে দাঁড়িয়ে মামীনার চোখে তাকালাম আমি। 'দেখে মনে হয় মানে? তুমি কি এবার সুখী হবে?'

'পুরোপুরি নয়, মাকুমাজান,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে জবাব দিল মামীনা। 'যতোটা আমি চাই সাডুকো তার চেয়েও বেশি ভালবাসে আমাকে। ফলে ন্যান্ডি অবহেলিত বোধ করে। সে যাই হোক, ন্যান্ডির আরেকটা ছেলে হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, ন্যান্ডিই ওখানে আসল। আমি শুধু একটা খেলনা। ওখানে থাকতে ভাল লাগে না আমার।'

'তুমি সাডুকোকে ভালবাসলে তোমার খারাপ লাগার কথা নয়,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মামীনা।'

'ভালবাসা,' তিক্ত স্বরে বলল মামীনা। 'ভালবাসা কি? আগেও আমি তোমাকে এ প্রশ্ন করেছিলাম।'

'তুমি এখানে কেন, মামীনা?' জবাব না দিয়ে প্রসঙ্গ পালটে জানতে চাইলাম।

'কারণ সাদুকো এখানে। ন্যান্ডিও। সে কখনও সাদুকোকে ছেড়ে যায় না, আর সাদুকো ছেড়ে যায় না আমাকে। রাজপুত্র উমবেলাজির আসার কথা আছে। গৃহযুদ্ধ কাছে চলে এসেছে। ওই যুদ্ধে অনেক মানুষ মারা যাবে।'

'গৃহযুদ্ধ? কেটেওয়ায়ো আর উমবেলাজির মধ্যে, মামীনা?'

'হ্যাঁ। তোমার ওয়্যাগনে যে অস্ত্রগুলো আছে তার বদলে অনেক গরু পাবে তুমি।' তবে ওই অস্ত্র শিকারের উদ্দেশ্যে ব্যবহার হবে না। আমার বাবা উমবেজির ক্রোল এখন উমবেলাজির পক্ষের সদর দপ্তর। শিকারিদের কেটেওয়ায়োর সদর দপ্তর।' কাঁধ ঝাঁকাল মামীনা। 'আমার বাবা নিজেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভাবছে। হাতি গুলি করে মারার পর যেমন ভাবছিল, তেমন। মাকুমাজান, মাঝে মাঝে মনে হয় যুদ্ধে আমরা কেউ বাঁচব না। তুমিও না।'

'আমি।' জবাব দিলাম, 'তোমাদের জুলুদের ঝগড়ায় আমার কোন ভূমিকা থাকবে কেন?'

'সেটা জানতে পারবে গুদের সঙ্গে আলাপ হলে, মাকুমাজান। এ প্রসঙ্গ এখন থাক। ক্রালের কাছে চলে এসেছি আমরা। ভেতরে যাওয়ার আগে তোমাকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত আমার, কারণ আমার দুর্ভাগা প্রাক্তন স্বামীকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলে তুমি।'

'বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলাম কারণ আমার ধারণা সে নির্দোষ ছিল।'

'আমারও তা-ই ধারণা ছিল, মাকুমাজান, যদিও আমি তাকে দু'চোখে দেখতে পারতাম না। পরে আমি জেনেছি অতটা নির্দোষ সে ছিল না। সাদুকো তাকে লাঠি দিয়ে বাড়ি মেরেছিল এটা সে ভুলতে পারেনি। তাছাড়া সাদুকো আমার প্রেমিক ছিল বলে তাকে হিংসে করত মাসাপো। তবে যেটা আমি বুঝি না সেটা হলো সাদুকোকে খুন না করে ওর বাচ্চাকে কেন খুন করল মাসাপো।'

'সে চেষ্টাও করা হয়েছিল, ভুলে গেছ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ভুলে গিয়েছিলাম। হ্যাঁ, চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিল সে। এখন মনে পড়ছে।' সামনের দিকে দেখাল মামীনা। 'ওই যে দেখো আমার বাবা। এখন আমি চলে যাচ্ছি, পরে এসো কখনও কথা বলতে। ন্যাড়ি চায় আমি কিছু যাতে না শুনি। আমি হচ্ছি বাড়ির সুন্দরী বউ, যে খালি হাসবে কিন্তু কখনও কিছু চিন্তা করবে না।'

মামীনা চলে যেতে বুড়ো উমবেজির কাছে হাজির হলাম আমি। বুঝতে পারছি জগতে উন্নতি ঘটলেও মামীনা সন্তুষ্ট নয়।

উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল উমবেজি আমাকে। দেখে মনে হলো ভাল আছে সে, নিজেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভাবছে। তারপর সাড়ুকোর সঙ্গে মামীনার বিয়ে হওয়াতে সে নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করছে। মাসাপোর সমস্ত গরু সাড়ুকোকে দিয়ে দেয়া হয়েছে ছেলে হারানোর ক্ষতিপূরণ হিসেবে।

এতো ভাগ্যবান কেন মনে করছে জিজ্ঞেস করলাম।

জবাবে সে বলল, 'সাড়ুকো যতো বড় হবে ততোই বড় হবো আমি। হাজার হলেও আমি তার শ্বশুর। সাড়ুকো মাসাপোর গরুর একটা অংশ আমাকে দিয়েছে। এতোদিন আমি গরীব ছিলাম, এখন বড়লোক হওয়ার পথে আছি। তাছাড়া আমার জন্যে উমবেলাজি তার কয়েকজন ভাইকে নিয়ে আসছে এটা একটা বিরাট সম্মান। সাড়ুকো কথা দিয়েছে রাজপুত্রকে রাজার উত্তরসূরি ঘোষণা করা হলে আমাকে সে সম্মানিত করার ব্যবস্থা নেবে।'

'কোন রাজপুত্র?' জানতে চাইলাম।

'উমবেলাজি, মাকুমাজান, আর কে? সন্দেহ নেই কেটেওয়ায়োকে সে হারিয়ে দেবে।'

'সন্দেহ নেই কেন, উমবেজি? কেটেওয়ায়োর অনেক অনুচর আছে। সে যদি যুদ্ধে জেতে তাহলে তাহলে তোমাকে শকুনের দল ছিঁড়ে খাবে।'

আমার কথায় উমবেজির চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ দেখা দিল। বলল, 'আমি যদি ভাবতাম কেটেওয়ায়ো জিতবে তাহলে সাড়ুকো আমার জামাই হওয়া সত্ত্বেও কেটেওয়ায়োর দলেই যোগ দিতাম। কিন্তু উমবেলাজি জিতবে। রাজা তার মাকেই রানীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে। আমি শুনেছি উমবেলাজির মাকে রাজা কথা দিয়েছে যে উমবেলাজি পরবর্তী রাজা হবে। দরকার হলে রাজা তার নিজের সৈন্য

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিয়েও উমবেলাজিকে সাহায্য করবে।'

আমি বললাম, 'আমি তোমাদের দেশে সাধারণ এক ব্যবসায়ী। কোন অংশ নেব না যুদ্ধে। তবুও আমি চাই উমবেলাজিই রাজা হোক। ওকে আমার দু'ভাইয়ের মধ্যে বেশি পছন্দ। তা-ই থাকুক পক্ষ বদল কোরো না তুমি। এবার এসো আমার ওয়াগনে, অস্ত্র আর বারুদ তুলে নাও।'

অস্ত্র আর বারুদ বুঝে নিল উমবেজি। আমি আমার প্রাপ্য বুঝে নিলাম।

পরদিন আমি গেলাম ন্যাডির সাথে দেখা করে সম্ভাষণ জানাতে। গিয়ে দেখি নতুন বাচ্চাটিকে আদর করছে ন্যাডি। বরাবরের মতোই শান্ত অভিজাত তার আচরণ। আমাকে দেখে খুব খুশি হলো। দেশের রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়ে আমাকে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু এমন সময়ে ঘরে প্রবেশ করল মামীনা। ন্যাডি হঠাৎ করেই চুপ হয়ে গেল।

মামীনা টের পেয়েছে, কিন্তু তাকে বিব্রত দেখাল না। বকবক করতে শুরু করল মামীনা, পাত্তা দিচ্ছে না ন্যাডিকে। কিছুক্ষণ সহ্য করল ন্যাডি, তারপর মামীনা একবার থামতেই তার দিকে তাকিয়ে ন্যাডি বলল, 'উমবেজির মেয়ে, এই ঘরটা আমার। মাকুমাজানের সঙ্গে কথা বলছিলাম আমি। তোমার এখানে আসার কথা নয়।'

রাজকন্যার কথায় রেগে উঠে দাঁড়াল মামীনা। আগে কখনও মামীনাকে এতো সুন্দরী বলে মনে হয়নি আমার।

'তুমি আমাকে অপমান করলে, পান্ডার মেয়ে। তুমি সবসময় অপমান করার চেষ্টা করো। কেন, তা জানো? তুমি আমাকে হিংসে করো।'

'কেন হিংসে করব?' জানতে চাইল ন্যাডি, তারপর মামীনাকে মুখ খোলার সুযোগ না দিয়েই বলল, 'আমি সাডুকোর প্রধান স্ত্রী আর তুমি যেমন বললে, আমার বাবা রাজা পান্ডা। আমি কেন [illegible] 'বধলা' ছোট এক সর্দার উমবেজির মেয়েকে হিংসে করতে যাব? সাডুকো তোমাকে নিয়ে করেছে অবসরের বিনোদন হিসেবে, কথাটা মনে রাখলে ভাল করবে।'

'কেন হিংসে করবে? কারণ তুমি ভাল করেই জানো আমার একটা আঙুলকেও সাডুকো যতোটা ভালবাসে ততোটা ভালবাসে না তোমার গোটা শরীরটাকে, যতোই তুমি রাজার মেয়ে হও না কেন, আর যতোই

www.BanglaBook.org

তোমার বাচ্চা হোক না কেন।' বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে আছে মামীনা, চোখে স্নেহের কোন চিহ্ন নেই।

'পুরুষরা অনেক সময়ই পাগলামি করে। আর আমি অস্বীকার করছি না তুমি সুন্দরী। কিন্তু অতোই যদি সাড়ুকো তোমাকে ভালবাসত তাহলে তোমাকে সে এতো কম বিশ্বাস করে কেন? আমাদের কথা শোনার জন্যে কেন তাহলে তোমাকে আড়ি পাততে হয়? কালকেই তোমাকে আমি ধরেছি দরজার কাছে আড়ি পাতার সময়।'

'সাড়ুকো কিছু বলে না কারণ তুমি তাকে বারণ করে দিয়েছ। বলেছ যে মেয়েমানুষ একজন স্বামীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে সে আরেকজনের সঙ্গেও পারবে। তুমি তাকে বুঝিয়েছ আমি তার খেলনা, তার জীবন সঙ্গিনী নই। তবে মনে রেখো আমি তোমার চেয়ে চালাক। তোমার গোটা পরিবারের চেয়েও। একদিন এর প্রমাণ পাবে।'

'হ্যাঁ, আমি সাড়ুকোকে বরণ করেছি,' শান্ত গলায় বলল ন্যান্ডি। 'ভাল হয়েছে যে সাড়ুকো বুদ্ধিমানের মতো আমার কথামতো চলে। জানি একদিন তোমার মাধ্যমে আমার জ্ঞান অনেক অনেক বৃদ্ধি পাবে। সে যাই হোক, আমি চাই না সাদামানুষের সামনে আমাদের এসব কথা হোক। আবার তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি, উমবেজির মেয়ে, এই ঘরটা আমার। আমি এখানে একা সাদামানুষের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'যাচ্ছি আমি,' ফোঁস করে উঠল মামীনা। 'কিন্তু মনে রেখো, সাড়ুকোর কানে যাবে এসব কথা।'

'তা তো যাবেই। ও আসুক রাতে, আমিই ওকে বলব।'

ঝড়ের গতিতে ক্রাল ছেড়ে বেরিয়ে গেল মামীনা।

আমার দিকে তাকাল ন্যান্ডি। 'আমি সত্যি দুঃখিত, মাকুমাজান, কিন্তু মামীনাকে বোঝাতেই হতো ওর স্থান কোথায়। আমি ওকে এক ফোঁটাও বিশ্বাস করি না, মাকুমাজান। আমার ধারণা আমার প্রথম সন্তানের মৃত্যু বিষয়ে অনেক বেশি জানে সে। মাসাপোকে পথ থেকে সরাতে চেয়েছিল মামীনা। আমার ধারণা সাড়ুকোর জীবনে অনেক অশান্তি আর সমস্যা নিয়ে আসবে ও। সব পুরুষকেই আকর্ষণ করে ও, সাড়ুকোকেও রূপ দিয়ে মোহিত করে রেখেছে। আমার ধারণা আপনাকেও খানিকটা---থাক এসব কথা, অন্য বিষয়ে আলাপ করি আসুন।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জুলুল্যাণ্ডের রাজনীতি নিয়ে কথা বললাম আমরা। পরিস্থিতি সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা আছে ন্যান্ডির, ভবিষ্যতের কথা ভেবে ও আতঙ্কিত। আমাকে বলল রাজার বাড়ির সঙ্গে সম্পর্কিত সবার ওপরই বিপদের ঘনঘটা নেমে আসবে।

বিদায়ের আগে বলল, 'মাকুমাজান, ভাল হতো যদি অন্তি উম্‌কাকাত স্ত্রী কারও সঙ্গে আমার বিয়ে না হতো। ভাল হতো যদি আমার শরীরে রাজকীয় রক্ত না বইত।'

পরদিন রাজপুত্র উমবেলাজি [redacted] সাড়াকো এবং কয়েকজন সম্মানীয় লোক নিয়ে এসেছে। [redacted]কে এলো তারা, তেমন কোন গার্ডও দেখলাম না। তবে আমার চাকর স্কাওল বলল, কাছেই ঝোপের ভেতর গাদাগাদি করে অবস্থান নিয়েছে প্রচুর ইসিগকোসা সৈন্য। এখানে আসার ব্যাখ্যা হিসেবে উমবেলাজি জানিয়েছে সে এসেছে উমবেজির বিরল সাদা গরুর পাল দেখতে। ষাঁড় কিনে নিজের পালকে আরও উন্নত করার ইচ্ছে আছে তার।

ক্রালে ঢোকার পর সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ফেলে ফেলল উমবেলাজি, আমার সঙ্গে উষ্ণ অভিবাদন বিনিময়ের পর জানাল নিজের দলকে একত্র করতে এই জায়গা বেছেছে সে।

পরবর্তী দু'সপ্তাহে প্রায় প্রতি ঘণ্টায় এলো গোপন বার্তাবাহকরা, যাদের অনেকেই আসলে ছদ্মবেশী সর্দার। আমারও চলে যাওয়া উচিত সেটা অনুভব করতে শুরু করলাম। টের পাচ্ছি খুব বিপজ্জনক একটা ঘূর্ণাবর্তে পড়ে যাচ্ছি আমি আস্তে আস্তে। তবে যেতে পারলাম না আমি, যে অস্ত্রগুলো বেচেছি তার বিনিময়ে গরু পাবার আগে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আমাকে।

আমার সঙ্গে এসময়ে প্রচুর আলাপ করল উমবেলাজি। আমাকে জানাল নাটালের সাদামানুষদের প্রতি সে বন্ধুবৎসল, বলল জুলুল্যাণ্ডের রাজা হতে পারলে সে বিশেষ সুবিধে দেবে সাদামানুষদের। এসব আলাপের এক পর্যায়েই আমার ধারণা মামীনাকে প্রথম দেখল উমবেলাজি।

জলের পাশে জন্ম নেয়া কিছু ঝোপের পাশ দিয়ে হাঁটছিলাম আমি আর উমবেলাজি। সূর্য তখন অস্ত যেতে বসেছে। মামীনা দাঁড়িয়ে ছিল পথের শেষে। অপূর্ব লাগছিল ওকে দেখতে। সামান্য পোশাকই পরা ছিল ওর গায়ে। গলায় সামান্য গহনা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'উমবেলাজি তাকে দেখতেই রাজনীতির আলাপ থামিয়ে জিজ্ঞেস করল কে এই অপরূপা সুন্দরী কুমারী যুবতী।

জানালাম মামীনা কুমারী যুবতী নয়। বললাম বিধবা হওয়ার পর মামীনাকে তার বন্ধু এবং কাউন্সেলর সাডুকে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছে। যুবতী উমবেজির মেয়ে।

'তাই, মাকুমাজান? তাহলে তো আমি ওর কথা শুনেছি আগেও, যদিও আগে কখনও দেখিনি। সন্দেহ নেই যে ঠিক কারণে আমার বোন ওকে হিংসে করে না। সত্যি মামীনা অসাধারণ সুন্দরী।'

'আসলেই সুন্দরী,' সায় দিলাম আমি। 'অস্তগামী সূর্যের আলোয় ওকে আরও সুন্দর লাগছে, তাই না?'

ইতোমধ্যে মামীনার কাছাকাছি পৌঁছে গেছি আমরা। অভিবাদন জানালাম আমি, জিজ্ঞেস করলাম তার কিছু দরকার কিনা।

'না,' মিষ্টি গলায় বলল মামীনা, 'আমার কিছু চাই না। গরুর দুধ দুইয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম। তোমাদের দেখে ভাবলাম এই গরমে তোমরা হয়তো একটু দুধ খেতে চাইবে।' মাথা থেকে হাঁড়িটা নামিয়ে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল মামীনা, লাজুক আড়চোখে সুদর্শন উমবেলাজিকে দেখছে।

ধন্যবাদ দিয়ে সামান্য দুধ খেলাম। না খেয়ে উপায় কি, ওকে প্রত্যাখ্যান করা যায় না। ফিরিয়ে দিলাম হাঁড়িটা। মামীনা চলে যাবার জন্যে দ্রুত পা বাড়াল।

'আমি কি সামান্য দুধ খেতে পারি না, উমবেজির মেয়ে?' জিজ্ঞেস করল উমবেলাজি, চোখ সরাতে পারছে না সে মামীনার ওপর থেকে।

'আপনি যদি মাকুমাজানের বন্ধু হন তাহলে কেন নয়,' মৃদু স্বরে বলল মামীনা।

'আমি মাকুমাজানের বন্ধু, বরং তার চেয়েও বেশি, কারণ আমি তোমার স্বামী সাডুকেরও বন্ধু। তুমি আমাকে চিনতে পারবে। আমার নাম উমবেলাজি।'

'আমিও ভেবেছিলাম, আপনি রাজকীয় কেউ হবেন,' বলল রাজকন্যা মামীনা, 'আপনার...আপনার গড়ন দেখে তা-ই মনে হয়েছিল। রাজপুত্র আমার উপহার গ্রহণ করুন। আশা করি একদিন আমি আপনার প্রজা হবো।' মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে হাঁড়িটা উমবেলাজির দিকে বাড়িয়ে ধরল মামীনা। আমি দেখলাম দু'জনের চোখ পরস্পরের প্রতি তীব্র

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আকর্ষণে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দুধ পান করল উমবেলাজি, হাঁড়িটা ফিরিয়ে দিল। মামীনা বলল, 'রাজপুত্র, একটা কথা বলতে পারি কি? শুনলে ভাল করবেন। অনেক সময় অনেক কথা পুরুষদের কান এড়িয়ে যায় যেটা মেয়েদের কান এড়ায় না।'

আস্তে করে মাথা দোলাল। আমার দিকে তাকাল মামীনা ইঙ্গিতপূর্ণ চোখে। আমি বিড়বিড় করে বললাম ব্যবসার কাজ আছে, তারপর সরে এলাম ওদের কাছ থেকে। নিশ্চই অনেক কিছু বলার ছিল মামীনার। দেড়ঘণ্টা পর ওয়াগনের সীটে বসে আমি দেখলাম নিঃশব্দে একটা সাপের মতো ক্রালে ঢুকছে মামীনা। তার একটু পেছনে এলো বিশালদেহী উমবেলাজি।

ওদের দু'জনের গোপন দেখা সাক্ষাৎ চলছে, পরবর্তীতে আমার চোখ এড়াল না। একদিন ন্যান্ডির চোখেও ধরা পড়ে গেল ওরা। ন্যান্ডি এসেছিল বাচ্চার জন্যে আমার কাছে অষুধ নিতে। গোপনে মামীনা আর উমবেলাজি ঝোপের আড়ালে চলে গেল তা দেখতে পেল ন্যান্ডি, আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপারটা কি, মাকুমাজান?'

এমন একটা জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি যে আমরা ওদের দেখতে পেলেও ওরা আমাদের দেখতে পাবে না।

'আমি জানি না,' জবাব দিলাম, 'আর জানতেও চাই না।'

'আমিও জানতে চাই না, মাকুমাজান,' বলল ন্যান্ডি, 'কিন্তু সময়ে আমরা ঠিকই জানব। কুমির যদি ধৈর্য ধরে তাহলে হরিণ একসময় না একসময় ঠিকই ওটার চোয়ালে ধরা পড়ে।'

ন্যান্ডির এই মন্তব্যের পরদিন সকালে উমবেজির পক্ষে প্রচারণা চালানোর জন্যে এবং সর্দারদের প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে অভিযানে বের হলো সাডুকো। দশ দিন লাগল তার ফিরতে। এই দশদিনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘটনা ঘটল উমবেজির ক্রালে।

এক বিকেলে রাগে লাল হয়ে আমার কাছে এলো মামীনা, জানাল এই জীবন আর তার কোনমতেই সহ্য হচ্ছে না। ন্যান্ডি প্রধান বউ হওয়ায় তার সঙ্গে নাকি চাকরের মতো আচরণ করে। আমার সামনেই ন্যান্ডির মৃত্যু কামনা করল মামীনা।

'সেক্ষেত্রে তোমার কপাল পুড়বে,' জানিয়ে দিলাম আমি, 'কারণ ন্যান্ডি মারা গেলে গতবারের মতোই যিকালিকে এবারও ডাকা হবে কারণ খুঁজতে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার কথা গায়ে না মেখে জিজ্ঞেস করল সে কি করবে।

আমি জানিয়ে দিলাম যা ইচ্ছে করতে পারে সে। বিরক্ত হয়ে বললাম, 'মাসাপোকে যেমন বিয়ে করার কোন দরকার ছিল না তোমার তেমনি সাডুকোকে বিয়ে করারও কোন দরকার ছিল না।' জানিয়ে দিলাম যে পরিকল্প রেঁধেছ সেটা খাও, অথবা হাঁড়ি ভেঙে ফেলো। সোজা কথায় দূর হও এখান থেকে।

'কি করে তুমি আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলতে পারলে, মাকুমাজান!' মাটিতে পা ঠুকল মামীনা। 'তুমি ভাল করেই জানো আমি বিয়ে করেছি সে দোষ তোমার। আমি ওদের সবাইকে ঘৃণা করি। বাবাকে সমস্যার কথা বললে বাবা আমাকে মারবে। তার চেয়ে বরং চলে যাব আমি, জাদুকরী হবো, তা-ও ভাল।

'ওই জীবনে তুমি টিকতে পারবে না, মামীনা,' শুকনো গলায় বললাম। মামীনা এতো উত্তেজিত যে সহানুভূতি দেখানো চলে না। কখন কি করে বসবে কে জানে!

আমার কথা শোনার জন্যে অপেক্ষা করে নেই মামীনা, ফুঁপিয়ে উঠে দৌড় দিল সে ঘুরে। অস্ফুট স্বরে বলছে আমি দয়াহীন এক পাষাণ।

ক্ষওলকে আরেকজন লোক দিয়ে পাঠিয়েছিলাম হারানো একটা ষাঁড়ের খোঁজে। পরদিন সকালে আমাকে এসে ঘুম থেকে ডেকে তুলল সে। জিজ্ঞেস করলাম ষাঁড়টাকে খুঁজে পেয়েছে কিনা।

'পেয়েছি, বস্,' জানাল ক্ষওল। 'কিন্তু সে কারণে আপনাকে আমি ঘুম থেকে ডেকে তুলিনি। আমি আপনার জন্যে একটা খবর নিয়ে এসেছি সাডুকোর বউ মামীনার কাছ থেকে। চার ঘণ্টা আগে তার সঙ্গে সমতলে দেখা হয়েছিল আমার।'

কি বলেছে জানতে বললাম।

'বস্,' বলল ক্ষওল, 'মামীনা আপনাকে জানাতে বলেছে যে সে উমবেলাজির সঙ্গে চলে যাচ্ছে। সাডুকো যেন তাকে ক্ষমা করে। তার পক্ষে ন্যাডির সঙ্গে এক পরিবারে বসবাস করা সম্ভব ছিল না। উমবেলাজি তাকে কথা দিয়েছে তাকে প্রধান মহিষী করবে। মামীনা আরও বলেছে সাডুকোর সুখের জন্যেই সে চলে যাচ্ছে। ন্যাডি না থাকলে সে কোনদিনও যেত না। সাডুকোকে জানাতে বলেছে যে এখন থেকে তারা দু'জন বন্ধুর বেশি কিছু হতে না পারলেও সে সাডুকোকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভুলবে না, প্রার্থনা করবে যাতে সাড়ুকোর ভাল হয়, যাতে সাড়ুকো বিরতি একটা গাছের মতো ছায়া দেয়ার উপযুক্ততা লাভ করে। সাড়ুকো যেন রাজপুত্রের ওপর রাগ না করে। রাজপুত্র আর সব পুরুষের চেয়ে সাড়ুকোকে বেশি পছন্দ করে। বস্, সবশেষে আপনাকে বিদায় জানিয়েছে মামীনা।'

নিরবে এই অদ্ভুত কথাগুলো শুনলাম আমি, তারপর জিজ্ঞেস করলাম, 'মামীনা একা ছিল?'

'না, বস্, উমবেলাজি আর কয়েকজন সৈন্য ছিল সঙ্গে। তবে তারা মামীনার কথা শোনেনি। আমাকে ডেকে আলাদা করে নিয়ে কথা বলেছে মামীনা, তারপর ফিরে গেছে ওদের কাছে। দেখলাম দ্রুত পায়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল সবাই।'

'কড়া করে কফি বানাও,' নির্দেশ দিলাম। পোশাক পরতে পরতে কয়েক কাপ কফি গিলে ফেললাম। উমবেজির তাঁবুর কাছে গিয়ে দেখি মাত্র ঘুম থেকে উঠেছে উমবেজি, হাই তুলতে তুলতে বেরিয়ে আসছে।

'আজকের এই সুন্দর সকালে তোমার মুখটা এতো শুকনো দেখাচ্ছে কেন, মাকুমাজান?' জিজ্ঞেস করল উমবেজি। 'তোমার সেরা গরুটা হারিয়ে গেছে, নাকি অন্যকিছু?'

'না, বন্ধু,' জবাবে বললাম আমি, 'তবে তুমি আর আরেকজন তোমরা তোমাদের সেরা গরু হারিয়েছ।' একেবারে মুখস্থ বলে গেলাম আমি মামীনার বলা কথাগুলো। যখন থামলাম, চেহারা দেখে মনে হলো এক্ষুণি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যাবে উমবেজি।

'জাহান্নামের আগুনে পুড়ে মরুক মামীনা,' সামলে নিয়ে বলে উঠল উমবেজি, 'আমি না, ওর বাবা নিশ্চই বলমাশ কোন ছোটলোক। আমি এখন কি করব, মাকুমাজান?' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল উমবেজি। 'আমার কপাল ভাল যে মামীনাকে ধাওয়া করে ধরার আগেই অনেক দূরে চলে গেছে সে। ওকে ধরতে গেলে উমবেলাজি আর তার সৈন্যরা আমাকে খুন করে ফেলত।'

'আর ধরতে না গেলে সাড়ুকো কি করবে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'রেগে যাবে সন্দেহ নেই। মামীনাকে সত্যি পছন্দ করত ও কিন্তু সাড়ুকোর রাগ দেখে আমার অভ্যেস আছে। তবে নেই মাসাপোকে

www.BanglaBook.org

মামীনা বিয়ে করাতে সাডুকো কিরকম রেগে গিয়েছিল? এবার অন্তত সাডুকো অভিযোগ করতে পারবে না যে আমি উমবেলাজির সঙ্গে পালাতে দিয়েছি ওকে। এটা এমন একটা ব্যাপার যেটা সাডুকো আর উমবেলাজিকেই মীমাংসা করতে হবে।'

'আমার ধারণা বিরাট ঝামেলা হবে,' বললাম, 'এমন এক সময় ঝামেলা হবে যখন ঝামেলা হওয়া উচিত না মোটেই।'

'তুপুলাতে সুন্দরী আরও আছে। সাডুকো এলে ওর আর ন্যান্ডির সঙ্গে কথা বলব আমি। দু'চারজন সুন্দরীকে চিনি, তাদের কথা জানাব।'

'কিন্তু বাবা হিসেবে ব্যাপারটাকে তুমি কেমন ভাবে দেখছ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। আসলে দেখার কৌতূহল বোধ করছি উমবেজির সততা প্রয়োজন মাফিক কতটা নড়চড় করে।

'বাবা হিসেবে আমি এই ঘটনায় দুঃখিত, মাকুমাজান, কারণ লোকে নানা কথা বলবে। মামীনা গাছ বেয়ে ওপরে ওঠায় পোক্ত, নামে না ও।' মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল উমবেজির। 'মাসাপোর ঘটনাতেও লোকে নানা কথা বলেছিল। মামীনা যখন মাসাপোকে ঘাড় থেকে নামাল, মানে মাসাপো যখন জাদুর কারণে মারা গেল, তখন সাডুকোকে বিয়ে করল মামীনা। সাডুকো মাসাপোর চেয়ে বড় মাপের মানুষ। সাডুকো যখন ছোট মাপের মানুষ ছিল তখন কিন্তু মামীনা মাসাপোকেই বেছেছিল। এবার মামীনা উমবেলাজির জন্যে সাডুকোকে ছেড়ে গেছে। উমবেলাজি একদিন জুলুদের রাজা হবে। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মানুষ হবে উমবেলাজি। আর মামীনা হবে দুনিয়ার সবচেয়ে সম্মানী মেয়ে মানুষ। উমবেলাজিকে পটিয়ে ফেলবে মামীনা। এমনই পটানো পটাবে যে তাকে ছাড়া আর কোন মেয়ের দিকে ভুলেও তাকাবে না উমবেলাজি। বিরাট ক্ষমতাশালী হবে মামীনা, আর আমাকে, ওর বুড়ো বাপকে নিজের পিঠে কম্বলে মুড়ে তুলে নেবে। সূর্য উঠবেই মেঘ ভেদ করে, মাকুমাজান। আমরা যেহেতু জানি সূর্য উঠবেই, কাজেই আসুন মেঘের সদ্ব্যবহার করে নিই পুরোপুরি।'

'মেঘ ভেদ করে সূর্য ছাড়াও আরও অনেক কিছু বের হতে পারে, উমবেজি। বজ্রপাত হতে পারে। সেই বজ্রপাত, যে বজ্রপাতে মানুষ মারা যায়।'

'আপনি এমন সব কথা বলছেন, মাকুমাজান, যে আমার খিদে নষ্ট

www.BanglaBook.org

হয়ে যায়, অথচ এসময়ে আমার খুব খিদে লাগার কথা। আসলে, মাকুম্বাজোন, মাহীনা যদি খারাপ মেয়েই হয় তাহলে সেটা কি আমার দোষ? আমি মাহীনাকে ভাল করেই পড় করেছিলাম।' চেহারায় মুহূর্তের জন্যে রাগের ছাপ পড়ল উমবেজির। 'ভ্রূ কুঁচকে আমার দিকে তাকাচ্ছেন কেন, দোষ তো আসলে আপনার! যখন মেয়েটাকে নিয়ে আপনার পালিয়ে যাওয়া উচিত ছিল তখন তো পালাননি, পালালে আজকে এত সব কীর্তিকাহিনী হয় না।'

'তা হয়তো হতো না,' জবাব দিলাম, 'কিন্তু তাহলে আমি নিশ্চিত যে আমার মৃত্যু হতো; আমার ধারণা ওর সংস্পর্শে যারাই যাবে তাদেরই মৃত্যু হবে।' চলে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালাম আমি, চলে আসার আগে বললাম, 'আশা করি তোমার সন্তানের মাতৃত্ব উপভোগ করবে তুমি!'

পরদিন সাডুকো ফিরল। যেহেতু মাহীনা আমার কাছে খবর পাঠিয়েছে কাজেই ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও আমাকে থাকতে হলো খবরটা ওকে দেয়ার সময়। ন্যান্ডি জানাল ওকে খারাপ লাগল আমার। কিছুক্ষণ সামনের দিকে তাকিয়ে পাথরের মূর্তির মত বসে থাকল সাডুকো, দেখে মনে হলো বুড়িয়ে গেছে। তারপর ফিরল সে উমবেজির দিকে, অভিযোগ করল উমবেজি নিজের অবস্থান উঁচু করার জন্যে মাহীনাকে কুমন্ত্রণা দিয়ে উমবেলাজির সঙ্গে পালাতে সাহায্য করেছে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, যে লোক তার ভালবাসার বউকে চুরি করে নিয়ে গেছে তাকে সে খুন করে ফেলবে। উমবেলাজির রক্ষা নেই, আমরা জেনেশুনেও চুপ করে ছিলাম এই অভিযোগ তুলল সাডুকো। আমাকে, উমবেজিকে আর ন্যান্ডিকে আঙুল তুলে অভিযুক্ত করল।

ব্যাপারটা আমার কাছে বেশি বাড়াবাড়ি মনে হওয়ায় আমিও উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম, কড়া গলাতে বললাম, 'ইচ্ছে করলে তোমার মাহীনাকে বহু আগেই আমি কেড়ে নিতে পারতাম, কাজেই কি বলছ তাও তুমি পরিষ্কার করে বলো।'

দেখলাম কথাটা শুনে একটু থমকে গেল সাডুকো।

ন্যান্ডিও উঠে দাঁড়াল, নরম স্বরে বলল, 'সাডুকো, তোমার শরীরে রাজকীয় রক্ত নেই তবু আমি রাজকন্যা হয়েও তোমাকে বিয়ে করেছি। রাজা আর উমবেলাজি জানত আমি তোমাকে ভালবাসি, তাই ওরাও বিয়েতে মত দেয়। আমি তোমার প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছি। আমার সন্দেহ

www.BanglaBook.org

আছে মামীনার স্বামী নয়, মামীনা নিজেই জাদুকরী, সে-ই আমার প্রথম সন্তানকে হত্যা করেছে, তারপরও তুমি যখন তাকে ঘরে আনলে, আমি আপত্তি করিনি। আপত্তি করিনি যখন তুমি আমার ঘরের চেয়ে তার ঘরেই বেশি সময় কাটিয়েছ। এখন তোমার ভালবাসা পায়ে দলে মামীনা চলে গেছে আমার ভাই উমবেলাজ্জির টানে। যুদ্ধ যদি ওর পক্ষে যায় তাহলে উমবেলাজ্জিই হবে রাজার পর রাজা। কিন্তু মামীনা ওর সঙ্গে যাওয়ার অজুহাত হিসেবে বলেছে আমি নাকি তার সঙ্গে চাকরের মতো আচরণ করতাম বলেই সে গেছে। কথাটা ডাহা মিথ্যে। তাকে তার উপযুক্ত কাজই আমি দিয়েছিলাম। আমি যদি এব্যাপারে সতর্ক না থাকতাম তাহলে আমাকে মরতে হতো। জাদুকরের জাদুও জাদু জানে। ওর চলে যাওয়ার আসল কারণ আমার ভাইকে সে মুগ্ধ করতে পেরেছে, বোকা বানিয়ে দিতে পেরেছে সৌন্দর্য দিয়ে।' আমার দিকে একবার তাকাল ন্যাডি, তারপর বলে চলল, 'উমবেলাজ্জি তোমার চেয়ে উঁচু তলার মানুষ। সাজুকো, আমি প্রার্থনা করি তুমিও বিরাট মাপের মানুষ হও, কিন্তু আমার তাই হতে পারে রাজা। ওকে মামীনা তোমার চেয়ে বেশি ভালবাসে না। তবে ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী। নিজের পথ ও বেছে নিয়েছে। মামীনা তোমার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে ধরে নাও। আমার মনে হয় ও থাকলে আমাদের পরিবারে আরও মৃত্যু ঘটত। হয়তো আমি মারা যেতাম, তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু হয়তো ও তোমাকেও মেরে ফেলত। তাতে বিরাট ক্ষতি হয়ে যেত। সাজুকো, হতে পারে সে আমার চেয়ে সুন্দরী, তোমাকে এই কথাগুলো আমি মামীনাকে হিংসে করি সেজন্যে বলছি না, বলছি এগুলো সত্যি কথা বলে। আমার পরামর্শ হচ্ছে যা হবার হয়েছে, চুপ করে অপেক্ষা করো। আর যাই করো উমবেলাজ্জির ওপর প্রতিশোধ নিতে যেয়ো না, কারণ আমার ধারণা নিজের ভাগ্যের যথেষ্ট ক্ষতি সে করে ফেলেছে মামীনাকে নিয়ে গিয়ে।'

ন্যাডির দীর্ঘ বক্তৃতা সাজুকোর ওপর বিরাট প্রভাব ফেলেছে বুঝতে পারলাম। সাজুকো শুধু বলল, 'এখন থেকে মামীনা নামটা আমার কানে যেন আর না আসে। মামীনা মারা গেছে।'

সাজুকো আর উমবেজির কানে এরপর থেকে আর কখনও মামীনার নাম উচ্চারণ করা হয়নি। যখন কোন কারণে তার কথা বলতে হতো তখন ঝড়ের শিশু বলা হতো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরবর্তীতে খেয়াল করলাম, মানুষ হিসেবে বদলে গেছে সাড়ুকো। আগের মতো আর গর্বিত ভাবটা প্রকাশ হয় না ওর আচরণে। ঠাণ্ডা, নিরব এক মানুষ হয়ে গেল ও। এখন সবকিছু গভীর ভাবে চিন্তা করে, কিন্তু চোখ দেখে কি চিন্তা করে তা বোঝার কোন উপায় নেই। একবার গিয়ে সে ঘিকালির সঙ্গে দেখা করে এলো। বুড়ো জাদুকর তাকে কি পরামর্শ দিল তা জানতে পারলাম না তখন তখন।

এ ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত একটা ঘটনা ঘটল। কিছুদিন পর নিজের এক ভাইকে বার্তা দিয়ে পাঠাল উমবেলাজি। বার্তার ভাষায় বুঝলাম দুঃখিত যদি রাজপুত্র নাও হয়ে থাকে, সে নিজের অকাজে অত্যন্ত লজ্জিত।

বার্তায় লেখা

'সাড়ুকো,

আমি তোমার একটা গরু চুরি করেছি। পারো তো ক্ষমা করে দিয়ো আমাকে। যা চাও এই পাপে ওই গরুর বিনিময়ে; যত গরু চাও।

তোমাকে আমি হারাতে চাই না। একাধারে তুমি আমার বন্ধু এবং বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা। সাড়ুকো, দয়া করে আমার কাছে খবর পাঠাও, যে দেয়াল আমি তুলে তুলে দিয়েছি দু'জনের মাঝে, সে দেয়াল ভেঙে পড়েছে। যুদ্ধে তোমাকে আমি পাশে চাই।'

চিঠির জবাবে সাড়ুকো জানাল:

'রাজপুত্র,

ছোট একটা ব্যাপারে চিন্তিত হচ্ছ তুমি। যে গরু তুমি চুরি করেছিলে সে গরুর কোন মূল্য নেই আমার কাছে। যদি চাইতে তাহলে নির্দ্বিধায় দিয়ে দিতাম তোমাকে গরুটা।

'গরু দিতে চেয়েছ সেজন্যে ধন্যবাদ, কিন্তু কোন গরু আমার দরকার নেই। বিশেষ করে সে গরু যদি হয় আমার হারানো গরুটার মতো বন্ধ্যা।

আর দেয়াল? কোন দেয়াল ওঠেনি তোমার আমার মাঝে। সামনে যখন যুদ্ধ তখন একই পক্ষের লোকদের মাঝে দেয়াল উঠবে কি করে!

দিন রাত আমি যুদ্ধ আর বিজয়ের কথা ভাবছি, ভুলে গেছি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রক্ষা সেই গরুর কথা, যেটা তোমার পিছু পিছু চলে গেছে। তবে, উমবেলাজি, ভবিষ্যতে যদি দেখো গরুটার শিঙে মাত্রাতিরিক্ত ধার তাহলে অবাক হয়ো না।'

# বারো

*শান্তির প্রার্থনা*

আঠারোশ ছাপ্পান্ন সালের নভেম্বর মাসে দুই রাজপুত্রের পারস্পরিক বিদ্বেষ মাত্রা ছাড়াল, যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেল গোটা জুলুল্যান্ড। রাজধানীর বাইরে জড় হলো দুই রাজপুত্রের সৈন্যবাহিনী, ভেতরে ঢুকতে দেয়া হলো না তাদের। অবশ্য নিষেধ অমান্য করে রাতে খোঁজ করতে আসে সেনাবাহিনীর অনেকে। তাদের সঙ্গে থাকে শুধু লাঠি। অস্ত্র নিয়ে শহরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। সেনাবাহিনীর একদলের সঙ্গে আরেক দলের ঝগড়ার মাধ্যমে সূত্রপাত হলো সিংহাসন দখলের সরাসরি লড়াইয়ের।

দুই রাজপুত্রের সমর্থক দুই ক্যাপ্টেনের মধ্যে কথা কাটাকাটি থেকে হাতাহাতি হলো। উমবেলাজির সমর্থক ক্যাপ্টেন লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করল সেটেওয়ায়োর সমর্থক ক্যাপ্টেনকে। ফলাফল: দুই বাহিনীর মধ্যে লড়াই। কপাল ভাল সেনাদের কাছে লাঠি ছাড়া আর কোন অস্ত্র নেই, নইলে ভয়ঙ্কর এক রক্তক্ষয়ী লড়াই শুরু হয়ে যেত। তারপরও এ লড়াইয়ে মারা গেল পঞ্চাশজন, আহত হলো প্রচুর লোক।

আমার ভাগ্য খারাপ, পাখি শিকার করতে বেরিয়েছিলাম, লড়াইয়ের শুরুটা আমার ক্যাম্পের উপত্যকা থেকে দেখতে পেলাম। দেখলাম এক ক্যাপ্টেন খুন হয়ে গেল, শুরু হলো এক হাজার সেনার লড়াই। আমি ঘোড়াটা গাছের আড়ালে সরিয়ে দেখলাম ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা। মোটা লাঠি আর ঢাল ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র নেই ওদের হাতে। একজন আরেকজনকে পিটিয়ে হত্যা করছে। গা শিউরে ওঠার মতো দৃশ্য। এখানে ওখানে গড়াগড়ি খাচ্ছে লোকজন, তাদের মাথায় বাড়ি মারছে বিপক্ষের সৈনিক। মাথা ফাটিয়ে মগজ বের করে আনছে। হঠাৎ

www.BanglaBook.org

দেখলাম আমার দিকে তেড়ে আসছে দু'জন বিশালদেহী সৈনিক : ছুটতে ছুটতে চিৎকার করছে তারা:

'খুন করো, উমবেলাজির সাদামানুষকে! খুন করো! খুন করো!'

জান বাঁচাতে লড়তে হলো আমাকে। কাছে চলে আসছে লোক দুটো। আমার হাতে একটা ডাবল ব্যারেল শটগান, ভেতরে ভরা আছে বিবি গুলি, ভেবেছিলাম ফেরার পথে ছোট হরিণ পেলে মারব, দুটো ব্যারেল খালি করলাম আমি দুই সৈনিকের ওপর। মারা গেল দু'জনই। ওদের চোখ ফুটো করে শরীর ঝাঁঝরা করে দিয়েছে বিবি গুলি। বামদিকের লোকটা আমার ঘোড়ার পায়ের কাছে এসে পড়ে গেল। লোকটার হাতের লাঠি আমার উরুতে আছড়ে পড়ল। ছিলে গেল জায়গাটা।

যখন বুঝলাম আপাতত বিপদের আর কোন আশঙ্কা নেই তখন ঘোড়ার পেটে স্পার দাবিয়ে শহরে, রাজার ক্রালের দিকে চললাম আমি লড়াইরত সৈনিকদের পাশ কাটিয়ে। সরাসরি রাজার ক্রালে গিয়ে উপস্থিত হলাম, জানালাম এক্ষুণি রাজার সঙ্গে দেখা করতে চাই। অনুমতি মিলল। রাজার সঙ্গে দেখা হতেই বললাম নিজের জীবন বাঁচাতে কেটেওয়ায়োর দু'জন সৈনিককে আমি খুন করেছি, কাজেই আমার ব্যাপারটা যাতে বিশেষ বিবেচনা করে।

পান্ডা ক্লান্ত স্বরে বলল, 'মাকুমাজান, আমি জানি আপনার কোন দোষ ছিল না। আমি ইতিমধ্যেই এক রেজিমেন্ট সৈন্য পাঠিয়ে দিয়েছি লড়াই থামাবার জন্যে। যারা লড়াই শুরু করেছে তাদের কালকে বিচারের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। আপনি নিরাপদে সরে আসতে পেরেছেন দেখে ভাল লাগছে। তবে সাবধানে থাকবেন এখন থেকে। কেটেওয়ায়োর লোকেরা আপনাকে পেলে ছাড়বে না। শহরের কাছে যতক্ষণ আছেন ততক্ষণ চিন্তা নেই, আমি আপনার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিচ্ছি। আপনার ক্যাম্পের কাছে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হবে। তবে একটা কথা, এই ঝামেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে এখানেই থাকতে হবে। পথে বের হলে আপনি খুন হয়ে যেতে পারেন।'

'দয়ার জন্যে ধন্যবাদ, রাজা,' জবাবে বললাম আমি। সমস্যা হয়ে গেল আমার। ভেবেছিলাম আগামীকাল নাটাল রওনা হবো।

'কি আর করা, মাকুমাজান, আপাতত এখানেই থাকতে হবে আপনাকে, যদি খুন হয়ে যেতে না চান।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চাই আর না চাই ভাগ্য আমাকে জুলুদের সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলল।

পরদিন বিচারের সময় সাক্ষী হিসেবে আমাকে ডাকা হলো। একই সঙ্গে আমি বাদীদেরও একজন বলে ধরে নেয়া হলো। রাজার ক্রালের সামনের উঠানে বসল বিচার। মধ্যবর্তী উপস্থিত। দেখলাম রাজার চারপাশে হিংস্র চেহারার রাজপুত্র সমর্থকরা ভিড় করে আছে ডানদিকে বসে আছে কেটেওয়ায়োর সমর্থকরা, বামদিকে উমবেলাজির সমর্থক। ডানদিকে দলের শুরুতে দলীয় সর্দারদের নিয়ে বসেছে কেটেওয়ায়ো, বামদিকে দলের শুরুতে সর্দারদের নিয়ে বসেছে উমবেলাজি। ঠিক তার পেছনেই বসে আছে সাদুকো, মুখটা রাজপুত্রের কানের কাছে, যাতে প্রয়োজনে পরামর্শ দিতে পারে।

আমি আর আমার অন্য শিকারি বিশেষ অনুমতি পেয়ে সশস্ত্র অবস্থায় এসেছি। দুই দলের মাঝখানে সরাসরি রাজার সামনে বসেছি আমরা। প্রত্যেকে প্রস্তুত, জীবন বাঁচানোর প্রয়োজন পড়লে নির্দ্বিধায় গুলি চালাব।

সবাই বসার পর বিচারের কার্যক্রম শুরু হলো। রাজা পান্ডা জানতে চাইল কে লড়াই শুরু করেছে।

বিস্তারিত বর্ণনায় যাব না অতি দীর্ঘ হয়ে যাবে বলে, তাছাড়া সব আমার মনেও নেই কিন্তু দু'দলই দু'দলকে লড়াই শুরু করার ব্যাপারে অভিযুক্ত করল। যে যার নিজের দলের পক্ষে সাক্ষ্য দিল।

'কি করে জানব আমি কাদের কথা সত্যি?' সবার বক্তব্য শোনার পর জিজ্ঞেস করল পান্ডা। আমার দিকে তাকাল। 'মকুমজান, আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এগিয়ে আসুন, বলুন শুনি আপনার বক্তব্য।'

উঠে দাঁড়াতে হলো আমাকে। বলতে হলো কি দেখেছি। কেটেওয়ায়োর ক্যাপ্টেনই প্রথমে লাঠি দিয়ে উমবেলাজির ক্যাপ্টেনকে বাড়ি দিয়েছিল, কিন্তু পরে উমবেলাজির ক্যাপ্টেন কেটেওয়ায়োর ক্যাপ্টেনকে পিটিয়ে হত্যা করে। তারপরই শুরু হয় দুই দলের লড়াই।

'তাহলে বলতে হয় কেটেওয়ায়োর দলই দায়ী,' মন্তব্য করল রাজা আমার বক্তব্য শেষ হওয়ার পর।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল কেটেওয়ায়ো, বলল, 'কি কারণে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন আপনি, বাবা? উমবেলাজির লোকগুলো সাদামানুষ, সাদুকোর বন্ধু; তাছাড়া সে আমার দলের দু'জনকে হত্যা করেছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ, কেটেওয়্যায়ো,' জবাবে বললাম আমি, 'দু'জনকে আমি হত্যা করেছি কারণ নইলে তারাই আমাকে বিনা কারণে মেরে ফেলত। আমি ওদের সঙ্গে লাগতে যাইনি, ওরা যেচে পড়ে আমাকে আক্রমণ করেছিল।'

'সে যাই হোক,' চিৎকার করল কেটেওয়্যায়ো, 'ছোটখাটো সাদামানুষ, আপনি ওদের খুন করেছেন। তার মানে এখন আপনার রক্তঋণ শোধ করতে হবে।...উমবেলাজি কি আপনার জন্যে রাজার কাছে বলে বিশেষ ব্যবস্থা করেছে? নইলে আমরা যখন রাজার ছেলে হয়েও শুধু মাত্র লাঠি ছাড়া নিরস্ত্র তখন আপনি দলবল নিয়ে সশস্ত্র অবস্থায় রাজার সামনে উপস্থিত হন কি করে। উমবেলাজি যদি আপনার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করে থাকে তাহলে পারলে সে আপনাকে রক্ষা করুক।'

'প্রয়োজন হলে রক্ষা করব,' গম্ভীর স্বরে জানাল উমবেলাজি।

'ধন্যবাদ, রাজপুত্র,' আমি বললাম, 'তবে যদি সত্যিই দরকার হয় তাহলে নিজেকে আমি নিজেই রক্ষা করব গতকালও তা-ই করেছি।' রাইফেলটা কক্ করে কেটেওয়্যায়োর চোখে তাকালাম আমি।

'আপনি এখান থেকে চলে যাবার পর আপনার সঙ্গে বোঝাপড়া হবে আমার, মাকুমাজান!' হুমকির সুরে বলল কেটেওয়্যায়ো। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে থুতু বের হচ্ছে ওর কথা বলার সময়। খুব বেশি উত্তেজিত হলে এমন হয় মানুষের।

কেটেওয়্যায়োর সঙ্গে সবসময়েই সম্পর্ক ভাল ছিল আমার। এখন মাথা গরম হওয়ায় কারও না কারও ওপর রাগ ঝাড়তে হবে তাই প্রলাপ বকছে।

'সেক্ষেত্রে আমি রাজার অনুগ্রহ প্রার্থনা করব,' শান্ত গলায় বললাম আমি। তারপর যোগ করলাম, 'তাছাড়া তুমি কি চাও ইংরেজরা তোমার শত্রু হয়ে যাক? আমি যদি মারা যাই তাহলে তুমি শেষ, কেটেওয়্যায়ো।'

পান্ডা বলে উঠল, 'মাকুমাজান আমার অতিথি। কেউ যদি তার কোন ক্ষতি করে, সে সাধারণ কেউ হোক আর আমার ছেলে কেন রাজপুত্র—তাকে বিচারে মৃত্যুবরণ করতে হবে ...আর, কেটেওয়্যায়ো, তোমার লোকরা মাকুমাজানকে বিনা কারণে আক্রমণ করায় তোমাকে আমি জরিমানা করছি। বিশটা গরু দেবে তুমি মাকুমাজানকে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'জরিমানা আমি দিয়ে দেব,' চেষ্টাকৃত শক্ত গলায় জানাল কেটেওয়ায়ো, বুঝতে পারছে আমাকে হুমকি দিয়ে কাজটা ভাল করেনি।

এবার রাজা বিচারের রায় ঘোষণা করল। যেহেতু সত্যি করে বোঝার উপায় নেই কাদের দোষ বেশি কাজেই দুই রাজপুত্রকে সমান সংখ্যক গরু জরিমানা করল পাণ্ডা। বিরাট এক বক্তৃতা দিল রাজপুত্রদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত সে ব্যাপারে। অত্যন্ত অমনোযোগিতার সঙ্গে শোনা হলো তার বক্তৃতা।

রায় প্রকাশের পর আসল বিষয়ে আলোচনা শুরু হলো।

উঠে দাঁড়িয়ে কেটেওয়ায়ো পাণ্ডার উদ্দেশে বলল, 'বাবা, আপনি তো জানেন আমার আর উমবেলাজির মধ্যে বিরোধ আছে। দেশের এক অংশ চায় আপনি মারা যাবার পর আমি রাজা হই, আরেক অংশ চায় উমবেলাজি রাজা হোক। কিন্তু এব্যাপারে আমি আপনার মতামত জানতে চাই। আপনার অবগতির জন্যে জানাচ্ছি আমার মা আপনার প্রধানা স্ত্রী। নিয়ম অনুযায়ী তার বড় ছেলে হওয়ায় আমারই সিংহাসনে বসার কথা। একবার সাদামানুষরা জিজ্ঞেস করায় আপনি কি আমাকে দেখিয়ে বলেননি যে আমিই হবো পরবর্তী রাজা? সেজন্যে আমাকে সম্মানসূচক পোশাকও দেয়া হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে উমবেলাজির মা আপনার কানে ফুসমন্তর দিয়েছে। উমবেলাজির কিছু সমর্থকও,' বলে সাডুকো এবং উমবেলাজির ভাইদের দেখল কেটেওয়ায়ো। 'আপনি আমার প্রতি শীতল আচরণ করেছেন, বাবা। এতোই শীতল আচরণ করেছেন যে এখন অনেকে বলছে শেষ পর্যন্ত আপনি উমবেলাজিকেই পরবর্তী রাজা ঘোষণা করবেন। আপনি কাকে রাজা ঘোষণা করবেন সেটা এখনই জানিয়ে দিন, যাতে আমি আমার কর্তব্য স্থির করতে পারি।'

কথা শেষ করে বসল কেটেওয়ায়ো, রাজার জবাবের অপেক্ষা করছে। চারপাশে বিরাজ করছে পিনপতন নিরবতা। রাজা কোন কথা না বলে উমবেলাজির দিকে তাকাল। উঠে দাঁড়াল উমবেলাজি। তার সমর্থকরা চিৎকার করে আনন্দ প্রকাশ করল। কেটেওয়ায়োর সমর্থক বেশি, দূরবর্তী সর্দারদের বেশিরভাগই তার পক্ষে, কিন্তু চেহারা, আচরণ ইত্যাদির কারণে জুলুদের মাঝে উমবেলাজিই বেশি জনপ্রিয়।

'বাবা,' শুরু করল উমবেলাজি, 'আমিও আপনার মতামতের



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অপেক্ষায় আছি। আপনি জুলুদের সামনে কাউকে কখনও পরবর্তী রাজা ঘোষণা করেননি। আমি জানি সিংহাসনে আমার দাবি কেটেওয়ায়োর চেয়ে কম নয়। তবে কে পরবর্তী রাজা হবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে একা আপনার ওপর। যদি পরিস্থিতি এমন হয় যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী তাহলে কেটেওয়ায়োর সঙ্গে রাজ্য ভাগ করে নিতেও আমি রাজি আছি।' কেটেওয়ায়োর আর পান্ডা এই কথায় একই সঙ্গে মাথা নাড়ল শ্রোতারা একসঙ্গে 'না, না' বলে উঠল। উমবেলাজি এবার বলল, 'সেক্ষেত্রে রক্তের নদী যাতে বয়ে না যায় সেজন্যে আমি কেটেওয়ায়োর সঙ্গে মুখোমুখি লড়তে রাজি। যেকোন একজনের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তবে স্থির হোক রাজত্ব কার হবে।'

'নিরাপদ প্রস্তাব,' টিটকারির সুরে বলল কেটেওয়ায়ো। 'সবাই জানে যোদ্ধা হিসেবে উমবেলাজি জুলুল্যান্ডে সবচেয়ে শক্তিশালী। গায়ের জোরের ওপর ভাগ্য নির্ভর করুক তা আমি চাই না। সে এক খোঁচায় আমাকে মেরে আমার সমর্থকদের ভাগ্য নষ্ট করবে তা আমি হতে দেব না। বাবা, আপনি স্থির করুন কে রাজা হবে।'

অস্বস্তিতে পড়ে গেল পান্ডা। বেড়া পার হয়ে দুই মহিলা, তার দুই ছেলের দুই মা এসে হাজির হয়েছে। তারা একইসঙ্গে রাজার দু'কানে ফিসফিস করে কথা বলতে শুরু করল। কি পরামর্শ তারা দিচ্ছে তা জানা গেল না, তবে একই কথা দু'জন বলেনি এটা নিশ্চিত। দুই স্ত্রীকে একবার করে অসহায় চোখে দেখল পান্ডা, তারপর আর শুনতে চায় না বলে দুই কানে হাত চাপা দিল।

'বলুন, রাজা!' উপস্থিত সবাই চেঁচিয়ে উঠল, 'বলুন কে হবে পরবর্তী রাজা। কেটেওয়ায়ো নাকি উমবেলাজি?'

দেখলাম চরম অস্বস্তিতে ভুগছে পান্ডা। মোটাসোটা মানুষ সে। দিনটা শীতল, তবুও দরদর করে ঘামছে। ভ্রূ বেয়ে নামছে ঘামের ধারা।

'সাদামানুষরা হলে এরকম সময়ে কি করত?' নিচু ফ্যাসফেঁসে গলায় আমাকে জিজ্ঞেস করল পান্ডা।

মাটির দিকে তাকিয়ে নিচু স্বরে জবাব দিলাম আমি। এতোই নিচু স্বরে যে বেশিরভাগ লোক শুনতে পেল না। 'সাদামানুষ হলে কোন সিদ্ধান্ত নিত না, রাজা। অপেক্ষা করত। তার মৃত্যুর পর অন্যরাই স্থির করত কে রাজা হবে।'

www.BanglaBook.org

'আমিও তা-ই বলতে পারলে ভাল হতো,' বলল পাঙ্গা, 'কিন্তু তা সম্ভব নয়।'

দীর্ঘ একটা সময় নিরবতায় কাটল. চুপ করে আছে উত্তেজনায় টানটান সবাই. প্রত্যেকেই বুঝতে পারছে রাজার একজনের ওপর নির্ভর করছে জুলুল্যান্ডে বিরাট কোন যুদ্ধ বাধতে যাচ্ছে কিনা। বিরাট ধড়টা বয়ে উঠে দাঁড়াল পাঙ্গা, গম্ভীর হয়ে গেছে, থমথম করছে মুখটা। ধীর স্বরে বলল, 'যখন দুটো যুবক সিংহাসন নিয়ে ঝগড়া করে তখন লড়াইয়ের মাধ্যমে নির্ধারিত হয় তাদের ভাগ্য।'

চিৎকার করে উঠল উপস্থিত জনতা। রাজার কথার অর্থ সামনে গৃহযুদ্ধ আসছে। সে যুদ্ধে প্রাণ হারাবে অসংখ্য মানুষ।

এতো কষ্ট করে ঘুরে দাঁড়াল পাঙ্গা যে আমার মনে হলো পড়ে যাবে সে। ধীর পায়ে চলল দরজার দিকে, পেছনে চলেছে দুই রাণী। দু'জনই চেষ্টা করছে একে অপরের আগে রাজার পিছু নেবার। তাদের ধারণা যে আগে যাবে তার ছেলেরই ভাগ্য খুলবে. শেষ পর্যন্ত দরজা দিয়ে পাশাপাশি বের হতে হলো তাদের।

রাজা আর রাণীরা চলে যাবার পর ভিড় করে থাকা জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল. দু'পক্ষ পাশাপাশি বের হয়ে গেল। দেখে মনে হলো না তাদের মাঝে কোন শত্রুতা আছে; কেউ কাউকে টিটকারিও মারল না। সবাই বুঝে গেছে এখন আর বিরোধ পারিবারিক পর্যায়ে নেই, জনতার লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। পরবর্তী সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছে তারা। যখন যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেয়া হবে তখন লাঠি হাতে লড়বে না ওরা, লড়বে বর্শা হাতে। লড়াইয়ের মাঠে মুখোমুখি হবে, ওরা সে অপেক্ষায় আছে।

পরবর্তী দু'দিন পাণ্ডার ব্যক্তিগত রেজিমেন্ট ছাড়া আর কোন সৈন্য শহরের ধারেকাছেও এলো না। কেচওয়ায়ো তার অনুগতদের মাঝে ফিরে গেল। উমবেলাজি ফিরল উমবেজির ক্রালে। তার অনুগতদের এলাকার ঠিক মাঝখানে উমবেজির ক্রাল।

সঙ্গে সে মামীনাকে নিল কিনা তা আমি জানি না। নিয়ে থাকলেও বাবার ক্রালে তাকে দেখতে পেলাম না।

উমবেলাজি আর সাদুকোর সঙ্গে আলাপ হলো আমার। আমাকে দাওয়াত দিয়ে রাজধানী থেকে নিয়ে এসেছে তারা। আসন্ন যুদ্ধে তারা আমার সাহায্য কামনা করে।

আমি জবাবে বললাম ওদের যতোই পছন্দ করি না কেন, জুলুদের



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যুদ্ধে আমার কোন ভূমিকা থাকবে না : জানিয়ে দিলাম আমি চলে যাব নাটালে।

অনেকক্ষণ ধরে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করল ওরা, নানা লোভ দেখাল, তারপরও যখন আমি গললাম না, উমবেলাজি যখন বুঝল আমার সাহায্য পাওয়া যাবে না তখন বলল, 'সান্ডুকো, সাদামানুষের সামনে আর আমাদের ছোট হওয়ার দরকার নেই। ঠিকই বলেছেন মাকুমাজান, এসবের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক এসলেই নেই। 'আমরা কেন আমাদের লড়াইয়ে তাঁকে জড়িয়ে তাঁর জীবনের ওপর হুমকি টেনে আনব? সাদামানুষরা আমাদের মতো নয়, তারা জীবন রক্ষার ব্যাপারে অনেক বেশি ভয়ে। ঠিক আছে, বিদায় মাকুমাজান, আমি যদি রাজ্যের ক্ষমতায় যেতে পারি তাহলে আপনাকে সবসময়েই স্বাগত জানাব আমি। তবে আমি যদি হেরে যাই যুদ্ধে তাহলে আপনার উচিত হবে টুগেলা নদীর ওপারে থাকা।'

সূক্ষ্ম অপমানটা ঠিকই ধরতে পারলাম আমি। নিজেকে সামলে নিলাম। আমার অভিমানপ্রিয় মনটাকে নিয়ন্ত্রণ করে জবাব দিলাম, 'রাজপুত্র, তুমি বলছ আমি সাহসী লোক নই ঠিকই বলছ তুমি। লড়াই আমি ভয় পাই। ব্যবসায়ী মানুষ আমি, মনটাও ব্যবসায়ীর, কাজেই বিদায়, রাজপুত্র ভাগ্য ভাল হোক তোমার।' মামীনাকে নিয়ে পালানোর তাকে একটা ডাকনাম দেয়া হয়েছে, সে নামে তাকে ডেকে বিদায় চাইলাম আমি। দেখলাম ব্যক্তিত্বের এই ত্রুটিপূর্ণ বিষয়টা ভুলে উমবেলাজিকে অপমান করায় সান্ডুকোর ঠোঁটে মুচকি হাসি ফুটে উঠল।

আমি অপমান করায় উমবেলাজি সহজ ভাবেই অপমানটা হজম করল। বলল, 'সৌজন্য কাকে বলে, মাকুমাজান?' আমার হাত ধরে ঝাঁকিয়ে ছেড়ে দিল। 'কখনও মনে হয় মস্ত বড় মানুষ হয়ে বেঁচে থাকাটা সৌভাগ্য, কখনও মনে হয় মরে যাওয়াটাই সৌজন্য'। চিরঘুমে শরীরের খিদে নেই, তৃষ্ণা নেই, আত্মার অতৃপ্তি নেই, নেই অবিশ্বাসী মেয়েমানুষের চতুরতা আর ভণ্ড বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতা। যুদ্ধে যদি আমি হেরে যাই, মকুমাজান, তাহলে ধরে নেব আমি সৌভাগ্যবান, কারণ কেটেওয়ায়োর অধীনে অত্যাচারিত হবো না আমি, আগেই মারা যাব।'

চলে গেল উমবেলাজি। কিছুদূর তাকে এগিয়ে দিয়ে সান্ডুকো, তারপর কোন এক অজুহাতে ফিরে এলো আমার কাছে, বলল, 'মাকুমাজান, হয়তো এটাই আমাদের শেষ দেখা, একটা অনুরোধ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করব। এমন এক মেয়েমানুষের কথা বলব যাকে উমবেলাজি চুরি করেছিল। তাকে উমবেলাজি অনেক গরু দিয়েছে, লুকিয়ে রেখেছে সম্ভবত ফিকানিস আস্তানার কাছে। যদি উমবেলাজি হেরে যায়, আমি যদি মারা যাই যুদ্ধে, তাহলে আশঙ্কা করছি সেই মেয়েমানুষের ওপর রাজকীয় বজ্রপাত নেমে আসবে। আমি এখন নিশ্চিত যে মাসাপো জাদুকর ছিল না, ছিল সেই মেয়েমানুষ। উমবেলাজির পক্ষ নেয়ায় ধরা পড়লে তাকে খুন করা হবে। মাকুমাজান, আপনাকে সত্যি কথাটা বলছি, আমার হৃদয়ে এখনও ওর জন্যে আগুন জ্বলে। তার জাদুর জালে আমি আটকা পড়ে আছি। রাতে তাকে আমি স্বপ্নে দেখি। বাতাসে শুনতে পাই তার কণ্ঠস্বর। যদিও সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তবুও দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে সে আমার কাছে বেশি মূল্যবান। মাকুমাজান, আমি যদি মারা যাই তাহলে ওকে আপনি বাঁচাবেন। জানি আপনার বাড়িতে চাকরের বেশি সম্মান তার মিলবে না। তবুও।' উমবেলাজি যেদিকে গেছে সেদিকে আঙুল তুলল সাড়ুকো, ফিসফিস করে বলল, 'যদিও চোর উমবেলাজির সঙ্গে সে পালিয়েছে তবু আপনাকে সে বেশি পছন্দ করে। উমবেলাজির সঙ্গে গেছে কারণ উমবেলাজি একজন রাজপুত্র। তার ধারণা উমবেলাজি একদিন রাজা হবে আর সে হবে রানী। তাকে আপনি নাটালে নিয়ে যাবেন। যদি ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলতে চান তো মুক্ত করে দিবেন, যাকে ইচ্ছে বিয়ে করে চলে যাবে সে আপনার জীবন থেকে। তাতে অন্তত প্রাণে তো বাঁচবে! পাণ্ডা আপনাকে ভালবাসে। যুদ্ধে যে-ই জিতুক আপনি চাইলে সে ওই মেয়ের প্রাণ ভিক্ষা দেবে। ওকে আপনি বাঁচাবেন, মাকুমাজান।'

হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ মুছল সাড়ুকো। আমি দেখলাম চোখ থেকে দরদর করে জল পড়ছে ওর। আমি কিছু বলার আগেই ঘুরে পা বাড়াল সাড়ুকো।

যদিও আমি সাড়ুকোকে কোন কথা দিইনি, কিন্তু বুঝতে পারলাম, প্রয়োজন দেখা দিলে ওর অনুরোধ আমি রক্ষা করব।

'চোর উমবেলাজি!' বাক্যটা অদ্ভুত শুনিয়েছে সাড়ুকোর মুখে। সাড়ুকো, উমবেলাজির সেনাপতিদের অন্যতম! আরও অদ্ভুত লাগল 'তার ধারণা উমবেলাজি রাজা হবে' কথাটা। তারমানে সাড়ুকো বিশ্বাস করে না উমবেলাজি রাজা হবে; অথচ সাড়ুকো যুদ্ধ করবে সেই চোর উমবেলাজির পক্ষে। তার পক্ষে যে উমবেলাজি ওর ভালবাসা কেড়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিয়েছে! মনে মনে বললাম, আমি যদি উমবেলাজি হতাম তাহলে কোনদিন চাইতাম না সাজুকো আমার প্রধান পরামর্শদাতা এবং সেনাপতি হোক। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমি উমবেলাজি বা সাজুকো নই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে কালকেই আমি জুলুল্যান্ড ছেড়ে নাটালের উদ্দেশে রওনা হয়ে যাচ্ছি।

মানুষ ভাবে এক আর হয় আরেক। ঈশ্বরের ইচ্ছে নয় যে আমি জুলুল্যান্ড ছেড়ে যাই। পরবর্তী আরও বহু দিন আমাকে জুলুল্যান্ডেই থাকতে হলো। ওয়াগনের [illegible] দেখি আমার ষাঁড়গুলো গায়েব। যেখানে ওগুলো [illegible] সবকয়জন শিকারীকে পাঠালাম ওগুলো খুঁজে [illegible] আর কওল ওয়াগনের কাছে রইলাম পাহারায়।

[illegible] পার হয়ে গেল ষাঁড় বা শিকারীদের কোন খোঁজ নেই, তারপর অনেক হাত ঘুরে আমার কাছে খবর পৌঁছাল। অনেক দূরে আমার শিকারীরা ষাঁড়গুলোকে খুঁজে পায়। কিন্তু ওদের তাড়া করে কেটেওয়ায়োর সমর্থক যোদ্ধারা। টুগেলা নদী পার হয়ে নাটালে গিয়ে হাজির হয়েছে আমার শিকারীরা, জুলুল্যান্ডে ফেরার সাহস পাচ্ছে না।

রাগে আমার মাথার ঠিক থাকল না, গালাগাল করলাম প্রাণ খুলে। মাথা একটু ঠাণ্ডা হতে বুঝলাম গালাগাল করে কোন লাভ নেই। রাজার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চাইলাম। যে চাকরকে দিয়ে খবর পাঠালাম সে এসে বলল এক্ষুণি দেখা দেবে পান্ডা। রাজার ক্রালের আঙিনায় ঢুকে দেখি মাত্র একজন লোক ছাড়া রাজা একাই বসে আছে। সে লোক রাজার মাথার ওপর একটা ঢাল ধরে রেখেছে যাতে রোদ না লাগে রাজার গায়ে।

আমার কথা শুনে ঢাল ধারককে সঙ্গে সঙ্গে কোথায় যেন পাঠিয়ে দিল পান্ডা। আমি আর রাজা একা হয়ে গেলাম। পান্ডা বলল, 'মাকুমাজান, খামোকা আপনি আমাকে দোষ দিচ্ছেন। পরিস্থিতির ওপর আমার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। আমি তো বলি আমি এখন একজন মরা মানুষ! এমন একজন মরা মানুষ যার সিংহাসন নিয়ে কামড়াকামড়ি করছে তার ছেলেরা।...কে আপনার ষাঁড় তাড়িয়ে নিয়ে গেছে আমি জানি না। তবে যে-ই নিক আমি খুশি, কারণ আপনি যদি নাটালের পথে রওনা হতেন, তাহলে খুন হয়ে যেতেন কেটেওয়ায়োর সমর্থকদের হাতে। ওদের ধারণা আপনি উমবেলাজির পরামর্শদাতা।'



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি বললাম, 'বুঝলাম ষাঁড় হারানোটা আমার জন্যে সৌভাগ্য বয়ে এনেছে, রাজা, কিন্তু আপনি এখন বলুন আমি কি করব। আমি জন ডানের মতো সরে যেতে চাই। (জন ডানও সাদামানুষ, জুলুদের রাজনীতির সঙ্গে বেশ গভীর ভাবে জড়িত।) আপনি কি ষাঁড় দিয়ে আমাকে সাহায্য করবেন?'

'ওয়াগনে জোতার মতো ষাঁড় তো আমার নেই। মাকুমাজান, আপনি তো জানেন আমাদের জুলুদের ওয়াগন তেমন একটা নেই। তবে উপযুক্ত ষাঁড় থাকলেও আমি আপনাকে দিতাম না। আমি চাই না আপনি জেনেরে যারা পালান।'

'কিছু একটা [redacted] আপনি, রাজা,' আমি অভিযোগের সুরে বললাম [redacted] করব বলুন? এখানেই এই নডওয়েংওয়েই থেকে [redacted]

না, মাকুমাজান, গোলমাল যখন শুরু হবে তখন আপনাকে আমি আমার একটা রেজিমেন্টের সঙ্গে উমবেলাজির কাছে পাঠাব, যাতে সে আপনার পরামর্শ পেতে পারে। মাকুমাজান, উমবেলাজিকে আমি বেশি ভালবাসি। আমার ভয় হচ্ছে ওর জন্যে: কেটেওয়ায়োর তুলনায় ওর দলের শক্তি অনেক কম। যদি পারতাম তাহলে ওকে আমি নিজে সাহায্য করতাম, কিন্তু সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেয়া আমার ঠিক হবে না। তবে আপনার সঙ্গে একটা রেজিমেন্ট পাঠাতে পারি আমি বলে দিতে পারি আপনি যুদ্ধ দেখতে যাচ্ছেন আমার তরফ থেকে: আমাকে পরে নিজের মতামত জানাবেন: বলুন, যাবেন না আপনি যুদ্ধের ময়দানে?'

'কেন যাব?' জবাব দিলাম আমি। 'কিসের আশায় যাব? মারা পড়তে পারি আমি। আর কেটেওয়ায়ো যদি জেতে তো নির্ঘাত মরতে হবে আমাকে।'

'না, মাকুমাজান, আমি নির্দেশ দিয়ে দেব, যে-ই জিতুক সে যদি আপনার দিকে বর্শা তাক করে তাহলে তাকে মরতে হবে। এব্যাপারে অন্তত আমার নির্দেশের অন্যথা করার সাহস পাবে না কেউ। মাকুমাজান, আমার অনুরোধ রাখুন, এই বিপদের সময় আমাকে ছেড়ে যাবেন না। আমার রেজিমেন্টের সঙ্গে যাবেন, উমবেলাজিকে পরামর্শ দেবেন। আর কিসের আশায় যাবেন? আমি কথা দিচ্ছি বিরাট পুরস্কার দেব আমি আপনাকে। আমি দেখব যাতে আপনাকে খালি হাতে জুলুল্যান্ড থেকে যেতে না হয়।'



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দ্বিধা গেল না আমার মন থেকে। কি করব বুঝে পেলাম না।

পান্ডা বলল, 'আপনি আমাকে বিপদের সময় ফেলে যেয়েন না, মাকুমাজান। উমবেলাজির জন্যে ভয় হচ্ছে আমার। ছেলেমেয়েদের মধ্যে ওকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসি আমি।'

হু-হু করে কেঁদে ফেলল পান্ডা। ধরেই নিয়েছে হেরে যাবে উমবেলাজি যুদ্ধে।

বুড়ো রাজার পুত্রস্নেহ প্রসূত কান্নায় অন্তরটা গলে গেল আমার, সতর্কতা ভুলে গেলাম।

'বেশ, রাজা,' বলে ফেললাম আমি, 'আপনার যদি তা-ই ইচ্ছে তাহলে আপনার রেজিমেন্ট নিয়ে উমবেলাজির পক্ষে যুদ্ধের ময়দানে যাব আমি।'

# তেরো

## পতন

শহর প্রায় খালি হয়ে গেছে। সর্দাররা চলে গেছে যোদ্ধা সংগ্রহ করতে। শহরে আছে শুধু রাজার ব্যক্তিগত কয়েকটা রেজিমেন্ট। মহিলা আর বাচ্চাদের বেশিরভাগই শহর ছেড়ে ঝোপে জঙ্গলে পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছে। কেউ জানে না কি ঘটতে যাচ্ছে। সর্বত্র বিরাজ করছে থমথমে উত্তেজনা। আশঙ্কা করা হচ্ছে বিজয়ী সৈন্যবাহিনী শহরে এসে হত্যাযজ্ঞ চালাবে, তছনছ করে দেবে সবকিছু।

সামান্য কয়েকজন মন্ত্রী আর সেনাপতি শুধু রয়ে গেছে রাজা পান্ডার সঙ্গে। তাদের মাঝে আছে মাপুটাও। কয়েক রাতে আমার কাছে গোপনে এল সে, জানাল বাতাসে কি গুজব ছড়াচ্ছে। ওর কাছে জানলাম সংক্ষিপ্ত লড়াই হয়ে গেছে কয়েক দফা। আসল যুদ্ধের আর বেশি বাকি নেই। জানলাম উমবেলাজি তার যুদ্ধের ময়দান ঠিক করে ফেলেছে: টুগেলা নদীর তীরে, সমতল একটা জায়গা ওটা।

'কেন ওই জায়গা বাছল উমবেলাজি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। 'পেছনে চওড়া খরস্রোতা নদী। ও যদি যুদ্ধে হেরে যায় তাহলে বর্শায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যতোজন মারা যাবে নদীতে ডুবে তার চেয়ে কম সৈন্য মারা যাবে না।'

'কেন তা আমি নিশ্চিত জানি না,' জবাব দিল মাপুটা। 'তবে শুনছি তার সেনাপতি মাভুকো নাকি তিন তিনবার স্বপ্নে দেখেছে শুধু ওই জায়গাতে লড়লেই বিজয়ীর সম্মান পাবে উমবেলাজি। শুনছি মেয়েমানুষ আর বাচ্চাদের নদীর তীরে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে বলা হয়েছে। যদি প্রয়োজন পড়ে তাহলে তারা নাটালে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারবে।'

'নাটালে যেতে হলে ওদের প্রত্যেকের পাখা থাকতে হবে,' বললাম আমি। 'টুগেলা এখন স্ফীত হয়ে আছে, ভাই। উমবেলাজির ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে না হয়তো মাভুকো।'

'আমারও তা-ই ধারণা,' বলল মাপুটা। 'আমি যদি রাজপুত্র হতাম তাহলে এমন একজনকে কখনোই সেনাপতি আর পরামর্শদাতা রাখতাম না যার স্ত্রীকে আমি চুরি করেছি।'

'আমিও রাখতাম না ওকে ধারেকাছে,' বললাম আমি।

বিদায় নিয়ে চলে গেল মাপুটা। দু'দিন পর ভোরে আবার দেখা করতে এলো। জানাল পান্ডা আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। গেলাম তার ক্রালে। গিয়ে দেখি পান্ডা উঠোনে বসে আছে, সঙ্গে আমাওয়ামবে রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন।

'মাকুমাজান,' বলল পান্ডা, 'খবর এসেছে আমার ছেলেদের মাঝে বিরাট লড়াইয়ের আর বেশি দেরি নেই। মাপুটার অধীনে আমি আমার নিজের রেজিমেন্ট পাঠাচ্ছি। মাপুটা দক্ষ যোদ্ধা। যুদ্ধের ওপর নজর রাখবে ও। আমি আপনাকেও ওর সঙ্গে যেতে অনুরোধ করব। আশা করি জেনারেল মাপুটা আর ক্যাপ্টেনদের পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবেন আপনি।' মাপুটার দিকে তাকাল পান্ডা। 'মাপুটা, আমার নির্দেশ মনোযোগ দিয়ে শোনো। ক্যাপ্টেন তুমিও শোনো। যতোক্ষণ পর্যন্ত না দেখো যে আমার ছেলে উমবেলাজি হেরে যাচ্ছে ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমরা যুদ্ধে অংশ নেবে না। যদি দেখো তার অবস্থা শোচনীয়, তাহলে যেভাবে পারো তাকে উদ্ধার করবে। কি বলেছি তা আমাকে জানাও এবার, যাতে আমি বুঝতে পারি যে তোমরা আমার নির্দেশ বুঝেছ।'

রাজার নির্দেশ পালিত হলো। ক্যাপ্টেন আর মাপুটা বুঝেছে তাদের কি কর্তব্য।

'মাকুমাজান, আপনি বলুন কি করবেন,' তারা থামার পর বলল পান্ডা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'রাজা,' আমি বললাম, 'যদিও যুদ্ধ আমার পছন্দ নয়, তবুও আমি যাব। আমার কথা আমি রক্ষা করব।'

'তাহলে তৈরি হয়ে যান, মাকুমাজান। এক ঘণ্টার মধ্যে চলে আসবেন। দুপুরের আগেই রওনা হবে আমার রেজিমেন্ট।'

রাজা পান্ডা আমার ওয়াগন পাহারার জন্যে লোক দিল। তাদের দায়িত্বে ওয়াগন রেখে পাঁচ রাইফেল আর গুলি বারুদ নিয়ে ঘোড়ায় উঠে বসলাম। সঙ্গে বিশ্বস্ত স্কাউল যাচ্ছে। আমি বারণ করেছিলাম, শুনল না সে কিছুতেই। আমাকে একা ছেড়ে দেবে না। পাহারাদারের মতো ওয়াগনগুলো একবার দেখে রওনা হয়ে গেলাম শহরের বাইরের সমতল ভূমির উদ্দেশে। ওখানেই সেনারা জড় হয়েছে। মন বলছে আর ফিরে আসব না আমি।

যেতে যেতে দেখলাম আমাওয়ামবেদের চার হাজার সুসজ্জিত সৈন্য, মুকুটের পালক, ঢাল আর বর্শায় চমৎকার লাগছে দেখতে। ওদের সামনে থামলাম। দলের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে মাপুটা। আমাকে অভ্যর্থনা জানাল।

রাঁধুনির দায়িত্ব যে তিনশো লোকের ওপর ওরা রসদপত্র আর গরু নিয়ে রওনা হয়ে যেতেই পান্ডা বেরিয়ে এলো তার কুটির থেকে, সঙ্গে কয়েকজন চাকর। ধুলো ছুঁড়ে আমাদের জন্যে প্রার্থনা করল সে।

পান্ডা থামতেই মাপুটা তার হাতের বর্শাটি তুলে ধরল। পুরো রেজিমেন্ট বর্শা তুলল একই সঙ্গে। রাজকীয় সালাম জানাল পান্ডাকে। তাদের সম্মিলিত চিৎকারে আকাশ যেন ভেঙে পড়বে। পরপর তিনবার সালাম জানানো হলো তাকে, তারপর নিরব হয়ে গেল সবাই। আবার বর্শা তুলল মাপুটা। চার হাজার সৈন্যের কণ্ঠে বজ্রের মতো আওয়াজ তুলল জাতীয় সঙ্গীত। গান গাইতে গাইতে শুরু হলো মার্চপাস্ট।

আমাওয়ামবেদের সঙ্গে ডিসেম্বরের দুই তারিখের শীতল সকালে পৌঁছলাম তুগেলা নদীর তীরে একটা সমতল ভূমিতে। নাটাল বর্ডার থেকে মাত্র ছ'মাইল দূরে আছি।

পারতপক্ষে আমরা যুদ্ধে অংশ নেব না কাজেই আসল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এক মাইল দূরে অবস্থান নিলাম সবাই। পেছনে কাঁটাঝোপের জঙ্গল, নেমে গেছে সেই তুগেলা নদী পর্যন্ত।

ভোরে আমার ঘুম ভাঙানো হলো। বার্তাবাহকের মুখে শুনলাম জন ডন তার রাজপুত্র উমবেলাজি আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

www.BanglaBook.org

তাড়াতাড়ি চুল আঁচড়ে নিলাম। মুখ হাত ধোয়ার আগেই এসে উপস্থিত হলো উমবেলাজি।

ভোরের আলোয় ওকে দেখে কেমন যেন অপার্থিব মনে হলো। বিশালদেহী মানুষ সে, বর্শাটা তুলে রেখেছে কাঁধের কাছে। অত বড় আর চওড়া বর্শা জুলুল্যান্ডে আর কেউ ব্যবহার করে না। বর্শার ফলায় আলো পড়ে ঝিকঝিক করছে। পাথরের মতো মুখ উমবেলাজির, গম্ভীর, সুদর্শন, ব্যক্তিত্বময়।

দেখে মনে হলো নিজের বিপদ সম্পর্কে সে যথেষ্ট সচেতন। তার পেছনে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ নজরে [illegible]কে দেখছে সাডুক্কা। তার বাম পাশে রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে আছে গাঁট্টাগোট্টা এক সাদামানুষ। ঠোঁটে ধরা পাইপ থেকে ধোঁয়া উঠছে তার। এ-ই জন ডান হবে, আন্দাজ করলাম। আগে কখনও তার সঙ্গে দেখা হয়নি আমার। জুলুল্যান্ডে সে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, কারণ নাটালের সরকার আর জুলুল্যান্ডের শাসনকর্তাদের মাঝে সে সংযোগ রক্ষা করে। তার সঙ্গে নাটালের কিছু কাফ্রিও এসেছে, হাতে বর্শা। তাদের একজন জন ডানের ঘোড়ার দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

সব মিলিয়ে তিনশো ব্যক্তি হবে। নাটালের সরকারী লোকও আছে তিরিশ-চল্লিশজন

উমবেলাজির সঙ্গে করমর্দন সেরে শুভ সকাল জানালাম আমি।

'আজকের দিনটা অশুভ, ম্যাকুমাজান,' হতাশ গলায় বলল উমবেলাজি। 'সূর্য ওঠেনি।' আমার সঙ্গে সাদামানুষের পরিচয় করিয়ে দিল। মনে হলো আরেকজন সাদামানুষের দেখা পেয়ে খুশি হয়েছে ডান। কি কারণে তাদের এই সাক্ষাৎ, জানতে চাইলাম।

মুখ খুলল জন ডান। জানাল নাটাল গভর্মেন্টের ক্যাপ্টেন ওয়ালমস্লে তাকে পাঠিয়েছে। সে অপেক্ষা করছে বর্ডারের ওপারে। তাদের দায়িত্ব সম্ভব হলে যুদ্ধ এড়ানোর জন্যে পারস্পরিক আলোচনার পরিবেশ তৈরি করা। আমাকে বলল উমবেলাজির এক ভাইয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে তার। সে ব্যঙ্গ করে জানিয়েছে কেচওয়ায়োর দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে যথেষ্ট শক্তিশালী তারা, কাজেই শান্তি আলোচনার প্রশ্নই ওঠে না। ডান পরিকল্পনা দিয়েছিল যে যুদ্ধের আগে মহিলা আর বাচ্চাদের নাটাল পাঠিয়ে দেয়া হোক। সে প্রস্তাবেও কান দেয়নি উমবেলাজির ভাই। উমবেলাজি উপস্থিত ছিল না, ফলে কিছুই

www.BanglaBook.org

করা সম্ভব হয়নি তাদের পক্ষে।

'ঈশ্বর যাকে ধ্বংস করেন তাকে আগে পাগল বানিয়ে ছেড়ে দেন,' বিড়বিড় করে ল্যাটিন ভাষায় কথাটি বললাম আমি। একথা বলতে শুনেছি আমার বাবাকে। লেখাপড়া জানা মানুষ ছিলেন তিনি। জন ডান ল্যাটিন জানে না। এবার ইংরেজিতে বললাম, 'কী বিরাট গাধা! উমবেলাজিকে দিয়ে মহিলা আর বাচ্চাদের নদীর ওপারে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে পারলেন না আপনি?'

'বড় দেরি হয়ে গেছে, মিস্টার কোয়ার্টারমেইন,' জবাবে বলল ডান। 'কেটেওয়ায়োর দল প্রায় চলে এসেছে। ওদের দেখতে পাবেন। ওই দেখুন।' আমার হাতে একটা টেলিস্কোপ ধরিয়ে দিল সে।

কয়েকটা বড় পাথরের ওপর উঠে চোখের সামনে টেলিস্কোপ লাগালাম আমি। বাতাসে একবার কুয়াশার স্তর ছিন্ন হয়ে যেতেই দেখতে পেলাম ওদের। জমি কালো হয়ে আছে আগুয়ান বাহিনীর কারণে। আধখানা চাঁদের মতো করে এগিয়ে আসছে ওরা ধীর পায়ে। এখনও প্রায় দু'মাইল দূরে। সূর্যের আলোয় ঝিকমিক করে উঠল তাদের বর্শা। আন্দাজ করলাম অন্তত বিশ থেকে তিরিশ হাজার হবে ওরা। পরে জেনেছি তিনজন তাদের নেতৃত্ব দিয়েছে। কেটেওয়ায়ো, উজিমেলা আর তরুণ এক যোদ্ধা, মেয়েনিং।

'তাই তো দেখছি, ওরা আসছে,' পাথর থেকে নেমে বললাম আমি। 'কি করবেন ভাবছেন, মিস্টার ডান?'

'নির্দেশ পালন করব, চেষ্টা করব যাতে শান্তি বিঘ্নিত না হয়। যদি না পারি তো মনে হয় লড়াই করব। আপনি কি করবেন, মিস্টার কোয়ার্টারমেইন?'

'আমিও নির্দেশ পালন করব,' বললাম, 'এখানেই থাকব, যদি আমার সঙ্গের সৈন্যরা ভেগে না যায়।'

'জুলুদের যদি আমি চিনে থাকি তো ভেগে যাবে আজ রাতের আগেই, মিস্টার কোয়ার্টারমেইন। আসুন, দেখুন। ঘোড়ায় চড়ে আসুন।'

'কথা দিয়েছি এখান থেকে পারতপক্ষে নড়ব না,' গুঙিয়ে উঠে বললাম। সৈনিকরা তাদের বর্শার ডগা আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে দেখছে। আসছে আগুয়ান বিশাল বাহিনী। মনটা একেবারেই দমে গেল আমার।

'ঠিক আছে, মিস্টার কোয়ার্টারমেইন, যা ভাল বলে মনে করেন।

www.BanglaBook.org

আশা করি প্রশ্ন নিয়ে এ বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারবেন।'

'একই প্রার্থনা রইল আপনার জন্যেও,' জবাব দিলাম আমি।

ঘুরে দাঁড়াল জন ডান, উমবেলাজিকে জিজ্ঞেস করল কেটেওয়্যায়ো'র সৈন্যদের লড়াইয়ের পরিকল্পনার ব্যাপারে কতোটা কি জানে সে।

শ্রাগ করল উমবেলাজি। 'এখনও কিছু জানি না। তবে সূর্য ওপরে ওঠার আগেই জানব।'

আমরা যখন কথা বলছি, হঠাৎ করেই এক হলকা বাতাস বয়ে গেল উমবেলাজির মাথার মুকুট থেকে অস্ট্রিচের পালকটা উড়ে গেল সে বাতাসে যারা দেখল, বিড়বিড় করে গাল বকল তারা। তাদের ধারণা হলো এটা দুর্ভাগ্যের সূচনা করবে। পালকটা আঁস্তে করে সাদুকোর পায়ের কাছে পড়ে থাকল। ওটা তুলে রাজপুত্রের মাথায় পরিয়ে দিল সাদুকো, বলল, 'আশা করি পান্ডার প্রিয় ছেলের মাথায় রাজ মুকুট পরিয়ে দেয়ার সৌভাগ্য হবে আমার!'

যারা শুনল কথাটা তারা চিৎকার করে আনন্দ প্রকাশ করল। অস্বস্তির ভাবটা অনেকটা কেটে গেল উমবেলাজি মাথা দুলিয়ে তার ক্যাপ্টেনকে ধন্যবাদ জানাল, হাসল মৃদু। তবে আমি খেয়াল করলাম সাদুকো পান্ডার প্রিয় ছেলের নাম উচ্চারণ করেনি। কোন ছেলের মাথায় রাজ মুকুট পরিয়ে দেবার কথা বলল সেটা পরিষ্কার হলো না আমার কাছে! অনেক ছেলে আছে পান্ডার। দিনের শেষে বোঝা যাবে তার প্রিয় ছেলেদের মধ্যে কে বেঁচে থাকে।

দুই মিনিট পর দল নিয়ে রওনা হলো জন ডান, একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে কেটেওয়্যায়োকে বুঝিয়ে লড়াই থামানো যায় কিনা। উমবেলাজি আর সাদুকো এদের প্রহরীদের নিয়ে দলের কাছে ফিরে গেল। উমবেলাজির দল বর্শা হাতে অপেক্ষায় আছে, কখন শুরু হবে লড়াই। আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই অমাওয়্যামবেদের সঙ্গে রইলাম, ওওলের বানানো কফি খাচ্ছি, সেই সঙ্গে আন্তরিক চেষ্টা করছি পেটে কিছু দিতে।

নানা চিন্তা মাথায় এসে দোলা দিচ্ছে। বারবার মনে হচ্ছে এদিনটি আমার জীবনের শেষ দিন, আর সূর্যোদয় দেখতে পাবো না। একবার এমনও মনে হলো যে পান্ডাকে দেয়া কথা ভেঙে জন ডানের সঙ্গে চলে যাই। ভাগিস যাইনি। নইলে নিজেকে খুব ছোট মনে হতো আমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরে।

একটু পরই উত্তেজনায় সব চিন্তা ভুলে গেলাম। একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। পরিষ্কার দেখতে পেলাম যুদ্ধের ময়দান। সৈনিকরা ঠিক মতো খেয়েছে তা নিশ্চিত হয়ে আমার সঙ্গে এসে যোগ দিল মাপুটা। আমি জিজ্ঞেস করলাম আজকে সে লড়াইতে অংশ নেবে বলে ভাবছে কিনা।

'মনে হয়, মনে হয়,' খুশি খুশি গলায় বলল মাপুটা। 'উমবেলাজির তুলনায় কেটেওয়ায়োর দল অনেক ভারী। রাজা বলেছেন উমবেলাজি বিপদে পড়লে আমরা যাতে সাহায্য করি। মাকুমাজান, আমার ধারণা আজকে দিন শেষ হওয়ার আগেই আমাদের বর্শায় লাল রক্ত দেখতে পাবেন আপনি। ভেবেছিলাম গরুর মত বাড়িতে মরতে হবে আমাকে, এখন বুঝতে পারছি মরার আগে বিরাট একটা লড়াই দেখে যেতে পারব।'

'হয়তো এটাই তোমার জীবনের শেষ লড়াই,' বললাম আমি শুকনো গলায়।

'হয়তো, মাকুমাজান,' অম্লান কণ্ঠ মাপুটার। 'তবে আমি আশা করছি লড়াই কাকে বলে আপনি আমাদের দেখিয়ে দেবেন। যদি মারাও পড়েন, মরবেন বীরের মত, অনেক শত্রুকে খতম করে।'

ইংরেজিতে বদমাশ, রক্তলোভী, বুড়ো শয়তান বলে গাল দিলাম আমি মাপুটাকে, ও কিছু বুঝল না। হঠাৎ আমার হাত আঁকড়ে ধরে বামদিকে আঙুল তাক করে দেখাল। কেটেওয়ায়োর আর্মির আধখানা চাঁদের একটা প্রান্ত দ্রুত এগিয়ে আসছে বর্শা দোলাতে দোলাতে। তাদের পেছনে হাত-পা নাড়ছে তারা, দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে মাকড়সা।

'ওদের রণকৌশল লক্ষ করেছেন?' বলল মাপুটা, 'কোনার দু'প্রান্ত আগে আক্রমণ করবে, তারপর মাঝখানের অংশটা ঝাঁপিয়ে পড়বে শত্রুদলের ওপর। দু'পাশের কোনা আমাদের আর সাড়ুকোর সৈন্যদের মাঝ দিয়ে পার হয়ে যাবে।' উত্তেজিত হয়ে উঠল মাপুটা, 'এই, উমবেলাজি, ঘুম থেকে ওঠো! উমবেলাজি কি মামীনার সঙ্গে কোন কুটিরে ঘুমিয়ে আছে? বর্শা হাতে তুলে নাও, রাজপুত্র! ওরা ঢাল বেয়ে উঠছে! এখনই আক্রমণের সময়! ওই দেখুন, ওরা যুদ্ধ করবে। বলেছিলাম না সাদামানুষ যুদ্ধে অংশ নেবে? আপনার পাইদের ভেতর



BanglaBook.org

নজর রেখে আমাকে জানান, মাকুমাজান, কি ঘটছে।'

জন ডানের দিয়ে যাওয়া টেলিস্কোপটা চোখে তুলে ধরলাম। জিনিসটা ছোট, তবে পরিষ্কার দেখতে পেলাম প্রতিটি দৃশ্য জন ডান কেটেওয়ায়োর সৈন্যদের বাম কোনায় আছে, মাথার ওপর হাত তুলে সাদা একটা রুমাল নাড়ছে পাগলের মতো তার পেছনে আসছে নাটালের পুলিশ আর সামান্য কিছু কাফ্রি। কেটেওয়ায়োর দল থেকে ধোঁয়ার একটা রেখা উঠল। কে যেন জন ডানকে লক্ষ্য করে গুলি করেছে।

রুমাল ফেলে মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল ডান। ডান এবং তার পুলিশরা পাল্টা গুলি করে তখন দিতে শুরু করল দেরি না করে সেনাবাহিনীর প্রথম সারিতে যারা আসছিল তাদের অনেকেই পড়ে গেল আহত হয়ে। রণহুঙ্কার ছেড়ে এগিয়ে আসছে কেটেওয়ায়োর দল, তবে গতি কম, গুলিকে সবাই ভয় পায়। এক পা এক পা করে পিছাতে হচ্ছে জন ডান আর পুলিশ এবং কাফ্রিদের। ওদের তুলনায় শত্রুবাহিনী অনেক শক্তিশালী এবং বড়। পিছিয়ে আমাদের কাছে চলে এলো জন ডান। ওরা আছে আমাদের আধ মাইল বামে। আরও পিছাচ্ছে। ঝোপের আড়ালে চলে গেল, আর দেখতে পেলাম না। ডানের কি হলো তা আর আমি সেদিন জানতে পারলাম না, ওর সঙ্গে পরে দেখা হলো আমার। সেকথায় পরে আসছি।

চাঁদের দুই কোনা উমবেলাজির সেনাবাহিনীকে ঘিরে ধরল দু'দিক হতে আমি বুঝলাম না উমবেলাজি কেন চিকন প্রান্ত দুটোকে আক্রমণ করে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে না। উসুটুরা, কেটেওয়ায়োর দল, এবার পূর্ণাঙ্গ আক্রমণ শুরু করল। বিশ থেকে তিরিশ হাজার শক্তিশালী মারমুখি সৈন্য, একের পর এক রেজিমেন্ট, ধেয়ে এলো ঢাল বেয়ে। ঢালের শেষ মাথায় তারা মুখোমুখি হলো উমবেলাজির মূল সেনাবাহিনীর সঙ্গে। যুদ্ধের হুঙ্কারে কেঁপে উঠল আকাশ-বাতাস: 'বাবা! বাবা! বাবা! বাবা!'

দুই পক্ষের তলোয়ার আঘাতের আওয়াজ আমাদের কানে মনে হলো দূরাগত বজ্রপাতের আওয়াজের মতো। বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো ঝিকিয়ে উঠল অসংখ্য বর্শার তীক্ষ্ণ ফলা। আমাওয়াম্বেদের মাঝে চিৎকার উঠল, 'উমবেলাজি জিতছে!'

দেখলাম পিছিয়ে যাচ্ছে উসুটুরা। তাদের সামনে পড়ে আছে ছোট

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছোট কালো দাগ। ওগুলো মৃত এবং আহত যোদ্ধাদের লাশ।

মাপুটা বিস্মিত স্বরে বলল, 'মাঝখানে আক্রমণ করছে না কেন উমবেলাজি! এখন কেটেওয়্যায়োর সেনাবাহিনীকে পিষে ফেলতে পারে সে!'

এই যুদ্ধে দেখার মতো অনেক কিছুই ঘটল। ধাওয়া করা হচ্ছে না দেখে ঢালের শেষ মাথায় নেমে আবার দ্রুত সংঘবদ্ধ হলো কেটেওয়্যায়োর উসুটুরা, আবার তৈরি হয়ে গেল সামনে বেড়ে আক্রমণে যাবার জন্যে। উমবেলাজির পেছনে দ্রুত নড়াচড়া চোখে পড়ল আমার, মানে বুঝতে পারলাম না। হাসি চিৎকার শুনলাম। হঠাৎ করেই উমবেলাজির সেনাবাহিনীর মাঝখান থেকে বেরিয়ে এলো প্রচুর সৈন্য। কার যেন নির্দেশে সামনে ছুটল তারা, সোজা কেটেওয়্যায়োর সেনাবাহিনীর দিকে। তাদের বর্শা সামনের দিকে তাক করা নয়, বর্শা কাঁধে ফেলে ছুটছে। প্রথমে আমি ভাবলাম ওরা নিজেদের দায়িত্বে সামনে বেড়ে আক্রমণে যাচ্ছে, কিন্তু একটু পরই দেখলাম উসুটুরা সরে তাদের জায়গা করে দিল নিজেদের মাঝে, চিৎকার করে শুভেচ্ছা জানাল নতুন যোদ্ধাদের।

'বিশ্বাসঘাতকতা!' আমি বললাম। 'কে ওটা?'

শীতল স্বরে মাপুটা বলল, 'সাড়ুকো। ওর সঙ্গে আছে অ্যামাকোবা, আমাংওয়্যান এবং অন্যান্যরা। ওদের মাথার সাজ দেখে চিনতে পেরেছি।'

'তুমি বলতে চাও অনুসারীদের নিয়ে কেটেওয়্যায়োর দলে যোগ দিয়েছে সাড়ুকো?' উত্তেজিত স্বরে জিজ্ঞেস করলাম।

'তাহলে আর কি, মাকুমাজান? সাড়ুকো একটা বিশ্বাসঘাতক। উমবেলাজির সমস্ত আশা শেষ।' হাতটা মুখের কাছে তুলে একটা ইশারা করল মাপুটা। জুলুদের মাঝে এই ইশারার একটাই মানে। খতম!

একটা পাথরের ওপর বসে আছি আমি, গুড়িয়ে উঠলাম। এখন বুঝতে পারছি সব।

উসুটুরা বিজয়ের হুঙ্কার ছেড়ে আবার সামনে বাড়ল। সাড়ুকোর দল তাদের সঙ্গে। উমবেলাজির সৈন্য সংখ্যা এখন আট হাজারের বেশি হবে না। ওরা আর হত্যাযজ্ঞ শুরু হবার অপেক্ষায় থাকল না, ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল সবাই, ঘুরে দাঁড়িয়ে জান বাঁচাতে ছুটতে শুরু করল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কেটেওয়ায়োর অর্ধ চাঁদের বাঁ দিকের কোনা ভেঙে আমাদের পেছন দিয়ে পালাতে শুরু করল উমবেলাজির সৈনিকরা। টুগেলা নদীর দিকে চলেছে। একজন বার্তাবাহক হাঁপাতে হাঁপাতে আমাদের কাছে দৌড়ে এলো।

'উমবেলাজি আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ পাঠিয়েছে। বলেছে রাজার যেমন কথা দিয়েছেন তেমনি ভাবে যেন আপনারা কিছুক্ষণ কেটেওয়ায়োর দলকে আটকে রাখেন। একটু সময় পেলেই উমবেলাজি মহিলা আর বাচ্চাদের নিয়ে নাটালে পৌঁছে যেতে পারবে। উমবেলাজির সেনাপতি সাডুকো বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তিন রেজিমেন্ট সৈন্য নিয়ে যোগ দিয়েছে কেটেওয়ায়োর দলে, ফলে উসুটুদের বিরুদ্ধে লড়ার সামর্থ্য আর উমবেলাজির নেই।'

'উমবেলাজিকে গিয়ে বোলো' মাকুমাজান, মাপুটা আর আমাওয়্যামবেরা তাদের সাথী মতো করবে,' শান্ত স্বরে বলল মাপুটা। 'তাকে বোলো তাড়াতাড়ি নদী পার হতে উসুটুদের তুলনায় সংখ্যায় আমরা অনেক কম। বেশিক্ষণ ওদের ধরে রাখা সম্ভব হবে না।'

দৌড়ে চলে গেল বার্তাবাহক, কিন্তু পরে শুনলাম উমবেলাজির কাছে সে পৌঁছাতে পারেনি। আমাদের কাছ থেকে পঁচশো গজ দূরে যাওয়ার পরই খুন হয়ে যায় সে।

মাপুটার নির্দেশে আমাওয়্যামবেরা তিন সারিতে দৃঢ়বদ্ধ ভাবে দাঁড়াল। প্রথম সারিতে তেরোশো যোদ্ধা, দ্বিতীয় সারিতে তেরোশো যোদ্ধা আর তৃতীয় সারিতে প্রায় এক হাজার যোদ্ধা। তাদের পেছনে মাল বাহকদের একটা তিন-চারশো লোকের দল। দ্বিতীয় সারির ঠিক মাঝখানে আমাকে অবস্থান নিতে বলল মাপুটা। ঘোড়ায় চেপে বসে আছি আমি। আমাকে ঘিরেই লড়াই শুরু করবে আমাওয়্যামবেরা।

বাঁদিকে কয়েকশো গজ সরে এলাম আমরা, যাতে সরাসরি কেটেওয়ায়োর দলের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারি। আমাদের উদ্দেশ্য বুঝে ডান দিক দিয়ে পলায়নরত যোদ্ধাদের তাড়া করল কেটেওয়ায়োর জেনারেলরা। আড়াই হাজার করে সৈন্যের তিনটে রেজিমেন্ট রয়ে গেল আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে। মাঝখানে ছয়শো গজ মতো দূরত্ব। অবস্থান নিল ওরা। আমাদেরই মতো করে তিনটে সারিতে দাঁড়িয়েছে তিন রেজিমেন্ট। পাঁচ মিনিট পেরিয়ে গেল।

আমার কাছে এই পাঁচ মিনিট দীর্ঘতম প্রতীক্ষা বলে মনে হলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নানাজন নানা কথা বলছে। শান্ত সবাই। দুই বুড়ো সেনা পরস্পরকে নস্যি সাধল। আলাপ শুরু হয়ে গেছে যুদ্ধের খুঁটিনাটি নিয়ে।

'উসুটুদের বেশিরভাগকেই খতম করে দিতে পারব আমরা ওরা আমাদের নিশ্চিহ্ন করার আগে।'

'নির্ভর করে,' বলল একজন, 'নির্ভর করে ওরা এক একটা রেজিমেন্ট করে যুদ্ধে অংশ নেবে নাকি সবাই একসঙ্গে আসবে। বুদ্ধিমান হলে সবাই একসঙ্গে আক্রমণ চালাবে।'

দুই বুড়োকে থামিয়ে দিল এক অফিসার। মাপুটা ঘুরে ঘুরে তার ক্যাপ্টেনদের নির্দেশ দিল। তার হাতে যুদ্ধের একটা ঢাল। দূর থেকে দেখে মনে হলো মুখে বড় কিছু একটা নিয়ে হেঁটে চলেছে একটা পিঁপড়ে। হুডেন আর আমি যেখানে ঘোড়ার পিঠে বসে আছি সেখানে চলে এলো সে, খুশি খুশি গলায় বলল, 'মাকুমাজান দেখছি তৈরি! বলেছিলাম না যুদ্ধ না-করে যেতে পারব না আমরা?'

'কি লাভ, মাপুটা?' অভিযোগের সুরে বললাম আমি। 'উমবেজি হেরে গেছে। তুমি তার সৈন্য নও।' হাত তুলে সেনাদের দেখলাম। 'কেন এদের সবাইকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছ তুমি? তার চেয়ে উচিত হবে না নদীর তীরে গিয়ে মহিলা আর বাচ্চাদের বাঁচানোর চেষ্টা করা?'

'শত্রুদের অনেককে সঙ্গে নিয়ে আঁধারে মিলিয়ে যাব আমরা, মাকুমাজান।' আঙুল তুলে উসুটুদের দেখাল সে। 'তবে এটা আপনাদের বিরোধ নয়, মাকুমাজান, আপনার আর আপনার চাকরের কাছে ঘোড়া আছে, চলে যান আপনারা। তাড়াতাড়ি করলে হয়তো জানে বেঁচে যাবেন।'

গর্বে আঘাত লাগল আমার। 'না,' বলে দিলাম, 'আর সবাই যদি যুদ্ধ করে তাহলে পালিয়ে যেতে রাজি নই আমি।'

'আমি জানতাম আপনি যাবেন না, মাকুমাজান। কেউ আপনাকে কাপুরুষ নামে ডাকুক তা আপনি চাইবেন না। আমাওয়ামবেদেরও হাসির পাত্র হবার কোন ইচ্ছে নেই। রাজার নির্দেশ হচ্ছে বিপদে পড়লে উমবেলাজিকে সাহায্য করব আমরা। রাজার নির্দেশ আমরা পালন করব। দরকার হলে যুদ্ধ করতে করতে মৃত্যুবরণ করতে আপত্তি নেই আমার যোদ্ধাদের। মাকুমাজান, ওই যে দূরে লোকটা চেঁচিয়ে আমাদের অপমান করছে, তাকে ফেলে দিতে পারবেন এখান থেকে? যদি পারেন তো আমি খুবই খুশি হবো। লোকটাকে আমি ঘৃণা করি।' লোকটাকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখিয়ে দিল মাপুটা। ক্যাপ্টেন একজন, দলের সামনের সারিতে আছে। ছয়শো গজ দূরে।

'চেষ্টা করে দেখব,' জবাব দিলাম আমি। 'কিন্তু এতদূরে লাগাতে পারব কিনা জানি না।' ঘোড়া থেকে নেমে স্তূপ করে থাকা বেশ কয়েকটা পাথরের ওপর উঠলাম আমি। একটা পাথরের ওপর রাইফেল রেখে লক্ষ্যস্থির করলাম, শ্বাস আটকে আস্তে করে স্পর্শ করলাম ট্রিগার। গুড়ুম করে গর্জে উঠল রাইফেল। এক সেকেণ্ড, তারপর চেঁচামেচি থামিয়ে দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে দিল লোকটা, হাত থেকে বর্শা পড়ে গেল। হুমড়ি খেয়ে উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ল লোকটা, নড়ছে না।

আমাওয়্যামবেদের মাঝে খুশির চিৎকার উঠল। হাত তালি দিচ্ছে মাপুটা, হাসছে একান ওকান।

'অনেক ধন্যবাদ, মাকুমাজান,' বলল সে। 'এটা আমাদের জন্যে সৌভাগ্য বয়ে আনবে। এখন আমি নিশ্চিত যে উমবেলাজির কাপুরুষ সৈনিকরা যা-ই করুক, আমরা রাজার সৈন্যরা মারা যাওয়ার আগে পর্যন্ত লড়াইয়ে ভালই করব। এর বেশি আর কি চাইতে পারি আমরা!' আমার হাতে চাপ দিল মাপুটা, বলল, 'লড়াই শুরু করার সময় হয়ে গেছে, মাকুমাজান। আমার আমাওয়্যামবেদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আপনাকে রক্ষা করার। আশা করি লড়াইয়ের শেষটাও দেখতে পাবেন আপনি। বিদায়।'

তাড়াহুড়ো করে চলে গেল মাপুটা, তার সঙ্গে গেল আর্দালি আর স্টাফ অফিসাররা।

ওর সঙ্গে সেটাই আমার শেষ দেখা।

রাইফেলটা রিলোড করে আবার আমি ঘোড়ায় চেপে বসলাম। গুলি করার আগে দ্বিধা এলো মনে, যদি আমি গুলি লাগাতে না পারি তাহলে আমার বদনাম হয়ে যাবে। তাছাড়া বাধ্য না হলে মানুষ মেরে কি লাভ আমার? এমনিতেই খুনের নেশায় পাগল হয়ে আছে অনেকে।

একমিনিট পর আমাদের সামনের রেজিমেন্টটা নড়তে শুরু করল, পেছনের দুটো সারি জায়গাতে বসে অপেক্ষা করছে। শুরুর লড়াইটা হবে ছ'হাজার লোকের মধ্যে।

আমার কাছের এক যোদ্ধা বলল শুনলাম, 'ভাল। ওরা আমাদের আওতার মধ্যে আছে।'

'হ্যাঁ,' সায় দিল আরেকজন, 'ওরা ওদের শেষ সময়ে পৌঁছে গেছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরবর্তী কয়েক মুহূর্ত নিরবে কাটল, তারপর হালকা বাতাসে গাছের পাতা নড়লে যেমন ফিসফিস আওয়াজ হয় তেমনি একটা আওয়াজ উঠল সৈন্যদের মাঝে। তৈরি হওয়ার সঙ্কেত এটা। দূরে কে যেন চেঁচিয়ে কি বলল। একই কথা বারবার উচ্চারিত হলো। টের পেলাম আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। প্রথমে ধীরে, তারপর গতি বেড়ে গেল। ঘোড়ার পিঠে বসে থাকায় যুদ্ধের গোটা দৃশ্য আমি দেখতে পাচ্ছি। দেখলাম তিনটে সারি এগিয়ে আসছে অমোঘ সামুদ্রিক ঢেউয়ের মতো। আমাওয়্যামবেদের মুকুট দেখে মনে হচ্ছে ফেনার সারি; বর্শার চওড়া ফলায় সূর্য পড়ে চকচক করছে।

আমাদের সামনের সারি ছুটে গেল লড়াই করতে। উত্তেজনায় টানটান হয়ে আছে পরিবেশ। আট হাজার সৈন্যের পা বালিতে ভোঁতা ধুপধাপ আওয়াজ করল। উসুটুরা ঢাল বেয়ে উঠে এলো আমাদের যোদ্ধাদের মোকাবিলা করতে। নিঃশব্দে এগোচ্ছি আমরা। নিঃশব্দে আসছে ওরাও। কাছাকাছি হলো দুটো দল। ঢালের ওপর দিয়ে এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ওদের চেহারা।

হুঙ্কার ছাড়ল উসুটু যোদ্ধারা। 'আমাওয়্যামবেদের খুন করো! আমাওয়্যামবেদের খুন করো!'

ঢালের গায়ে ঢালের আঘাতের আওয়াজ হলো। চেঁচাচ্ছে সবাই গলা ছেড়ে। উত্তেজনায় কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ।

এর পরে কি ঘটল তা আমি বলতে পারব না। পরে আমি শুনেছি মিস্টার অসবর্নের মুখে। সে নাটালের বাসিন্দা। যুবক লড়াই দেখার জন্যে টুগেলা পেরিয়ে ঝোপের আড়ালে ঘোড়া লুকিয়ে রেখেছিল। সে সব দেখেছে।

আমাওয়্যামবেদের প্রথম আক্রমণে উসুটুদের সৈনিকরা ঝড়ের মুখে পড়া খড়কুটোর মতো ভেসে যায়, তিন মিনিটের লড়াইয়ে উসুটুদের প্রথম রেজিমেন্ট ধ্বংস হয়ে যায়। প্রত্যেকে মারা গিয়েছিল সে লড়াইয়ে।

আমাওয়্যামবেদের তিনভাগের এক ভাগ শেষ হয়ে যায় এই সংক্ষিপ্ত লড়াইয়ে। যারা আহত তাদেরও ধরেছে মিস্টার অসবর্ন। কয়েক মিনিটে আমাদের প্রথম সারি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। প্রথম আক্রমণ থিতিয়ে আসার আগেই উসুটুদের দ্বিতীয় রেজিমেন্ট আক্রমণ করে বসে। বিজয়ের হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে আমরা চলে গেলাম তাদের দিকে

BanglaBook.org

ছুটে যাই। আবার ঢালের গায়ে ঢালের আঘাতের ভোঁতা আওয়াজ হয়। এবার লড়াইটা দীর্ঘ হলো। দ্বিতীয় সারির প্রথমে থাকায় এবার আমি সরাসরি অংশ নিলাম। মনে পড়ে দুই উসুটু যোদ্ধা বর্শা তোলায় গুলি করে ফেলে দিই আমি। আমার হাত থেকে রাইফেলটা তারপর কে যেন কেড়ে নেয়। চারপাশে আহতদের আর্তচিৎকার আর গোঙানি। বিজয়ের হুঙ্কার ছাড়ছে কেউ কেউ। কেউ কেউ অসহায় চিৎকার করছে। হঠাৎ কওলের গলা শুনতে পেলাম: বন্ধু, ওদের আমরা হারিয়ে দিয়েছি, কিন্তু ওই যে আসছে পরের দলটা।

আমাদের ছত্রভঙ্গ সারির ওপর এসে হামলা করল তৃতীয় উসুটু রেজিমেন্ট। আমরা পরস্পরের কাছাকাছি সরে গেলাম, লড়াই করলাম খোল শামুকের মতো বেপরোয়া হয়ে: এমনকি আমাদের সেনাবাহিনীর কুলি দলের ছেলেরাও যোগ দিল এবার লড়াইয়ে। গোল একটা বৃত্ত তৈরি করেছি আমরা। চারপাশ থেকে আমাদের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে উসুটুরা। আমাওয়াঘবেদের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে, কিন্তু টুঁ-শব্দ করে প্রতিবাদ করল না একজন যোদ্ধাও। এখন আমি বর্শা হাতে লড়াই করছি। তবে এটা কিভাবে আমার হাতে এলো তা বলতে পারব না। যতদূর মনে পড়ে আহত এক যোদ্ধার হাত থেকে ওটা কেড়ে নিয়ে বর্শার গুঁতোয় তাকে হত্যা করি আমি। বর্শার খোঁচায় এক ক্যাপ্টেনকেও হত্যা করলাম। লোকটা পড়ে যেতে তার চেহারা চিনতে পারলাম। কেটেওয়ায়োর লোক ছিল সে, নতওয়েংওতে তার কাছে কিছু কাপড় বেচেছিলাম আমি। আমাদের সামনে দু'পক্ষের মৃত আর আহত সৈনিকদের স্তূপ জমেছে। ওদের আমরা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছি: দেখলাম কওলের ঘোড়া সামনের দু'পা তুলে দিয়ে পড়ে গেল মাটিতে। ওটার লেজের ওপর দিয়ে পিছলে মাটিতে পড়ল কওল, পরের মুহূর্তে আমার পাশে দাঁড়িয়ে লড়তে শুরু করল। ওর হাতেও বর্শা, লড়াইয়ের ফাঁকে ডাচ আর ইংরেজি গালি দিচ্ছে সে।

আমার ঘোড়াটা চেঁচিয়ে উঠল। কি যেন একটা বাড়ি মারল আমার মাথায়। বোধহয় কারও ছুঁড়ে দেয়া লাঠি। পরবর্তী কিছুক্ষণ সচেতনতা থাকল না আমার, মনে হলো বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছি।

চেতনা ফিরতে বুঝলাম এখনও ঘোড়ার পিঠেই আছি। যুদ্ধক্ষেত্র পার হয়ে ছুটছে ঘোড়াটা। ওটার স্যাডল আঁকড়ে ধরেছে কওল, ছুটছে পাশে পাশে। রক্তে ওর শরীর ভেসে যাচ্ছে। ঘোড়াটার গা-ও রক্তে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাখামাখি। আমিও রক্তাক্ত। সবাই আমরা আহত হয়েছি কমবেশি। রক্ত আমাদের নিজেদেরও হতে পারে, অন্যদেরও হতে পারে, বলতে পারি না। লাগামে টান দিয়ে ঘোড়াটিকে একঝাড় কাঁটা ঝোপের মধ্যে দাঁড় করিয়ে ফেললাম আমি। কওল স্যাডলব্যাগ হাতড়ে হল্যান্ডের জিন আর পানি মেশানো বড় একটা ফ্লাস্ক বের করল। লড়াই শুরু হবার আগে ওটা ওখানে রেখেছে সে। আমার দিকে বাড়িয়ে দিল ফ্লাস্কটা। লম্বা একটা চুমুক দিয়ে ওর হাতে ধরিয়ে দিলাম আমি ওটা। কওলও লম্বা চুমুক দিল। মনে হলো নতুন জীবন বয়ে যাচ্ছে আমার রক্তনালীর ভেতর দিয়ে। যে যাই বলুক, উত্তেজনার পর অ্যালকোহলের কোন জুড়ি নেই।

'আমাওয়্যামবেরা কোথায়?' জানতে চাইলাম।

'এতক্ষণে বোধহয় সবাই ওরা মারা গেছে, বস। আমরাও মারা যেতাম, ঘোড়াটি পালিয়ে না এলে। তবে কি যুদ্ধটাই না করেছে ওরা। লোকের মুখে মুখে ফিরবে এই লড়াইয়ের কথা। তিন তিনটে রেজিমেন্ট কচুকাটা করে তারপর নিজেরা শেষ হয়েছে আমাওয়্যামবেরা।'

'ভাল,' ক্লান্ত কণ্ঠে বললাম। 'যাচ্ছি কোথায় আমরা?'

'মনে হয় নাটালে, বস। জুলুদের ধারেকাছে আপাতত থাকার ইচ্ছে নেই আমার। সামনে একটু দূরেই টুগেলা নদী। সাঁতরে পার হয়ে যাব আমরা। তাড়াতাড়ি চলুন, বস, কওলে আক্রান্ত হয়ে যাবার আগেই নদী পার হতে হবে।'

এগিয়ে চললাম আমরা, একটা ঢাল পেরোতেই চোখে পড়ল নদীটা; ভয়ঙ্কর একটা দৃশ্য দেখলাম। ধাওয়া করে পলাতকদের ধরেছে উসুটুরা, এখন বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারছে। কেউ কেউ নদীতে ভেসে গিয়ে প্রাণ হারাচ্ছে। ডুবন্ত মানুষের কারণে কালো দেখাচ্ছে নদীর পানি।

কানে তালা ধরিয়ে দেয় নরকের আওয়াজ যেন আর্তচিৎকারগুলো। বর্ণনা করে বোঝানো যাবে না কি বীভৎস সে করুণ আর্তনাদ।

'সামনে বাড়ো!' নির্দেশ দিলাম আমি। ঝোপের মাঝ দিয়ে এগোচ্ছি; ঝোপের ভেতর দিয়ে নদীর পানি বয়ে যাচ্ছে, জায়গাটা ঘন ঝোপ, উসুটুরা নেই এখানে। কিছুক্ষণ নিরাপদেই এগোতে পারলাম, তারপর ঝোপ ভেঙে আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল বিশালদেহী একজন লোক। টুগেলা নদীর পাড়ে সামনে বেড়ে থাকা একটা পাথরের

BanglaBook.org

ওপর উঠে দাঁড়াল সে।

'উমবেলাজি!' বলে উঠল কণ্ডল।

দেখলাম আরেকজন লোক তাকে অনুসরণ করছে, যেমনি করে বুনো কুকুর অনুসরণ করে বাচ্চা হরিণকে।

'সাড়ুকো!' আবার বলে উঠল কণ্ডল।

আমি এগিয়ে চললাম, যদিও জানি দূরে থাকাই নিরাপদ। পাথরটার কাছে পৌঁছে গেলাম। সাড়ুকো আর উমবেলাজি ওটার ওপর যুদ্ধ করছে।

পরিস্থিতি সাধারণ হলে সাড়ুকো যতোই শক্তিশালী আর ক্ষিপ্র হোক না কেন, কোন সুযোগ পেত না মহাপরাক্রমশালী উমবেলাজির বিরুদ্ধে, কিন্তু রাজপুত্র এখন চরম পরিশ্রান্ত; তাছাড়া তার হাতে কোন ঢাল নেই, একটা বর্শা শুধু।

সাড়ুকোর বর্শার একটা খোঁচায় মাথার কাছে সামান্য আহত হলো উমবেলাজি। মুকুট থেকে এস্ট্রিচের পালকটা আবার খসে পড়ল। আরেক খোঁচায় তার ডান হাত ফুটো করে দিল সাড়ুকো। বেকায়দা ভঙ্গিতে হাতটা ঝুলছে; বর্শাটা বামহাতে নিল উমবেলাজি লড়াই চালানোর উদ্দেশে, ঠিক এমন সময়ে আমরা পাথরের প্রান্তে পৌঁছলাম।

'কি করছ তুমি, সাড়ুকো!' চিৎকার করলাম আমি। 'কুকুর কি কখনও তার নিজের মনিবকে কামড়ায়?'

ঘুরে আমার দিকে তাকাল সাড়ুকো। উমবেলাজিও।

'ও, মাকুমাজান,' শীতল স্বরে বলল সাড়ুকো। 'যখন কোন কুকুর ক্ষুধার্ত থাকে আর তার পেট পুরে খাওয়া মনিব তার হাড় কেড়ে নেয় তখন কুকুর ঠিকই কামড়ায়।'

ওদের দু'জনের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালাম নিরস্ত্র আমি।

'না, মাকুমাজান,' বলল সাড়ুকো, 'সরে দাঁড়ান আপনি, নইলে এই নারী চোরের ভাগ্য আপনাকেও বরণ করতে হবে।'

'সরব না, সাড়ুকো,' দৃশ্যটা আমাকে এতোই উত্তেজিত করে তুলেছে যে বিপদের তোয়াক্কা করছি না, 'আমাকে খুন না করে উমবেলাজির কোন ক্ষতি তুমি করতে পারবে না।'

'ধন্যবাদ, সাদামানুষ,' কাঁপা গলায় বলল উমবেলাজি, 'কিন্তু আপনি সরে দাঁড়ান এই সাপ যেমন বলছে; ওকে ওর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে দিন। যে মেয়েমানুষ আমাকে জাদু করেছিল তার দোষে আমি পরিণতি ভোগ করতে প্রস্তুত। সে ডাইনীর জাদুতে আমার মতো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনেকেই ধুলোয় মিশে গেছে, যাবেও। শুনেছেন, মাকুমাজান, মাটিওয়ানের ছেলের কীর্তি? শুনেছেন সবসময় সে ছিল কেটেওয়ায়োর পয়সা খাওয়া গুপ্তচর? যুদ্ধ যখন আমার পক্ষে চলে আসছে তখন ওর অধীনস্থ সৈন্যদের নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে পক্ষ ত্যাগ করেছে সে।' সাডুকোর দিকে তাকাল উমবেলাজি। 'এসো, বিশ্বাসঘাতক, এই যে এখানে আমার হৃৎপিণ্ড, যে হৃদয় তোমাকে বিশ্বাস করেছিল, ভালবেসেছিল। এসো, আঘাতে আঘাতে ঝাঁঝরা করে দাও এই হৃৎপিণ্ড।'

'সরে যান, মাকুমাজান,' হিসহিস করে উঠল সাডুকো।

আমি জায়গা ছেড়ে একচুল নড়লাম না।

লাফ দিয়ে এগিয়ে এল সাডুকো। আমি আহত অবস্থায় যতোটা সম্ভব বাধা দিলাম, কিন্তু ওর সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারলাম না। আমার গলা চেপে শ্বাস রোধ করে দিল সে। পড়ে গেলাম পাথরের ওপরে। স্কাউল দৌড়ে এগোল, কিন্তু সে-ও আহত, একটু পরই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। আমার যখন মনে হচ্ছে লড়াই শেষ হয়ে যাচ্ছে, মারা যাচ্ছি আমি, তখন আবার শুনতে পেলাম উমবেলাজির কণ্ঠ। টের পেলাম আমার গলার ওপর থেকে সাডুকোর হাত সরে গেছে। উঠে বসলাম আমি।

'কুকুর,' বলে উঠেছে উমবেলাজি, 'তোমার অ্যাসেগাই কোথায়?' আমাকে সাডুকো যখন চেপে ধরেছিল তখন বর্শাটা সে তুলে নিয়েছে। নদীতে ওটা ফেলে দিল উমবেলাজি। খেয়াল করলাম তার নিজের অ্যাসেগাইটা ঠিকই হাতে আছে। 'এখন শোনো, কুকুর, আমি কেন তোমাকে খুন করব না? জানো কেন খুন করব না? কারণ তুমি আর তোমার ডাইনী বউ মিলে আমাকে শেষ করে দিয়েছ জগতে। নিজের রক্তের সঙ্গে একটা বিশ্বাসঘাতকের রক্ত আমি কিছুতেই মিশতে দেব না। আমার এবং আমার দলের প্রত্যেক আহত নিহতের পরিণতির দায় তোমার ওপর রইল। সত্যিকারের পুরুষমানুষের কাছে চিরদিনের জন্যে একজন কাপুরুষ হিসেবে নাম কিনলে তুমি। যতোদিন তুমি বাঁচবে বিবেকের দংশনে ভুগতে হবে তোমাকে। প্রেতাত্মার মতো তোমাকে তাড়া করে ফিরব এই আমি, উমবেলাজি। আর যখন তুমি মারা যাবে তখন তোমার সঙ্গে দেখা হবে আমার।' আমার দিকে তাকাল উমবেলাজি। 'মাকুমাজান, আজকের এই ঘটনা সাদামানুষদের জানিয়ো

www.BanglaBook.org

তুমি। দোয়া করি তুমি সম্মানিত হও, ঈশ্বরের আশীর্বাদ বর্ষিত হোক তোমার ওপর।'

উমবেলাজিকে কাঁদতে দেখলাম আমি। ওর মাথার ক্ষত থেকে রক্ত এসে অশ্রুর সঙ্গে মিশছে। হঠাৎ করে যুদ্ধের হুঙ্কার ছাড়ল উমবেলাজি—বাবা! বাবা! বাবা! বর্শার ফলার ওপর বুক দিয়ে পড়ল। ঘ্যাঁচ করে বুক দিয়ে ঢুকে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেল বর্শাটার ফলা। চার হাত-পায়ে বসে পড়ল উমবেলাজি, আমাদের দিকে তাকাল। কি করুণ সেই দৃষ্টি! তারপর আস্তে করে কাত হয়ে পড়ে গেল পাথরের ওপর থেকে।

পানি ছলকে উঠে আলোড়িত হলো। টুগেলার স্রোতে হারিয়ে গেল পরাজিত বীর উমবেলাজির দেহ, মার্কিনের সর্বশেষ শিকার।

এতোদিন পর লিখতে বসেও চোখে পানি চলে আসছে আমার, যেমন এসেছিল তিক্ত পরাজয় শেষে উমবেলাজির দু'চোখে।

# চোদ্দো

## উমবেলাজি আর রাজকীয় রক্ত

এ ঘটনার পর আমার ধারণা উসুটুদের কয়েকজন যোদ্ধা এগিয়ে এলো। মনে হলো কেউ সাড়ুকো বলছে: 'মকুমাজন আর তার চাকরটাকে ছোঁবে না; যে তাদের ক্ষতি করবে সবংশে মরতে হবে তাকে।'

জ্ঞান প্রায় হারিয়ে ফেলেছি আমি, টের পেলাম ঘোড়ার পিঠে চাপানো হয়েছে আমাকে। দেখলাম স্কাওলকে একটা ঢালের ওপরে শুইয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

জ্ঞান যখন ফিরল দেখলাম আমাকে একটা গুহার মধ্যে রাখা হয়েছে। একটু খেয়াল করতেই বুঝলাম, গুহা নয়, আমাকে রাখা হয়েছে ঝুল বারান্দার মতো বেরিয়ে থাকা একটা মস্ত পাথরের তলায়। স্কাওলকেও দেখলাম—বিস্মিত, হতভম্ব, আতঙ্কিত। উমবেলাজির মৃত্যুর ব্যাপারে কিছুই পরবর্তীতে সে মনে করতে পারেনি। আমিও আর মনে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করাতে যাইনি। অন্যান্য অনেকের মতোই ফগুলেরও ধারণা টুগেলা নদী সাঁতরে পার হতে গিয়ে ডুবে মারা গেছে রাজপুত্র।

'ওরা কি আমাদের মেরে ফেলবে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম ওকে। বাইরে চিৎকার করছে বিজয়ী সৈন্যরা। বুঝতে পারছি উমটুদের হাতে বন্দি হয়েছি আমরা।

'জানি না, বস,' বলল ফগুল। 'আশা করি মারবে না। এতো কিছু ঘটার পর মরতে হলে খুবই দুঃখজনক হবে ঘটনাটি। তার চেয়ে যুদ্ধের শুরুতে মরে যাওয়াও ভাল হতো।'

সায় দিয়ে মাথা দোলালাম। তখনি ভেতরে ঢুকল এক জুলু যোদ্ধা। গরুর মাংস আর পানির পাত্র নিয়ে এসেছে।

'কেটেওয়ায়ো পাঠিয়েছে, মাকুমাজান,' সে বলল। 'বলেছে খাবার আর দুধ না থাকায় সে দুঃখিত। খাওয়া শেষ হলে বাইরে একজন প্রহরী আছে, সে আপনাদের নিয়ে যাবে রাজপুত্রের কাছে।' বেরিয়ে গেল সে।

আমি ফগুলকে বললাম, 'মেরে ফেলতে চাইলে কষ্ট করে খাওয়াত না। চিন্তা বাদ দিয়ে ভালমতো খেয়ে নাও।'

'কে জানে?' বলল বেচারি চিন্তিত ফগুল। গরুর মাংস মুখে পুরে বলল, 'তবে খালি পেটে মরার চেয়ে ভরা পেটে মরা ভাল।'

খেয়ে নিলাম আমরা। মনে হলো শক্তি ফিরে এলো দেহে। বাইরে থেকে উঁকি দিল প্রহরী, জানতে চাইল আমরা তৈরি কিনা। আমি মাথা দোলালাম। ফগুল আর আমি খোঁড়াতে খোঁড়াতে রওনা হলাম তার পেছনে। আমাদের দুরবস্থায় বাইরে দাঁড়ানো জনা পঞ্চাশেক সৈন্য চেঁচিয়ে উঠল। হাসছে অনেকে। মনে হলো না একেবারে শত্রুভাবাপন্ন লোক এরা। লোকগুলোর কাছে আমার ঘোড়াটাকে দেখতে পেলাম, মাথা নিচু করে পরিশ্রান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে দেয়া হলো। স্টিরাপের চামড়া ধরে খুঁড়িয়ে চলল ফগুল। সিকি মাইল পেরোনোর পর আমরা পৌঁছালাম কেটেওয়ায়োর সামনে।

দুপুরের উজ্জ্বল রৌদ্রালোকে বসে আছে সে, একটা ঢালের ওপরে। সামনে দিগন্ত প্রসারিত ঢেউ খেলানো জমি। চারপাশে তার বিজয়ী সেনাপতিরা ভিড় করে আছে। পেশাদার প্রশংসাকারীরা প্রশস্তি করে চেঁচিয়ে গান গাইছে। যেসব বীর যোদ্ধারা যুদ্ধে মারা গেছে তাদের কীর্তিও বর্ণিত হচ্ছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একদল সৈন্য মৃত বীরদের ঢালের ওপরে করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সংগ্রহ করতে ব্যস্ত, রাজপুরের সামনে এনে সারি সারি করে শোয়ানো হচ্ছে তাদের। শুনলাম কেটেওয়্যায়ো মৃতদের দেখতে চেয়েছে। নিজে খুব ক্লান্ত বলে যুদ্ধক্ষেত্রে আর না গিয়ে এখানে তাদের নিয়ে আসতে বলেছে। মৃতদেহের ভিড়ে মাপুটাকেও দেখলাম। আমাওয়্যামবেদের সেনাপতির শরীরটা বর্শার আঘাতে আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, তবে মুখে এখনও লেগে রয়েছে এক চিলতে হাসি।

লাশের সারির ওপরের অংশে ছয়জন বিশালদেহী সৈন্যের মৃতদেহ রাখা আছে। ওদের চিনতে পারলাম: সব ক'জন উমবেলাজির ভাই, কেটেওয়্যায়োর সৎ ভাই। তাদের মধ্যে সে তিনজন রাজপুত্রও আছে, মাসাপোকে ধরার সময় যাদের গায়ে ফিকোলির ধুলো পড়েছিল।

ঘোড়া থেকে নেমে স্কাউলের সাহায্য নিয়ে কেটেওয়্যায়োর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

'সিয়াকুবোনা, মাকুমাজান,' আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল কেটেওয়্যায়ো। হাতটা ধরে নাড়লাম আমি, জবাবে শুভদিন বলতে পারলাম না।

'শুনলাম আমাওয়্যামবেদের আপনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। শুনলাম বাবা পাঠিয়েছিল তাদের উমবেলাজিকে রক্ষা করতে। আমি খুব খুশি হয়েছি আপনি বেঁচে আছেন বলে। আমাওয়্যামবেদের নিঃস্বার্থ লড়াই দেখে গর্বে বুকটা আমার ভরে গেছে। বাবার পরে আমিই ছিলাম তাদের সেনাপতি। যারা বেঁচে আছে তাদের ক্ষতি না করতে নির্দেশ দিয়েছি আমি। আবার আমাওয়্যামবেদের একটা রেজিমেন্ট গড়ে তুলব আমি।' আমার দিকে তাকাল কেটেওয়্যায়ো। 'জানেন, মাকুমাজান, উমবেলাজির সমস্ত সৈন্য যতোজনকে মেরেছে আপনারা তার চেয়ে বেশি উসুটু হত্যা করেছেন? বিরাট মানুষ আপনি, মাকুমাজান।' কেটেওয়্যায়োর স্বরে টিটকারির ছোঁয়া। 'আমি সাতুকোর আনুগত্য না পেলে যুদ্ধে আজকে জিতে যেত উমবেলাজি। সে যাই হোক, বিরোধ মীমাংসা হয়ে গেছে। আপনি যদি আমার সঙ্গে থাকেন তাহলে আপনাকে আমি রাজার সেনাবাহিনীতে জেনারেলের পদ দেব। এখন এব্যাপারে রাজাকে বলার অধিকার জন্মেছে আমার।'

'তুমি ভুল করছ, পান্ডার ছেলে,' বললাম আমি, 'আমাওয়্যামবেরা যুদ্ধ করেছে রাজার অনুগত সেনাপতি মাপুটার অধীনে।' আঙুল তুলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখালাম। 'ওই যে চিরঘুমে ওয়ে আছে মাপুটা : আমি শুধু ওর অধীনে সাধারণ সৈনিকের মতো লড়াই করেছি।'

'আমরা জানি মাপুটা চালাক বাঁদর ছিল, কিন্তু, মাকুমাজান, আপনি তাকে শিখিয়েছেন কি করে লাফাতে হয়। মাপুটা মারা গেছে। আমাওয়্যামবেরাও প্রায় সবাই শেষ। শেষ আমার তিনটে রেজিমেন্ট। শকুন ওদের দেহের ব্যবস্থা করবে। লড়াই শেষ। একার ভুলে যাবার পালা।' লম্বার সারি দেখাল কেটেওয়্যায়ো। 'একজন ছাড়া বাবার ছেলেদের সবাই আছে। উমবেলাজি। উমবেলাজি কোথায়, মাকুমাজান? শুনলাম একমাত্র আপনিই বলতে পারেন তার কি হয়েছে, সে বেঁচে আছে নাকি মরে গেছে। যদি মারা গিয়ে থাকে তাহলে কার হাতে মারা গেছে তা আমি জানতে চাই।'

বলব কি বলব না ভাবলাম, তাকালাম একবার সাডুকোর দিকে। ক্যাপ্টেনদের মাঝে বসে আছে সে উদাস দৃষ্টি মেলে। সে আর আমি ছাড়া আর কেউ জানে না উমবেলাজির শেষ পরিণতি কি ঘটেছে। বললাম উমবেলাজি কিভাবে ভগ্নহৃদয়ে মারা গেছে। জানালাম টুগেলায় ডুবে গেছে তার মৃতদেহ।

কেটেওয়্যায়ো বলল, 'মাটিওয়ানের ছেলে সাডুকো যদি মেয়েমানুষ ঘটিত বিরোধের কারণে আমার পক্ষ না নিত তাহলে আজকে আমিই উমবেলাজির বদলে ভগ্ন হৃদয়ে মারা যেতাম।' সাডুকোর দিকে তাকাল সে। 'সাডুকো, তোমাকে আমি পুরস্কৃত করব, তবে তুমি আমার বন্ধু হবে না কোনদিনই, নইলে হয়তো কোন মেয়েমানুষ নিয়ে আমাদের মধ্যেও বিরোধ দেখা দেবে।' কেঁদে ফেলল কেটেওয়্যায়ো, ফুঁপিয়ে উঠে উমবেলাজির নাম উচ্চারণ করল। আবেগঘন স্বরে বলল ছোটবেলায় একসঙ্গে খেলেছে তারা, পরস্পরকে ভালবেসেছে, বিশ্বাস করেছে। শেষ পরিণতি সিংহাসনের জন্যে লড়াই হলেও সেসব দিন ভুলে যায়নি কেটেওয়্যায়ো। এখন যুদ্ধ শেষ। ভাইয়ের জন্যে কাঁদছে কেটেওয়্যায়ো। 'তুমি ভগ্ন হৃদয়ে মারা গেছ ভাই, আমি জানি না আমি কিভাবে মারা যাব,' বলে চুপ করে গেল।

ভাবছি চলে যাওয়ার অনুমতি চাইব কিনা, এমনি সময়ে পেছনে একটা আওয়াজ শুনলাম। তাকিয়ে দেখি যুদ্ধের চমৎকার পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে মোটাসোটা একজন লোক। তার এক হাতে বর্শা, আরেক হাতে একটা অস্ট্রিচের পালক। চেঁচিয়ে বলল, 'রাজপুত্র,

www.BanglaBook.org

আমাকে গান গাইতে দাও। গান গাইতে দাও আমাকে। বিজয়ী কেটেওয়ায়োকে অনেক কিছু জানানোর আছে আমার।'

চোখ খুললে আবার তাকালাম। সে কি করে হয়। কিন্তু সে-ই তো! উমবেজি!

মৃত এক রাজপুত্রের মাথায় লাথি মারল সে থেমে, অপমানকর কথা বলল। লাফাচ্ছে, ঝাঁপাচ্ছে কেটেওয়ায়োর সামনে এসে, চড়া গলায় কেটেওয়ায়োর প্রশংসা করছে।

'এই ছোটলোকটা কে?' খড়খড়ে গলায় জিজ্ঞেস করল কেটেওয়ায়ো। 'একে চুপ করতে বলো, নইলে চিরদিনের জন্যে চুপ করিয়ে দেব।'

'আমি ইন্ডুনা সাড়ুকোর অধীনে, সুন্দরী মাঈনার বাবা,' বলে উঠল উমবেজি না থেমে। 'সাড়ুকো আপনাকে যুদ্ধে ভিড়িয়েছে। মাঈনাকে চোর কুকুর উমবেলাজি চুরি করেছিল বলেই সে আপনার পক্ষ নেয়।'

'আচ্ছা!' বলল কেটেওয়ায়ো, 'বলো কি বলার আছে তোমার।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল উমবেজির চেহারা। বোধহয় আশা করছে পুরস্কৃত করা হবে তাকে। বলল, 'আমি উমবেলাজিকে হত্যা করেছি, রাজপুত্র।'

সাড়ুকো কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কেটেওয়ায়ো হাতের ইশারায় তাকে থামিয়ে দিল। উমবেজি বোকার মতো কিছুই খেয়াল করল না, দেখল না গম্ভীর হয়ে গেছে কেটেওয়ায়োর চেহারা। বলে চলল, 'যুদ্ধক্ষেত্রে যখন আমার মুখোমুখি হলো উমবেলাজি, তখন ভয় পেয়ে পালাতে শুরু করল কাপুরুষের মতো। আমি মাঈনার বাবা, আমার মেয়েকে সে চুরি করেছে, সেজন্যেই হয়তো তার হৃদয়ে ভয় জন্মেছিল।'

'শুনছি,' পাথুরে গলায় বলল কেটেওয়ায়ো, 'উমবেলাজি তোমাকে দেখে ভয় পেয়েছিল, যদিও আজ সকালে সাড়ুকোর সঙ্গে পক্ষ ত্যাগ করার আগে পর্যন্ত তুমি ছিলে তারই পোষা কুকুর। তারপর? তারপর কি ঘটল?'

'তারপর আমি তার পিছু ধাওয়া করলাম, একটা পাথরের ওপর উঠে থামতে হলো উমবেলাজিকে। সামনে নদী। না থেমে কোন উপায় ছিল না তার। ওখানে আমরা লড়াই করলাম।' যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা দিচ্ছে উমবেজি, কিভাবে সে উমবেলাজির বর্শার আঘাত এড়িয়ে গেল, কিভাবে পাল্টা আঘাত করল—এসব। 'তারপর একসময় ক্লান্ত হয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেল উমবেলাজি। আমি হলাম না। পালাতে চাইল উমবেলাজি: আমি তার পিঠে বর্শা ঢুকিয়ে দিলাম। পড়ে গিয়ে করুণা ভিক্ষা করতে লাগল সে, তারপর পড়ে গেল নদীতে। ততক্ষণে তার অস্ত্রিচের পালক আমার হাতে।' হাতটা বাড়িয়ে দিল সে। 'দেখুন, রাজপুত্র, এটাই কি সেই মৃত কুকুর উমবেলাজির মুকুটের পালক না?'

পালকটা নিয়ে ক্যাপ্টেনদের দেখাল কেটেওয়ায়ো। তারা গম্ভীর চেহারায় মাথা দোলাল।

'বেশ,' বলল কেটেওয়ায়ো, 'এটাই তাহলে দুঃসাহসী যোদ্ধা রাজা পান্ডার আদরের ছেলে রাজপুত্র উমবেলাজির যুদ্ধের পালক। তো কি পুরস্কার চাও তুমি, মাহীনার দাস, উমবেলাজির সবচেয়ে নীচ মনের শেয়াল?'

'বিরাট কোন পুরস্কার, রাজপুত্র...বিরাট কোন—'

হাতের ঝাপটায় তাকে থামিয়ে দিল কেটেওয়ায়ো। 'তা-ই পাবে। তোমার নিজের কথাই তোমার বিপক্ষে প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট: রাজরক্তকে অপমানিত করেছ তুমি, মিথ্যে বলেছ বীর যোদ্ধাদের নামে, তাদের মৃতদেহকেও সম্মান দেখাওনি।'

পরিস্থিতি বেগতিক দেখে সব মিথ্যা না বলতে চেষ্টা করল উমবেজি, কিন্তু সুযোগ পেল না।

তার গায়ে থুতু ফেলল কেটেওয়ায়ো, পরম চোখে উমবেজিকে দেখে নিয়ে বলল, 'সাডুকো, এই হারামজাদাকে নিয়ে যাও। এ বলছে আমার নিজের রক্ত লেগে আছে তার হাতে। এ যখন মারা যাবে তারপর একে ফেলে দিয়ো সেই পাথরের ওপর থেকে, যে পাথরের ওপর থেকে পড়ে গেছে আমার ভাই, বীর যোদ্ধা দুঃসাহসী উমবেলাজি।'

দ্বিধায় ভুগে চারপাশে তাকাল সাডুকো।

বজ্রের নির্ঘোষের মতো গর্জে উঠল কেটেওয়ায়োর কণ্ঠ: 'নিয়ে যাও একে!'

বেশ কয়েকজন সৈন্য পাকড়ে ধরল কম্পনরত হতভাগা উমবেজিকে, টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল: সাডুকোও গেল তাদের সঙ্গে। লোভী মিথ্যুক উমবেজিকে আর কখনও দেখিনি আমি। আমাকে যখন সে পাশ কাটাচ্ছে তখন মাহীনার খাতিরে আমি যাতে তাকে বাঁচাই সে আবেদন রাখল সে: আস্তে করে মাথা নাড়লাম, আমার কিছু করার

www.BanglaBook.org

নেই, নিজের পরিণতি নিজেই ডেকে এনেছে উমবেজি।

একটু পরই আরেকটা ঘটনা ঘটল। সাড়ুকো তার শ্বশুরের প্রাণ নিতে রাজি হয়নি। অন্যান্য ক্যাপ্টেনরা একটু পরই কর্তব্য পালন শেষে সাড়ুকোকে বন্দি করে নিয়ে এলো।

কেটেওয়ায়ো যখন শুনল যে তার সরাসরি নির্দেশ সাড়ুকো পালন করেনি তখন প্রচণ্ড রেগে গেল। আমার মনে হলো সাড়ুকোর সঙ্গে বিরোধে জড়ানোর অজুহাত খুঁজছে কেটেওয়ায়ো। সাড়ুকো যথেষ্ট প্রভাবশালী। সুযোগ পেলে সে যে আবার বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজের সুবিধে করে নেবে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই। রাজার বেশিরভাগ ছেলে মারা গেছে এই যুদ্ধে, বেঁচে আছে মাত্র তিন-চারজন; ওদের শেষ করতে পারলে সাড়ুকোর রাজা হবার পথ খুলে যায়। সে রাজকন্যার স্বামী। তবে এখনই তাকে মেরে ফেলতে ভয় পেল কেটেওয়ায়ো। প্রচুর সৈন্য সাড়ুকোর অধীনে আছে। তাছাড়া তার কারণেই আজকের এই যুদ্ধে জেতা। এখনই কিছু করা ঠিক হবে না। সাড়ুকোকে বন্দি করে রাখার নির্দেশ দিল কেটেওয়ায়ো, বলল তাকে রাজার সামনে বিচারের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। আসলে রাজা এখন নামেমাত্র রাজা, ক্ষমতা চলে এসেছে কেটেওয়ায়োর হাতে। কেটেওয়ায়ো চাইছে রাজার মাধ্যমে সাড়ুকোর ভাগ্য নির্ধারণ করতে।

আমার ভাগ্যও সে নির্ধারণ করল। আমাকে নাটালে ফেরার অনুমতি দেয়া হলো না। আমাকেও রাজার সম্মুখীন হতে হবে, প্রয়োজন হলে সাক্ষ্য দিতে হবে।

আর কোন উপায় ছিল না, কাজেই মামীনা আর সাড়ুকোর ব্যাপারে শেষ পরিণতি দেখার দুর্ভাগ্য হলো আমার।

## পনেরো

### মামীনার মৃত্যু

মারিৎসবার্গে ফেরার পর অসুস্থ হয়ে পড়লাম আমি। জ্বর, মাথা-ব্যথা। দু'সপ্তাহ বিশ্রাম নিতে হলো পড়ে পড়ে। কোন ডাক্তার নেই যে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চিকিৎসা করবে। এমনকি মিশনারিরাও ভয়ে পালিয়েছে জুলুল্যান্ড ছেড়ে।

কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছি, এমন এক সময়ে আমার কাছে কয়েকজন জুলু বন্ধুকে নিয়ে এলো গুডল। তাদের কাছে জানলাম গোটা রাজ্য জুড়ে তোলপাড় চলছে, উমবেলাজির সমর্থকদের খুঁজে বের করে করে হত্যা করা হচ্ছে। কিছু উমসুটু তালের মতামত নিয়েছে যে আমাকেও মেরে ফেলা দরকার। কিন্তু এব্যাপারে কিছুতেই আপোষ করতে রাজি নয় পান্ডা। জনতার সামনে ঘোষণা দিয়েছে সে, আমার বিরুদ্ধে বর্শা তোলা হলে ধরে নেয়া হবে সেটা তোলা হয়েছে তার বিরুদ্ধে, কাজেই দরকারে নতুন যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে রাজ্যে। উমসুটুরা আর বাড়াবাড়ি করেনি; এমনিতেই যথেষ্ট যুদ্ধ করেছে তারা গত কয়েকদিনে। যা অর্জন করেছে তা কম নয়। আপাতত তাতেই তারা সন্তুষ্ট।

সত্যিকার অর্থে সমস্ত ক্ষমতা এখন চলে গেছে কেটেওয়ায়োর হাতে, রাজা পান্ডা এখন পুতুল মাত্র রাজাকে ধরা হয় রাজ্যের মাথা হিসেবে। আর কেটেওয়ায়ো হচ্ছে জুলুল্যান্ডের পা। ঐ পায়ে ভর দিয়ে চলেছে জুলুল্যান্ড। রাজা এতোই দুর্বল হয়ে পড়েছে যে নিজের বাড়ি রক্ষার ক্ষমতাও তার নেই। একদিন চেঁচামেচি শুনলাম রাজার বাড়িতে, পরে জিজ্ঞেস করে জানি কেটেওয়ায়ো এসেছিল সে রাজার এক স্ত্রীকে (উমবেলাজির সমর্থক রাজপুত্র মটোঙ্গার মাকে) ডাইনী ঘোষণা করে এবং রাজার সামনে হত্যার আদেশ দেয়। অনেক কেঁদেছে পান্ডা, অনেক অনুনয় করেছে, কিন্তু কোন কাজ হয়নি। তার স্ত্রীকে তারই চোখের সামনে বর্শা দিয়ে গেঁথে বর্বোরচিত ভাবে মারা হয়েছে।

কয়েকদিন পর পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠলাম। পান্ডা একটা ষাঁড় উপহার সহ লোক পাঠাল আমার কাছে। বার্তাবাহকের কাছে জানলাম রাজা বলেছে আর যাই হোক, আমি যেন জীবনের ভয় না করি। আমার একটা চুলও স্পর্শ করা হবে না। কেটেওয়ায়ো নিজে রাজাকে কথা দিয়েছে।

কেটেওয়ায়ো রাজাকে বলেছে: 'মাকুমাজানকে খুন করলে আপনাকেও খুন করতে হয়, বাবা। আপনিই তাকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আপনার নিজের রেজিমেন্ট দিয়ে যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। তাছাড়া ইংরেজদের সঙ্গে আমি লাগতে চাই না। মাকুমাজান সুস্থ থাকুক।'

আরও জানলাম আগামী কাল সাড়ুকোর বিচার বসবে রাজার

www.BanglaBook.org

দরবারে। সঙ্গে মামীনাও থাকছে। আমাকেও যেতে অনুরোধ করা হয়েছে সাক্ষী হিসেবে।

জিজ্ঞেস করলাম ওদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটা কি। জবাবে বলা হলো: সাদুকোর বিরুদ্ধে দুটো অভিযোগ। এক, সে গৃহযুদ্ধ উস্কে দিয়েছে। দুই, উমবেলোজিকে যুদ্ধে হেলে দিয়ে পরে সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। জুলুদের কাছে বিশ্বাসঘাতকতা একটা বিরাট অপরাধ—সে যে-ই করুক না কেন।

মামীনার বিরুদ্ধে তিনটে অভিযোগ। এক, সাদুকোর শিশুকে সে-ই আসলে বিষ দিয়েছিল। দুই, স্বামীকে ছেড়ে সে তিন পুরুষের ঘরে চলে গিয়েছিল। তিন, সে একটা ডাইনী। সে-ই যুদ্ধের গুরো উমবেলোজিকে উস্কে দেয়, যার ফলে রাজপুত্র সিংহাসনের লড়াইতে জড়িয়ে নিজের মৃত্যু ডেকে আনে। মামীনার কারণেই আজকে জুলুল্যান্ডের ঘরে ঘরে সন্তান হারানোর বিলাপ উঠেছে।

'সাবধানে না খেললে এবার মামীনার আর রক্ষা নেই,' মন্তব্য করলাম আমি।

'হুঁ, ইনকুসি,' বলল একজন, 'পথের দু'ধারে মামীনার গর্ত। সেই গর্তের ভেতরে বর্শা রাখা আছে। ধরে নিন মামীনা মারা গেছে। ওর মারা যাওয়াই উচিত। টুগেলার উত্তরে ওর মতো ভয়ঙ্কর ক্ষমতাশালিনী ডাইনী আর একটিও নেই।'

কেন জানি না, মামীনার জন্যে দুঃখই হলো আমার। বুঝতে পারলাম না কেন খারাপ লাগছে। মামীনার কারণে অনেক ভাল ভাল লোক মারা গেছে। মামীনা মারা গেলে ক্ষতি কি? বুঝতে পারলাম না।

'রাজা সাদুকোকে আপনার সঙ্গে বিচারের আগে দেখা করার অনুমতি দিয়েছেন। তিনি ভাবছেন আপনি হয়তো সাদুকোর পক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারবেন।'

'তনে সাদুকো কি বলল?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'রাজাকে ধন্যবাদ দিল, তারপর বলল মাকুমাজানের অন্তরটা তার গায়ের চামড়ার মতোই সাদা, সত্য ছাড়া মিথ্যে বলবেন না তিনি। ন্যান্তি অন্যান্যদের মতো বিপদের সময় স্বামীকে ছেড়ে যায়নি। সে বলল, সাদুকো ঠিকই বলেছে। বেকারণে আপনি সাদুকোর বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও আপনার সঙ্গে দেখা করতে সাদুকো খুব একটা ইচ্ছুক নয়।'

আমি বুঝলাম সাদুকো আসলে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারছে

www.BanglaBook.org

না লজ্জায়। ভয় পাচ্ছে আমার কাছে এলে ব্যাক্তি যা জানে না তা জেনে যাবে।

'মাযীনার ব্যাপারটা ভিন্ন,' বলল বার্তাবাহক। 'মাযীনা আপনার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চেয়েছে।'

'তাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। মনে মনে চাইছি না মাযীনার মুখোমুখি হতে।

'না, ইনকুসি,' বলল বার্তাবাহক। 'রাজা অনুমতি দেননি কারণ তাঁর ধারণা আপনার সঙ্গে দেখা হলেই মাযীনা তার জাদুর প্রভাব খাটিয়ে আপনাকে বশ করে ফেলবে। তাতে আপনার ক্ষতি হতে পারে। মাযীনাকে মেয়েমানুষের পাহারায় রাখা হয়েছে যাতে সে কোন পুরুষের সর্বনাশ করতে না পারে। তবে মাযীনা বেশ খোশমেজাজে আছে। গান গাইছে, হাসছে, বলছে এতোদিন তার জীবনটা মাকড়সার জালে ছিল, এখন সে এমন এক জায়গায় যাবে যেখানে বসন্তের প্রথম উষ্ণ বৃষ্টির মতো আনন্দময়তায় সময় কাটবে। সেখানে নাকি আছে প্রচুর পুরুষ, যারা তার জন্যে লড়াই করবে। লড়াই করে মাযীনাকে খুশি রাখবে তারা। মাযীনা ডাইনী। সে হয়তো জানে মৃত্যুর পর জীবনটা কেমন।'

কোন মন্তব্য করলাম না আমি। বার্তাবাহক বিদায় নিয়ে চলে গেল। যাওয়ার আগে বলে গেল, কালকে বিচারের আগে আমাকে নিতে আসবে সে।

পরদিন সকালে গরুর দুধ খাওয়া শেষে তিরিশজন প্রহরী নিয়ে আমার কাছে এলো সে। আমাওয়ামবেদের বেঁচে যাওয়া যোদ্ধা তারা। ওয়্যাগন থেকে আমি বের হতেই সালাম জানাল তারা উচ্চকণ্ঠে।

রওনা হলাম আমরা। আমাওয়ামবেদের ক্যাপ্টেন বলল তারা ভয় পাচ্ছিল যুদ্ধে আমি মারা গিয়েছি। খুব খুশি হয়েছে তারা জানতে পেরে যে আমি মারা পড়িনি। জানাল তৃতীয় দফা আক্রমণের পর আমাওয়ামবেদের একশোজন যোদ্ধা শত্রুদের ব্যূহ ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারে। তারা টুগেলা নদীর দিকে না গিয়ে রাজাকে বিপদমুক্ত রাখতে রাজধানীতে ফিরে এসে, রাজার কাছে জানায় যুদ্ধের বিবরণ।

'এখন তোমরা নিরাপদ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'হ্যাঁ, মাকুমাজান। আমরা রাজার সৈন্য, উমবেলাজির নই, ফলে কেটেওয়ায়োর কোন রাগ নেই আমাদের ওপরে। কেটেওয়ায়োর রাগ আছে সাডুকোর ওপর। বচন আছে ডুবন্ত মানুষকে পানি থেকে কখনও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টেনে তুলো না। সাড়ুকো যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করত তাহলে আজকে কেটেওয়্যায়ো বেঁচে থাকত না। কেটেওয়্যায়ো বচনটা জেনে চলার মানুষ। তারপরও আমি বলব রাজকুমারী ন্যান্ডির স্বামী হিসেবে সাড়ুকো শেষ পর্যন্ত বেঁচে যেতে পারে।'

রাজার ক্রালের সামনে উঠানে পৌঁছলাম। বাইরে উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছে অসংখ্য মানুষ। চেঁচাচ্ছে তারা, ঝগড়া করছে, বাধা দেয়ার কেউ নেই। তবে ক্রালের উঠানে পরিবেশ একেবারেই অন্যরকম। প্রহরীরা বাইরে থেকে সতর্ক পাহারা দিচ্ছে উঠানটা। মাত্র কয়েকজন মন্ত্রী উপস্থিত। রাজা, রাজকুমারী ন্যান্ডি, কয়েকজন চাকর, কয়েকজন জল্লাদ আর সিকালি ছাড়া আর কেউ নেই।

'বিচারটা একেবারে রাজার ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে ধরা হয়েছে, ফলে জল্লাদদের এই উপস্থিতি। এমনকি আমার আমাওয়্যামবে প্রহরীরাও উঠানে ঢুকল না।

হাঁটতে হাঁটতে দেখলাম রাজাকে। দেখে মনে হলো বুড়িয়ে গেছে হঠাৎ করে। মাথা নুইয়ে তাকে সম্মান দেখালাম। আমার হাত ধরে শরীর কেমন জানতে চাইল পান্ডা। কেটেওয়্যায়োর সঙ্গেও হাত মেলালাম, বসলাম আমার জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা টুলে। সিকালির কাছাকাছিই বসেছি। দেখে মনে হলো আমাকে সে চেনে না। চোখের দৃষ্টি শীতল।

পান্ডার ইশারায় পাশের একটা দরজা খুলে গেল, ভেতরে প্রবেশ করল সাড়ুকো। হাঁটছে সে। হাঁটার ভঙ্গিতে গর্ব ঝরে পড়ছে। সালাম জানানোর পরে রাজার কাছেই মাটিতে বসল। তার পেছনে মেয়েমানুষ পরিবেষ্টিত হয়ে প্রবেশ করল মামীনা। চেহারায় ভয়ের কোন ছাপ নেই। আর সব সময়ের চেয়ে তাকে আরও বেশি সুন্দরী লাগল দেখতে। রাজাকে সে যখন মাথা নুইয়ে সম্মান দেখাল তখন প্রত্যেকের চোখ তার ওপর আটকে থাকল।

রাজাকে অভিবাদন জানানোর পর ন্যান্ডির ওপর চোখ পড়ল মামীনার। তাকেও মাথা নুইয়ে সম্মান দেখাল সে, জিজ্ঞেস করল বাচ্চার স্বাস্থ্য কেমন আছে, তারপর জবাবের প্রতীক্ষা না করেই আমার কাছে এগিয়ে এসে, আমার হাত ধরে জানাল দেখা হওয়ায় তার খুব ভাল লাগছে। বলল আমাকে আগের চেয়েও রোগা লাগছে দেখতে।

শুধু সাড়ুকোর প্রতি কোন ভাব প্রকাশ করল না সে। সাড়ুকো

www.BanglaBook.org

তাকে দেখছে দেখেও যেন দেখল না। দেখে মনে হলো কেটেওয়ায়োকেও সে দেখতে পায়নি। জল্লাদ দু'জনের ওপর চোখ পড়তেই ঝড়ে পড়া পাতার মতো কেঁপে উঠল মামীনা, নির্দিষ্ট করা জায়গায় গিয়ে বসল। শুরু হলো বিচার।

সাডুকোর বিচার প্রথমে, নিয়ম অনুযায়ী সেনাবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ অফিসার উঠে দাঁড়িয়ে সাডুকোর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ শোনাল, প্রথম থেকে বলল সে, কিভাবে সাধারণ একজন মানুষ থেকে আজকের অবস্থানে পৌঁছেছে সাডুকো তার বর্ণনা দিল। বলল নান্ডিকে বিয়ে করার পর তার উচ্চ অবস্থানের কথা। কিভাবে সাডুকো উমবেলাজিকে প্ররোচিত করে কেটেওয়ায়োর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামায় তা-ও জানাল। শেষে বলল যুদ্ধের সময় বিশ্বাসঘাতকতা করে সে উমবেলাজির সঙ্গে। ফলাফল: উমবেলাজির পরাজয় এবং মৃত্যু।

তর্ক শুনানি শেষ হওয়ার পর রাজা পান্ডা সাডুকোর কাছে জানতে চাইল সে নিজেকে দোষী নাকি নির্দোষ মনে করে।

'দোষী, রাজা,' বলে চুপ করে গেল সাডুকো।

পান্ডা এবার জিজ্ঞেস করল আত্মপক্ষ সমর্থন করে তার আর কিছু বলার আছে কিনা।

'না, রাজা,' বলল সাডুকো, 'বলার শুধু এটুকুই আছে যে আমি ছিলাম উমবেলাজির লোক। আপনি যখন বললেন কেটেওয়ায়ো আর উমবেলাজির মধ্যে লড়াইয়ের মাধ্যমে নিয়তি নির্ধারিত হবে তখন অন্যান্যদের মতো আমিও উমবেলাজির জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করি যাতে সে লড়াইয়ে জেতে।'

'সেক্ষেত্রে আমার ছেলে রাজপুত্র উমবেলাজিকে যুদ্ধের ময়দানে কেন পরিত্যাগ করলে?' জানতে চাইল রাজা।

শান্ত স্বরে জবাব দিল সাডুকো, 'কারণ আমি দেখি কেটেওয়ায়ো দু'জনের মধ্যে শক্তিশালী বেশি। আমি বিজয়ী পক্ষে থাকতে চেয়েছিলাম; সবাই তা-ই চায়। অন্য কোন কারণ ছিল না পক্ষ বদল করার।'

সাডুকো থামার পর সবাই অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল। সাডুকোর বিশ্বাসঘাতকতার পেছনে অন্য কারণ আছে বলে জানত সবাই। শুধু জিকালি অবাক হয়নি। অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সে।

অনেকক্ষণ ভাবনাচিন্তার পর সর্বোচ্চ বিচারক হিসেবে পান্ডা রায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘোষণা করতে শুরু করল। তিনটে শব্দ উচ্চারণের পরই ন্যাডি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'সাডুকোকে মারলে আমাকেও মারতে হবে, মারতে হবে আরও অনেককে। আমার স্বামী কেটেওয়্যায়োর পক্ষ নেয়ার কারণ হিসেবে বলেছে সে বিজয়ী পক্ষে থাকতে চেয়েছে। কথাটা ঠিক নয়। সে আমার ভাই উমবেলাজির ওপর প্রতিশোধ নিতেই পক্ষ বদল করে। উমবেলাজি মমীনা নামের তাইনীকে ওর কাছ থেকে কেড়ে নেয়ায় বিরোধের সূত্রপাত ঘটে। ওই ডাইনীকে সাডুকো আগেও ভালবাসত, এখনও বাসে। দরকার হলে আর সাধ্য থাকলে সাডুকো তাকে আজও রক্ষা করত। হ্যাঁ, ব'ব, সাডুকো পাপ করেছে; কিন্তু এমন পাপ আগেও আরও অনেকে করেছে। আমি সাডুকোর প্রাণ ভিক্ষে করছি আর, রাজা, যদি আপনি সিদ্ধান্ত নেন সাডুকে মরবে, তাহলে জানবেন আমি, রাজার মেয়েও মরব। আমার বক্তব্য আমি জানালাম, রাজা।'

পর্বতি চেহারায় বসে পড়ল ন্যাডি, অপেক্ষা করছে বিচারের রায় শোনার জন্যে। একুশি হয়তো ওর মৃত্যুর সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবে রাজার মুখ থেকে।

পরিবেশে টানটান উত্তেজনা। রাজকুমারী জনসমক্ষে বলে ফেলেছে স্বামী মরলে সে-ও মরবে। এখন আর পিছলাবার কোন উপায় নেই।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল পান্ডা, তারপর বলল, 'ওই মেয়েলোক, মামীনার বিচার শুরু হোক।'

সেনাপতি উঠে দাঁড়িয়ে আবার বলতে শুরু করল মামীনার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আছে। মামীনা সাডুকোর বন্ধুকে হত্যা করেছে, বিয়ের পরও সাডুকোকে ফেলে চলে গেছে, এবং সবশেষে উমবেলাজিকে উত্তেজিত করে গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত করেছে।

'দ্বিতীয় অভিযোগ যেটা,' সেনাপতি থামতেই বলে উঠল পান্ডা, 'স্বামীকে ছেড়ে অন্যের কাছে চলে যাওয়া—এটা মৃত্যুদণ্ড পাবার মতো অপরাধ। প্রথম এবং দ্বিতীয় অভিযোগ শোনার আগে জানা দরকার এই মেয়েলোক আত্মপক্ষ সমর্থন করে কি বলে।' মামীনার দিকে তাকাল সে। 'কি বলার আছে বলো।'

রাজা ব্যক্তিগত কারণে প্রথম এবং দ্বিতীয় অভিযোগ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে চাইছে না বুঝে মামীনার জবাবের অপেক্ষায় অধীর হয়ে উঠলাম আমরা সবাই।

'রাজা,' নরম সিল্কের মতো মিষ্টি গলায় বলল মামীনা, 'আমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তেমন কিছু বলার নেই। হ্যাঁ, সুদর্শন উমবেলাজির জন্যে আমি সাড়ুকোকে ছেড়ে চলে যাই। ঠিক যেমন কেটিওয়ায়োর জন্যে সাড়ুকো ছেড়ে গিয়েছে পরাজিত উমবেলাজিকে।'

'সাড়ুকোকে কেন ছেড়ে গেলে তুমি?' জিজ্ঞেস করল পান্ডা।

নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা পরিষ্কার করেই বলল মামীনা। সাড়ুকো বিশ্বাসঘাতকতা না করলে উমবেলাজি হতো রাজা। সে হতো রানী। জানাল ন্যাডির আচরণও তার উমবেলাজির কাছে যাওয়ার একটা কারণ। কয়েকটা কারণ উল্লেখ করে অদ্ভুত বলল মামীনা, 'যে নিজেই জানে না কেন সে গেছে সে কিভাবে আপনাকে নির্দিষ্ট করে যাওয়ার কারণ বলবে, রাজা, আপনিই বলুন?'

ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়িয়ে সাড়ুকো বলল, 'আমার কথা শুনুন, রাজা। আমি বলছি কেন মামীনা গেছে, যেসব কারণ ও গোপন করেছে, আমি তা বলব। আমিই মামীনাকে উমবেলাজির কাছাকাছি যেতে বলেছিলাম। আমি তখন মনে করতাম আমার আর উমবেলাজির সম্পর্কটা আরও সুদৃঢ় হওয়া দরকার। আমার তখন ধারণা ছিল একদিন উমবেলাজিই রাজা হবে। মামীনাকে উমবেলাজির কাছে পাঠানোর আরেকটা কারণ হচ্ছে, আমি অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিলাম মামীনার ঝগড়ায়, রাতদিন ন্যাডির সঙ্গে লেগে থাকত ও। আমার মনে কোন সুখ ছিল না।'

ন্যাডি বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেল। আমিও বিস্মিত। মামীনা হেসে উঠল। বলল, 'হ্যাঁ, রাজা, এদুটো কারণ আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। আমি সাড়ুকোর আদেশে উমবেলাজির কাছে যাই। সাড়ুকোর তরফ থেকে উমবেলাজির জন্যে বিরাট একটা উপহার ছিলাম আমি। ন্যাডির সঙ্গে ঝগড়া না করে আমি থাকতে পারতাম না এটাও সত্য। তাছাড়া আমার কোন সন্তান হয়নি, ফলে যাব কি থাকব সেটা আমার জন্যে তেমন কোন ব্যাপার মনে হয়নি। আমি সাড়ুকোকে এব্যাপারে বলায় সাড়ুকোও একমত হয় যে আসলে আমার যাওয়া না থাকায় তেমন কিছু আসে যায় না।'

সাড়ুকোর দিকে তাকাল মামীনা। সাড়ুকো তাড়াহুড়ো করে বলল, 'হ্যাঁ, আমি মামীনাকে বলেছিলাম যে বন্ধ্যা গরু ক্রালে রাখতে চাই না আমি।'

ভ্রু কুঁচকে গেল পান্ডার। বলল, 'মনে হচ্ছে মিথ্যা কথায় কান ভরে

BanglaBook.org

গেছে আমার। সে যাই হোক, স্বামী যদি তার স্ত্রীকে অন্যের কাছে পাঠায় তাহলে দোষ যদি কিছু হয়ে থাকে তাহলে সেটা স্বামীর, চলে যাওয়া সেই স্ত্রীর নয়। শেষ, দ্বিতীয় অভিযোগ মাম্বীনার ওপর থেকে তুলে নেয়া হলো।' মাম্বীনার দিকে তাকাল রাজা। 'এবার বলো ডাইনীবিদ্যা প্রয়োগের ব্যাপারে তোমার কি বলার আছে। উমবেলাজিকে তুমিই পটিয়েছিলে লড়াই শুরু করার জন্যে '

'আমি উমবেলাজির সঙ্গে কথা বলতাম না ভালবাসার কথা ছাড়া,' বলল মাম্বীনা। 'যুদ্ধের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।' চোখ দিয়ে বড় বড় ধারায় অশ্রু বেরিয়ে গাল বেয়ে পড়তে শুরু করল মাম্বীনার। 'সুন্দরী হওয়া কি অপরাধ, রাজা? আমার জন্যে সবাই যদি পাগল হয়ে যায় সেটা কি আমার অপরাধ? সেজন্য কি আপনি আমাকে ডাইনী ঘোষণা করে মৃত্যুদণ্ড দেবেন?'

কোন জবাব জোগাল না পান্ডার মুখে। মাম্বীনার সঙ্গে দেখা হওয়ার অনেক আগে থেকেই সিংহাসনে বসার ইচ্ছে ছিল উমবেলাজির, কাজেই ডাকিনী বিদ্যার কথা খাটে না তৃতীয় অভিযোগও ধোপে টিকল না। এবার শুরু হলো প্রথম এবং সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অভিযোগের বিচার মাম্বীনাই সাদুকো আর নাডির শিশু সন্তানকে বিষ খাইয়ে মেরেছে, মাম্বীনার প্রথম স্বামী মাসাপো নয়।

অভিযোগটা শোনার পর, আমি খেয়াল করলাম, এই প্রথম মাম্বীনার চোখে ভয়ের ছায়া দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল।

'ইকোসি যখন মাসাপোকে খুঁজে বের করে তখনই তো এব্যাপার শেষ হয়ে গেছে, রাজা,' বলল মাম্বীনা। 'মাসাপোকে তার অপরাধের জন্যে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।'

'শেষ হয়ে যায়নি,' বলে উঠল পান্ডা, 'যিকালি শুধু বিষটা খুঁজে বের করেছিল, কে দায়ী সেটা বের করতে পারেনি। বিষটা মাসাপোর কাছে পাওয়া যাওয়ায় তাকে জাদুকর হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল। হয়তো আসলে সে দায়ী নয়।'

'তাহলে মাসাপোকে হত্যা করার আগে সেটা রাজার ভাবা উচিত ছিল,' নিচু গলায় বলল মাম্বীনা। 'কিন্তু একটা কথা রাজা ভুলে গেছেন, মাসাপো সবসময়েই তাঁর বংশের শত্রু ছিল।'

মাম্বীনার কথার জবাবে কিছু বলল না পান্ডা। জবাব দেয়ার উপায় নেই। যে দেশে জাদুকরকে আগে হত্যা করে পরে তার কাজ বিশ্লেষণ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করা হয় সেদেশেও. জবাব দেয়া যাচ্ছে না। হয়তো কেউ ভেবে বসতে পারে রাজা ব্যক্তিগত বিরোধের নিষ্পত্তি করেছে মাসাপোকে প্রথম সুযোগে খুন করে। রাজা কিছু বলছে না। ন্যাডি উঠে দাঁড়ানোয় তার দিকে তাকাল শুধু।

'বিষের ব্যাপারে একজন সাক্ষীকে ডাকতে পারি কি?'

মাথা দোলাল পান্ডা। মন্ত্রীদের একজনের উদ্দেশে ন্যাডি বলল, 'আমার চাকরানি নাহানাকে ডাকুন। বাইরে সে অপেক্ষা করছে।'

চলে গেল মন্ত্রী. একটু পরই ফিরে এলো বয়স্কা এক মহিলাকে নিয়ে। এ মহিলা ন্যাডির নার্স। কিন্তু ইদানিং শারীরিক কোন অসুস্থতার কারণে, ফলে ন্যাডিকে ছেড়ে কখনও যায়নি সে। সবার শ্রদ্ধার পাত্র এই মহিলাকে সম্বোধন করে ন্যাডি বলল, 'নাহানা, আমার বাচ্চা মরার আগে [illegible]ছিল ঘরে সেটা তুমি আমাকে বলেছ। এবার সবার সামনে বলো কে এসেছিল।'

'ওই যে সে.' মামীনাকে আঙুল তুলে দেখাল নাহানা। 'ওকে কে ভুলবে।'

মামীনার চেহারা দেখলাম। গভীর মনোযোগে শুনছে নাহানা কি বলে।

'কি করেছে মামীনা?' জিজ্ঞেস করল পান্ডা।

'বাচ্চাটা অসুস্থ হয়ে পড়ার দু'দিন আগে সে এসেছিল ন্যাডির ক্রালে। আমি তখন ঘরেরই এককোনায় শুয়ে ছিলাম, আমাকে সে দেখতে পায়নি। বাচ্চা নিয়ে ন্যাডি তখন অন্য কোথাও গিয়েছিল। আমি ভাবলাম যেহেতু মাসাপোর বউ মামীনার সঙ্গে রাজকুমারীর সম্পর্ক ভাল কাজেই চিন্তার কিছু নেই। আমি দেখলাম বাচ্চার মাদুরে কি যেন ঢালল সে। আমি ভাবলাম অষুধ। মামীনা ন্যাডিকে বলেছিল পোকামাকড় তাড়ানোর অষুধ দেবে সে। তারপর সে আগুনের পাশে বাচ্চাকে গোসল করানোর পানিতেও কিছু গুঁড়ো ফেলল, বিড়বিড় করে কি যেন পড়ল। আমার কাছে ব্যাপারটা এবার অদ্ভুত মনে হলো। প্রশ্ন করব, তার আগেই সে চলে গেল ঘর ছেড়ে। এর একটু পরই এক বার্তাবাহক এসে আমাকে খবর দিল যে আমার মা মারা যাচ্ছে। মা'র বাড়ি চারদিনের পথ। আমাকে মরার আগে দেখতে চেয়েছে। আমি ন্যাডির অনুমতি নিয়েই রওনা হলাম। ন্যাডি আমাকে বলেছিল মাকে কবর দেয়ার আগে তাড়াহুড়ো করে আসার দরকার নেই। মা'র মরতে

www.BanglaBook.org

দেরি হলো, ফলে আমারও ফিরতে দেরি হলো। পরে আমি ভুলে গেলাম কি ঘটেছিল সেদিন ন্যাড়ির ক্রালে। ছয় চাঁদ পরে ফিরলাম আমি, ফিরে দেখি মামীনা ন্যাড়ির সতীন হয়ে বসেছে ; ন্যাড়ির প্রথম বাচ্চা মারা গেছে জেনেও কিছু মনে পড়ল না আমার। তারপর মামীনা যখন উমস্লোপোগাসের সঙ্গে পালাল তখন তার কীর্তি মনে পড়ে গেল আমার, ন্যাড়িকে বললাম। ন্যাড়ি মেঝেতে, পাশাপাশি আর বাচ্চার বিছানায় খুঁজে দেখল নরম একটা চামড়ার মোড়ক কিছু অসুখ পাওয়া গেল। এধরনের জিনিস জাদুকররা ব্যবহার করে। আর কিছু আমি জানি না, রাজা।'

'আমি কি সত্যি শুনছি, ন্যাড়ি?' জিজ্ঞেস করল পাণ্ডা, 'নাকি এই মেয়েমানুষও অন্যদের মতো মিথ্যে বলছে?'

'মিথ্যে বলছে না ও। এই যে সে অসুখ। সেদিনের পর থেকে ওই ক্রালের দরজা আমি বন্ধ করে রেখেছি।'

চামড়ার একটা থলে মেঝেতে নামিয়ে রাখল ন্যাড়ি। থলেটার মুখে রশি বাঁধা।

রাজার ইশারা পেয়ে কাউন্সেলরদের একজন ব্যাগটা খুলল, চেহারায় ভয়। একটা কালো ঢালের ওপর অষুধটা ঢালা হলো যাতে আমরা সবাই দেখতে পারি। দেখলাম কয়েকটা শিকড় আর বাচ্চার উরুর একটা হাড়। হাড়ের মুখে একটা কাঠের গোঁজ দেয়া। একটা সাপের দাঁতও দেখলাম।

একবার তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিল পাণ্ডা, বলল, 'যিকালি, এগিয়ে এসে বলো এগুলো কি।'

নিশ্চুপ বসে ছিল যিকালি, রাজার কথায় কোনা থেকে উঠে দাঁড়াল এবার, থপথপ করে বর্ষের সামনে এসে থামল। মামীনা তার কানের কাছে ফিসফিস করতে শুরু করেছিল, দ্রুত বলছে কথা। কিন্তু যিকালি দু'হাতে তার দু'কান চেপে ধরল, শুনতে রাজি নয় :

'এসবের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি, রাজা?' জিজ্ঞেস করল যিকালি।

'অনেক,' জবাব দিল পাণ্ডা। 'তুমিই মাসাপোকে ধরেছিলে। তাছাড়া আমার ছেলে যখন যুদ্ধ করতে গেল তখন তোমার কাছেই লুকিয়েছিল মামীনা। সত্যি কথাটা তোমার জানাতে হবে।' একটু থামল রাজা, তারপর বলল, 'যদি ভুল করো তাহলে মনে রেখো মরতে হবে তোমাকে। অনেক বছর ধরে আসলে তুমি কেমন জাদুকর নও আমি

www.BanglaBook.org

তুমি আমার প্রতি এবং আমার বংশের প্রতি বিদ্বেষ মনোভাব পোষণ করো তুমি।'

মুহূর্তের জন্যে দ্বিধায় ভুগল যিকালি, বুঝতে পেরেছে বিপদের মুখে আছে সে। হেসে উঠল তারপর, তার সেই অট্টহাসি।

'রাজা মনে করছে আমি ফাঁদে পড়েছি, না? হাহ্ হাহ্ হাহ্! আগেও আমি ফাঁদে পড়েছি। মরলে আমি একা মরব না, অনেকে যাবে আমার সঙ্গে, রাজা।' জল্লাদদের দিকে তাকাল যিকালি। সবার ওপর তার নজর ঘুরে এলো। জল্লাদরা তাকে বক্র চোখে দেখছে। 'রাজা, তুমি কি জানো না আমি যখন জন্ম নিয়েছিলাম তখন কোন জুলু রাজা ছিল না? শুনে রাখো, আমি যখন মরব তখনও কোন জুলু রাজা থাকবে না। আমার জীবন থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত যে সময়টা সে সময় সমস্ত জুলু রাজাদের রাজত্ব করার সময়।'

যিকালির তীব্র দৃষ্টির সামনে চোখ সরিয়ে নিতে বাধ্য হলো পান্ডা আর কেচওয়ায়ো।

'রাজা, তোমার আগে যারা আমাকে হুমকি দিয়েছে তারা সবাই মারা গেছে। একমাত্র তুমিই আমাকে হুমকি দাওনি। তুমি বেঁচে আছো সেজন্যে। যদি মনে করো আমাকে তুমি মৃত্যুদণ্ড দিয়ে বাঁচবে তাহলে তা-ই দাও। যিকালি তৈরি।' বুকের কাছে হাত ভাঁজ করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রাজার দিকে চেয়ে থাকল যিকালি।

নিঃশ্বাস আটকে অপেক্ষায় থাকলাম আমরা, কি হয়। যিকালি পান্ডা আর কেচওয়ায়োকে কোন পাত্তাই দেয়নি। এটা রাজাকে এবং রাজপুত্রকে সরাসরি অপমান করার সামিল। একটু পর বুঝলাম যিকালিকে ঘাঁটাতে রাজি নয় রাজা। রাজার হলেও জানের ভয় সবারই আছে।

পান্ডা শুধু বলল, 'আমি তোমাকে বন্ধু মনে করি, যিকালি। কেন তুমি আমাকে মৃত্যুর সংবাদ দিচ্ছ? গত কিছুদিনে আমি অনেক মৃত্যুসংবাদ পেয়েছি, আর দরকার নেই।' শ্বাস ফেলল রাজা। 'যদি চাও তো আমাদের জানাও কি ঘটেছিল। যদি না চাও তো বলো, আমি অন্য কোন জাদুকরকে খবর দেব।'

'সত্যটা কেন জানাব না,' বলল যিকালি। 'এখন তুমি নরম সুরে কথা বলেছ, আমাকে কোন হুমকি দাওনি।' উবু হয়ে শিকড়গুলো তুলে নিল যিকালি। 'এগুলো বিষাক্ত গাছের মূল, রাতে ফুল ফোটে এগাছের,

www.BanglaBook.org

পাহাড়ের মাথায় পাওয়া যায়।' হাড়টা দেখিয়ে বলল, 'এটা এমন এক শিশুর হাড় যে শিশুর বাবা তাকে স্বীকার করেনি বলে মা তাকে বনে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল মরতে। এধরনের বাচ্চার হাড় অন্যান্য বাচ্চাদের ক্ষতি করার কাজে ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া এই হাড়টা বিষ মাখানো। দেখো!' একটা কাঠের টুকরো দিয়ে ঘষা দিতেই হাড়ের গা থেকে ধূসর পাউডার খসে পড়ল। এবার দাঁতটা দেখাল, 'এটা বিষাক্ত সাপের দাঁত। ব্যবহার হয় অন্য মেয়েদের দিক থেকে পুরুষের দৃষ্টি নিজের দিকে ফেরানোর জন্যে ...আমার আর কিছু বলার নেই।' ঘুরে দাঁড়াল সিকলি, পা বাড়াল চলে যাবার জন্যে।

'দাঁড়াও!' বলে উঠল পাণ্ডা। 'সাড়ুকোর বাড়িতে কে এগুলো রেখেছিল?'

'কি করে বলব, রাজা? আগে আমাকে প্রস্তুতি নিতে হবে বলেছে হলে। প্রস্তুতি নিলে গন্ধ শুঁকে তাকে বের করা যাবে। শাহানার কথা তো তোমরা সবাই শুনেছ। আর কিছু বলার দরকার আছে কি? তার কথা বিশ্বাস করো বা অবিশ্বাস করো, যা তোমাদের ইচ্ছে।'

'শাহানার বক্তব্য যদি সঠিক হয় তাহলে মাসাপোকে কেন তুমি দোষী হিসেবে ধরিয়ে দিলে?'

'মনে নেই, রাজা? আগে আমি মাহীনার ছুলে খুঁজেছিলাম? মাসাপোর কাছে বিষ পাওয়া গেল। কিন্তু আমি কখনোই বলিনি মাসাপো দায়ী। তাকে তুমি আর তোমার মন্ত্রীরা দায়ী করেছিলে, রাজা। আমি জানতাম ঘটনা আরও আছে। তুমি যদি আমাকে সম্মানী দিতে তাহলে আমি সাড়ুকোর বাড়ি থেকে খুঁজে বের করে দিতাম এগুলো।' বিষ, হাড় আর দাঁতটা দেখাল সিকলি। 'সেক্ষেত্রে আসল দায়ীকেও আমি খুঁজে বের করতাম। কিন্তু এবার আমাকে সম্মানী দেয়া হয়নি, তাছাড়া আমি বুড়ো মানুষ, ক্লান্ত ছিলাম। মাসাপোকে তুমি মেরে ফেলবে নাকি বাঁচিয়ে রাখবে তাতে আমার কি? মাসাপো তোমার শত্রু ছিল। এব্যাপারে মৃত্যু তার প্রাপ্য না হলেও অন্যান্য অনেক ব্যাপারেই তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যেত।'

পুরোটা সময় কথা শুনছি আর মাহীনার দিকে তাকিয়ে আছি আমি। দেখলাম মনোযোগ দিয়ে কথা শুনছে মাহীনা, ঠোঁটে রহস্যময় মিষ্টি হাসি। সিকলি যখন বিষ পরীক্ষা করে দেখছে তখন সাড়ুকোর চোখে তাকাল মাহীনা, যেন তার প্রতিক্রিয়া দেখতে চায়। চুপ করে

www.BanglaBook.org

আছে সাড়ুকো। দেখে মনে হলো গোটা ব্যাপারটা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। মামীনার সঙ্গে চোখাচোখি হতে অস্বস্তি ভরে মুখ ঘুরিয়ে নিল একটু পরেই মামীনার দৃষ্টি আর ওর দৃষ্টি আবারও এক হলো। সাড়ুকোর চেহারায় ফুটে উঠল সন্তুষ্টি আর প্রশান্তির ছাপ। পুরো ঘটনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত দু'জনের চোখ আর সরল না। খেয়াল করে দেখলাম, দু'জনের এই খটমা মিকানি আর আমি ছাড়া আর কেউ লক্ষ করেনি।

রাজা পাণ্ডা বলে উঠল, 'মামীনা, বিকানির বক্তব্য তুমি শুনেছ। কিছু বলার আছে তোমার? যদি আত্মপক্ষ সমর্থন করে কিছু না বলো তাহলে ধরে নেয়া হবে তুমি জাদুকরী এবং খুনী। তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে।'

'সামান্য কিছু কথা আছে আমার,' বলল মামীনা। 'হ্যাঁ, নাহানা ঠিকই বলেছে। এটা সত্যি যে আমি ন্যাভির ঘরে ঢুকে অষুধ রেখে এসেছি। আমি এমন মেয়ে নই যে সত্য গোপন করব। সামান্য চাকরানী হলেও যে সত্য বলেছে তাকে আমি মিথ্যেবাদী প্রমাণ করতে রাজি নই।' নাহানার দিকে তাকাল মামীনা।

'তাহলে নিজ মুখে স্বীকার করলে তুমি,' বলল পাণ্ডা।

'পুরোটা নয়, রাজা,' বলল মামীনা। 'আমি সাড়ুকোকে পুরো ঘটনা বর্ণনা করতে অনুরোধ করব। সে যদি বলে আমি দোষী তাহলে মরতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু সে যদি বলে যে আমি দায়ী নই তাহলে, রাজা, আমি আশা করব আমাকে আর ঘাঁটানো হবে না।'

'বলো, সাড়ুকো,' বলল পাণ্ডা।

'হ্যাঁ, বলো,' কেটেওয়্যায়োও বলল। তাকে এব্যাপারে বেশ কৌতূহলী মনে হলো।

উঠে দাঁড়াল সাড়ুকো। দেখতে একই রকম আছে ও আগেরই মতো, কিন্তু ভেতরে ভেতরে কি ভীষণ বদলেই না গেছে। আগের মতো গর্বিত, আত্মবিশ্বাসী লোক সে আর নেই। ভেতরে সেই প্রাণশক্তির প্রচণ্ড অভাব দেখা দিয়েছে যেন এ যেন আগের সেই সাড়ুকোর একটা খোলস মাত্র। ধীরে দ্বিধান্বিত কণ্ঠে কথা বলতে শুরু করল, একবারও চোখ সরছে না মামীনার ওপর থেকে।

'রাজা, এটা সত্যি যে মামীনা ন্যাভির বাচ্চাকে বিষ দিয়েছে। এটাও সত্যি যে ও জানত না আসলে ও কি করছে। আমিই ওকে

www.BanglaBook.org

পরামর্শ দিয়ে এসব করিয়েছি। অনেক আগেই মামীনাকে আমি এতো ভালবেসেছি যতো ভাল আর কেউ কখনও বাসতে পারবে না। কোন মেয়েমানুষকে কেউ কখনও এতো ভালবাসবে না। আমি যখন মাকুমাজানের সঙ্গে বাঙ্গুর বিরুদ্ধে লড়তে গেলাম তখন মামীনার বাবা উমস্লেপি মামীনার ইচ্ছের বিরুদ্ধে মাসাপোর সঙ্গে ওকে বিয়ে দেয়। তারপর, রাজা, আপনার অনুষ্ঠানে মাসাপো মামীনাকে নিয়ে এলো। আবার আমাদের দেখা হলো। আমি আর মামীনা পরস্পরকে আরও ভালবেসে ফেললাম। কিন্তু মামীনাকে বিয়ে করতে চাইলে ও বলল যে ওর স্বামী আছে। বলল মাসাপোকে ও পছন্দ না করলেও মাসাপো তার স্বামী। যতোদিন মাসাপো বেঁচে আছে ততোদিন মামীনা তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে। তখন, রাজা, আমার অন্তরে শয়তান ভর করল। আমাকে শয়তান পরামর্শ দিল। আমি মাসাপোকে পথ থেকে সরিয়ে দেবার পরিকল্পনা করলাম, যাতে মামীনাকে বিয়ে করতে পারি। পরিকল্পনা ছিল ন্যাডি আর আমার ছেলেকে বিষ দিয়ে মারা হবে। দোষী হিসেবে মাসাপোকে ফাঁসিয়ে দিয়ে খুন করানোই ছিল উদ্দেশ্য, যাতে আমি মামীনাকে বিয়ে করতে পারি।'

সাডুকোর এই আশ্চর্যজনক স্বীকারোক্তির পর থ হয়ে গেলাম আমরা। এতো ভয়ঙ্কর চক্রান্ত জুলুদেরও চমকে দিতে যথেষ্ট। উপস্থিতদের মুখ দিয়ে অস্ফুট আওয়াজ বের হলো। বুড়ো যিকালি পর্যন্ত মুখ তুলে সাডুকোকে দেখল, চোখে বিস্ময়। ন্যাডিও চমকে গেছে, আগের মতো আর শান্ত দেখাচ্ছে না তাকে। একবার উঠে দাঁড়াল কথা বলবে ভেবে, তারপর মামীনা আর সাডুকোর দিকে চেয়ে বসে পড়ল আবার। অপেক্ষা করছে কি ঘটে দেখার জন্যে। সাডুকো আবার তার সেই নিচু শান্ত স্বরে বলতে শুরু করল:

টুগেলার ওপারের এক জাদুকরের কাছ থেকে একটা বাছুরের বদলে বিষটা সংগ্রহ করে মামীনাকে দিই আমি, বলি ন্যাডি অষুধটা চেয়েছে গুবরে পোকা মারার জন্যে। মামীনাকে আমি বলেও দিই কোথায় অষুধটা ছড়াতে হবে। জাদুর সরঞ্জামও তাকে দিই যাতে বাড়ির দরজায় রেখে দেয়; বলি এতে আমার পরিবারের উপকার হবে। আমাকে খুশি করতে কাজগুলো মামীনা করে কিছু না জেনেই। মামীনা জানত না ওটা বিষ। তারপর আমার ছেলে মারা গেল, ও মারা যাক তা আমি চেয়েছিলাম। আমি নিজেও অসুস্থ হয়ে পড়ি, কারণ অজান্তে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উড়োর স্পর্শ লেগে গিয়েছিল আমার শরীরে।

'তারপর মাসাপোকে ধরল যুড়ো যিকালি। যিকালিকে বোকা বানাতে আমিই মাসাপোর কাছে বিষের থলে রেখেছিলাম। তারপর, রাজা, মাসাপোকে দোষী মনে করে শাস্তি দেয়া হলো। রাজা, আপনি মামীনাকে আমার স্ত্রীর করার অনুমতি দিলেন। তারপর, আগেই বলেছি, ন্যাড়ি আর মামীনার ঝগড়ায় বিরক্ত হয়ে আমি ঠিক করলাম উমবেলাজির কাছে মামীনাকে দিয়ে দেব। আমি চেয়েছিলাম উমবেলাজির সঙ্গে সম্পর্ক ভাল করতে। মামীনা তার কাছে যায় আমাকে খুশি করতে, আমার উন্নতি নিশ্চিত করতে, কাজেই আসলে তার কোন দোষ নেই।'

কথা শেষ করে আবার বসল সাডুকো, এখনও একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে মামীনার দিকে।

'শুনলেন আপনি, রাজা,' বলল মামীনা। 'এখন আপনার রয়ে দিন। যদি চান তো সাডুকোর জন্যে নিজের জীবন দিয়ে দিতে কোন আপত্তি নেই আমার।'

রাগে উঠে দাঁড়াল পান্ডা, থরথর করে কাঁপছে। সাডুকোকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে চিৎকার করে বলল, 'নিয়ে যাও ওকে! নিয়ে যাও ওই কুকুরটাকে! বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই ওর। ওই কুকুরটা অন্যায় ভাবে আরেকজনকে মেরে তার বউকে চুরি করেছে।'

জগ্গাদরা লাফ দিয়ে গিয়ে সাডুকোকে ধরল। আমি কথা বলার জন্যে উঠে দাঁড়াচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই মুখ খুলল যিকালি:

'রাজা, মাসাপোকে তুমি অন্যায় ভাবে শাস্তি দিয়েছ। তুমি কি চাও আরেকজনকে অন্যায় ভাবে খুন করতে?' আঙুল তুলে সাডুকোকে দেখাল।

'কি বলতে চাও তুমি?' রাগের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল পান্ডা।

'শোনোনি যে লোককে আমি সাধারণ থেকে তুলে এনে বড় করেছিলাম, সম্মান দিয়েছিলাম, নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলাম, তার উপকারের সর্দার করেছিলাম সে কি করেছে? নিজের মুখে সে স্বীকার করেছে যে নিজের বাচ্চাকে সে হত্যা করেছে। হত্যা করেছে এমন এক নেরেমানুষের জন্যে যাকে অনেকেই পেতে পারে।' রক্তলাল চোখে মামীনাকে দেখল রাজা।

'রাজা,' বলল যিকালি। 'সাডুকোর মুখের কথা আমি শুনেছি। তুমি

www.BanglaBook.org

যদি আমার মতো জাদুকর হতে তাহলে তুমি ওর অন্তরের কথাও শুনতে পেতে, যেমন আমি শুনেছি। মাকুবাজানও জানে আসলে কোনটা সত্যি।

'শোনো, রাজা, আমি একটা গল্প বলি। মাটিওয়ান, সাডুকোর বাবা, তোমার আমার দু'জনেরই বন্ধু ছিল। বান্ডু তাকে মেরে ফেলার পর সাডুকোকে আমি রক্ষা করি। নিজের বাড়িতে তাকে আমি মানুষ করি। তাকে আমি ভালবেসে ফেলি, তারপর সে যখন বড় হলো, তাকে আমি দুটো পথ দেখালাম। দুটোর যেকোন একটি পথে তাকে চলতে হবে সেটা বলে দিলাম। হয় জ্ঞানের পথ, নয়তো যুদ্ধের পথ, মেয়েমানুষের পথ। জ্ঞানের পথ সাদা, আর অন্য পথ রক্তাক্ত, মৃত্যুর পথ।

'[illegible] রাজা, একজন মাগীই ছিল যে সাডুকোকে প্রবল আকর্ষণে টানে। সে মামীনা। সাডুকো মামীনাকে চেয়ে যুদ্ধের, রক্তের পথই অনুসরণ করবে বলে ঠিক করে। প্রথম থেকেই মামীনা সাডুকোকে প্রতারণা করে এসেছে। বিয়ে করার সময় টাকা-পয়সা দেখে অন্য একজনকে বিয়ে করে সে। তারপর সাডুকো যখন বড় মানুষ হয়ে গেল তখন মামীনার মনে আফসোস জাগল। মামীনা আমার কাছে এলো পরামর্শ চাইতে যে কিভাবে সে মাসাপোকে ছেড়ে যেতে পারবে। আমাকে জানাল মাসাপোকে সে ঘৃণা করে। আমি বললাম অন্য কাউকে সে বিয়ে করতে পারে, অথবা অপেক্ষা করতে পারে। একসময় মাসাপো মারা যাবে, তখন সে মুক্তি পাবে। আমি কখনোই মামীনার কানে কুপরামর্শ দিইনি। দেয়ার প্রয়োজন ছিল না, আমি জানতাম শয়তানী ওর মাথায় আগে থেকেই আছে।

'তারপর মামীনা সাডুকোর বাচ্চাকে খুন করল। খুনের দায় স্বামীর ঘাড়ে চাপিয়ে তাকে খুন করাল। এমন ভাবে প্রভাব বিস্তার করল যাতে সাডুকো তাকে আগের চেয়েও বেশি ভালবাসতে বাধ্য হয়। বিয়ে হলো ওদের। মামীনা সন্তুষ্ট হলো না। আরও ভাল কাউকে চাই তার। সেই সে সুযোগ এলো, রাজপুত্র উমবেলাজির ওপর প্রভাব বিস্তার করে তাকে বাধ্য করল হীন এক নারী চোরের মতো পালাতে। মামীনা চেয়েছিল উমবেলাজিকে ব্যবহার করে আরও ওপরে উঠতে। সাডুকোর ঘর ছেড়ে গেছে সে বিনা দ্বিধায়। সঙ্গে নিয়ে গেছে সাডুকোর অন্তর।

'সাডুকো খেপে গেল। ওর হৃদয়ে হিংসা আর প্রতিশোধপরায়ণতা

www.BanglaBook.org

বাসা বাঁধল। যুদ্ধের সময় উমবেলাজির সঙ্গে সাডুকো বিশ্বাসঘাতকতা করল। আগেই কেটেওয়্যায়োর সঙ্গে তার চুক্তি হয়ে গিয়েছিল। না, রাজপুত্র, অস্বীকার কোরো না। যুদ্ধের তিনদিন আগে তুমি সাডুকোর সঙ্গে চুক্তিতে আসো যে সে তোমাকে সাহায্য করবে।' কেটেওয়্যায়ো কাপড় দিয়ে তার মুখ ঢাকল। 'হ্যাঁ,' বলে চলল যিকালি, 'সাডুকো এতো বড় বিশ্বাসঘাতকতা করল শুধু মাত্র মামীনার জন্যে। হাজার হাজার মানুষের জীবনের বিনিময়ে মামীনাকে চেয়েছে সাডুকো। উমবেলাজির পক্ষ ত্যাগ করেছে এই মামীনার জন্যে। রাজা, তুমি তারপর শুনলে আজব এক কাহিনী। সাডুকো বলল সে তার সন্তানকে নিজেই হত্যা করেছে। যে সন্তানকে সে নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালবাসত তাকে হত্যা করেছে ওই ডাইনীকে পাবার জন্যে। বলল উমবেলাজিকে সে ত্যাগ করে কেটেওয়্যায়োর কাছে গেছে কারণ বাড়তি সুবিধে পাবে বলে মনে করেছে। আসলে কি তাই?' মাথা নাড়ল যিকালি। 'এসবই মিথ্যে, রাজা। সত্যি শুধু এটুকু যে মামীনাকে সে নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালবাসে।

'সাডুকো নিজের অন্তরের কথা বলেনি, যা বলেছে সবই বলেছে মামীনাকে বাঁচাতে। আমি তো বলব মামীনা এদেশের মহিলা জাদুকরীদের মাঝে সেরা। চোখের মায়াজালে সাডুকোকে বিবশ করেছে সে। সাডুকো আসলে জানেও না জানতে চায়ও না সে কি বলেছে। উমবেলাজিরও এই একই অবস্থা করে ছেড়েছিল মামীনা।'

'সেটা প্রমাণ করো,' খেঁকিয়ে উঠল অধৈর্য পান্ডা, 'নইলে সাডুকোকে মরতে হবে।'

পান্ডার কানে কানে ফিসফিস করে কি যেন বলল যিকালি। তার কথা শেষ হতে পান্ডা তার দুই মন্ত্রীর সঙ্গে নিচু স্বরে কি যেন আলাপ করল। মন্ত্রী দু'জন উঠে দাঁড়াল, ভাব দেখে মনে হলো বাইরে যাচ্ছে। তারপর যেই তারা মামীনার সামনে পৌঁছাল, তাদের একজন মামীনাকে জাপটে ধরল যাতে নড়তে না পারে। অপরজন মামীনার শাল খুলে নিল। বাধা দিল না মামীনা, কিন্তু তাকে শক্ত করে ধরে রাখল মন্ত্রী দু'জন।

ধীর পায়ে সাডুকোর সামনে গিয়ে তাকে দাঁড়াতে বলল যিকালি। দাঁড়াল সাডুকো। সাডুকোর মুখে হাত বুলিয়ে দিয়ে কি যেন পড়ল যিকালি। বড় করে শ্বাস টানল সাডুকো, তাকালে দেখে মনে হলো যেন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুধ থেকে উঠেছে।

'সাতুকো,' ভারী গলায় বলল যিকালি। 'আমি তোমার পালক পিতা। আমাকে সত্যি কথাটা বলো। লোকে বলছে তুমি তোমার স্ত্রীকে উমবেলাজির কাছে দিয়েছিলে যাতে তার কাছ থেকে আরও বেশি অনুগ্রহ পাও। একথা কি সত্যি?'

রেগে গেল সাডুকো: 'তুমি যদি যিকালি না হতে, আমার পালক পিতা না হতে, তাহলে আমার নামে এরকম জঘন্য কথা বলার অপরাধে তোমাকে আমি হত্যা করতাম! মামীনা সৌন্দর্যের মায়াজালে রাজপুত্রকে মোহিত করে ওর সঙ্গে পালিয়ে যায়।'

'আরেকটা প্রশ্ন,' বলল যিকালি। 'এটা কি সত্যি যে কেটেওয়্যায়োকে জিতবে মনে করে তুমি তোমার রেজিমেন্ট নিয়ে তার সঙ্গে যোগ দাও?'

'আবার ফালতু কথা!' প্রায় গর্জে উঠল সাডুকো। 'আমি পক্ষ ত্যাগ করি মামীনাকে উমবেলাজি আমার কাছ থেকে চুরি করায়।' মুহূর্তের জন্যে সাডুকোকে দুঃখিত দেখাল। 'এখন মাঝে মাঝে মনে হয় উমবেলাজিকে ত্যাগ করা উচিত হয়নি। ওর প্রতি ক্ষোভ রাখাও উচিত নয়। উমবেলাজি অন্য সবার মতো মামীনার কাছে কাদার মতো নরম হয়ে গিয়েছিল, কি করছে সে হুঁশ ছিল না ওর।' রাজার দিকে তাকাল সাডুকো, আবেগ জড়িত স্বরে বলে উঠল, 'রাজা, আমাকে হত্যা করুন। বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই আমার। বন্ধুর রক্তে নিজের হাত রাঙিয়েছি আমি। মৃত্যুই শুধু আমার জন্যে বাকি আছে। হত্যা করুন আমাকে, যাতে আমি আমার বন্ধুর সঙ্গে ঘুমাতে পারি।'

সাডুকো থামতে ন্যান্ডি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'সাডুকোর কথা শুনেন না, রাজা, ও পাগল হয়ে গেছে। ও এখন পবিত্র*। যা করেছে বুঝে করেনি ও। আমি জানি আমাদের সন্তানকে নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালবাসত ও। তার ক্ষতি করার বদলে মরতেও আপত্তি করত না। কোন খাবার খায়নি, বাচ্চাটা মারা যাবার পর তিনদিন তিনরাত শুধু কেঁদেছে ও। বেচারাকে আমার হাতে ছেড়ে দিন, রাজা, আমাদের এই রাজ্য ছেড়ে চলে যাবার অনুমতি দিন, যাতে আমরা এসব ভুলতে পারি।'

'চুপ করো, ন্যান্ডি,' আদেশ দিল পান্ডা। 'যিকালি, তুমিও থামো।'

* জুলুরা পাগলদের পবিত্র মনে করে। মনে করে তাদের ভেতর গোপন ঐশ্বরিক শক্তি কাজ করে।

www.BanglaBook.org

চুপ করে গেল সবাই। কিছুক্ষণ চিন্তার পর পাণ্ডা হাত দিয়ে ইশারা করল। মন্ত্রী দু'জন শলটা মাম্বীনার কাছ থেকে সরিয়ে নিল। মাম্বীনা শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল তার সঙ্গে বাচ্চাদের খেলা শুরু করা হয়েছে কিনা।

পাণ্ডা গম্ভীর স্বরে বলল, 'খেলা বটে, তবে ছেলেমানুষি নয়। জীবন-মৃত্যুর খেলা চলছে। যিকালির কথা তুমি শুনেছ, শুনেছ সাভুকোর কথা। তোমার সুবিধের জন্যে আবার কি ওদের বক্তব্য বলতে হবে?'

'দরকার নেই, রাজা; কান আমার যথেষ্ট তীক্ষ্ণ। আমি আপনার সময় নষ্ট করতে চাই না।'

'তাহলে, মেয়েমানুষ, বলো তোমার কি বলার আছে?'

'তেমন কিছু না,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল মাম্বীনা, 'শুধু এটুকুই বলব, এ খেলায় হেরে গিয়েছি আমি। আপনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু এটাই সত্যি যে বোকারাম সাভুকোকে আমি জাদু করিনি, সে আমাকে ভালবাসে বলে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিল। আপনার আসল শত্রু ওই যিকালি, যে সাভুকোর ইচ্ছের বিরুদ্ধে জাদুর প্রভাব খাটিয়ে ওর মুখ দিয়ে সত্যটা বের করেছে।

'আর কি বলার আছে? খুব সামান্য। যে অভিযোগগুলো করা হয়েছে তা সবই আমি করেছি। আমারই হওয়ার কথা ছিল জুলুদের রানী। বিরাট প্রাপ্তির আশায় ঝুঁকি নিয়েছিলাম, এক চুলের জন্যে হেরে গেছি। সবই আমি হিসেব করেছিলাম, শুধু হিসেব করিনি নির্বোধ সাভুকোর হিংসে! এখন বুঝতে পারছি, সাভুকোকে যখন ছেড়ে চলে গেলাম তার আগে তাকে মেরে রেখে যাওয়া উচিত ছিল। তিনবার আমি ভেবেছিলাম মেরে ফেলব; একবার ওর পানিতে বিষও দিয়েছিলাম, কিন্তু কাজটা শেষ পর্যন্ত করা হয়নি; সাভুকো চুমু খাওয়ায় মন নরম হয়ে যায়, ওর পানি সরিয়ে ফেলে দিই আমি। আজ তারই ফলশ্রুতিতে আমার বিচার হচ্ছে: কি, সাভুকো, মনে পড়ে তোমার পাত্র মুখের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়েছিলাম?

'দুনিয়ায় একজন মাত্র পুরুষকেই আমি ভালবেসেছি।' আমাকে অপ্রস্তুতে ফেলে দিল মাম্বীনা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে। 'তিনি আমাকে ভালবাসেননি বলেই হয়তো তাঁকে আমি ভালবেসেছি। তাঁকে আমি পেতে পারতাম, কিন্তু পাইনি। পেলে এতোকিছু ঘটত না। এতো ঘটনা জন্ম নিত না। আমি হতাম সাদা শিকারীর একজন চাকর। আমাকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অবহেলা করা হচ্ছে।...সে যাই হোক, আমি যখন তাঁর সেবা করেছিলাম তখন তিনি আমাকে একটা কথা দিয়েছিলেন। খুব ছোট একটা কথা। তবে আমার ধারণা তাঁর কথা তিনি রাখবেন। মাকুমাজান, আপনি কি আমাকে কথা দেননি যে যখন আমি চাইব এবং যেখানে চাইব সেখানেই আপনি একবার আমার ঠোঁটে চুমু দেবেন?'

'দিয়েছিলাম,' ফাঁপা গলায় জানালাম। মামীনা একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে আমার দিকে।

'তাহলে আসুন, মাকুমাজান, আমাকে শেষ বিদায়ের চুমু দিন। রাজা নিশ্চই আপত্তি করবেন না, এখন মৃত্যু ছাড়া আমার আর কোন স্বামী নেই যে আপনাকে নিষেধ করবে।'

উঠে দাঁড়ালাম আমি, যেন নিজের মধ্যে নেই। মামীনার কাছে গিয়ে থামলাম। আমার কাঁধ জড়িয়ে ধরল মামীনা দু'হাতে, দু'বার চুমু দিল। একবার ঠোঁটে একবার কপালে। দুটো চুমুর মাঝের সময়ে চট করে কি যেন একটা করল ঠিক ধরতে পারলাম না। মনে হলো বামহাতটা একবার ঠোঁটে ছোঁয়াল, পরক্ষণে দেখলাম কি যেন গিলে ফেলল। ধাক্কা দিয়ে আমাকে সরিয়ে দিল মামীনা, বলল, 'বিদায়, মাকুমাজান। আমার এই চুমু ভুলে যেয়ো না। আবার যখন পরলোকে আমাদের দেখা হবে তখন অনেক কথা বলব। ততোদিনে তোমার বলার মতো গল্প অনেক দীর্ঘ হবে।...বিদায় থিকালি, প্রার্থনা করি তোমার সমস্ত পরিকল্পনা সফল হোক। তুমি যাদের ঘৃণা করো আমিও তাদের ঘৃণা করি; তোমার ওপর আমার কোন ক্ষোভ নেই। সত্যি কথাই বলেছ তুমি: বিদায় কেচওয়্যায়ো, জেনো ভাইয়ের তুলনায় কিছুই হতে পারবে না তুমি। তোমার ভাগ্য খারাপ। বিদায় বোকা সাডুকো, একজন মেয়েমানুষের জন্যে নিজের জীবন ধ্বংস করে দিয়েছ তুমি, যেন দুনিয়ায় সুন্দরী মেয়ের অভাব আছে। ন্যান্ডি, তোমার স্বামীর সেবা কোরো মৃত্যুর আগে পর্যন্ত। সাডুকো মরবে বনে তাড়া খাওয়া পশুর মতো। বিদায় পান্ডা, এবার তোমার জল্লাদদের আদেশ দাও তাড়াতাড়ি, নইলে আমার রক্তে হাত রাঙাতে আপত্তি জানাবে ওরা।'

হাত তুলল পান্ডা, ছুটে গেল জল্লাদরা, কিন্তু ওরা মামীনার কাছে পৌঁছানোর আগেই দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে দিল মামীনা, একবার কেঁপে উঠল, তারপর পড়ে গেল পেছন দিকে। যে বিষ মামীনা ব্যবহার করেছে তা খুব দ্রুত কাজ করে, মাটিতে পড়ার আগেই ঝড়ের শিশুর জীবন

www.BanglaBook.org

প্রদীপ নিভে গেছে।

নিরবতা থমথম করছে। সবাই নিশ্চুপ, হতভম্ব, আশ্চর্য। হঠাৎ করেই জমাট বাঁধা নিরবতা ভেঙে গেল হিকালির অট্টহাসিতে। একটানা হেসে চলেছে হিকালি। মনে হলো অপার্থিব সে আওয়াজ।

# ষোলো

## মামীনা! মামীনা...মামীনা!

সেদিন বিকেলে সূর্যাস্তের সময় রওনা হতে তৈরি হলাম। রাস্তা পাস্তা আমাকে যাবার অনুমতি দিয়েছে। রওনা হয়ে যাব এমন সময়ে দেখলাম টিলা পেরিয়ে ওধারে পোকার মতো একটা জিনিস আসছে। কাছে আসতে বোঝা গেল হিকালি। তাকে দু'দিক থেকে ধরে আনছে দুজন।

আমাকে পাশ কাটানোর সময় ভালমতো তাকালও না হিকালি, শুধু হাতের ইশারায় জানাল তার সঙ্গে যেতে, কথা আছে। কৌতূহলী হয়ে পিছু নিলাম। আমার ক্যাম্পের একশো ফুট দূরে একটা চ্যাপ্টা পাথরের কাছে থামল সে, বসল পাথরের ওপর। এমন একটা জায়গা সে বেছেছে যেটার চারপাশে কোন কোণ নেই যে কেউ লুকিয়ে থাকবে। হাতের ইশারায় আমাকে সামনের একটা পাথরের ওপর বসতে বলল সে। বসলাম। হিকালিকে নিয়ে আসা লোক দুটো দূরে সরে গেল।

'তাহলে আপনি চলে যাচ্ছেন, মাকুমাজান?' জিজ্ঞেস করল হিকালি।

'যাচ্ছি,' বললাম, 'সাধ্য থাকলে আরও বহু আগেই চলে যেতাম!'

'তা যেতেন। কিন্তু তাহলে আফসোস থেকে যেত এই ছোট্ট নাটকটা দেখতে না পারার।'

'থাকত না,' সত্যি কথাটাই বললাম, 'মামীনার দুঃখজনক মৃত্যু এখনও আমার চোখে ভাসছে।'

'বুঝতে পারছি, মাকুমাজান। মামীনাকে আপনি পছন্দ করতেন। যদিও আপনি স্বীকার করবেন না, কিন্তু মামীনা আপনার ওপর ইচ্ছে করলে তার প্রভাব খাটাতে পারত। সাজুগো, যাসাপো,

www.BanglaBook.org

উমবেলাজি—সবার ওপরই প্রভাব খাটিয়েছে সে। একজনের ভাগ্যও নিষ্কণ্টক থাকেনি। সুন্দরী ডাইনী ছিল ও। আমার ওপরও প্রভাব খাটাতে দ্বিধা করেনি।'

'মামীনাকে তুমি পছন্দ করতে,' বললাম, 'তারপরও ওর সর্বনাশ করেছ তুমি।'

'কখনও কখনও করতে হয়, মাকুমাজান,' বলল যিকালি। 'সাডুকোকে ফাঁসিয়ে দিচ্ছিল মামীনা, তাছাড়া আমাকেও জল্লাদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল বাধ্য হয়েই ওর শয়তানী প্রকাশ করতে হয়েছে আমাকে।'

'মামীনা মারা গেছে, এখন আর ওর কথা বলছ কেন?'

'মামীনা মারা গেছে, মাকুমাজান, কিন্তু তার প্রভাব এখনও দূর হয়নি। রাজা আমার শত্রু, তার পরিবারকে আমি দেখতে পারি না কারণ তারা আমাদের ওপর রাজত্ব করছে। সেজন্যই বলছি, মামীনার প্রভাব এখনও রয়ে গেছে। উমবেলাজি, বেশিরভাগ রাজপুত্র আর শাসকশ্রেণীর হাজার হাজার জুলু যুদ্ধে মারা গেছে। এসবই মামীনার কৃতিত্ব। রাজা এখন ক্ষমতাহীন, কয়েকদিন পর কেটেওয়ায়োও সপরিবারে ধ্বংস হয়ে যাবে—সবই মামীনার কীর্তি। রানীর মতো বেঁচেছে মামীনা, সম্মানের মৃত্যু বরণ করে নিয়েছে দুটো ছুরির মাঝখানে মামীনাকে আপনি আমার দেয়া বিষটা খেতে দেখেছিলেন? ভাল বিষ ছিল না, মাকুমাজান?'

'আমার ধারণা তুমিই রাজ্যে যুদ্ধের নেপথ্যে ছিলে, যিকালি,' আমার মতামত জানালাম। 'রাজবংশকে তুমি দেখতে পারো না। তুমি চেয়েছিলে এদের রাজত্বের শেষ হোক। সাডুকো আর মামীনাকে তুমি ব্যবহার করেছ নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে।'

'ঠিক ধরেছেন, মাকুমাজান,' স্বীকার করল যিকালি, 'কিন্তু এরকম চালাক হয়ে উঠলে একদিন আপনার কল্লাটা যাবে। মনে রাখবেন, একদিন আমি যা করেছি সেজন্যে সাদামানুষরা আমাকে ধন্যবাদ দেবে।' একটু থামল যিকালি, তারপর বলল, 'কিন্তু আপনাকে বলে সময় নষ্ট করব না আমি। সময় হলে আপনি নিজেই দেখবেন যিকালি সত্যি বলেছে কিনা।'

'কেন এসেছ, যিকালি?' আসল প্রসঙ্গে কথা বলার আশায় জানতে চাইলাম আমি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'বিদায় দিতে, মাকুমাজান। আর একটা কথা বলতে। ন্যান্ডির অনুরোধে রাজা সাডুকোকে ছেড়ে দিয়েছে। তাকে নির্বাসনে যেতে হবে। সঙ্গে রাজকুমারীও যাবে। কেটওয়ায়ো সিদ্ধান্ত নিয়েছে সাডুকোকে সে মারবে না। সাডুকো নিজের মৃত্যু নিজেই ডেকে আনবে।'

'তার মানে আত্মহত্যা করবে?'

'না, মাকুমাজান, ওর বিবেক ওকে শেষ করে দেবে। সাডুকোর খোলস এখন একটা ভূতের সঙ্গে বসবাস করছে—উমবেলাজির ভূত। সাডুকো ভুলতে পারবে না যে সে উমবেলাজির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।'

'তুমি আসলে ঠিক কি বলতে চাইছ, যিকালি, সাডুকো পাগল হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ, পাগল হয়ে গেছে।' আমার দিকে তাকাল যিকালি, তারপর একটু থেমে বলল, 'সূর্য ডুবে যাচ্ছে। আপনি টুগেলা পার হয়ে নাটালে যেতে চান। টুগেলা পার হবার সময় চারপাশে তাকাবেন, হয়তো পুরানো কোন বন্ধুর দেখা পেয়ে যাবেন। আপনাকে নিজ হাতে তৈরি ছোট একটা উপহার দেব আমি। দিন হওয়ার পর ওটা খুলে দেখবেন, আপনার মনে পড়বে মামীনা আর তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা সমস্ত ঘটনা। মামীনা এখন কোথায় কে জানে!' নাক কুঁচকে বাতাস শুঁকল যিকালি, তারপর বলল, 'তাহলে বিদায়, মাকুমাজান, আবার দেখা হওয়ার আগে পর্যন্ত বিদায়। শুধু যদি আপনি মামীনাকে নিয়ে পালিয়ে যেতেন তাহলে কি অন্যরকমই না হতো আজকের পরিস্থিতি!'

উঠে দাঁড়িয়ে সরে এলাম আমি। পেছন থেকে শুনতে পেলাম যিকালির সেই অপার্থিব অট্টহাসি।

পরদিন সকালে যিকালির দেয়া উপহারের প্যাকেট খুললাম আমি। উমযিমবিটি কাঠের একটা মূর্তি—একদম মামীনার মতো দেখতে! মামীনা মৃত্যুর সময়ে যেমন দু'দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল সেরকম! মূর্তির হাতে একটা হৃৎপিণ্ড। কার? সাডুকো নাকি উমবেলাজির? মামীনার মৃত্যুদৃশ্য ফুটিয়ে তুলেছে যিকালি! কাজটি করতে অন্তত কয়েকদিন লাগার কথা যিকালির। যিকালি কি আগেই জানত কি ঘটবে?

*

পাঁচ বছর পেরিয়ে গেছে। এরমধ্যে নানা ঘটনা ঘটেছে আমার জীবনে,

www.BanglaBook.org

নানা অভিযানে গিয়েছি, তবে সেসবের সঙ্গে এ কাহিনীর কোন সংযোগ নেই। একবার ব্যবসায়ীক কাজে নাটালের প্রত্যন্ত ডিস্ট্রিক্ট উমভোটিতে গেলাম। মার খেলাম ব্যবসায়ে। ব্যবসা বোধহয় আমার জন্যে না। যতোবারই আমি ব্যবসা করতে যাই ততোবারই দুর্ভাগ্য আমার ওপর ভর করে।

একরাতে আমাকে টুগেলের শাখা নদীর পাড়ে ক্যাম্প করতে হলো। নদীটা বন্যের পানিতে এতোই ফুলেছে যে পার হওয়া সম্ভব নয়। সন্ধে নেমেছে, বৃষ্টি পড়ছে ঝির্‌ঝির্‌ করে। ভিজে গেছি আমি। আগুন জ্বালব সে উপায় নেই। শীতে কাঁপছি। ভাবছি খালি পেটেই শুতে হবে, বিদ্যুতের হঠাৎ ঝলকে লক্ষ করলাম ঠিক গায়ে বিরাট একটা ক্রাল। ক্রালটা বড়জোর এখান থেকে আধমাইল দূরে হবে। মাথায় একটা চিন্তা খেলল।

'কার ক্রাল ওটা?' কাফ্রিদের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম।

'সোযা, ইনকুসি,' জানাল সে।

'সোযা,' বিড়বিড় করে বললাম। নামটা পরিচিত ঠেকছে। 'সোযা কে?'

'জানি না, ইনকুসি। কয়েক বছর আগে উন্মাদ সাভুকোকে নিয়ে জুলুল্যান্ড থেকে এখানে এসেছে।'

মনে পড়ে গেল। বাজুর সেই অভিযানে সাভুকোর চাচা সোযাও ছিল। সে-ই পরু খেপানোর নেতৃত্ব দিয়েছিল। 'তাই নাকি,' বললাম, 'আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো।'

ঝোপ আর ভুট্টার খেতের মাঝ দিয়ে আঁকাবাঁকা একটা পথ ধরে আমাকে নিয়ে চলল কাফ্রি লোকটা। অনেকক্ষণ লাগল গন্তব্যে পৌঁছাতে। ক্রালটা আধ মাইল দূরে হলেও পুরো দু'মাইল হাঁটতে হলো আমাদের ওটার কাছে পৌঁছাতে। শেষ ঝর্নাটা পার হয়ে ক্রালের কাছে পৌঁছাতে পেরে হাঁফের নিঃশ্বাস ছাড়লাম।

কয়েকটা কুকুর আমাদের আগমনে ঘেউঘেউ করতে লাগল। ঝড়ির লোকদের জিজ্ঞেস করে জানলাম সোযা এখানে বাস করে না, বাস করে অন্য কোথাও। এতোই বুড়ো হয়ে গেছে সে যে চোখে দেখে না, কারও সঙ্গে দেখাও করে না। একটু অনুসন্ধান করতে জানা গেল গত সপ্তাহে সোযা মারা গেছে, কবর দেয়া হয়েছে তাকে।

ততোক্ষণে লোকটার কাঁচা মিথ্যে কথায় বিরক্ত হয়ে গিয়েছি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি। বললাম, 'দেখো, বন্ধু, সোযাকে কবরে গিয়ে খবর দাও, সে যদি কবর ছেড়ে না ওঠে তো বলবে মাকুমাজান তার গরু নিয়ে নেবে। বলবে বাঙ্গুর গরুর পালের যে হাল হয়েছিল তারও সে হাল হবে।'

আমার এধরনের অস্বাভাবিক কথায় প্রভাবিত হয়ে ভেতরে চলে গেল লোকটা। বৃষ্টিস্নাত চাঁদের মরাটে আলোয় দেখলাম ছোটখাটো একজন মানুষ দৌড়ে বেরিয়ে এলো। চিনতে পারলাম · সোযা আসছে। আরও বুড়োটে দেখাল তাকে।

'মাকুমাজান,' কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে, 'আসলেই আপনি? আমি তো শুনেছিলাম বহু আগেই আপনি মারা গেছেন। আপনার আত্মার কল্যাণের উদ্দেশ্যে একটা ষাঁড়ও জবাই দিয়েছি আমি।'

'তারপর খেয়ে নিয়েছ ওটা।'

'ওহ্, তাহলে আপনিই, মাকুমাজান? আপনাকে ঠকানো যায় না। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, পরে ষাঁড়টাকে আমরা খেয়ে নিই, ভোজের সঙ্গে সঙ্গে আপনার আত্মার মঙ্গল কামনা করেছিলাম কিনা। গরীব মানুষ আমি, খামোকা ষাঁড়টা নষ্ট করে লাভ কি ভেবেছিলাম। আসুন, মাকুমাজান, চলুন, ভেতরে চলুন।'

ভেতরে প্রবেশ করলাম আমি। উপাদেয় খাবার খেতে খেতে পুরানো দিনের গল্প করলাম।

খাওয়া শেষে পাইপ ধরিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'সাডুকো এখন কোথায়?'

'সাডুকো? এখানেই আছে। জানেন নিশ্চই, আমি সাডুকোকে নিয়ে জুলুল্যান্ড থেকে চলে আসি। ওখানে আমাদের শত্রুর শেষ ছিল না।'

'তা ঠিক। সাডুকোর কি খবর?'

'ওহ্, আমি বলিনি বুঝি? পালের ঘরেই আছে সাডুকো। মারা যাচ্ছে।'

'মারা যাচ্ছে? কেন?'

'জানি না,' কণ্ঠে রহস্যের মিশেল দিয়ে বলল সোযা। 'তবে আমার ধারণা ওকে জাদু করা হয়েছে। আজ একবছর হলো ঠিক মতো কিছু খায় না সে, আঁধারে একা থাকতে পারে না। জুলুল্যান্ড ছাড়ার পর থেকেই অস্বাভাবিক আচরণ করছে সাডুকো।'

হিকালির কথা মনে পড়ল আমার। হিকালি বলেছিল বিবেকের দংশনে মারা যাবে সাডুকো। কষ্ট পেয়ে মারা যাবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'উমবেলাজির কথা কি সে খুব ভাবে, সোফা?'

'হ্যাঁ, আর কিছুই সে ভাবে না উমবেলাজির কথা ছাড়া।'

'ওর সঙ্গে দেখা করা যাবে?'

'জানি না, মাকুমাজান। ন্যান্ডিকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারি। হাতে আর বেশি সময় নেই।' বেরিয়ে গেল সোফা।

দশ মিনিট পর সে ফিরল। সঙ্গে এক মহিলাকে নিয়ে এসেছে। চিনতে পারলাম ন্যান্ডিকে। বয়সের চেয়ে বেশি বুড়িয়ে গেছে নানা সমস্যায়। আমাকে অভিবাদন জানাল। 'আমি খুব খুশি হয়েছি আপনি এসেছেন, মাকুমাজান। এটা খুবই অবাক ব্যাপার যে এই সময়ে আপনি এসেছেন। সাদুকো আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে, দীর্ঘ ওর যাত্রাপথ। অনেক দূরে চলে যাবে সে।'

জানালাম আমি সোফার কাছে শুনেছি সাদুকো অসুস্থ। জিজ্ঞেস করলাম সাদুকো আমার সঙ্গে দেখা করবে কিনা।

'নিশ্চই দেখা করবে, মাকুমাজান। তবে আপনার চেনা সেই সাদুকো আর নেই। আসুন আমার সঙ্গে, মাকুমাজান।'

সোফার ঘর থেকে বেরিয়ে একটা উঠান পেরিয়ে অন্য একটা বড় ঘরে ঢুকলাম আমরা। ইউরোপীয় লণ্ঠন ঘরের ভেতর উজ্জ্বল আলো বিলাচ্ছে। ঘরের এক পাশে শুয়ে আছে মানুষটা, চোখের ওপর দু'হাত, গোঙাচ্ছে। তার ধারে বসে আছে একজন মেয়েমানুষ।

'সরিয়ে দাও ওকে! সরিয়ে দাও! আমাকে কি শান্তিতে মরতেও দেবে না ও?'

'তোমার বন্ধু মাকুমাজানকে সরিয়ে দেবে তুমি, সাদুকো?' নরম গলায় বলল ন্যান্ডি। 'মাকুমাজান অনেক দূর থেকে এসেছে তোমাকে দেখবে বলে।'

শরীরের ওপর থেকে কম্বল সরিয়ে উঠে বসল সাদুকো। দেখে মনে হলো জীবন্ত একটা কঙ্কাল। কি অবস্থা ওর! ঠোঁট কাঁপছে সাদুকোর, দু'চোখে তীব্র আতঙ্ক।

'সত্যি আপনি, মাকুমাজান?' ক্লান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সাদুকো। 'আসুন, কাছে আসুন। বসুন। কাছে বসুন, যাতে ও আমাদের মাঝে আসতে না পারে।' শীর্ণ হাত দুটো প্রসারিত করল ও।

হাতটা ধরলাম আমি। ঠাণ্ডা, কম্পিত, দুর্বল একটা হাত।

'হ্যাঁ, আমি, সাদুকো,' চেষ্টাকৃত খুশি খুশি গলায় বললাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমাদের মাঝে আর কেউ আসবে না। ন্যাডি, ওই মহিলা আর আমরা দু'জন ছাড়া ঘরে আর কেউ নেই।'

'না, মাকুমাজান, আরেকজন আছে। তাকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন না।' ফসফরাসের জ্বলন্ত কাঠকয়লার দিকে আঙুল তাক করল সে। 'ওই যে দেখুন। ওই যে ও! ওর বুকে বর্শা গেঁথে আছে। ওর পালক মাটিতে পড়ে আছে।'

'কার কথা বলছ, সাড়ুকো?'

'কার কথা? কেন, রাজপুত্র উমবে[redacted]। মামীনার জন্যে ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলা[redacted]

'কি বলছ এস[redacted]কো,' সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললাম আমি, 'বেশ [redacted]সে মারা গেছে।'

'[redacted]ছে, মাকুমাজান? আমরা মারা যাই না। আমাদের শরীর[redacted] শুধু মারা যায়। ওর শেষ কথা আপনার মনে নেই, মাকুমাজান? ও বলেছিল যতোদিন বাঁচব আমাকে তাড়া করে ফিরবে ওর আত্মা, আর মৃত্যুর পর আবারও দেখা হবে? সেদিন থেকে, মাকুমাজান, সেদিন থেকে ও আমাকে তাড়া করছে। ও এবং অন্যরা। আর এখন...এখন...আমি চলেছি ওর সঙ্গে দেখা করতে।'

চোখ ঢেকে আবার গুঙিয়ে উঠল সাড়ুকো।

আমি ফিসফিস করে ন্যাডিকে বললাম, 'পাগল হয়ে গেছে ও।'

আস্তে করে মাথা দোলাল ন্যাডি। আপত্তি জানাতে নাকি সম্মতি দিয়ে বুঝলাম না। বলল, 'কে জানে। হয়তো।'

চোখের সামনে থেকে হাত সরাল সাড়ুকো। 'আলো আরও উজ্জ্বল করে নাও। আলো বাড়লে আমি ওকে দেখতে পাই না। মাকুমাজান, ওই, মাকুমাজান, ও আপনার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করছে। কার উদ্দেশে বিড়বিড় করছে দেখতে পাচ্ছি আমি। মামীনা। মামীনা! মামীনা আপনার দিকে তাকিয়ে হাসছে। ওরা কথা বলছে। চুপ করে থাকুক সবাই। আমি শুনব।'

আমার মনে হলো না-এলেই ভাল হতো। চলে যেতে চাইলাম। ন্যাডি দিল না।

'শেষ পর্যন্ত থাকুন,' নিচু স্বরে বলল।

থাকলাম আমি ইচ্ছের বিরুদ্ধে। উমবেলাজির কানে মামীনা কি বলছে তা জানার কৌতূহল হলো। আসলে পরিবেশটাই এমন যে



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাথায় নানা চিন্তা দোলা দিয়ে যায়। জানতে ইচ্ছে হলো মাসীনা আমার কোন পাশে দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পাচ্ছে?

সাভুকোর চেহারায় বিস্ময়ের ছাপ পড়ল : 'মাসীনা ভালবেসেছিল। ভালবেসেছিল!' দু'হাত দু'দিকে প্রসারিত করল সে, বিড়বিড় করে ডাকল, 'মাসীনা! মাসীনা...মাসীনা!' আস্তে করে মাথা হেলে পড়ল সাভুকোর।

'সাভুকো আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।' সাভুকোর মুখের ওপর একটা কম্বল টেনে দিয়ে নিচু স্বরে বলল স্যান্ডি। একটু থেমে যোগ করল, 'কিন্তু মাসীনা ওকে ভালবেসেছিল বলল ও? মাসীনার জন্য হয়েছিল হৃদয় ছাড়া। মাসীনা তার সর্বশেষ শিকারকে ডেকে নিয়ে গেছে।'

কোন জবাব দিলাম না আমি। অদ্ভুত একটা আওয়াজ শুনলাম। মনে হলো আওয়াজটা ঘরের ছাদের ওপর থেকে আসছে। চেনা মনে হলো আওয়াজটা। তারপর মনে পড়ল। ওই আওয়াজ যেন ম্যিকালির সেই অপার্থিব অট্টহাসি!

সন্দেহ নেই ঝড়ের কবলে পড়া কোন রাতজাগা পাখির ডাক হবে ওটা। অথবা হয়তো হায়েনা ডেকে উঠেছে। এমন এক হায়েনা যে মৃত্যুর গন্ধ পেয়েছে।

আমি আস্তে করে বেরিয়ে এলাম, ভুলে যেতে চাইলাম অতীতের সমস্ত ঘটনা।

***

BanglaBook.org